

প্রথম প্রকাশ
আব্দ ১৩৬৬

প্রকাশক
বশীর আলহেনাল
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এম. এ. গোকরান
কোরালিটি প্রিন্টার্স লিঃ
৬ রজনী বোস সেন
ঢাকা-১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
কাজী হাসান হাবিব

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ-কথা	ক
ভূমিকা	এক
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	সাতচল্লিশ
আৎসুসুরি, ইকুতা, ৎসুনেমাসা : দুটি কথা	পঞ্চাশ
আৎসুসুরি	১
ইকুতা	১০
ৎসুনেমাসা	১৭
কুমাসাকা ও পরবর্তী দুটি নাটক সম্পর্কে	২৪
কুমাসাকা	২৫
এবোশি ওরি	৩৪
বেনকি ও উশিওয়ারা কথা	৪৬
কাগেকিয়ো	৫৩
হাচি-নো-কি	৬৫
কোম্বাচি প্রসঙ্গে	৮০
সোতোবা কোম্বাচি	৮২
উকাই	৯৪
আইয়া নো ৎসুসুরি	১০৩
আওই নো উয়িইর পূর্ব কথা	১১২
আওই নো উয়িই	১১৪
কাস্তান বিষয়ে দুটি কথা	১২৩
কাস্তান	১২৪
হোকা পুরোহিতের কাহিনী	১৩৩
হ্যাগোরোমো প্রসঙ্গে	১৪৩
হ্যাগোরোমো	১৪৪
তানিকো ও ইকেনাই সম্পর্কে	১৫৩
তানিকো	১৫৪

	পৃষ্ঠা
ইকেনাই	১৫৯
হাৎসুউয়িকি	১৬৫
হাকু বাকুতেন	১৬৯
সংক্ষিপ্ত নাট্যকাব্যনী পরিচিতি	১৭৭
হানাকাতারি	১৮০
অবিনামেশি	১৮৩
বাৎসুকাজে	১৮৫
উনুকুওয়ান	১৮৮
আমা	১৯৬
তাকা নো ইউকি	১৯৭
তোরি-অই	২০১
তাজোমনোওরুই	২০২
ইক্কাকু সেননিন্	২০৬
ইয়ামাউবা	২০৭
হোতোকে নো হারা	২১০
হারি	২১১
তোরু	২১২
মাই ওরুবা	২১৩
কিয়োজেন	২১৫
আধুনিক নো ও তৎসুকাস্ত	২১৯
পরিশিষ্ট	২২৯

উৎসর্গ

আবার দেশের

বুদ্ধি-সংগ্রাহীদের

ধীর ভাববাসতে জানেন ;

ভাববেশে প্রাণ দিতে পারেন।

আমোত্তরা বেগম

প্রসঙ্গ-কথা

স্রষ্টার মূলে বেদনা।

পরিশ্রম, অধ্যবসায়, কষ্টভোগ, যন্ত্রণা এগুলিও স্রষ্টার প্রেরণা ও সহায়ক।

যে-কোন স্রষ্টার পেছনে নানাবিধ কার্যকারণ থাকে।

মৌলিক স্রষ্টি যেমন, অনুকৃতি বা অনুবাদ ঠিক ভেমনটি নয়, তবে অনুবাদে কঠোর পরিশ্রম, অবিচলিত নিষ্ঠা, একাগ্র অধ্যবসায় প্রয়োজন। ভাষা-জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। মূল ভাষা ও মাতৃ-ভাষা দুটোতেই সম্যক না হলেও কিছুটা পারদর্শী না হলে অনুবাদ তো সম্ভবই নয়।

“জাপানের ‘নো’ নাটক” আর্থার ওয়েলী নামক জাপানী ভাষা-বিশেষজ্ঞ সাহিত্যিকের “*No Plays of Japan*”-এর অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদই বলা যায়।

এই গ্রন্থ অনুবাদের পশ্চাদপট সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যিক।

অপ্রত্যাশিতকৈ লাভ করার বিস্ময় ও আনন্দ যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ঘটনা বর্ণনা করা যায়।

ভূমিকাটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ নিবন্ধ বা রম্য রচনা হতে পারত, কিন্তু একেত্রে তা সম্ভব নয়।

‘বিস্তার বলায়’ বিপত্তি ঘটে, বিপদ ও প্রমাদ ঘটতে পারে, অনবধানতায় বা স্বেচ্ছায় অসত্য-কথন শেষে দোষী হওয়াও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু কিছুটা বলা দরকার।

ফলে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ও ক’জনের কথা এসে যাচ্ছে। সঙ্গত কারণেই সে আগমন বিবৃতি সংক্ষিপ্ত হত, কিন্তু যেহেতু এই গ্রন্থের রচনার কাল ও প্রকাশ-কালের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান, তাই, কোথাও কোথাও পরিণিত বোধ ঋণিত হতে পারে।

এই দুই কালের মধ্যে দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। ব্যক্তিগত চিন্তা ও চেতনার ধারাবাহিক গতি কখনো ভ্রত কখনো শূণ্য হয়েছে।

প্রায়-অবোধ ও প্রধাসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রিতার কারণে যে যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধি, তা অপরিবর্তনীয়, কিন্তু সর্বত্র বা সব ক্ষেত্রে নয়, সেটি জানতে ও বুঝতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। এটি সম্ভবতঃ একক অনুভব নয়।

প্রায় বাইশ বছর আগে, ১৯৬২ সালে, খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছিলাম ক’দিনের জন্য। ঢাকায় এলে একবার অন্ততঃ বাংলা একাডেমীতে যেতামই। বই

দেখতে, দু'একখানা কিনতে, কিছু জ্ঞানী ও গুণীজনের সান্নিধ্যে কৃত্তার্থ হতে। পরম শ্রদ্ধের জন্য সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে ওখানে দেখা হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানতে চান, অনুবাদে আগ্রহ আছে কিনা এবং অনুদিত বইখানি দিয়ে বলেন, 'ভূমিকা অংশের অনুবাদ করে আমাকে দেখিও'।

তাঁর সেয়া কাজ শুরু করেছিলেন খুলনায় ফিরেই। ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে পুরো বইখানা পড়ে বনে হয়েছিল—এ জাতীয় নৃত্য-নাট্য ও কাব্য অনুদিত ও অতিনীত হলে পাঠক, দর্শক নতুন কিছুই স্বাদ পাবেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রী ও শিক্ষক বেহেতু, সাহিত্যানুরাগ ধাকা স্বাভাবিক, তাই নিজের শক্তি ও যোগ্যতা সহজে যথেষ্ট আত্মশীল না হয়েও অনুবাদে কাজ অব্যাহত করেছিলেন। অনুবাদের বৈশিষ্ট্য নয়, বিষয়বস্তুর গুণে ও উপাদানে এ জাতীয় গ্রন্থ আত্মা বলে যে ধারণা, তা আজো বদলায়নি।

এদেশের অনুবাদ সাহিত্য তখন বড় কীর্ণপ্রাণ ও কৃৎকার ছিল। তাই প্রচুর পুস্তক অনুবাদের প্রয়োজন এবং এ কাজের প্রধান উদ্যোগকেন্দ্র, প্রেরণাশীল, স্বত্বাধীন সঙ্ঘ, শিক্ষা বিস্তারের বিশিষ্ট ধারক ও বাহক এই প্রতিষ্ঠান, স্ববহিনায় উজ্জ্বল হয়ে জাতীয় জীবনে বিশেষ অবদান রাখবে এ ভাবনায় প্রচুর তৃপ্তি ছিল।

বিশু বিশু জলেই তো সিঁদু ফট্ট হয়।

উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত খুলনা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলার তখন। প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক, সামাজিক, পারিবারিক, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ও কাজ কর্মের মধ্যেই ১৯৬৬ সাল নাগাদ পুরো বইখানি অনুবাদ করেছিলেন।

'নো' নাটক সম্পর্কে তখন আমার কোন ধারণা ছিল না। বইখানি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, (১৯৬২ সালেই) আমার পরম শ্রদ্ধের শিক্ষক, খুলনা মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বর্গতঃ শ্রী অমূল্য বন সিংহের সঙ্গে। তাঁর সংক্ষিপ্ত বা ডাক নাম A. D. S. Sir (এ. ডি. এস. স্যার)—অবশ্য ছাত্রদের কাছে। প্রচারবিমুখ, সত্যিকার অর্থে গুণী, জ্ঞানী ও বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রী সিংহ বহু ভাষাবিদ ছিলেন। দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতেও আইন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছিল তাঁর। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, নৃত্য, সর্বাঙ্গভদ্র, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্ম, আইন, যে-কোন বিষয়ে, যে-কোন ক্ষিপ্তাসার তাত্ক্ষণিক সমুদ্র পারদর্শ—এমন তীক্ষ্ণবী, ধর্মিশ্রুত ব্যক্তিত্ব শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীতেও কম ছিলেন বা আছেন বলে আমার ধারণা। তাঁর মেহভাজন অনুসন্ধিৎসু কতিপয় ছাত্রছাত্রী এবং দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও স্বজন ছাড়া তাঁর জ্ঞান ও গুণ সম্পর্কে সব্যক্তভাবে অবহিত ছিলেন না কেউ। নিজস্ব ডুবনে তিনি একক সন্নাট ছিলেন,

তাঁর নিজের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী, দৌলতপুর বি. এল. কলেজের অধ্যাপক এবং আমাদের কলেজের ষণ্ডকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। স্বধর্ম-নিষ্ঠ শিক্ষকের চাকরিকালীন কাজের সময়টুকু বাদে বাকিটা কাটিত তাঁর লাইব্রেরীতে। লিখতেন না, লেখেননি, কিন্তু লেখক স্রষ্টা করেছেন অনেক। পাঠানুরাগ জন্মিয়েছেন পাঠ-বিরাগী চিত্তে। খুলনায় বাড়ি, বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বহু ভ্রমণে গিয়েছেন, তাঁর বাবা উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন, জমিদারী ছিল, কিন্তু সার, জমিদার ছিলেন না। তাঁকে ভালভাবে চিনত না প্রজাকুল, শ্রীমতী সিংহ সন্তুষ্ট: ছেলের সাহায্যে, কর্মচারীদের দিয়ে কাজ চালাতেন। 'নো' নাটক সম্পর্কে বিশদভাবে বলেছিলেন স্যার, এবং নাটকগুলি অনুবাদের প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর কথাতাই। তাঁর মতো অসাধারণ মানুষ আমি আর দেখিনি, আদর্শনিষ্ঠ এবং বিচিত্র চরিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি সাধারণের যে শ্রদ্ধা, সেটি প্রকাশের জন্য তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে পেরে ভাবমুগ্ধ হলাম। '৬৬ সাল নাগাদ অনুবাদ শেষ হল, মূল গ্রন্থ সমেত পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমীতে পাঠিয়ে দিলাম। সজ্জের চিঠির উত্তরের প্রতীক্ষায় কাটল বছরদিন, বাস, বছর। ঝোঁক-খবরও নিয়েছি কুণ্ঠিতভাবে, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে; কিন্তু উত্তর পাইনি। তেবে নিলাম অনুবাদ মনোনীত এবং গৃহীত হয়নি। দুঃখিত ও আশুত্ব হলাম অজ্ঞাত কারণেই। শিক্ষকরা বড় স্পর্শকাতর, আত্মভিমানী এবং অহংকারী হয় সাধারণতঃ। এর মধ্যে ১৯৬৯, '৭০ এবং অবশেষে ঊনিশশো একাত্তর সাল এল। এরই মধ্যে কোন এক সময়ে লোকমুখে শুনেছিলাম আমার অনূদিত বইখানি প্রকাশ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে এবং অচিরে প্রকাশিত হবে। শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম, কিন্তু নিশ্চিত হইনি।

১৯৭৩ সালে ঢাকায় এসে বাংলা একাডেমীতে গেলাম এবং দু'তিন দিন ব্যক্তিগতভাবে পর একদিন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল, কিছু অর্থ প্রাপ্তি ঘটল। সেই তারিখ বা টাকার পরিমাণ কোনটাই মনে নেই। আমরা অনেকেই বোধ হয় সে সময় একাত্তরের প্রভাব কাটাতে পারিনি। স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নের ব্যস্তব্যয়ন, জের জন্য বাধের আত্মবিসর্জন, স্বার্থ ত্যাগ, তাদের কাজকর্ম, জীবনাচরণ প্রভৃতি নাটকীয় ঘটনাবলীর মতো আমাদের মতো কিছু মানুষের চোখের সামনে নানাজবে তখন চিত্রায়িত। কেমন যেন যোরের মধ্যে কাটিয়েছি বেশ কিছুদিন।

ব্যক্তিগত অনুভূতি বা চিন্তা প্রকাশ এ ভূমিকার অবান্তর, তবু প্রাসঙ্গিক-ভাবেই কথার পিঠে কথা কেন যে চলে আসে! যথেষ্ট পরিশ্রম ও রাত জেগে অনুবাদ করা আমার প্রথম বই (যদিও বৌলিক নয়) বাংলা একাডেমী থেকে

প্রকাশিত হতে বাচ্ছে, এতে গবিত ও আনন্ডিত অবশ্যই হয়েছিল। এর আগে নেহাৎ প্রয়োজনের তাগিদে ফ্রাংকলিন পানিকেশানের তিনখানি বই অনুবাদ করেছিলেন ১৯৫৪-৫৫ সালে, ছাত্রী অবস্থায়। বই তিনখানির নাম First Book of Sewing, (সেলাই এর প্রথম পাঠ) Rocks all Around Us (চাঁচ পাথের শিলারাশি) George Garshwin (আমেরিকার এক বিখ্যাত সংগীতবিদের জীবনী)। নামগুলির উল্লেখ এ কারণ্ডেই যে ও বইগুলি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক, কিন্তু বিশেষ অর্দবহ নয়। ও জাতীয় বেশ কিছু বই তখন ছিল দেশের বইয়ের বাজারে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ জাতীয় বইয়ের বিশেষ ভূমিকা নেই।

আপানের 'নো' নাটকের সঙ্গে পশ্চিম আন্দোলন ক'জনের আছে বা সে সময়ে ছিল, সে কথা ভেবেই এ বইখানি অনুবাদে আনন্দ পেয়েছিলেন।

নাটকগুলির আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য একটি উন্নত দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পরিচয় দান করে। সাহিত্যের বিচিত্র ভূমানে একটি নতুন ও ভিন্নস্বাদের শিল্পকৃতি সংযোজন করার বাসনায় যে তৃপ্তি, সেটি অন্য ধরনের। কিন্তু হায়! ১৯৭৩ সালের পর দশ বছর কেটে গেল। পুনরা ছেড়ে হায়ী বসবাসের জন্য ঢাকায় এলাম। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকগণ (তখন অন্য পদবী ছিল), সচিব ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বারবার যাতায়াত করলাম। সবাই কিছু থেকেই প্রবোধ বাক্য শুনলাম, অগ্রাস পেলাম; পুর শিগগিরই বইটি বেরবে, চিত্রার বা যোগাযোগের প্রয়োজন নেই।'

কিন্তু দশ বছর পার হয়ে যাবার পরও যখন বইখানির প্রকাশিত রূপ দেখা গেল না, তখন ধরে নিলাম অনেক কিছু নতুন মতো পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে গেছে। নিজের লেখা, তা মৌলিক বা যে জাতীয় হোক না কেন, বখেটে প্রিয়। প্রিয়বস্ত হারানোর বেদনায় কাঁড়ব হলেও স্থির করলাম, যা হারিয়ে যায়, তাকে আগলে বসে থাকায় বেদনা বাড়ি যখন, তখন ও নিয়ে আর ভাব না। কিন্তু চাইলেই কি সব ঝেড়ে ফেলা যায়?

হঠাৎ করে এ বছর—চুবাশি সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী, আমার বর্তমান কর্ম-স্থল, ইন্ডেন কলেজে জনাব আবদুর রহমান সাহেব প্রফ সনেত পাণ্ডুলিপির ৫৫টি পৃষ্ঠা নিয়ে এসে বললেন 'যত ভাড়াভাড়ি সম্ভব, দেখে দেবেন, মের মধ্যে প্রকাশ করতে চাই আমরা।' বাংলা একাডেমীর ডি. জি. সাহেব অর্থাৎ মহাপরিচালক জনাব বনজুরে হওলা বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিদগ্ধ কবি, দক্ষ প্রশাসক। তিনি এ পদে নিরঙ্কু হবার আগে এবং পরে একদিন অন্যান্য আলাপের মধ্যে এই বইয়ের

প্রসঙ্গেও কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—‘অনেক অনুমোদিত বই পড়ে আছে, চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো প্রকাশ করতে। আপনার বইখানাও আছে। দেখি, কি করা যায়।’

তিনি যে সত্যিই দেখেছেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে চলেছেন, কথা ও কাজের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তার প্রমাণ পেয়ে বড় ভাল লাগল। দীর্ঘ দিনের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা ও জমাট ফোভের এমন, প্রাণিত অবসান আকস্মিকভাবে ঘটল, যেন বছরদিন আগে লাগানো একটি গাছে সুগন্ধি ও সুন্দর ফুল ফুটল আচম্বিতে।

‘নো’ জাপানী সাহিত্যের প্রাচীন ও বিশেষ নটিক। এখানে জাপানে এই নাট্য-রীতি প্রচলিত, নটিকও প্রদর্শিত হয়। আমাদের দেশের যাত্রাগানের সঙ্গে সুন্দর সাদৃশ্য থাকলেও মঞ্চ, মঞ্চ-সজ্জা, চরিত্র, ভাব, রীতি, পদ্ধতি, অভিনয়, আঙ্গিক ভিন্নমণী। যথাযথভাবে মঞ্চস্থ হলে উপাদেশ হবে। এটি অভিজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য। এই নাটকগুচ্ছের একটি ‘বেন্‌কি উসিওয়াকা কথা’ খুলনা মহিলা কলেজ বাম্বিকীতে প্রকাশিত এবং আমার দু’জন সহকর্মীর পরিচালনায় কলেজের ছাত্রীদের দ্বারা মঞ্চস্থ হয়েছিল। নিজের রচনা মঞ্চস্থ কনানোয় সম্মত হতে চাইনি স্বাভাবিক কারণেই, কিন্তু তদানীন্তন সহকর্মী, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, বিরল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অনুল্পপ্রতিম খালেদ বশীদ (উনিশশো একাত্তরের জুন মাসে পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন ও হারিয়ে যান, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সক্রিয় সেনাপতি ছিলেন তিনি) এবং বাংলার শিক্ষিকা মিসেস জাহানারা বেগমের আগ্রহাতিশয্যে এই নৃত্য-নাটকটি মঞ্চস্থ ও দর্শক মনোরঞ্জন সক্ষম হয়েছিল।

অনুবাদ করা পরিশ্রমের কাজ, আমি সার্থক হয়েছি কিনা তার মূল্যায়ন করবেন পাঠক। অনুবাদের প্রতি আমার ষোঁড়কের অন্যতম কারণ ক’ভনের পাঠ্যকে অনেকের কাছে পৌঁছে দেয়ার ইচ্ছা; বৈচিত্র্যমণী, বিশেষ রচনাকে সার্বজনীন করার অভিলাষ।

এ-কারণেই কৃষ্ণ চন্দ্রের চাবখানি উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান বই, কুররাহুল আইন হায়দারের বিতর্কিত, আলোচিত, নন্দিত ও নিন্দিত একখানি বৃহৎ কলেবর উপন্যাস (আগু কা দরিয়া) এর মধ্যে (১৯৭১ থেকে ১৯৭৮ এর মধ্যে) অনুবাদ করেছি। উর্দু ও হিন্দি থেকে ভাষান্তরিত তিনখানি বই ‘মুক্ত ধারা’ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদে আমি যথাসাধ্য বিশুদ্ধ থাকতে চেষ্টা করি। ভাবানুবাদে মূল বক্তব্য ব্যক্ত হয় না বলেই আমার ধারণা, মৌলিক স্ট্রীতে যে স্বাধীনতা থাকে লেখকের, অনুবাদে তা থাকে না।

আগেই বলেছি এ নাটক অনুবাদ করি বাইশ বছর আগে, এখন করলে অনেক ভাল ও বলিষ্ঠ হত। প্রসঙ্গ বখন দেখছি, মূল গ্রন্থ দেখতে পাইনি। বাংলা একাডেমীর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিছু পরিমার্জনা করেছেন, অবশ্য খুব বেশী জায়গায় নয়, তাহলেও কোথাও কোথাও খটকা লেগেছে, কিন্তু এতদিন পর মুক্তি পাচ্ছে এই গ্রন্থ, অঙ্ককার ও অদৃশ্য কোন গল্পের থেকে, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আশা করছি বইটি সতি গতি প্রকাশিত হবে, এবং হয়তো বা এ মাসের মধ্যেই। আমাদের সার্বক্ষণিক প্রেরণায়, সহযোগিতায় ও আনুকূল্যে এ কাজটি করেছে তাঁদের মধ্যে লোকান্তরিত পিতৃতুল্য শিক্ষা-ঋণ শ্রী সিংহ ও আমার বাবা প্রধান। তাঁদের কাছ থেকে ঘেহ ও প্রশ্ন পেয়েছি সব কাছের, কর্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদ হবার প্রতে দীক্ষা দিয়েছেন তাঁরা, এই বই দেখলে গবিত ও স্তম্ভী হতেন। মেহের পাখীর কাছে; তাঁরা কি অলক্ষ্য লোক থেকে কিছু দেখছেন?

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, বিদ্বৎ কবি, কথা-শিল্পী ও সমালোচক জনাব সৈয়দ আলী আহগানকে তাঁর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি; তিনি তাঁর এক অযোগ্য ছাত্রীকে যে সম্মান দিয়েছিলেন, তাতে আমি কৃতজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। ভাও হচ্ছে, অনুবাদ তাঁর মনঃপূত হবে তো!

বাংলা একাডেমীর বর্তমান মহাপরিচালক কবি মনজুরে রওলাকে ধন্যবাদ জানাওঁর ভাষা আমার নেই। তাঁর উদ্যম, উদ্যোগ ও ক্রমাগত উন্নয়ন প্রয়াস অতিনশনযোগ্য, অনুকরণীয়। তাঁর সার্বিক কল্যাণ কামরা করি।

এই নৃত্য-নাট্য অনুবাদে অভিধান ছাড়া কারু সাহায্য নেইনি। অভিধান-খানি আমার প্রয়াত জনকের। যাদের কাছে মানুষ চিরঞ্জীবী, যাদের স্মৃতি সত্যত সঞ্চারণশীল, তাঁদের কেউ বা রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত, আত্মীয়তা সূত্রে আত্মীয়, বিবাহসূত্রে বিজড়িত। আমার সব কাছের যাদের অবদান অসামান্য ও প্রকাশ্যাতীত 'সবারে আমি নমি'।

ভূমিকা

‘নো’ শব্দটি একটু চীনা বর্ণ বা ক্যারেকটার। এর অর্থ সম্বন্ধ হওয়া; শব্দটি ‘বিশেষ ক্রমতার’ তাৎপর্য বহন করে। এর থেকে ‘ক্রমতা প্রদর্শন’ বা ‘অভিনয়’। জায়োদশ শতকে ‘ডেংগাকু’ ‘নো’ নামে এক ধরনের ‘নো’ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এ নামের অর্থ ‘মুক্তাঙ্গন-গীতি-অভিনয়’। গ্রামীণ মেলায় যে ভোজবাগি ও দড়িবাগির খেলা দেখান হত, সম্ভবতঃ তার থেকেই ডেংগাকুর উদ্ভব। কিন্তু চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এপ্রকৃতি এক ধরনের অপেরায় রূপান্তরিত হয়। এতে অভিনেতারা পর্যায়ক্রমে নাচত এবং অভিনয় করত।

এই সময়েই আব এক জাতীয় ‘নো’ প্রাধান্য লাভ করে। একে ‘সাকুপাকু’ বা ‘মকিট-গীতি-অভিনয়’ বলা হত—এবং তা আদিত্যে সিনেটা গীতি-নৃত্য বা কাওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। একটি বিশেষ পৌরাণিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়ঃ সূর্যদেবের প্রলুব্ধ করে গুহার বাইরে আনিবার জন্য একজন দেবী উদ্ভবে ‘তাব নত নগ্না বাসনেন, পরিধেয়া উন্মোচন কৰে নৃত্য করলেন’। তাই দেবে দেবতারা হাস্যমতে বহুক্ষণ না স্বর্গের উচ্চ-তন আন্দোলিত হন।’

সম্রাট হারিকাদহার রাজত্বকালে (১০৮৫-১১০৭) প্রায়দের অভ্যন্তরে পবিত্র কাওয়ার রাতে সম্রাট তাঁর উপদেষ্টা ইয়েংসুনাফে ডেকে পাঠান এবং বলেন, ‘আজ রাতের সারি দিকু উৎসবের সুবর্ণীয় হবে সাক্ষাৎ ব্যবস্থা হবে হোকা।’ তদনুসারে ইয়েংসুনা তাঁর ভাগিনে বললেন, সেনাপতির অভিনয়ের সময়ে তাঁরা বহির্বিদ্য উপভোগন করে নাচবেন। অঙ্গনের প্রচ্ছদিত অগ্নিকুণ্ডের আলোক রশ্মি তাঁদের নগ্ন পা-পাণিকে উজ্জ্বল করে তুলবে, অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে নাচবার সময়ে তাঁরা গায়বেনঃ

রাত ক্রমশঃ গভীর হল।

ভীক্ষু ও স্ত্রীস্ব এই শীতের আক্রমণ;

বহির্বিদ্য করে উন্মোচন

আমাব ফুগরিকে (পা) গরম করে দেব।

নৃত্যভিনয়ের যেটি সময়টি উপস্থিত হলে ইয়েংসুনা ঘাবড়ে গেলেনঃ কিন্তু তাঁর ছোট ভাই দুকুংসিনা রাজসভার অগ্নিকুণ্ড বাসো-ভের বার প্রদক্ষিণ করলেন খালি

পারে। 'বনে হচ্ছিল সত্যিই তাঁর পা ঠাণ্ডায় মনে যাচ্ছে এবং এই অভিনয় দর্শকদের মধ্যে উল্লাস ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।' এই সারুগাকু অভিনয় বেশ কিছুটা অশালীন ছিল এবং এটি একটি উচ্ছৃঙ্খল তাঁত্মকভাবে পরিণত হয়েছিল। অশালীন, হেঁয়ালি গোছের এই অভিনয় পবিত্র কাণ্ডরা উৎসবের পবিত্রতাকে ব্যাহত করেছিল। অবশ্য পুরো ত্রয়োদশ শতক ধরে এ অভিনয় বখারীতি অনুষ্ঠিত হত।

জ্যেষ্ঠের রোমান্সের চব্বিশ পরিচ্ছেদে (১০০৪ সালে এ রচনা সমাপ্ত হয়) সারুগাকু সমুদ্রে প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কন্যার নামকরণ-উৎসবে জ্যেষ্ঠ কতিপয় বিদগ্ধ ব্যক্তি ও দার্শনিকদের নিয়ন্ত্রণ করেন। সভার উপযোগী পোশাক না পরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করা বোমানান পরিচ্ছদ পরিধান করে সেখানে যান। তাঁদের বিচিত্র পরিচ্ছদ দেখে সভার লোকেরা হাস্য সংবরণ করতে পারে নি এবং এই অভ্যস্তাব জন্য অনেক দার্শনিক তাঁদের তিরস্কার করেন। 'জ্যেষ্ঠ এই দৃশ্য দেখে কৌতুক অনুভব করলেন। সেদিন সূর্যাস্তের পর অগ্নিকুণ্ডের আলোয় উদ্ভাসিত প্রাঙ্গণে সেই দৃশ্য বিচিত্রভাবে প্রদর্শিত হল। কুণ্ডের দীপ্ত আলোয় সেই বনীবীদের পোশাকগুলি সারুগাকুতে ব্যবহৃত ছদ্মবেশের মতই অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।'

চীনের 'চৌ-লি' গ্রন্থে^১ একজাতীয় গ্রাম্যনৃত্যের উল্লেখ রয়েছে, যাতে 'সারুগাকু' (বিচ্ছিন্ন নৃত্যগীতাভিনয়) ও সারুগাকু একই ধরনে রচিত হত, কিন্তু সারুগাকুর উদ্ভব যে চীন দেশেই, তাব কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই। এটা মনে রাখতে হবে যে আপানীরা তাদের লিখন পদ্ধতিতে চৈনিক সৌরভ আমদানী করার পক্ষপাতী।

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে 'সারুগাকু নো' ডেংগাকুর প্রতিদ্বন্দ্বী ও গুরুত্বপূর্ণ নাট্যাভিনয় রূপে পরিগণিত হয়। ডেংগাকুর সঙ্গে সারুগাকুর পার্থক্য ছিল সেইখানে যেখানে অভিনেতার (এক সারিতে বসে আবৃত্তি করা এবং তাঁরপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে নাচে যোগ দেবার বদলে) গান করত। ১৪২০ খ্রীস্টাব্দের পরে নাট্যকাভিনয়ের এই ধানটাতে, নৃত্যাংশ ও কৌতুকাভিনয়ের পাশাপাশি সমবেত সঙ্গীতের প্রবর্তন করা হয়। চৌদশ শতকে 'নো' নাটক বলতে ডেংগাকুকেই

^১ Biot কর্তৃক অবলম্বিত ধর্ম-বিধি সম্পর্কীয় গ্রন্থ। তু-নু (৮৮ খ্রীস্টাব্দ) সারুগাকু লক্ষ্য করেছেন, এর 'জলবেশ, সঙ্গীত ও নৃত্যের সংমিশ্রণ'। '১১ন আপানী লক্ষণ' কথ্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

বেঁধাত।^১ কিন্তু ১৪৩০ সাল থেকে সাক্ষীগুরুকেই নো নাটক হিসেবে গণ্য করা হত। বর্তমান গ্রন্থে সাক্ষীগুরু 'নো'-র আলোচনাই করা হয়েছে।

এই নতুন ধরনের অভিনয়ে বিবিধ উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছে। যথা : ডেংগাকু ; কো-ওয়াকা^২ —পাখার শব্দের তালে তালে আবৃত্তি ; কুসেই বা উপায়া-নৃত্য—'কুগি' শিরোনামে একটি 'নো'-নাট্যাংশ এই বিশেষ পাখার পরিচয় বহন করছে ; 'কো-উটা'—এক ধরনের লোকপ্রিয় নৃত্যগাথা, 'হোকাকো' নাটকে হোকা-পরেহিতে গাওয়া গানটিকে এর উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে ; সবশেষে, 'বুগাকু' অথবা চীনা দরবারী নৃত্য। 'নো' নাটকের গঠন বোঝানে সবচেয়ে সরল, যেখানে নাটক শুরু হওয়ার আগে একটি সংলাপের মাধ্যমে সমগ্র পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা এমন ভাবে সন্নিবেশিত হয়, যাতে পরের ঘটনা বা নৃত্যাভিনয় বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়।

নর্তককে বলা হয় 'সাইটে' বা অভিনেতা। যে ব্যাখ্যা করে, সেই পার্শ্বচরিত্রকে বলা হয় 'ওয়াকি' বা সহকারী। দুজনেরই কিছু 'মুরেরে' বা অনুচর থাকে।

সাইটের মূল নৃত্যের সময়ে 'ওয়াকি' পাশে, নীচের সাক্ষীর নত দাঁড়িয়ে থাকে। নাচের সময় সাইটের দৃষ্টব্য কোরাসের মাধ্যমে বলা হয়। এককোরাগ নক্সের একপাশে বসে-থাকা দশ-বারো ব্যক্তির নিশ্চল সমাহার। কোরাগ-গীতির বাঁদী, ছোট দানাম ও চড়িবাদ্য বাজতে থাকে। 'নো' নাটক সমুদ্রে প্রাথমিক একটি ধারণা দেওয়া গেল। নাটকের মধ্যবর্তী সময়ে যে প্ৰহসনগুলি অভিনীত হত, সেগুলির কিছু বিবরণ দিচ্ছি এখন। প্ৰহসনকে বলা হত 'কিয়োজেন' (বন্য-শব্দাবলী)। দীর্ঘ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রাপ্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই এই বর্ননীরপেক ছোট ছোট কৌতুকাভিনয়ের ব্যবস্থা। 'কিয়োজেন' নাচের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রার্থনার ইঙ্গিত রয়েছে। প্রার্থনার উপলক্ষ্য : ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে ভগ্নের অঙ্গস বাগজালকেও প্তোত্রে

^১ ১২৫০-১৩৫০ ডেংগাকুর 'স্বর্ন বুদ্ধ'। সাক্ষীগুরু যাকে এজিবাগিতায় ১৪৩০ খ্রী. থেকে এর ক্রমবিলীনতা, লক্ষ্য করা যায়। তাইহেও জটীক শতাব্দীর সম্ভাব্য পর্বত ডেংগাকুর সত্ত্বির ছিল। Yōkyōkukovi (১৯১৬-১৭) পত্রিকায় ডেংগাকু সম্বন্ধে অধ্যাপক যুক্তি চোবো রচিত ৫-টি প্রবন্ধ এবং এই পত্রিকায় (১৯১৮ খ্রী.) অধ্যাপক কে. ডাংগু লিখিত ইয়ামো বুগুর ডেংগাকু এবং প্রবন্ধ প্রদত্ত।

^২ সম্ভবত: ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে দশ বছরের "নো" রোবোনই উপা-নৃত্যকে কিছুকি আধিক্য হত। প্রেব ও বুছের রোবোন থেকে আচ্ছ।

পরিণত করতে পারেন। শব্দটি পো-চুই^১-এর রচনা থেকে গৃহীত। পো-চুই-এর রচনার উদ্ভূত অনুচ্ছেদটি এত বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত তা একটি 'বোয়েই'^২ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'সারা জীবন ধরে অন্ধর সাক্ষিয়ে আমি যে বাজে বেসাতির খুণ ভবিষ্যেছি, তা কেবল বনা হৃদয় শব্দগুচ্ছের নির্বোধ চয়ন। এগুলি বুদ্ধদেবের উপাসনার গানে রূপায়িত হোক যুগ যুগ ধরে। বিপুল বিধিচক্রকে আবর্তিত করুক।'

কয়েক বছর আগেও^৩ আকি প্রদেশের মিবুনা মন্দিরে প্রতি বছর 'কিয়োজেন'^৪ মূক অভিনয় প্রদর্শিত হত। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে পুরোচিত এংগাকু শোনিনের পৌর-হিত্যে যে বিবাহ প্রার্থনা সম্বলিত—'ডাইনেম্বুংসু'^৫ অনুষ্ঠিত হয়, তার একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য সম্ভবতঃ এই প্রহসনের জন্ম হয়েছিল। অনুকূপ ভাবেই উচ্চাঙ্গের 'নো' নাটকের^৬ গাভীর্ষের ভাব হালকা করার জন্য কোঁতুক-কিয়োজেন ব্যবহৃত হত। একই সঙ্গে অভিনয় অনুষ্ঠিত হলেও কিয়োজেনের সময়ে বাদ্যকরণ ও নোনাগ চলে যেত মঞ্চ ছেড়ে। প্রহসনের প্রধান চরিত্র ডাইমিয়ো ও তার ভূতা—যে ভূতা তাকে বারবার ঠেকাত। শেষে অবশ্য সব প্রবন্ধনা ডাইমিয়োর বোধগম্য হত এবং অপরাধী ভূতাকে প্রহার করতে করতে যে বারবার বলতে থাকত 'তোকে আর ছাড়ছি না'। অধিকাংশ কিয়োজেনে এই কথাটিই শেষ কথা। এই ধরনের বহু প্রহসনের অনুবাদ হয়েছে। আরও এক শ্রেণীর কিয়োজেন আছে, সেগুলির সংখ্যাও কম নয় এবং তা আরও উপভোগ্য। এগুলি 'নো' নাটকের কোঁতুক অনুকৃতি বা প্যারডি। 'উকাই' ও 'উগেন' প্যারডি 'নবকে পার্বী শিকারী' (Bird-catcher in Hell) এই প্রকার হয়েছে।

যে দুই ব্যক্তির প্রতিভা নো নাটকের বর্তমান রূপের সম্ভাব্য হয়েছে, তাঁরা কাওয়ানামি কিয়োজেনসুগু (Kawanami Kiotsugu) (১৩৩৩-১৩৪৮ খ্রী.) এবং তাঁর পুত্র সিআমি মোতোকিচিয়ো (১৩৬৩-১৪৪৪)। নারায় কাছাকিচি কাছুগা মন্দিরে পুনরুজ্জীবিত ছিলেন কাওয়ানামি। ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কি-ই প্রদেশের তিনটি

^১ চীনা কবি। (৭৭২-৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ)।—'১৭০ জন চীনা কবি' (১৯১৮) এবং 'সাক্ষ্যে অনুবাদ' (এগলেন ও 'ডাইন'—১৯১৯) দেখুন।

^২ বীভিন্নরূপে ওয়া নো নাটক বা অনুচ্ছেদ।

^৩ এখনও।

^৪ 'সাকুগাকু'- সঙ্গে 'সাকুরার' সম্পর্ক যেমন ছিল কিয়োজেন-এর সঙ্গে 'নো'র সম্পর্ক তেমনই।

^৫ সারা জীবন ধরে 'বুদ্ধ' দ্বারা Bulletin of the School of Oriental Studies-এ আবেদন করা হয়েছে।

বিখ্যাত বলিদের একটিতে সাক্ষাৎক অনুষ্ঠানে শোভন^{১০} ইরোসিনিংস তাঁকে দেখতে পান ও নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

আলিগাধা ইরোসিনিংস ১৩৬৭ খ্রীস্টাব্দে মাত্র দশ বছর বয়সে জাপানের শাসনকর্তা হন। দুই প্রতিদ্বন্দী সম্রাট যখন উত্তরে ও দক্ষিণে নিজাদের হীনশক্তি ও ক্ষয়িষ্ণু সভাসদদের নিয়ে ব্যস্ত, তখন তাঁর পূর্বপুরুষ সবগ্ন শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তরুণ শাসক শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে বিখ্যাত ছিলেন। ভেন বা ধ্যানী সম্প্রদায়ের অনুরাগী উক্ত ছিলেন তিনি। ইরানাতো প্রদেশের ছোট জমিদারী ইউসাকির কর আদায়কারী পদে তিনি কাওয়ানামিকে নিযুক্ত করেন। অভিনেতা পৌরহিতা ছেড়ে দিলেন, কিচ্চ এরপর খুবই শিপাগিরই সুরুগা প্রদেশে ৫২ বছর বয়সে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

ইরোসিনিংস যখন প্রথমে কাওয়ানামিকে দেখেন, সম্ভবতঃ সেই সময়েই তাঁর বারো বছর বয়সক পুত্র সিআমির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই সিআমির সঙ্গে এই তরুণ শাসকের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখনকার একটি সাময়িকীতে^{১০} ১৩৭৮ সালের ঘটনাসের সপ্তম দিনের একটি সংবাদে পাওয়া যায় :

‘কিছুদিন যাবৎ ইরানাতোর এক সাক্ষাৎক বালক মহাবৃন্দের (ইরোসিনিংস) এত প্রিয়পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তিনি তার সঙ্গে এক শয়ান ঘুমান ও এক-পাত্রে আহার করেন। যাচক শ্রেণীর এই সাক্ষাৎক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি এমনই সমস্ত্রন ব্যবহার করেন যে মনে হয়, তারা মন্ত্রী-পরিষদের সদস্য।’

১৩৮৬ খ্রীস্টাব্দের তৃতীয় মাসের শেষদিনে পুরোহিত গিলো তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছিলেন, ‘আজ শোভনের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কামাকুরাতে তাঁর স্বর্গীয় পিতৃব্য নাগেউজি নিজে উপভোগ করার জন্য কেমন ধরনের আনন্দ-প্রমোদ করতেন।’ আমি বললাম ‘তিনি বেশীর ভাগ সময় ধর্ম উপাসনায় ও সরকারী কাজে কাটাতেন। অবসর সময়ে গানবাজনা ও অন্যান্য শিল্পকৃতির মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতেন, কিন্তু এখনকার এই সব ক্যানশান—গ্রাম্য ও বুনো নাচ গান পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর সবগ্ন জীবনে এসব দেখেন নি।’ শোভন বললেন ‘সেটা কেমন?’ আমি বললাম ‘তাঁর কাকা তাদায়োসি^{১১} আনন্দ-প্রমোদের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান অনুমোদন

^{১০} সাময়িক শাসনকর্তা।

^{১০} The letter Gumaiki.

^{১১} শোভন প্রথম আলিগাধার ভাই।

করেন নি। কেননা তিনি মনে করতেন, তাতে সরকারী কাজের ক্ষতি হবে। একথা মোটোউদিব মনে ছিল। আমার কথা শুনে শৌগুন লজ্জিতভাবে মাথা নত করলেন।^{১২} সঙ্গেসঙ্গে কোন কারণ নেই যে এ ভৎসনা ইয়োগিমিংসু'র 'নো' এবং ঐ জাতীয় উৎসবের^{১৩} পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি কণাফ। এতটা গিআমির রচনার একটি অনুলেখন ইয়োগিমিংসু'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে।

'প্রভু রোকু-অন-ইন (ইয়োগিমিংসু)-এর তাকাখাসি নামে এক প্রেমিকা ছিলেন। প্রেম সম্পর্কীয় দশ হাজার বকম কন্যাবিন্দা তাঁর জানা ছিল। প্রভু তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। আকস্মিকভাবে এই মহিলার মৃত্যু হয়। মহিলা প্রভুর স্বাস্থ্যের দিক খুবই লক্ষ্য রাখতেন। মদ্য পরিবেশনের সময়ে যখন তিনি বুঝতেন যে তার পান করলে প্রভুর ক্ষতি হবে, তখনই তিনি তাঁকে নিষেধ করতেন। প্রভু কন্যাপণে জানা এই আত্মবিকৃত সতর্কতা ও তত্ত্বাবধানের ফলে তাঁর জীবনে এই নবীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমি যা বুঝেছিলাম, তাই প্রকাশ করছি। মহিলার মৃত্যুর পর গিআমিই তাঁর স্থান পূর্ণ করতে পারেন, এমন কথা সবাই বলতেন।'

হিশোর গিআমিই প্রভুর একমাত্র প্রিয়পাত্র ছিলেন না। পুর্বোক্ত ছেকিডান লিখিত ১৪৬০ সালের এক দিনপঞ্জীতে দেখা যায় যে জেমিওজিতে তাঁর সঙ্গে এক সন্ধ্যাগীত সাক্ষাৎ হয়। সেই সন্ধ্যাগীত পিতা এককালে অতি স্ত্রী বালক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মিচিচিয়ো। তিনিও শৌগুন ইয়োগিমিংসু'র অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিলেন। শৌগুন তাঁর জন্য কওয়াননেব একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। অসীন্দ্রিয় একটি কবিতাও রচনা করেন তিনি সেই চিত্রের উপহার লিপি স্বরূপ। তাতে লেখা ছিল 'মিচিয়োর জন্য'। সন্ধ্যাগী সেই চিত্রটি আমাকে দেবার এবং সেই উৎসর্গ লিপি দেখে আমি নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারি যে মিচিচিয়োর সঙ্গে ইয়োগিমিংসু'র অদ্বন্দ্ব সম্পর্ক ছিল।

গিআমির রচনা সম্পর্কে আমি আগেও উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গটি ঘুরে ফিরে আগবে বলে তার পূর্ব ইতিহাস একটু বলে নেওয়া দরকার।

প্রায় ষোড়শ শতাব্দীতে গিআমির প্রবন্ধ ব্যাখ্যা করার জন্য কাদেন্সো নামে একটি আদি অধ্যায়ের বই প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে প্রাপ্ত একটি পাণ্ডুলিপিতে

^{১২} একজন জাপানী লেখকের (Yokyokukai, September, 1918) বিবৃতিও এই। কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে ঐ সব অনুষ্ঠান আত্মকের 'নো'-র সম্বন্ধী। গিআমির রচনাগুলি পড়লে বোঝা যাবে যে বর্তমান নো চতুর্থ শতাব্দীরও ছিল। তখন তাকে বলা হত সাকুগাকু নো।

কাদেন্সোর একটি অন্যরকম ভঙ্গি পাওয়া যায়, তাতে সিআমি রচিত অন্যান্য পনেরোটি রচনাও ছিল। এই খোলটি রচনার যথার্থতা^{১৩} সম্বন্ধে কান্দো কোন সন্দেহ নেই। (এই গ্রন্থে সেগুলিকে আমি সিআমির রচনা বলেই উল্লেখ করেছি)। সিআমির রচনার কাদেন্সো ও ঘোড়শ শতকের কাদেন্সোর তুলনামূলক আলোচনায় বোঝা যায় যে পরেরাটি ঘোড়শ শতাব্দীর রচনা। এর পেরী এগুলিকে 'faux kwadenso' বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন 'এগুলির বিশেষ ইতিহাসগত মূল্য আছে।' একে আমি পরবর্তী সময়ের 'কাদেন্সো' বলব। কাদেন্সো কথাটির অর্থ হল 'Book on the Handling on of the flower'। এতে বুদ্ধদেবের 'কুলের চিন্তা' কেমন করে কাশ্যপের কাছে এবং তার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে ধ্যানী যাজকদের কাছে গেল, তার ইঙ্গিত রয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায় সিআমি ধ্যানী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং এখানেও তাঁর গুণ ছিলেন ইয়োসিমিৎসু।

যে কঠিন 'ইউজেন' শব্দটি সিআমির রচনায় বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি এই 'জেন' বা ধ্যানী সাহিত্য থেকে উদ্ভূত। এর মানে 'পটের নীচের জিনিস'। দূশ বা স্পষ্ট বস্তুর বিপরীত সূক্ষ্ম কিছু অজ্ঞান মাত্র, কোন বিবৃতি নয়। একটি বালকের চনাফেরার মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য রয়েছে, একজন উদার ব্যক্তির কথায় ও আচরণে যে শান্ত সংযম দেখা যায়, তার প্রতীকরূপেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'যখন ঘুরে বৃন্দ বধুর হয়ে থাকে নেমে আসে, এবং কানে বৃন্দ বাজতে থাকে সেটিই সঙ্গীতের Yugen বা অন্তর্নিহিত শক্তি। ইউজেনের প্রতীক হল 'সাদা একটি পাখী—ঠোঁটে একটি ফুল।' কুলভরা কোন পাহাড়ের পেছনে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখে, বিশাল কোন অরণ্যে—ঘরে ফেরার চিন্তা না করে ঘুরে বেড়ানোর, দূর্বর্তী ধীপ অভিমুখী নৌকার দিকে তীরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকার, বেঘনালার মধ্যে নিলিয়ে যাওয়া বুনা ইঁসের দল দেখে ভাবনার গভীরে ডুবে যাওয়ার মধ্যে যে মাধুরী—তাই হল ইউজেনের স্বরূপ।

বিশেষ করে একটি পরিচ্ছেদে ধ্যানশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। একই অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি ও কথার সুর—আজ যা সকলের কাছে প্রশংসার, কাল হয়তো তাই অসহ্য মনে হবে। যদি এই শিল্প-কর্মার গভীরে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, যাকে 'কুল' বলা হচ্ছে, তাঁর কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। দর্শক-চিহ্নে অভিনয়ের মধ্যে হাজারো মহিমা ঝুঁজে

^{১৩} কাদেন্সোর ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের লঙ্ঘ্য ব্যক্তিজন মনে পড়ে।

না-কেউকে, কুল বা বিশেষ কোন সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ দুর্লভ হজে বৈকি। সূত্র বলে; ভালো ও বল দুই-ই এক। সত্যিই, ভালো ও বলকে পৃথক করে দেখার উপায় কি আমাদের আছে? সবরের প্ররোচনে যা কাছে লাগে, ব্যবহৃত হয়, তাকেই আমরা 'ভালো' বলি।'

সিদ্ধাবির রচনাগুলি কেবলমাত্র প্রকাশের জন্যই লিখিত হয় নি, এর মধ্যে তাঁর শিষ্যদের জন্য, বিশেষ করে তাঁর পুত্র মোতোইয়াসির^{১০} জন্য অনেক নির্দেশ ছিল। এগুলিতে আক্ষরিক অর্থের অতিরিক্ত সংগুপ্ত কিছু একটাব অস্তিত্ব বোঝা যেত। শিক্ষকের কথার এমন একটা ইচ্ছাজালের আভাস পাওয়া যেত, যা আসল অর্থের বাইরে থেকে যেত। এই জাতীয় রহস্যময়তা বা রূপক-ধর্মিতা 'কানো' চিত্রশৈলীতে রয়েছে। আপাতঃদৃষ্টিতে তা অস্তি সাধারণ। তাঁর শেষ রচনার আগেরটি, যা সমস্ত বছর বয়সে লেখা হয়, সেটিতে তিনি এই দৃষ্টলীন রহস্যময়তা উৎখাতি করতে চেয়েছেন। তাঁর স্বল্পায়ু পুত্র মোতো-বাসাকে^{১১} এর ইঙ্গিত তিনি পৌছে দিতে পারেন নি। সনগ্র অভিনয়ের মধ্যে শুরুতে ও সর্বাঙ্গের সময়ে তিনবার 'অত্যন্ত গোপনীয়' শব্দটি উচ্চারণ করা হয়। বাস্তবানে যা থাকে, তাতে বৈশিষ্ট্যে কোন ছাপ নেই। কাওয়ানানি এবং তাঁর পূর্ববর্তীদের অভিনয় সম্পর্কে সিদ্ধাবির প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি :

ইংচু সাধারণত: 'ডেংগাকু' 'সাকুগাকু' থেকে কিছুটা নিম্নতরের। কিন্তু বর্তমানে ইয়াবাতো গোষ্ঠীর ইংচু নামক জনৈক প্রতিভাবান অভিনেতা সবরকমের চরিত্র অভিনয়ে অত্যন্ত নিপুণ। বিশেষ করে প্রেতারী ও বৈবশক্তির ক্রুদ্ধরূপের অভিনয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত। আমার স্বর্গগত পিতা কাওয়ানানিও সবসময় বলতেন তার অভিনয় কৌশলও ইংচুর কাছ থেকে নেওয়া। প্রাচীন ডেংগাকু অভিনেতা ইংচু, সাম্প্রতিক বিলুপ্ত কাওয়ানানি এবং হিরোসির ইনুও—এঁদের সকলের গান ও অঙ্গভঙ্গিমার ভিত্তি 'ইউজেন'।

কিআবি কিআবি সজীভের জনক। যখন আমার বলস বারো বছর, দক্ষিণ রাজধানী 'হনে' একদিন 'সোজোকু, তসাতসারি'^{১২} অভিনীত

১০ ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে বক হেডে পুরোহিতের কাজ গ্রহণ করেন। প্রমাণ আছে যে সিদ্ধাবি তাঁর রচনাগুলি উত্তরাধিকারী ওয়াবিকে দেননি। এবং যেভাবেই রচনাগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি লেখী হয়েছিল।

১১ ১৪৩১ সালে চতুর্থ বছর বয়সে পুত্র হবার আগেই মারা যান।

১২ ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাছ থেকে গোপনীয় বার করে এনে যে অনুষ্ঠান হত।

হয়। তখনবার ও জানবার ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে আমি সেখানে গেলাম। মাঝারি গাছের পাতার পরচুলা লাগিয়ে, মুখোশ না পরেই কিয়ামি বৃক্ষের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। 'বহুদিন আগে সেই মহা-নগরে জাঁকজবকের সঙ্গে আমি বাস করতাম'—এই বলে শুরু করে তিনি তাঁর গান শেষ করলেন। কি সহজ, পরিচ্ছন্ন ও নির্মূল সেই গান। 'অন্ধার দগ্ধকারীর দগ' (charcoal burners) শীর্ষক 'নো'-তেও তিনি একই রকমের পরচুলা ব্যবহার করেছিলেন, শুধু পরচুলাটা মাঝারি ওপর চুড়ার মত করে বেঁধে নিয়েছিলেন, মুখে ছিল বৃক্ষের মুখোশ—যা আত্মকাল জোয়ামি ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর জামা বেশ ভারী মনে হচ্ছিল। রেশমী অঙ্গবস্ত্র বও খণ্ড ভাগ করা অবস্থায় ঝুলছিল তাঁর দেহ থেকে। জামার আট্টিন শক্ত করে গিঁট দিয়ে বেঁধে, পিঠের ওপর কাঠের বোঝা নিয়ে, লম্বা লাঠিতে ভর করে, সামনের দিকে ঝুঁকি হাঁটতে হাঁটতে তিনি হাসি-গাফারি বা মজের প্রায় কেন্দ্রস্থলে এসে পানতেন এবং জোরে হাঁক ছেড়ে বলতেন—'এই পাখাড়িয়া, তোমার বোঝা কি খুবই হালকা—না তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চাও, নাকি এই ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য এত দ্রুত হাঁটছো ?'

কথিত আছে, দক্ষিণ রাজধানীর এই অভিনয়ের পর কিয়ামির কণ্ঠ স্বরের জোর অনেক কমে গিয়েছিল।

ইনুও

ইনুওর 'কুলের' অভিনয় উচ্চস্তরের ছিল। কখনো তাঁর অভিনয় উর্জু স্তর ছাড়া সাধ্যমিক স্তরে নামে নি। নিম্নস্তরের কোন কিছু জানা ছিল না তাঁর। সঙ্গীত ও নৃত্যও তিনি বরাবর মধ্যবর্তীদের উপরেই ছিলেন।

'আওই নো উয়ি'-তে তিনি রথেরদেবী রূপে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর পোশাকের নীচের দিকে উইলো পাতার ঝালর ঝোলান ছিল। দণ্ড হাতে মজের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি গাইতেন :

নিরবের পথ ধরে চলেছে তিনটি রথ
পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে আমি এসেছি
রথ চালিয়ে—

এই ভাঙা গাড়ীটা কি রইবে চিরকালই
যোশের দরজা আটকিয়ে ?

তারপর তিনি গাইতেন :

এই পৃথিবী ঘুরচে

গরুর গাড়ীর চাকার মত

অবিরাম ঘুরছে—ঘুরছে।

‘গাড়ী’ উচ্চারণের সময়ে তিনি একটি খামতেন এবং তালের সঙ্গে সাতায়ে বেবে পা দিয়ে শব্দ করতেন, নক্সে আঘাত করে। এরপর যখন গাইতে বা মূল অভিনেতা নোকুডোর আদ্যার রূপ ধরে উপস্থিত হতেন এবং ‘ইয়ামানুগিন প্রার্থনার উত্তর দিতেন’^{১১} তাঁর তখনকার বাধা ঘুরিয়ে নেওয়া ও হাত দিয়ে পোশাক গুড়িয়ে নেওয়ার ভঙ্গি ছিল অনবদ্য।

কাওয়ানামি ‘শিচ্চাকু’ নৃত্যাভিনয়ে ও সাগা প্রার্থনা সভায়^{১২} উনুাদিনীর ভূমিকায় আমার পিতা কাওয়ানামি প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। এইসব পালার তাঁর ইউজেন অংশের অভিনয় অপূর্ব হত। যদিও, সাধারণতঃ তিনি পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করতেন, তাহলেও নারী ভূমিকায় তাঁর অভিনয় আদৌ খারাপ হত না। ‘জিনেন কোজি’ বা ঐ জাতীয় পালার কালো পনচুলা পরে যখন তিনি বেদীর ওপর বসতেন তখন তাঁর বয়স বাল্যে বড়দের বেশী বলে মনে হত না। ‘আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধের নির্দেশে গুরু করছি’ এই বলে আরম্ভ করে এক ছোট থেকে অন্য ছোট্রে এগুতে থাকতেন তিনি। তখন শৌণ্ডন রোকু-অন-মিন্ (ইয়োগিমিন্) আনন্দে অধীর হয়ে বলতেন ‘ছেলোটির’^{১৩} অভিনয় অপূর্ব, কিন্তু এমন সুন্দর আর কখনো হবে না। এই উৎকৃষ্ট উক্তি থেকেই বোঝা যায় কাওয়ানামির অভিনয় তাকে কতখানি মুগ্ধ করেছিল।

আমার পরলোকগত পিতা যখন কোন দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে বা পার্বত্য প্রদেশে অভিনয় করতে যেতেন তখন সেখানকার প্রথা ও নিয়ম অনুযায়ী অভিনয় পদ্ধতি গ্রহণ ও প্রদর্শনে তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হত। যিনি প্রাসাদে, মন্দিরে, গ্রামে—যে-কোন স্থানে যে-কোন মনুষ্যগণে সমান প্রশংসা লাভ করেন, তাঁকেই সার্থক অভিনেতা বলা চলে।

^{১১} এই অংশটি এখনকার অভিনয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে।

^{১২} এখন Miyakuman নামে অভিহিত।

^{১৩} উল্লিখিত ছেলটি বা বালকটি অবশ্যই সিচ্চাকি।

এবার সিআমির নিজের শিল্প-শৈলী সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক্।

সিআমি শৈশব থেকে গিতার সমর্থন নিয়েই আমি কাজ করেছি। উপরে যা লিখেছি তা কেবলমাত্র কল্পনা-প্রসূত নয়। বড় হবার পর বেশ বছর ধরে আমি তাঁর অভিনয়-শৈলী আরম্ভে আনবার চেষ্টা করেছি। শোনা ও দেখা অভিনয় অনুসরণ করে 'উকাই'-এর আরম্ভের সময়ে আমি তাঁরই মূদু সফুরণে যে স্তোত্র আবৃত্তি করতাম তা কাওয়ানামির অনু-বরণ। শুরু থেকে শেষ অবধি যে স্তবগুলি গাওয়া হত, তা অত্যন্ত তড়া সুরের প্রাচীন কালের অভিনেত্রী 'মুমা-নো-সিরো'র অভিনয়-শৈলী এর কাওয়ানামি সেই শৈলী আয়তায় করেছিলেন, বিশেষ করে রক্ত আশ্রয় ভূমিকায় অভিনয় করার সময়ে।

আমি কখনো মিশ্রস্বত্ববোধকে মৃত আত্মার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখি নি। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিদেব আলাপ-আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি যে নরক আগমন ও দীর্ঘ ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মধ্যে তাঁর অভিনয় বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। 'ভোরো' নামে-তে কাওয়ানামির ভূমিকা ছিল গোধ, মূল গায়কের ভূমিকায় আমি থাকতাম। আগমন ও দীর্ঘগতি প্রস্থানের সময়ে আমি যে ধরনে অভিনয় করতাম, তাতে কবে নাকি দর্শকদের মিশ্রস্বত্ববোধকে মনে পড়ে যেত। 'কুকুই' নাটকে আমি সর্বপ্রথম উন্মাদের ভূমিকায় প্রবর্তিত হই।

'অবাস্তব' নাটকে (সিআমি রচিত) অবাস্তবতে যখন বলতেন 'চাঁদ আমাকে দেখে ফেললে সে কথা ভেবেও আমার লজ্জা করছে' তখন ভূমিকান্তিনেত্রী পথের মাঝে একটা পয়সার উপর হুমড়ি-পেয়ে পড়ার ভঙ্গি করতেন। কিন্তু সারুগাকুতে এটা দূর থেকে দেখানো হত। এর মধ্যকার চলাফেরা আরও বেশী বিরতিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত ছিল। ওয়ির উনবিংশতিতম বৎসরে (১৪২২ খ্রী.) ইনারির হোগোজি প্রদেশের ওঘিনো তাচাকানা সারাস্বক পুষ্টিনার পতিত হন। তাঁর বাঁচবার কোন মাথা ছিল না। 'ইনারির দেবতা ছোট্ট একটি নদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তার মুখ দিয়ে বলেন 'যদি কাওয়ানজে (সিআমি) আমার উদ্দেশ্যে কোন নাট্যাভিনয় করেন, তাহলে রোগী বেঁচে যাবে।' এরপরই ইনারিতে সারুগাকু অভিনীত।

হয়। সেই বেরোটিকে দিগেই দেবতা আবার বলানেন: 'দশটি পানার অভিনয় হওয়া চাই। তিনটি ইন্দে বলিরে, তিনটি কাছগায়, তিনটি হাতিমান বঠে এবং একটি আবার বলিরে।'

দশটি পানার অভিনয় হল।

সিঙ্গারি সেই মহত্ব ব্যক্তির গৃহে তাঁকে শ্রদ্ধান্বেষণ করতে গেলেন। বাণেশ্বরী ভূতারা ভেতরে গিয়ে বলল 'কাওরানকে এসেছেন'। পরব সমাদরে তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল এবং তাঁকে একটি লাল রেশমী পোশাক উপহার দেওয়া হল, যা এখনও তাঁর কাছে রয়েছে।

ওয়ার উনত্রিশতম বৎসরে (১৪২২ খ্রী.) হিনোকি-বর্কে একটি বেরের কঠিন পীড়া হয়। তাঁর বাসস্থান ছিল সোণ্ডু বলিরে কাতে। প্রসিদ্ধ কবি মিচিভেন রচিত 'যদি পূর্বে বাতাস বয়' থেকে 'অশু' বিশেষ নিয়ে 'Progression Poems' ২০ রচনার স্বপ্নাদেশে কথা হয়েছিল 'কাওরানকে যেন নাটকটি দেখেওনে ঠিক করে যেন এবং তা যেন দেবতার সামনে উপস্থিত করা হয়।' এই বাণী হেরাণীকপে দেখা মিল এবং Took the Affinites নামে কতগুলি কবিতা লেখা হল। তাঁর থেকে চয়ন করে সিঙ্গারি অভিনয়োপযোগী নটিক রচনা করলেন। প্রথম দিকে কাজটি কঠিন মনে হলেও যখন পূর্ণাঙ্গান উৎসবের অনুষ্ঠানটি রূপায়িত হল তখন দেখা গেল যশ্বর একটি একান্তন সৃষ্টি হয়েছে।

এই সময়ে আমি কাজ প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। বেলনাং কোন্ পুরোহিতের (সিঙ্গারি অথবা তাঁর ভাতৃপুত্র ওনানি) প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, তা বলা মুশকিল। তবে এটা বোঝা গিয়েছিল যে দেবতার আদেশ ছিল, এ দারিদ্র সিঙ্গারির প্রতি অপিত হোক।

যখন আনাকে 'কুজিওয়াকা' বলে ডাকা হত (সিঙ্গারি হেলেন-বেলার নাম) তখন দেবতা আবার কাছে দুটি স্বপ্নাদেশ পাঠিয়েছিলেন। তাঁর একটিতে গৌতম বুদ্ধ অবিতাদের অশীর্বাদপুত্র নাম লেখা ছিল। তাবু নোমাইনের দেবতার স্বহস্ত লিখিত সেই নির্দেশ-নাম জনসাধারণ বংশপরম্পরায় রক্ষা করেছে। এখনো সেটি আবার কাছে আছে। অকরগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য চূর্ণের সঙ্গে আঠা নিশিরে লেখা। অবশ্যই

[ভের]

এটি অলৌকিক ঘটনা। দেবতারও যে আমাদের নিষ্পেষ অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেটা দেখাবার জন্য আমি নিপিটি সংরক্ষণ করেছি।

বহুদিন আগে হাজারুল্লের ডাগন দেবতার কাছ থেকে আমার পূর্বপুরুষ হাতা নো উজিয়েলি তাঁর প্রার্থনার প্রতি-উত্তরে আদেশ লাভ করেন। এর পর জৈন ধর্মের আর কোন দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় না। এসব কাহিনীর সঙ্গে 'নো'-র সম্পর্ক গভীর নয়, কিন্তু এর থেকে বোঝা যায় কি বিচিত্র মানসিক পরিবেশে গিআমি বাস করতেন।

এর পরে নো-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ সাক্ষরত্বের সম্পর্কে আমি এনাছি। প্রথমে গিআমিকে অনুসরণ করবো। তারপর দেখাতে চেষ্টা করবো যে, প্রাচীন পদ্ধতির নো-র সঙ্গে আধুনিক নো-র পার্থক্য কেতটুকু।

'কাওয়ানজিন' অনুষ্ঠানে (নদীরের মানিক ও অভিজাত সম্প্রদায় দ্রুত আহূত অনুষ্ঠান - যা মন্দির, সেতু বা অন্য কোন স্থানের সন্মারের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োগের লাগত) ৬২ কেন (১ কেন = ৩ বর্গ ফুটের সমান) জায়গা নির্দিষ্ট হত দর্শকের জন্য। বর্তমানে ৭০ কেনের বেশী জায়গা এই অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাতে দুই পাশে বেশী সংখ্যক দর্শক বসতে পারে, সেজন্য স্থানগোনা বাড়ান হয়েছে। ডেংগাকু অভিনেতা গিআমি দর্শকদের জন্য ৫০ কেনের বেশী জায়গা রাখার পক্ষপাতি ছিলেন না। কারণ তাঁর কণ্ঠস্বর খুব উচ্চপ্রায়ে উঠত না, এবং সকলে যাতে তাঁর কথা শুনেতে পায় সে সম্পর্কে তিনি সতর্ক ছিলেন। হাদাঙ্-গা-হারা এবং রেইসি মশীর উপভাষা, বহু প্রবেশবার পর এই অভিনয়ের জন্য প্রথম নির্বাচিত হয়। গিআমি বলেছেন, আমার তরুণ বয়সে নানাজায়গা পেরে একবিষয়ে নানা কথা শুনেছি। আমার ধারণা অস্পষ্ট, ভালো করে জানবার জন্য আরও খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

মঞ্চ দর্শকদের মধ্যস্থলে নিখিত হত। অভিনেতার গলায় আওয়াজ সরাসরি দর্শকদের কাছে পৌঁছাত। যাতে পেরেক বা ঐ জাতীয় জিনিষ বিপদের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য অভিনয়ের আগে মঞ্চ ও বসার স্থান খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হত। দর্শক সংখ্যা বেশী হলে মঞ্চ একটু নীচু করে তৈরী করা হত, তার ওপর বড়ের গালিচা বিছান হত। কোথাও কোথাও ভাল গালিচা

ব্যবহৃত হত। ওয়াকি তার ওপরে দাঁড়িয়ে গান করতেন। আধুনিক 'নো' মঞ্চের ছবি এ প্রণেয় সন্নিবেশিত হল। অতি মন্থন হিনোকি কাঠ দিয়ে নক তৈরী হত। পেছনের তক্তার গায়ে একটি পাইন গাছ আঁকা, অন্যদিকগুলি খোলা। সাজ-কানরায় সামনে গ্যালানি হাসিগিকারি^{২১}-পর্দা দিয়ে আলাদা করা। মঞ্চে প্রবেশ করার সময়ে অভিনেতাকে ঐ পর্দা সরিয়ে আসতে হয়। মঞ্চের দুই বা তিনদিকে দর্শকদের বসার জায়গা। কোনাঙ্গ দল মঞ্চের ওপর দুই সারিতে বসে অথবা দাঁড়িয়ে থাকে। বাদকেরা বসে মঞ্চে পৌঁছন দিকে। হাসিগিকারির কাছেই প্রথমে বড় ড্রাম নিয়ে একগারি, দ্বিতীয় সারিতে ছোট দানামাসিহ বাদকবৃন্দ, তৃতীয় সারিতে বংশীবাদক দল।

বাদকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের চারপাশে একটি বেটনীর,—যেমন থাকে হাসিগিকারিতে। বেটনীর পাশে থাকে তিনটি গতিাকার পাইন শাখা, মঞ্চের ওপরকার চানের আকৃতি সিনেটামন্দিরের ছায়েন মত। আধুনিক কালে অভিনয়ের সময় ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। প্রাচীনকালে দিনের 'নো' অভিনয় ভোবে আবদ্ধ হত। সিআনি অবশ্য নৈশকালীন নো-র কথাও বলেছেন। রাতের যাকগাকু অন্য জিনিস। রাত্রি বেলার অভিনয়ের প্রথম দিকে কখনো কোন কারণে দর্শকরা হৈচৈ করলেও প্রথম স্তোত্র শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যেত। কলরব ও নৈশগানের সমন্বয়ের ওপরে অভিনয়ের সাফল্য নির্ভর করত।

দিনের বেলার মূখর পরিবেশকে কুশলী অভিনেতা অভিনয় দক্ষ-তায় শাস্ত্রসূত্রে স্মিষ্ট করে রাখতেন। আর রাতের নিস্তব্ধতাকে বাঙানর করে কোলার জন্য অভিনয় হত উচ্ছল। কিন্তু কখনো কখনো দিনের বেলায় এমন এক বিঘ্নপূর্ণ শুরু ছায়া নেমে আসত যে সেখানে একটি নিশেপদ পরিবেশ সৃষ্টি হত। পরিবেশের সঙ্গে ঝগ ঝাইয়ে অভিনয় করার জন্য অভিনেতাকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হত। সেই রকম রাতের অভিনয়েও কখনো কখনো উচ্ছল উল্লাস ধ্বনি নীরবতাকে ভেঙে চুরুর করে দিত। প্রাচীন ভারতে ও জাভার

২১ আরেকবার দিনে হাসিগিকারি থাকত মঞ্চের পেছনে; দক্ষিণ কোণে এবং ডা. খোলা থাকত। আশপাশী বক্সাপড়ো হাসিগিকারি 'নো' নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

[পনের]

সুজ্ঞানবনে অনুষ্ঠিত অভিনয়ের সঙ্গে এ অভিনয়ের সাদৃশ্য আছে। এই অভিনয়ে চার্ট লাইটের দরকার হয়। আধুনিক 'নো' থিয়েটারে বিজলী বাতি আছে আর সজ্জায়ও কখনো কখনো এ অভিনয় হয়।

অনুষ্ঠান-সূচী (বাংলা) আগেকার দিনে অনুষ্ঠান-সূচীতে ৪৫-টি ভাগ থাকত। আজকাল (১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে গিয়ারির উক্তি) বলির ও চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উৎসবের অনুষ্ঠান সূচীতে তিনটি সাক্ষাৎ ও দুটি ক্রিয়াজনক অভিনীত হয় থাকে। আজকাল বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাগতবনে পরপর গাত, আট এমন কি দশটি পালাও অভিনীত হয়। এ পদ্ধতি আগে থেকেই চলে আসছে। অভিনয়ের মধ্যে ভূমিকা, বিস্তার ও চূড়ান্ত পর্যায় থাকা দরকার। ভূমিকার থাকবে 'ওয়াক নো' অর্থাৎ 'তাকামাগো' ('গায়মাংসু-র') মত কোন ভাল নাটক। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পালা বিস্তার পর্বের অন্তর্গত। প্রথমটি হল চূড়ান্ত। যখন পালার সংখ্যা বাড়ত, অভিনয় শেষ হতেও তখন দেবী হত। সমগ্র অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে পালাগুলির স্থান নির্ণীত হত প্রত্যেকের স্বতন্ত্র আবেদন লক্ষ্য রেখে। প্রথম নো-তে ছোট সহজ একটি কাহিনী থাকত। সহজ অথচ সুন্দর; তাতে বর্ণনার ঘনঘটা থাকত না।

সঙ্গীত ও নৃত্য্যংশ সরল ও স্বাভাবিক শৈলীর হত। এতে শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক বাণী থাকত। প্রথম পালার একটু আধটু ক্রটি-বিচ্যুতি থাকলেও সেটা এমন কিছু মারাত্মক হয়ে দাঁড়াইত না। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পালাকে সবদিক দিয়ে ভাল হতেই হত।

ষোড়শ শতকে কিছুটা গুছিয়ে সূচী নির্দেশ করা হয় এবং বর্তমানেও সেই ধারা অনুযায়ী সূচী তৈরী হচ্ছে।

পরবর্তীকালের কাদেনসো থেকে (Vol-i p 4) থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি —

- | | |
|------|--|
| এক | একটি ভাল পালা কিংবা প্রার্থনা অভিনয়। |
| দুই | বুদ্ধের পালা—যাতে একজন বোদ্ধার আচার উপস্থিত হতে হয়। |
| তিন | হৃদয়বশ পালা—প্রধান চরিত্রে একটি নারী। |
| চার | মৈত্রেয়দের একটি পালা। |
| পাঁচ | নহসু, ন্যায় বিচার, নশ্রতা ও জ্ঞান প্রদর্শিত হবে এমন কোন পালা। |

[বোল]

হয় কোন বিশেষ অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে অভিনয়-সূচক পালা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞাপক 'নো'।

অনেক সময় চতুর্থ ও পঞ্চম পালার সন্নিবেশ অনাব্যাহত হয়। যেখানে পর পর এই পালা অভিনীত হয়। সিআমি সেখানে সবথু অভিনয়কে এক শ্রেণীবদ্ধ সৌন্দর্যের সান্নি বলে বলে করেন।

প্রথম দিনের প্রথম নো-র সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের প্রথম নো-র পার্থক্য থাকবে। অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক সময়ে জ্ঞানরত সাংগাকু (Weeping Sangaku) অভিনীত হবে এবং দ্বিতীয় ও পরবর্তী দিনের অভিনয়ে তার স্থান কোথায় হবে, সেটি স্থির করে নিতে হবে।

প্রতিযোগিতা (জ্যেষ্ঠাঙ্গ দলের মধ্যকার প্রতিযোগিতার কথা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক রোমান্স 'ভাইহিকি'তে বর্ণিত হয়েছে।)

একজনের অভিনয় শৈলীর সঙ্গে বিপরীত-ধর্মী অপর জনের অভিনয় শৈলীর পার্থক্য সমুদ্রে জ্ঞান দরকার। অন্য কারুর রচিত পালার অভিনয় করার সময়ে, অভিনেতা যতই প্রতিভাসম্পন্ন হোন না কেন, তার করণীয় বিশেষ কিছুই থাকত না। কিন্তু যদি অভিনেতা নিজে নাটক লিখতেন, তাহলে অভিনয় সম্পূর্ণভাবে তারই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকত এবং সারুগাকু অভিনয় খুবই সহজ হয়ে দাঁড়াত।

যে অভিনেতার হাতে ভাল নাটক নেই, তাঁকে নিরপেক্ষ যোদ্ধার মাথে তুলনা করা সমীচীন। যদি বিরুদ্ধ-পক্ষ উচ্ছল কোন নাটক উপস্থাপিত করে, তখন আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে সে ধারা পালটিতে হবে অর্থাৎ নানা রকম পরিবর্তন করে শাস্ত্রবাদের পালায় পরিণত করতে হবে। আনন্দ মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতিযোগিতায় আগ্রহী কোন প্রতিদ্বন্দী দল ছিল না।

সঙ্গীত নো নাটকে বিরতির সময়ে তীব্র মধুর স্বরে বাঁশীর সুর বাজত বিশেষ করে শুরুতে, চূড়ান্ত মুহূর্তে এবং সমাপ্তির সময়ে।

বাদ্য অভিনেতার স্বব যাতে চাপা পড়ে না যায় তেমনভাবে অভিনয়ের সময়ে বাঁশীবাদক বাঁশী বাজাত। মিশো নামে এক বাঁশীবাদক ছিল। শাস্ত্রের কনিষ্ঠার ডেয়ো গিউডো বলেন 'পালার মধ্যকার বিরতির সময়টুকু ভারী বিচ্ছিন্ন, কিন্তু যখন আমি মিশোর বাঁশী শুনতাম তখন সেই জেস মুহূর্তের বিরক্তি দূর হয়ে যেত।' সিআমিও বলেছেন

‘কখন দুজন অভিনেতার স্বর মিলত না, তখন বিশেষেই অপকল্প হয়ে বাকী বাড়িয়ে সেই অসঙ্গতির মধ্যে সেড়ু নির্মাণ করতেন।’ বংশীবাদকের পর দাবারা হাতে দুজন বসত। একজন খালি হাতে, অন্যজন অক্লিষ্টাণ আঙুলে লাগিয়ে বাজাত। শেষের দিকে (কোন কোন পালার) বড় দাবারা (যেটি বাদকের পাশে থাকত), ছড়ি দিয়ে বাজান হত। দাবারার ডালে ডালে বাজনা দর্শকদের যেন মনোহর করত। দাবারা বাদকদের দক্ষতার ওপরে দর্শকদের বেজায় নির্ভর করত। আকস্মিক ভ্রুত কালের বাজনা বাড়িয়ে তারা এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করত। নিজেদের খুশিবত বাজানোর অধিকার ছিল না তাদের। অভিনেতার বক্তব্য অনুযায়ী এবং নাচ গানের সমতা ও তাল রক্ষা করে বাজাতে হত তাদের। ‘নো’-তে সঙ্গীত ও বাদ্যের আলাদা কোন অস্তিত্ব ছিল না। নাচ ও আবৃত্তির পটভূমি হিসেবে এগুলি ব্যবহৃত হত।

অভিনেতা একটি পালায় চার কি পাঁচ জনের বেশী অভিনেতা অংশ গ্রহণ করত না। প্রাচীনকালেও অভিনয়ে দু তিনজনের বেশী অভিনেতার প্রয়োজন হত না। আধুনিক কালে যে অভিনেতার উদ্ভূত থাকেন তারা কয়েক সারিতে বিভক্ত হয়ে তাদের নিত্যকার টুপি ও পোশাক পরেই বসে পড়েন এবং সম্মিলিত ঐক্যতান সঙ্গীতে যোগ দেন। এ-রীতি শিল্প-সম্মত নয় এবং তা কেবলমাত্র এখনকার দিনেই প্রচলিত। সিআবির নির্দেশানুসারে অভিনেতার সংখ্যা স্থির করা হত কিন্তু কোন কোন জায়গায় নয়জন অভিনেতাকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যেত। উপরি-লিখিত অংশ থেকে বোঝা যায় যে সিআবির আমলে শেষের দিকে যে কোরাসগান প্রবর্তিত হয়েছিল, তাতে তাঁর অনুমোদন ছিল না।

শব চরিত্রাভিনেতাই যে পুরুষ, তা নতুন করে বলার দরকার করে না। সাক্ষরীকুর সঙ্গে ডেংগাকুর যে পার্থক্য তা হল সাক্ষরীকুরে অভিনেতার নাচের সঙ্গে সঙ্গে গানও করত। তো-অন বা একক গায়ক সমস্ত শক্তি দিয়ে স্বর ও সুরের সঙ্গতি বজায় রেখে অভিনয় করত, যাতে তাঁর অভিনয় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরবর্তী-কালে বিলিত সঙ্গীত-রূপ (কোরাস) গাওয়া হত, এখনও গাওয়া হয়। অভিনেতার বক্তব্য কোরাসের সাহায্যেই বলা হত। তাঁর গানের

পরিপূরক হিসেবে কোরাস গাওয়া হত না। আধুনিক কোরাসে দেশীয় পোশাক পরিহিত বাট থেকে বারজন থাকে, তারা বকের পাশে দুই সারিতে বসে। পালা শুরু হবার আগে তারা পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে বকে আগুন নেয় এবং অভিনয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে। তাদের একমাত্র কাজ হল গান গাওয়া।

মুখোশ

প্রধান অভিনেতা (সাইটে) এবং তার অনুবর্তী (ৎসুরে) কিংবা সঙ্গীরা (ডোমো) মুখোশ ব্যবহার করে। ওয়াকি, তার অনুবর্তী কিংবা অন্য অভিনেতারা কখনো বকে মুখোশ পরিধান করবে না। সাইটে নারী ও বৃদ্ধ চরিত্রে অভিনয় করার সময়ে সর্বদা মুখোশ ব্যবহার করবে। তরুণ, বিশেষ করে তরুণ যোদ্ধারা মুখোশ বাদেই অভিনয় করবে। শিশুদের ভূমিকায়ও (কোগাতা) মুখোশের ব্যবহার হয় না। সম্মান বজায় রাখবার জন্য ও বাস্তব অনুভূতি এড়ানোর জন্য রাজা বামশাদের ভূমিকায় বালকদের নামানো হত।

মুখোশগুলি কাঠের তৈরী। জাপানী স্থাপত্য-শিল্পের প্রাচীন জনিত কলার নিদর্শন স্বরূপ সেগুলি এখনো পর্যন্ত সময়ে রক্ষিত আছে। পিতার আমলের এবং পরবর্তীকালের মুখোশ নির্মাতাদের ওপর অনেক লিখেছেন সিআরি। ইউরোপীয়দের সংরক্ষিত সাধারণ স্তরের অঙ্কিত মুখোশগুলির প্রতিলিপি দেখে সেগুলির সৌন্দর্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা সম্ভব নয়। নোগাকু ত্সুসাস কোশানির 'নোগাকু মাগাই কাগামী' নামক চিত্র পুস্তকে এই মুখোশের অনবল্য চিত্র অঙ্কিত আছে।

পোশাক
পরিচ্ছদ

বহিরঙ্গের মুখোশের নী না হলেও 'নো' অভিনয় প্রচুর পরিমাণে পোশাক-পরিচ্ছদের ঐকজমকের ওপর নির্ভর করতো। বর্তমানে গভীর্নগতিক হলেও সিআরির সময়ে বিচিত্র ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হত। এ সম্বন্ধে তার মতামত বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। যেমন—'সুবিলা গাওয়া' এমন একটি পালা যাতে পোশাক-পরিচ্ছদে রঙের প্রাচুর্য কম। মনসকারীদের পরণে সাধারণত ওগুচি অর্থাৎ মালরঙের পাছা (বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের উপযোগী) থাকবে।

উগাকি নাটকে দেশীয় জীবন প্রতিকলিত হয়েছে। সেজন্য অভিনেতার টুপি হবে বাঁশে বোনা চওড়া কিনারাওয়ালা (এগুলিকে

বাঁশের কাসা বলা হয়)। বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বিবরণ সেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাঠাগারে রক্ষিত একটি পত্রিকা 'ইরোকোইও কুগাই'-তে যে সচিত্র বিবরণ আছে, সেটি কৌতূহলী পাঠকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম। 'বাগাই কুগাই' নামক চিত্র-গ্রন্থেও এর নির্দশন পাওয়া যাবে।

অভিনেতার নো মঞ্চে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রচলিত প্রথানুযায়ী ছিল। নৌকা আবশ্যকীয় বোঝাতে গেলে খোলা জেব ব্যবহার করা হত। রথ ভৈরী নামগুণী হত তাঁর থেকে সামান্য পৃথক আকারে। প্রাসাদ, বাড়ি, কুটির, স্বর্ণ কুণ্ডে বোঝাতে চারটি খুঁটির ওপর ছাদ লাগান হত। অভিনেতাদের হাতে যে পাখা থাকত সেগুলি ঘিরে ছুরি, খাঁটা বা তুলির কাজ চলত। অজ্ঞানত্ব সম্বন্ধে যতখানি সম্ভব ব্যক্তবতা রক্ষা করা হত। ছোট ভলোয়ার, ছোরা, বল্লম, চওড়া চীনদেশীয় ছোরা, তীর ধনুক সবই অভিনয়ে ব্যবহৃত হত।

গতিবিধি যদিও 'নো' নাটক আমাদের কাছে মোটেই বাস্তবভিত্তিক নয়, তবু অনুকরণের উন্নত সংস্করণ হিসেবে যা লক্ষণীয় তা হল, সাক্ষ্যগাঙ্ক গোষ্ঠির ইয়ামাতো সম্প্রদায় জন্মের প্রতিদ্বন্দ্বী দল ওবি সম্প্রদায় থেকে এই অভিনয়ধারা পৃথক করে নিয়েছিল। মৃত্যু থেকে নাটকে রূপান্তরিত হয়েছিল। ইউরোপে যা মৃত্যু নামে পরিচিত সেই ধরনের বীর পদক্ষেপ ও গাভীরপূর্ণ প্রকাশের যে 'মাই' বা নাচ, তা দু'একটি বাদে (যাচি নো কি) প্রতিটি 'নো' নাটকের অঙ্গীভূত ছিল। সাইটের নাচে পাঁচবার অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়। ৭ম্বরের নাচের তিনটি অংশ। নগুপায়ের সকল ছন্দরয় আঘাত এই নাচের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সিআসি এই সজোর পদপাত* সম্বন্ধে কয়েকপাতা ধরে সুস্বা নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই আঘাত বাজনার তালের সঙ্গে হবে, না পায়ের সজোর আঘাতের সময়ে বাজনা বাজবে, তাও তিনি বলেছেন।

'সানো নো কুনাবাসি' নাটকের একটি অনুচ্ছেদে 'উইলো সবুজ আর কুলঙলি রক্তবর্ণ' কথাগুলি উচ্চারণের সময়ে জালটা আসলে 'কুলঙলির' ওপর পড়বে এবং পায়ের আঘাত পড়বে দুইবার। কিন্তু বৈশিষ্ট্য আরোপেই অন্য এবং আরো আবেদনময় করে জেলার

* হিরোনিকিছু।

অন্য সোটি সমুদ্রের ওপরও পড়েছে। বিভিন্ন বয়সের পদক্ষেপ ও পদ্ধতিভেদে নিম্নসমস্ত নিদর্শন সম্পর্কে সঠিক পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর।

কাহিনী কাহিনীর কিছু অংশ গদ্যে (কেতোবা) কিছু অংশ পদ্যে (উভাই) রচিত। এই নাটকের গদ্যাংশ গ্রীক নাটকে ব্যবহৃত বিপনী স্থানের বড়। সে ভাষা চতুর্থ শতকে রাজসভার ও অভিযান্ত্রিক বহনের কথ্য ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। এখনও তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত নয় এবং যোগাযোগ রাখার মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন স্থানে এভাবে প্রচলন রয়েছে। এতে প্রতিটি প্রধান ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্মানসূচক 'সোয়ো নাচে'-র সহায়ক ক্রিয়াপদটি রয়েছে; তার সঙ্গে আছে তারী ওজনের একাধিক সহায়ক ক্রিয়াপদ। এর কলে সাধারণ বক্তব্যও গাভীর্ষপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সব অংশের অভিনয় সঙ্গীত না হলেও পুরোপুরি কথ্যভাষার পরিধারেও পড়ে না। প্রতি 'সোয়ো'-তে স্বরগ্রাম নীচুভাবে চলে আসাতে কিছুক্ষণের জন্য একধেঁয়ে স্বরপ্রবাহ চলে থাকে।

ইংরেজি কথোপকথন রীতি অনুযায়ী এই ভাষা বিন্যস্ত করা কঠিন। সম্মানসূচক শব্দগুলি অনুবাদ করতে গেলে হাস্যকর হয়ে ওঠে। 'উকি তারিওরাক'-র অর্থ—'পুরস্কার হিসেবে পাওয়া'। কিন্তু এই শব্দটি 'কিকু' বা 'শ্রবণ করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজাতীয় শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নয়।

কোতোবার স্টাইল সরকারী দর্শকদের কানে কোনরকমেই অভিরুচিত থেকে নি। এগুলি তাদের কাছে নুরে-পড়া ইবোশি পাছের মত, প্রবাহিত স্রোতনদী বা পিতামহী মাতামহীর বাগ্মীর মত নিত্যা পরিচিত মনে হত। সিআবি বলেন 'কোতোবা' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। তাতে কেবল মুক্তিগুলি ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত হবে, কেননা সেটাই জঙ্গ রচনার রীতি—(বুনশো নো হো)।'

বক্তা ও পরিহিতির প্রয়োজন অনুসারে আনুষ্ঠানিক রীতি বললার। ইয়োসিফিন্স 'হাংস সে নো ওন্টা' নাটকের সমালোচনার সুধর হয়েছেন; কারণ তাতে একটি বাস্তবিক ইয়াবাতো ও হাংসুসে বশিরের চৈনিক সর্বার্থক হিসেবে দেখান হয়েছে। তাঁর মতে এ শৈলী রীতিমত দুর্বোধ্য। আবারও সেই আশঙ্কা হচ্ছে।

প্রায় ক্ষেত্রেই একটি গদ্য অনুচ্ছেদ ক্রমশঃ কবিতার রূপান্তরিত হয়েছে। এই সব অংশ কখনো কখনো অসমবাজার। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লাইনের অদল বদলের ধারা—যেমন পাঁচ বা সাত মাত্রার মধ্যে তাদের সীমিতকরণ, বা আপানী কবিতার সাধারণ নিয়ম—তা অনুবাদে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। নিয়মিত অবিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার পরিত্যক্ত হয়েছে। হ্রস্ব পরারের পংক্তি ও অবিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রক্ষার চেষ্টা করেছি এবং তার কলে হয়তো ঐ অনুচ্ছেদগুলির ছন্দ বা ভাল একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি।

১২ (৭+৫) মাত্রার বিচরণ ত্রোক সাধারণভাবে আট বা মোল মাত্রার অর্ধেক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতাংশকে ভালের আয়ত্তে আনবার জন্য (হিরোগি) এটাকেই যথাযথ মনে হয়েছে। 'নো'-র এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

স্বরের উদ্বোধনপতনের বেলায় যে ব্যতিক্রম ঘটে, তাও লক্ষণীয়। কণ্ঠ-স্বরের ক্রমাগত ওঠানো এবং বিরতির সময়টুকু হিসাবমত ব্যবহার করা এই অভিনয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ড্রামের বাজনা ছন্দ রক্ষার সাহায্য করে এবং স্বরের সুক্স রূপান্তরে এগুলি খুব দরকারী। পদ-ক্ষেপের সময়ে এই বাস্যাধুনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি গানের মাত্রা, পারের প্রতিটি আঘাত ঠিক সময়ে না পড়লেই মুশকিল। (সঙ্গীত ও বাস্য সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। 'নো'-বিউজিক সম্পর্কে বীরা বিশেষ আগ্রহী তাঁরা আপানী রেকর্ড বাড়িয়ে শুনতে পারেন)।

কাব্যাংশের সংলাপে রূপকশব্দ, অলঙ্কার প্রয়োগ, বিশেষ করে আরগার নাম উচ্চারণের সময়ে আলঙ্কারিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নাংরি জোর দিয়ে বলেছেন রূপক (কেনিওজেন) কিছুটা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা চলে। অনেক 'নো'-লেখক একথা মানতে চান না কিন্তু এই রূপক শব্দ-সম্ভার ছন্দের কৃত্রিম অনঙ্কার মাত্র নয়। যে ইউরোপীয় লেখকরা এই কৌশলকে নিম্ন পর্বীরের বলে মনে করেন তাঁদের সঙ্গে আমার মতৈক্য নেই। ভাষার ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাতে তার প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত হয়। এই সব কেনিওজেনকে অন্য ভাষার রূপান্তরিত করা বড় কষ্টকর। যেমন ধরা যাক 'ইউকু-ই-শিরা ইউকি নি' (Yuku-ye-Shira-yuki-ni) কথাটিতে শিরা শব্দটি দুই অর্থে দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। এক

জারনার এর অর্থ 'অজানা' অন্য জারনার 'সাদা'। পুরো কথাটির অর্থ হল 'সাদা বরকের মধ্যে অজানা কোন জারনার'। অনুবাদে রূপকের ছবির রূপদানের চেষ্টা করা করা হয়েছে, কারণ এগুলি বাস দিলে নাটক বীরস ও সমাজহীন হয়ে পড়ে। ত্রিগুণিক শব্দ, বিশেষ ভাবে ব্যক্তি ও স্থান সম্পর্কে ব্যবহৃত প্রয়োগ—গ্রীক ট্যাগমিটিতে বার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে—ভেদন শব্দাবলী বখাবথ রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং পাশটিকার ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে।

কাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সমসাময়িক সাহিত্য—উপাদান। কেশীর ভাগ পালা ডেংপাকু বা প্রচলিত নৃত্য গাথা থেকে নেওয়া। বর্তমানে প্রচলিত নৃত্য গাথা-তিত্তি করেও কিছু কাহিনী রচিত হয়েছে। নতুন নাটকেও এমন বহু কবিতার ব্যবহার হয়েছে বার মধ্যেকার স্থান বা ব্যক্তি বিশেষ দর্শকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। অনেক পালায় একটি সম্পূর্ণ কবিতা বা কবিতাসমষ্টি ব্যবহৃত হয়েছে। চীনা বিপদী কবিতা, বৌদ্ধ স্তোত্রও উদ্ধৃত হয়েছে। আমাদের নাট্যকারেরা এই সব সাহিত্য সামগ্রীর ব্যবহার করতে অত্যন্ত মন, কিন্তু ওয়েবস্টারের রচনার মনোযোগী পাঠকেরা বুঝতে পারবেন তিনি এই 'ঋণগ্রহণ' রীতিতে অত্যন্ত আত্মশীল ছিলেন। আমার মতে প্রচলিত পদ্য সাহিত্যের এমনভরো প্রয়োগ নাটকে অনুপম-ভাবে কার্যকরী হয়েছে; এর সংযোজন নৈশুণ্যও লক্ষণীয়।

সে নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সিআবির লেখা প্রবন্ধের সময়কাল ১৪২৩ সাল। এখানে তাঁর রচনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত হলো।

গঠনরীতি মো-রচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. বীজ পছন্দ করা। বীজ অর্থ বিষয়বস্তু।
২. নির্মাণ।
৩. সংগ্রহণ।

বীজ হল কাহিনী, বার ওপর ভিত্তি করে নাটক রচিত। সুবিবেচিত কাহিনীতে ভূমিকা, ক্রমবিজ্ঞার এবং চুক্তার পর্যায় এই তিনটি পর্ব থাকবে। ভূমির শব্দ প্রথম এবং ফলবাদ্য ও সমীত সংযোজনার কাজ।

ইউপাকুর* প্রকাশ নৃত্য গীতের মাধ্যমে। নাটকের কাহিনীতে যদি এমন কোন চরিত্র থাকে বার পক্ষে সাদা বা গাওয়া স্বাভাবিক

* নৃত্যের আকরিক অর্থ আনন্দনারক বাদ্য, সঙ্গীত, নৃত্য। সামগ্রিকভাবে ডেংপাকু, 'সাদা' প্রকৃতি বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

নর, জা নিয়ে যদি ইউগাকু ভেংগাকু, সাকগাকু জাতীর নো রচিত হর, তাহলে অতি নিপুণ ও অভিজ্ঞ লেখকের রচনাও ব্যর্থ হয়েছিল বলে ধরতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোঙরা নৃত্য-শীতের সঙ্গে পরী, ধর্মযাজিকা, ডাইনী প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কিত। পুরুষ চরিত্রে নারিহিরা, কুরোনুশি, জেঞ্জি এবং নারী চরিত্রে গিয়ো (কিওবরির রক্ষিতা, বিখ্যাত নর্তকী), গিজো (গিরোর বোন), শিজুকা (ইয়োসিৎসুনের রক্ষিতা) এবং হাইআকুম্যান (এনকাকু সোনিনের অননী) নৃত্য ও ও সঙ্গীতবিশারদ। এসব চরিত্র সংবলিত কাহিনী ইউগাকুর অন্য বিশেষ উপযোগী।

প্রচলিত কাহিনী বাদ দিয়ে কোন লেখক যদি নাটক লিখতে চান, তাহলে তাঁর রচনায় বিখ্যাত স্থান ও প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভের উল্লেখ থাকবে এবং দর্শক-চিহ্ন আলোড়িত করার মত দৃশ্য তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং 'নো' নাটক রচনার বেলায় জ্ঞান ও কৌশলের সার্বক সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন।

ভূমিকা, ক্রমবিত্তার ও শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ যে-ভাবে বিন্যস্ত হবে তা হচ্ছে—ভূমিকা : একটি দৃশ্য ; ক্রমবিত্তার : তিনটি দৃশ্য ; শীর্ষবিন্দু : একটি দৃশ্য।

প্রথমভাগে ওয়াকির প্রবেশ এবং সাইটের প্রথম নৃত্যাভিনয়। ক্রমবিত্তার শুরু হর সাইটের প্রবেশের সময়ে। দ্বিতীয় ভাগে সাইটে ও ওয়াকির কথোপকথন এবং উভয় অভিনেতার কিংবা একজন অভিনেতা ও কোরাসের মিলিত সঙ্গীত। তৃতীয় ভাগে ক্রমবিত্তারের অংশে কুসেবাই (নৃত্য) অথবা শুধুই মুকাভিনয় (তামা-উতাই)। চূড়ান্ত পর্যায়ে নাচ, অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ঘটনার বিবরণ প্রদান, ক্রান্ত নৃত্য ও বিরতি নৃত্য। কখনো কখনো নাটকে ছয়টি দৃশ্য থাকে, কখনো কখনো চারটি। নাটক রচনার সময়ে প্রতিটি চরিত্রের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন। তাঁকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে, 'চরিত্রগুলির মুখে কি ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হবে'। তাঁর মনে একথাও সর্বদা আগতক থাকে দরকার যে, বিষয়বস্তু কি ধরনের হবে—প্রার্থনা, রহস্যময়তা, প্রেম, স্মৃতি-রোমন্থন কিংবা প্রতীকা। নাটকের বিশেষ বীতি অনুসারে চীনা ও জাপানী নাটকে কবিত্বাংশ ব্যবহার করতে হবে। স্থান বর্ণনার মূল কাহিনীর সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট দৃশ্য প্রাধান্য পাবে। বিষয়ানুগ কবিতা বা চীনা পদের সন্নিবেশে ধর্মীর উপাসনার স্থান ও প্রাচীন স্মৃতি বলিরের উল্লেখ থাকবে। এগুলি স্থান পাবে ক্রমবিকাশের শেষ পর্যায়ে।

বিনানোতো এবং তারকা বংশের মধ্যে বুকের কোন বিখ্যাত সেনাপতি যদি নাটকের নায়ক হয়, তাহলে তার সংলাপ তারকা বংশের রোমান্টিকের কাহিনীভিত্তিক হবে।

বয়োবুদ্ধ অভিনেতা নারী বা তরুণবোদ্ধার ভূমিকার অভিনয় করতে পারবে না—যেমন ‘আংশুবারি’। লেখকের মনে রাখতে হবে, সাইটের স্টাইল কেমন হবে; সাইটের চেহারা অনুযায়ী ভূমিকা রচনা করতে হবে লেখকের।

নো নাটকের বিষয়বস্তুকে ‘উতাই-বন’ (গীতিনাট্য) বলে। ‘কোয়েংশু-বন’ নামক এক নাট্য-গ্রন্থমালা ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রতিটি নাটক তিনু ধরনে লিখিত। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে প্রতি গ্রন্থে পাঁচটি করে পালা থাকতো। নো নাটকের পাঁচটি সরকারী লিবিরের (কুওয়ানজে, কুপাকু, হোসো, কিডা এবং কংগো) প্রত্যেকের নিজস্ব পুথি ছিল। বিশেষ করে গদ্যাংশে পরস্পর থেকে বেশ কিছু ভিন্নতা দেখা যায়।

মূল কাহিনী কিংবা তার আধুনিক সংস্করণ, কোনটিতেই প্রাত্যহিক জীবনব্যাপার অংশ যে-মানুষ—নৌকার মাঝি, অস্ত্রবহণকারী, বা সৈনিক—তার ভাষা স্থান পায় নি। এমনকি গর্ডনাটিকাও (interlude) তাতে নেই। অথচ কোন কোন রচনার নাটকের কাহিনী বোঝার জন্য গর্ডনাটিকা প্রায় অপরিহার্য। প্রস্তাবনা (সাইটের দ্বিতীয়বার প্রবেশের আগের বিরতি মুহূর্ত) কিংবা কিরোজেন (farce) অংশ মূল ‘নো’-র অন্তর্ভুক্ত নয়। অভিনেতারা নিজেরাই তাদের অংশ বুধে বুধে রচনা করে বলে বেত। কিন্তু এখন প্রস্তাবনার অংশটি মানা পরিবর্তনের কালে ঐতিহ্যগত হয়ে পড়েছে। অনেক নো নাটককে সম্পূর্ণ বলে মনে না হওয়ার কারণ তাতে কিরোজেন-শ্রেণীর কথাবার্তা বা প্রস্তাবনা—সংলাপ নেই। উল্লেখ্য এরচনার বহু নির্দেশনা নেই। এই অবিবেচনার দরুণ বকে কি ঘটছে, পাঠকেরা তা ঠিকমত অনুধাবন করতে পারেন না। এ দুর্বলতা দূর করার জন্য আমি ‘নো’ লিওরির সাহায্য নিজেছি; এতে কিরোজেন

‘অ’। প্রভাবনা এবং মন্টাইট নাটকের কাহিনী-পটভূমির সুখ্য বর্ণনা রয়েছে।^{১১} আশান্নে নো নাটকের সংখ্যা নিয়ে প্রচুর বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। গ্রীর আড়াইশোর বড় ‘নো’ নাটক বর্তমানে অভিনীত হয়। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সেগুলির আনুমানিক সংখ্যা ছিল আটশো। এর মধ্যে তিনশো নাটক সম্ভবতঃ সম্ভবশ পত্নীস্বীতে রচিত। আবার বড়ো বোদ্ধ পত্নীস্বীর পরের রচনাগুলি নিকট ধরনের। সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে ইয়াবাকি গাকুজো রচিত Mirror of oro (ওরো-র দর্পণ) এবং তাকাহান কিয়োসির লেখা Iron Gate (লৌহ কটক) শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে পরিগণিত।

অভিনয়ের সিন্টো উপাসনার কেন্দ্র ইসি, কানুগা, হিগুসি ও আরো ক’টি স্থানের স্থান মন্দিরই নো নাটকের ভিত্তিভূমি (যোগা)। প্রার্থনা ও উপাসনার অঙ্ক হিসাবে এগুলি অভিনীত হত, কখনো কখনো ব্যাপক ধর্মপ্রচারের জন্য বহু সংখ্যক দর্শককে আকর্ষণ করে অভিনয় দেখান হত।

- [২] কখনো কখনো কোন শুক্ণে নদীতটে কিংবা সুবিধাবত জায়গায় একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত বিশেষ প্রয়োজনে চাঁদা সংগ্রহের জন্য এবং নো দলকে মন্দির থেকে ভেঙে আনা হত। মন্দির, সেতু বা স্মৃতিসৌধ বেরান্ডের অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে সোণ্ডন বা তাঁর সভার অভিযাত্র ব্যক্তিদের সহায়তার বা আনুকূল্যে এই অনুষ্ঠান হত।

১৪৬৪ খ্রীস্টাব্দে সিয়ানির উত্তরাধিকারী ওনানিকে তাদুসা নদী-তীরে একটি অভিনয় করতে বলা হয়। এ অভিনয় কুরাসা মন্দিরের বেরান্ড ও পুননির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে আয়োজিত হয়েছিল। এর আগেও জনহিতকর কাজের জন্য এই জাতীর অভিনয়ের নমুনা পাওয়া যায়। কিটানো মন্দিরে সাত দিন ধরে অনুষ্ঠান হয়েছিল। ১৪১৩ সালে সিয়ানি এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ‘সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল—ধনী, দরিদ্র, বৃদ্ধ, যুবক সকলের।’^{১২}

১১ আদি কোন প্রভাবনার পূর্ব অনুবাদ করি নি। কেননা যে পাশাগুলি আদি বেছে নিয়েছি অনুবাদের জন্য, তাতে সে প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। কিন্তু কিয়োসির অংশের অনুবাদ আমি করেছি।

১২ পরবর্তীকালে এই রকম সাধারণ অভিনয় বছরে একবার, চার দিন ধরে চলত। ১৭৩৪ সালে এই জাতীর চতুর্দশবার অভিনয়ে একবার ৩০,০০০ হাজার টিকিট বিক্রী হয়। টিকিট বিক্রীর হিসাব এখনও বর্তমান।

অষ্টমশ শতকে কোণ্ঠানজিন 'নো' নাটক এমনিভাবে সৰ্বশ্ৰেণীৰ দৰ্শকসকলৰ জন্য অভিনীত হ'ল। এই সময়কাল অজ্ঞাতনামা লেখকৰ ৰচিত 'উনো কানো সেন্দ্ৰ' (বৃষ্টীমুখৰ আনাআৰ পাখে শান্ত আলাপ) পাঠে আনা বায় কিৰিওহোৰ আননে (১৭১৬-১৭৩৫) তৎকালীন কাণ্ঠানজেন-প্ৰধান (সিআৰিৰ উত্তৰসূৰি) কৰ্তৃক কিয়োত্তো নদীৰ কূলে একাটি বড় বকৰেৰ কাণ্ঠানজিন অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্ৰদৰ্শনীৰ স্থান ও বঠ তৈৰী হৈছিল। অভিনয়ে 'পিপড়ৈৰ সাৰিৰ বড় অজগ্ৰ জনসমাগৰ' হৈছিল। প্ৰথম কিংবা দ্বিতীয় দিনে 'ভোম্বুকা নো' অভিনীত হয়। এটি সিআৰিৰ ৰচনা—বাতে সাইটে বা মূল অভিনেতা শিনানোবাগী এক বৃদ্ধ চাৰী। দৰ্শকসকলৰ মধ্য শিনানোৰ কিছু চাৰী ছিল, যাৰা অভিনয় দেখাৰ সময়ে কিন্তুকিন্ কৰে নিজেসকলৰ মধ্য 'টিক হজ্জ না' জাতীয় আলোচনা কৰছিল। অনুষ্ঠান শেষ হলে কণ্ঠানজেন বা জন-প্ৰধান জীয়েৰ ডেকে বসলেন, বেখানেে সবস্তৰেৰ অজগ্ৰ লোক জমায়েং হৈছে এবং অভিনয় দেখে প্ৰশংসাৰ মুখৰ হৈছে; কেবলমাত্ৰ তাৰা কজন অশুকটে কি এমন আলোচনা কৰছিল, যাতে বনে হজ্জিন তাৰা অজট হৈছে? জবাবে চাৰীয়া আনালা, তাৰা শিনানোৰ চাৰী এবং কণ্ঠানজেন বে ভাবে কাতে চালাজ্জিনেন, তাতে জঁৰ অজ্ঞতা প্ৰমাণিত হৈছে। তাৰা জাকে কাতে ব্যবহাৰ কৰাৰ প্ৰণালী দেখাল। এরপৰ যখন ইয়েনোতে 'ভোম্বুকা' প্ৰদৰ্শিত হল তখন কাণ্ঠানজেন শিনানোৰ কৃষকসকলৰ দেখানো পছন্দি গ্ৰহণ কৰেছিলেন। সে অভিনয় ব্যৰ্থ হৈছিল কেননা জা দৰ্শকসকল চক লাগিয়ে দিহৈছিল। শিল্পেৰ প্ৰকাশ বেনীৰভাগ গড়গড়তা মানুহেৰ জন্যই হওতা উচিত, বিশেষজ্ঞসকলৰ অন্য মত।

[৩] অভিনয় প্ৰাৰম্ভ অকলে বেনী দেখান হ'ল। সিআৰি প্ৰাৰম্ভ পৰ্বেৰ সময়ে বসন্তেন বে জঁৰ পিত্ত বহুদূৰবতী জেমাৰ গিৰে অভিনয় দেখিৰে দৰ্শক-চিহ্ন জয় কৰতেন।

[৪] কি ধৰনেৰ অভিনয় হ'ল এবং কোন জাতীয় নাটক আদৰ্শ হিসেবে বিবেচিত হ'লে জা অবশ্য সপ্তম শতক পৰ্বত নিশ্চিত কৰে বলা হয়নি। এওনি প্ৰাসায়ে বা কোন অভিজাত ব্যক্তিৰ পুৰে অনুষ্ঠিত হ'ল। সিআৰিৰ প্ৰবন্ধেৰ অনুচ্ছেদেৰ উদ্ধৃতি দেখাৰ পাখে (প্ৰবন্ধে এই অভিনয়, এর পুৰুষোত্তম ও অভিনেত্ৰীসকলৰ সম্পৰ্কে বলা হৈছে)

একথা বলা সরকার বে ইউরোপীয় সঙ্গে সে সরকার 'নো' উচ্চতরের প্রবোধ অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হত না।

চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকে সাধারণ রকমক ছিল না। কেবলমাত্র অভিজাত মহলের পৃষ্ঠপোষকতার অনুষ্ঠিত ভেংগাকু ও সাক্সগাকু অভিনয় দেখতে পেত তারা। সপ্তম শতকে ওজাকার পুতুল নাচ দেখানোর জন্য রজার এবং ইয়েনোতে কাকু-কি-জা বা সাধারণ রকমক প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হত, কিন্তু কখনো কখনো সেগুলিতে 'নো'-র সাধারণ গুণও দেখা যেত। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে জনপ্রিয় অভিনেতা প্রথম দানজুরো কর্তৃক অভিনীত 'কোওয়ানজিনচো' সোজামুজি নো নাটক 'আতাকা' থেকে নেওয়া হয়েছিল। যখন থেকে সাধারণ লোকেরা নিজের প্রবোধ অনুষ্ঠানের উপকরণ খুঁজে পেল, তখন থেকে 'নো'-র যন জন প্রদর্শন বহু হয়ে যায় এবং এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে প্রদর্শিত হতে থাকে। কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এমন কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই যা অসংকৃত লোকদের অকপট সম্মতির চাইতে বেশী গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন অভিজাত গৃহে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে সব অনুষ্ঠান হত সেখানে সাধারণের প্রবেশের অনুরতি ছিল না। অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয়েই কেবলমাত্র সবশ্রেণীর দর্শক যেতে পারত।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'নো' নাটকের পুনরুত্থান হল, তখন ব্যক্তিগতভাবেই এগুলি পুনঃ প্রবর্তিত হয়, কেননা শোগুন অর্থাৎ যারা সাধারণের জন্য এজাতীয় অভিনয়ের আরোজন করতেন, তাঁরা তখন ক্ষমতাসীন ছিলেন না। জাই, সে সরকার, অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যভাগের পরে যে ইউরোপীয়েরা 'নো' সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাঁদের বিবরণে 'এ অভিনয় অভিজাত শ্রেণীর বনোই উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালের কামেনসোতে দেখা যায়, এগুলি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আপনাদের ইতিহাস শিকার উপকরণ কাজে ছিল।

যদি 'নো' না থাকত, তাহলে নিম্নতরের নারী-পুরুষ কেমন করে আপনাদের আদি কালের ঘটনা—আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে—জ্ঞানতে পারত? 'নো'-র সহিত্যমূল্য বিচার প্রসঙ্গে পরে আবার একথাও বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র বিদগ্ধ শ্রেণীর কাছেই 'নো' যৌগিক

ছিল। 'নো' নাটকে উদ্ধৃত আপাদী ও চৈনিক বিপক্ষী কবিতাগুলির বেশীর ভাগ পান হিসেবে স্থপরিচিত ছিল; সুতরাং উল্লিখিত বড় গ্রন্থবোধ্য হয়ে যায় না। এই পানগুলির প্রায় সব কটিই 'বোরেই নু' এবং অন্য নীতি-গ্রন্থে পাওয়া যায়। এবং এতে করে 'নো' পানগুলির ভাষা বুঝতে পারত। উদ্ধৃতির পরিসর ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, পান হিসেবে পরিচিত কবিতার মতোই তাঁর অবস্থিতি সীমিত থাকত, একথা বলা হয়েছে। তাছাড়া অনেক চিরায়ত কবিতাও সাধারণবোধ্য হতে পেরেছিল (সেগুলিকে ইসাইও বা গণসঙ্গীত বলা হত); এগুলি আংশবশিষ্টে সৈন্যরা পেরেছে।

বৌদ্ধ ধর্মীর উদ্ধৃতিগুলি আরও নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত, সর্বজন-বিলম্বিত অবিভক্ত স্তোত্রের অংশবিশেষ মাত্র। যে-সব নাটকে বৌদ্ধ অনুসৃতি পূর্বোধ্য (বেবন সোজোবা কোমিচি-তে) সেগুলি বিশদভাবে বোধ্য প্রয়োজন কর্তৃকদের ছিল না।

অবশ্য, সাধারণ বুদ্ধির মানুষ ঐ অংশের বর্ষ ও বক্তব্য ঠিকই বুঝতে পারত।* কিন্তু পঞ্চদশ শতকের পর 'নো' নাটক যে অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, একথাও স্বীকার করা যায় না। ঐ শতকেই এই অভিনয় লাইব্রেরীদের রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী গঠন করা হয়েছিল; এর সত্যতা নীচের উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রমাণিত হবে। (এ উদ্ধৃতিতে প্রাসঙ্গিক ছাড়াও আরো কিছু অংশ রয়েছে, সে অংশও বোধ্য আগ্রহ-উদ্দীপক।)

সারুগাকু প্রদর্শনের সময়ে সঠিক বুদ্ধিতে ওয়াকির উদ্বোধন সংলাপ** ও সাইটের প্রথম নৃত্যাভিনয়*** উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময়ের সাবান্য আগেও তাদের উপস্থাপন বাতিলীর নয়। বর্ষন কোন অভিনেতা থাকুইরা ছেড়ে হাসিনিকারিতে আসবে তখন তাঁকে এক নৃত্ত বোধে কর্তৃকদের দেখে নিতে হবে। 'এই শুরু হচ্ছে' আওরাক কর্তৃক বহুবার উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তাঁর ভূমিকা

* Bulletin of School of Oriental Studies, No. 5 এ 'নো' লেখকদের ব্যবহৃত সাহিত্যিক উপাদান এবং কর্তৃকদের জ্ঞানের দান সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা রয়েছে।

** Basho=Waki's opening words.

*** Kael=Shio's first chant.

অভিনয় শুরু করতে হবে। অভিনয়ের প্রতিটি অংশেই এই সচেতন সতর্কতা প্রয়োজন। প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে যদি শুরু করতে পারে, সেটিই হবে সুনিশ্চিত প্রয়োগ। নির্দিষ্ট সময়ের সাধনায় ব্যতিক্রম দর্শক মনে মনে প্রশংসার সঙ্গীত করতে পারে এবং তাদের মনে বর্ধমান আবেদন দৃষ্টিতে ব্যর্থ হতে পারে। বকের দুই তৃতীয়াংশ অভিনয় করে সে অভিনয় শুরু করবে। বকের শেষ প্রান্তে এসে তাকে বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ বলতে হবে।

পৃষ্ঠপোষক অভিনেতার সোচ্চারিত দর্শকদের মুখের দিকে তাকানো উচিত নয়। তার মজার থাকবে তাদের হাফখান্দে। যখন সে সম্মানিত অভিনয়দের (দাইওবিরোদের) দিকে তাকাবে তখন যেন তার দৃষ্টি তাঁদের দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত না হয়। তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাকানো হবে তাকে। রাজপ্রাসাদ বা ডোজসভার অনুষ্ঠানে সম্মানিত ব্যক্তিদের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলিত হবে না।

কোন বৃহৎ সমাবেশে অভিনয় করার সময় তাকে খেয়াল রাখতে হবে সে যেন অভিনয়ীদের উপবেশনস্থানের কাছাকাছি থেকে অভিনয় প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু কোন ছোট সমাবেশে তাকে তাঁদের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে। বিশেষ করে কোন প্রাসাদের অনুষ্ঠানে তাকে যতদূরে থাকা সম্ভব, সেখানে থেকে অভিনয় করতে হবে। রাজপ্রাসাদে অভিনয় করার সময়ে বর্ধমানের তা শুরু করতে হবে। ভাড়াভাড়া আরম্ভ করা অশোভন এবং দেরী হওয়া রীতিমত দুর্ভটনার শাবল। অনেক সময়ে নাটকের চূড়ান্ত পর্বের বা পূর্ণপরিণতি না আসা পর্বত সম্মানিত অভিনয়ী এসে পৌঁছান না। নাটকের যখন ক্লাইমাক্স, তখন হরতো তাঁরা জুরিকা-পর্ব দেখার আশার উৎস্রুত। যদি বোঝা যায় তাঁরা প্রথমার্ধ দেখতে আগ্রহী, অথচ বাধ্য হর তাঁদেরকে শেষ পরিণতি দেখতে হচ্ছে, তখন তাঁরা খুশী হবেন না। শেষ পর্বত এখনও হর যে মহান্য অভিনয়দের আসবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যেও প্রভুভি-পর্ব দেখার কোতুহল সঞ্চারিত হয়। কলত: 'নো' নাটকের অভিনয় সকল হয় না। এসব ক্ষেত্রে জনবিত্তারী 'নো' বেছে নিয়ে জুরিকা পর্বের কিছু অংশের অভিনয় প্রদর্শন করা যায়। ধীরস্থির ভাবে অভিনয় চালিয়ে যেতে পারলে মহান্য অভিনয়ীও এতে আকৃষ্ট হবে।

আবার হঠাৎ করে কখনো রাজকীয় ভোজ উৎসবে অভিনয়ের আয়োজন আসে। দর্শকদের বন ভরন শেষ সুহুর্থে দেখার বাসনার উত্থান। অর্ধচন্দ্রমা-পর্ব প্রদর্শনেরও প্রয়োজন রয়েছে। এটা বেশ সুপকিনের ব্যাপার হয়ে পড়ার। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল উপায় হল ক্রমবিত্তার ও চন্দ্রমা-পর্ব একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া। অভ্যস্তবিহীন ভাবে এক্ষেত্রে অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে এবং ক্রমবিকাশ ও ক্রাইমাক্স ব্রাশিত করতে হবে।

প্রাচীনকালে এমন অনেক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যারা কোন ক্রটি বিচ্যুতি না হয়ে অভিনয় দেখতেন। কিন্তু আজকাল এরা এমনই সুন্দর সরলোচ্চক হয়ে পড়িয়েছেন যে তারা শুধু ভালমিষ্টাই দেখেন এবং স্বাভাবিক জিনিস তারা আদৌ দেখতে চান না। তারা সুন্দরতম জুলা পর্বত হয়ে কেলেস এবং বহুবার পালিশ করা মুক্তা বা সবচেয়ে সাজান কুলের মত অনবদ্য অভিনয়ও তাদের পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পারে না। সাম্প্রতিক কালে দক্ষ অভিনেতার সংখ্যা অল্প এবং এ শিল্প ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে চলেছে। এইসব কারণেই তীক্ষ্ণ অনুধাবন ব্যতীত এ শিল্পকলা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অভিযাত মহলে অভিনয় প্রদর্শনের সব প্রধানুযায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর আবার অভিনয় তিনপর্ব্বারে বিভক্ত করে দেখানোর ব্যবস্থা থাকত। সে ব্যবস্থা এমনভাবে হত যাতে করে দরকার হলে আগের বলোবন্ত পালটে নাটক মক্কা করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণের জন্য প্রদর্শিত নিত্যকার অনুষ্ঠানে এধরনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের রীতি অনুসৃত হত না। অভিনয়-শৈলী নব্বাদানুষ্ঠিত ও উচ্চস্তরের হত এবং এমন অংশ* বেছে নেওয়া হত যাতে করে, তা দর্শকদের কাছে সহজগ্রাহ্য হয়। 'কো-উতাই' বা গাথাআতীর অনুষ্ঠান কিংবা নৃত্য সংবলিত গীতভিনয় (কুসেবাই) শ্রেষ্ঠ অভিনয়

* এই অংশ ছবিগ্রহণে ব্যবহৃত হত। আধুনিক অনুষ্ঠানগুলি কিন্তু পূর্ণরূপে 'নো' নয়। কখনো কখনো অভিনেতার সাহায্যে গোপায়ে এক মাঠে বসে বাধ্যকর ব্যক্তিরকে আকৃতি করে বান, অথবা উপবিষ্টদেব বহো একজন বাধ্যকর সহযোগে ছবিকান বসে বান (এই ভাষায় প্রদর্শনকে জাপানীতে হাইরাসি বলে)। আবার ছবিগ্রহণে কখন কখনো ব্যক্তিরকে আকৃতি করা হয়, তখন তাকে 'বিরাই' (Birimai) বলা হয়।

[একত্রিংশ]

বলে পণ্য হত। নাটকের সংগ্রহ ভাণ্ডার এমন হত যাতে নর্নকনের ক্রটি অনুযায়ী অভিনয় চালিয়ে যাওয়া যায়। কিরোরোজন (প্রহসন) অভিনয়ের সংলাপ ও অভিজ্ঞিতে নিম্নস্তরের কিছু থাকত না। কোতুকাভিনয় ও শ্রেয়ালকার যুক্ত সরল সংলাপও এমন ধরনের ছিল যাতে অভিজ্ঞতা ও উচ্চ সম্প্রদায়ের কর্ণপীড়া না ঘটে। অশ্লীল কোন শব্দ, তা যতই রসোদ্দীপক হোক না কেন, কখনোই ব্যবহার করা হত না। এই নির্দেশ বিশেষভাবে পালন করা হত। রাজপ্রাসাদে নৃত্যাভিনয়ে প্রস্তাবনা, ক্রমবিস্তার ও উপসংহার-পর্ব যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলা হত। সঙ্গীতাংশে যদি সুচমা-পর্বের আভাস থাকত, নৃত্যাংশেরও ঠিক তেমনি ভূমিকাংশের ইঙ্গিত থাকত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিনয় প্রদর্শনের কালেও অভিজ্ঞতা সম্প্রদায়ের মানসিকতা অনুসরণ করে চলতে হত।

সিআবি যে-সব পালায় অংশ নিতেন, তার সংলাপ ও সঙ্গীত তিনি নিজে রচনা করতেন। কিন্তু অনেক সময়েই তাঁকে পৃষ্ঠপোষকদের প্রদত্ত বিভিন্ন কাহিনী গ্রহণ করে জোড়াতালি দিয়ে নিজের নাটকে জুড়তে হত। এমনভাবেই 'উকিকুনের' কাহিনী অপেশাদার ইয়াকো ও মিংসুহিসা দ্বারা প্রদত্ত হয় এবং সিআবি তার অভিনয়রোপ-বোগী রূপালন করেন। বিষয়বস্তু নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

- ক. যে নাটকের কাহিনী স্থলর, বর্নার্থ সূক্ষ্ম, যাতে আনন্দঘন অনুচ্ছেদ রয়েছে, এমন ধরনের নাটক প্রায় ক্ষেত্রে সফল হয়।
- খ. কোন নাটকের আঙ্গিকগত ক্রটি থাকলেও যদি আখ্যানভাগ বলিষ্ঠ হয়, তাহলে স্রষ্টা অভিনয়ের সাহায্যে তাকে সার্থক করে তোলা যায়।
- গ. একটি ধারাপ নাটককে অভিনেতা ক্রটিমুক্তি করার চেষ্টা করে সকল হয়তো হাতে পারেন, কিন্তু তাতে তাঁকে খুবই বেগ পেতে হয়।

আরো কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে সিআবির বক্তব্য প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে।

তিন রকমের পালা : বানুঘের ক্রটি ভিন্নধর্মী। 'দশহাজার লোকের' ক্রটি মার্কিক কাজ করা বীভিষত দুঃসাধ্য। তবু আদর্শ অভিনেতা তিনিই বিনি রাজ্যের সর্বত্র তাঁর অভিনয়-মৈশূণ্যে সবার মন জয় করতে পারেন। পরিশূর্ণ লোকলোয়ার জন্ম নর্নদেত্রির, শ্রবণেত্রির এবং হৃদয় তিনটিকেই পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন। নর্নকের অভিজ্ঞত

বিশ্বায় ও উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ তাদের দৃষ্টির বৃদ্ধি। নাচ গানের রীতি তাদের পছন্দ হয়েছে কিনা, বিভিন্নত্বের মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত আনন্দধ্বনির মাধ্যমে তা বোঝা বাবে। সমস্ত রক্তস্রোত সে আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হবে। কেবলমাত্র সচেতন দর্শকই নয়, 'নো' সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ দর্শকও বেন উল্লাসে বুঝে হয়ে বসে উঠতে পারে 'বাহ্! চমৎকার!—অভিনেতাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। নাটক যদি পরিপূর্ণ সার্থক হয়, তাহলে অভিনেতার সব কিছুই দর্শক-চক্ষে আনন্দ সঞ্চার করবে।

উল্লাস ও প্রশংসার আভিষেক তারা অধীর হয়ে পড়বে এবং ক্রান্তি অনুভব করবে। অভিনেতাও যদি এই উত্তেজনার অংশীদার হন, তাহলে তিনিও অবসন্ন বোধ করবেন। সেজন্যেই উত্তেজনার স্থানেও তাঁকে যথেষ্ট সংবরের সাথে অভিনয় করতে হবে যাতে দর্শক উপভোগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। দর্শকবৃন্দকে সময় দিতে হবে যাতে তারা নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ পায়। উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যও অভিনেতাকে ধীরস্থির চিন্তে অভিনয় করতে হবে, যাতে তিনি শক্তি না হারিয়ে কেনেন। তাহলেই তিনি দর্শক হৃদয় জয় করতে পারবেন এবং পরবর্তী দৃশ্যও প্রাণবন্ত ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এক পালা থেকে অন্য পালার অভিনয় করতে গিয়েও তিনি ক্রান্ত হয়ে না পড়েন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁকে অভিনয় করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ বা শ্রবণকে পরিভূট করে, তা হল সঙ্গীত অনুধাবনের ক্ষমতা—এতে অভিনেতার বিশেষ কিছু করণীয় নেই।

তৃতীয় পর্যায়—অর্থাৎ বা জনচিন্তে আবেদন সৃষ্টি করে।* প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার হাতে পড়লে সাক্ষাৎ অভিনয় এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে উপস্থাপন কোণলই মনে লাগ কাট-বার পক্ষে যথেষ্ট। নাচ, গান, অঙ্গভঙ্গি ক্রতগতিরতা—সব বাদ দিয়ে নীরব অভিব্যক্তির মাধ্যমেই আবেগের সঞ্চার করা যায়। একেই Frozen dance বলা হয়।

নিরবক মানুষ, এমনকি দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দর্শকও অনেক সময় একাতীত অভিনয় বুঝে উঠতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ শিল্পীই কেবলমাত্র এই অভিনয় কোণল আরম্ভে আনতে পারেন। এই জাতীয় নাটককে

* এইখানে তিনি তাওইয় (Taoham) ভ্যায়ন সমিপ্রিত ভাষায় কথা বলেছেন।

চিন্তা-বুঝী শিল্পকলা বলা হলেও 'চিন্তাবিহীন নো' (Mindless No) নাহেও এগুলিকে অভিহিত করা হরে থাকে। বারো নিরনিত থিরেটার দেখেন, তাঁদের অনেকের 'নো' ঠিকরত বোরেন না; অবাচ কন অভিজ্ঞ ব্যক্তিও অনেক সময় 'নো'-এর পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। শুধু দেখেনেই দৃষ্টিজ্ঞান আছে বলে বলা বার না, ভাল করে দেখাটাই আসল।

সমালোচকরা বলেন: থিরেটারের কথা ভুলে যাও, 'নো' দেখো; 'নো'-এর কথা ভুলে যার; অভিনেতাকে দেখো; অভিনেতাকে ভুলে যাও, ভাবে লক্ষ্য করো; ভাবের কথা ভুলে যাও—তবেই 'নো' বুঝতে পারবে।

অভিনেতার প্রশিক্ষণ: লাম্পটা, জুয়াখেলা, কড়া বদ পান একদম নির্বিঘ্ন। অভিনিবেশ সহকারে অভিনয় শিক্ষা কর। নতুনক্যা এড়িয়ে চল। অভিনেতার শিক্ষা শুরু হর সাত বছর বয়সে। বারো বছর পর্বত তাদের নাচে, আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। প্রশংসা বা ভর্সনা কোনটাই তাদের করা হয় না। এসবর নুক অভিনয় অভ্যাস করতে তাদের শেখান হয় না। তারা অবশ্য নিজেদের আনন্দের জন্য নুক অভিনয় করতে পারে। বারো বছর হলে পর তাদের বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করার অধিকার জন্মে। স্ত্রী পঠনের জন্য সব বকনের অজ্ঞতা তাদের মানার। তাদের অভিনয়ের ক্রটি স্ত্রী পঠনের জন্যই চাকা পড়ে যার এবং প্রকৃত যোগ্যতার চাইতে বেশী যোগ্য বলে তাদের বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ 'কুল' কেবলমাত্র বৌবনের কুল। সন্তেরো আঠারো বছর বয়সে এ বোহিনী কনজ তাদের থাকে না। তাদের অভিনয়ে জড়তা দেখা দেয়। দর্পক যদি এমন কোন অভিনেতাকে দেখে হাসে তাহলে তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বাড়িতে বসে নিজের পরিবর্তিত কণ্ঠস্বর অনুবাদী তাকে নিজের ভূমিকায় বহুলা দেবার অভ্যাস করতে হবে। সে যদি প্রথমেই হাস ছেড়ে দেয়, কোমদিনই সে আর অভিনয়ের আসরে স্থান পাবে না। পরিপূর্ণ বৌবনে অর্থাৎ তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে আর একটা বিপদ ঘটে—সেটা হল বহুবাহবের নাক-ভিড়িত প্রশংসা। ভাল অভিনয় করলে বা অনঙ্গনের তুলনার ভাল করলে মোকে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব বলতে থাকে। এর কল ধারণ হয়।

[চৌজিন]

কলিক নাকল্য চিরকালীন নয়। একজন অভিনেতার জীবনের উৎকৃষ্ট কাল হল পরজিন বছর বয়স। এই বয়সের মধ্যে তিনি যদি ব্যক্তি অর্জন না করতে পারেন, তাহলে বোঝা যাবে তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতা কোমলিই আসবে না। এই বয়সে সফলতা না এসে চল্লিশের পরে তাঁর পতন অবশ্যতাবী। পরজিন বছর বয়সেও যদি তাঁর অভিনয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহলে বোঝা যাবে, তিনি প্রকৃত অভিনেতা। কিন্তু তখন তাঁকে সব ভূমিকার মান্য না। সুখোশহীন চরিত্রে তিনি তখন বেরান। এক সময়ে বড় সূক্ষ্ম নই থাকুন না কেন, প্রবীণ বয়সে সুখোশ ব্যতিরেকে তাঁকে কিছুতেই স্ত্রী বলে মনে হবে না।

কেন্দ্রীয় অভিনেতা পঞ্চাশ বছর বয়সের পর নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অংশ নেন। 'কিরিনের' বড় শক্তিশালী অভিনেতাও প্রৌঢ় বয়সে ক্ষুদ্র অভিনেতার কাছে হার মেনে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত শক্তিশালী 'নো'-অভিনেতা মুকাভিনয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য হারালেও সার্থক অভিনেতা হিসেবে গণ্য হতে পারেন। আমার পিতা (কাওরানারি) ৫২ বছর বয়সে মারা যান। পঞ্চাশ বয়সের ১৯ তারিখে। ঐ বয়সের চতুর্দশদিনে তিনি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। অভিনয়টি হয়েছিল সুরগুরা প্রদেশে সেনগেনের উপস্থিতিতে। সাক্ষাৎকালে তাঁর অভিনয় এমনই অনবদ্য হয়েছিল যে, উপস্থিত সকল শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে তিনি বিপুল প্রশংসা লাভ করেন। সে সময়ে বিশিষ্ট ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতেন না। তাঁর শিষ্যরা সে সব চরিত্রে অভিনয় করত। সহজ ভূমিকায় তিনি অপূর্ণ অভিনয় করতেন। তখনও তাঁর অভিনয় অনিন্দ্য ছিল।

সিআবি নিপুণ ও আনাড়ী অভিনেতার অভিনয়-শৈলীর পার্থক্যের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। শিষ্য শিক্ষককে সর্বোপায় অনুকরণ করবে, কিন্তু চল্লিশের ত্রি ও বয়স প্রাপ্তির বেলার সে যদি নিজস্বতা বজায় না রাখে তাহলে 'নো'-অভিনয়ে তার পক্ষে সকল হওয়া সম্ভব নয়।

অনুকরণ অনুকরণের বেলার লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে একই বয়সের পুনরাবৃত্তি (মনোবোধ) না ঘটে। তা হলে অভিনয় সকলের কাছে একতরফে বলে মনে হবে। স্পষ্ট ভাবে অনুকরণ করার মধ্যে অবশ্য কবিতার পরিচয়

[পর্বত]

নাওরা যায়। বেনন, শ্রৌণ ব্যক্তির ভূমিকার তরুণ অভিনেতাকে নাচের সময়ে সম্ভ্রান্ত প্রবীণ ব্যক্তিত্বের অভিনয় করতে হয়। কিন্তু অভিনেতা যদি নিজেই প্রধান হয়, তাহলে এটা তাকে অনুকরণ করে আরম্ভ করতে হবে না।

প্রবীণ বয়সের ভূমিকার অভিনয় করতে গেলে একটু সহজভাবে অভিনয় করতে হবে। সঙ্গীত ধ্বনির সঙ্গে সঠিকভাবে ভাল না মিলিয়ে যদি একটু দেরী করে ভাল কেনা যায়, সেটি ভূমিকা-উৎসাহযোগী হয়। অভিনেতার যদি একথা স্মরণে থাকে তাহলে তিনি স্বচ্ছ হতে পারেন। কারণ প্রবীণ বয়সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারী আর শ্রবণশক্তি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রম গতিবিধি তখন আর আরম্ভে থাকে না। এই পদ্ধতি অবলম্বনেই সত্যিকার অনুকৃতি সম্ভব। শ্রৌণ অভিনেতা যদি তরুণ সুলভ অভিনয় করতে পারেন, তাহলে তা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। প্রাচীন যুগের প্রস্তুতিত কুসুমের মত তা বনোরম। যুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে কুঁজো হয়ে চলা স্বাভাবিক, কম্পিত, শিথিল চলাফেরা তাঁর পক্ষে বয়োবর্ধ এবং সেটির সার্থক অনুকরণই শিল্পীর পক্ষে স্বাভাবিক। এতে করে বার্ষিক্যান্বিত দুর্বলতা কুটিয়ে তোলা যাবে ঠিকই, কিন্তু অভিনয়ে উৎকর্ষ যাবে কবে এবং উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য প্রদর্শন না করতে পারলে তাঁর অভিনয়ও ব্যর্থ হবে। নারী ভূমিকার জন্য তরুণ অভিনেতার প্রয়োজন। কোন রাজকুমারী বা তাঁর সহচরীর ভূমিকার অভিনয় করা তাঁদের পক্ষে কষ্টকর। কারণ রাজকীয় আচরণ ও চেহারা স্বপারিত করা সুশকিল। এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অভিনেতার পরিচয় থাকে না বনলেই চলে। পোশাক-পরিচ্ছদের সূচ্য বিন্যাস ও পরিধানে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এবিষয় অভিনেতার রুচি নির্ভরযোগ্য নয়, যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সর্বদা বেরবশীসের দেখা যায়, তাদের ভূমিকার অভিনয় করা সহজ। মর্তকী বা উন্মাদিনী চরিত্রে অভিনয় করার সময়ে হাতে পাখা বা পুষ্কিত পাখা জাতীয় কিছু থাকলে শিথিল ভাবে সেটা হাতে রাখতে হবে। পা পর্বত আবৃত লম্বা পোশাক পরতে হবে তাকে, তাঁর হাঁটু বা পিঠ বাঁকা হবে না, কুঁজো হয়ে চলবে না যে। তাঁর দেহ

[ছত্রিশ]

ভবিষ্যতে বহিরাব পরিচয় কোটাতে হবে। অভিনয়ের সময়ে সে যদি পিছনের দিকে বেশী খুঁকে থাকে, তাহলে সারনের দর্শকদের চোখে তাকে ধারাপ দেখাবে। যদি সে নত হয়ে থাকে পেছন থেকে বিশ্রী দেখাবে। যদি মাথা বেশী সোজা থাকে, তাহলে সেটা রমণীমূলভ হবে না। আঁকুল বাতে না দেখা যায়, সেজন্য তাকে বতবানি সম্ভব লম্বা আঙ্গিনের জামা পরতে হবে।

অপচ্ছাদা বাইরের পরিচয় প্রেতাঙ্গা হলেও তার মধ্যে একটি রাসম স্নায়ের
বা বাস। এই ধরনের নাটকের দুটি অংশ। প্রথম অংশের দুই বা
প্রেতাঙ্গা তিন দৃশ্য অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরের। দ্বিতীয় অংশে মূল অভিনেতা (সাইটে—আগে যাকে মানুষরূপে দেখা যাবে) মৃত ব্যক্তির আত্মরূপে অবশ্যই উপস্থিত হবে।

সত্যিকার ভূত বা আত্ম কেউ কোনদিন চোখে দেখে নি, সেজন্য এই চরিত্রাভিনয়ে অভিনেতা নিজের ধুনিবত যেটা স্মরণ বলে মনে হয়, তেমন ভাবে অভিনয় করতে পারে। বাস্তব জীবনের অভিনয়ে রূপদান অনেক বেশী কষ্টকর।

যে প্রেতাঙ্গা আতঙ্ক উত্থেক করবে তার স্মরণ বা স্মৃশী হবার প্রকার নেই। তীতিজনক ও স্মরণ এদুটো জিনিস কালো ও সাদার মতই পৃথক।

শিশু-পাল যে নাটকে পিতা-মাতা কর্তৃক একটি হারানো শিশুকে খুঁজে পাওয়ার দৃশ্য আছে সেখানে নাট্যকার এমন দৃশ্যের অবতারণা করবেন না যেখানে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্দাকাটি করেছে। যে-সব নাটকে শিশুচরিত্র আছে, ভালভাবে সেগুলি অভিনীত হলেও দর্শকেরা প্রায় ক্ষেত্রেই অধীর হয়ে চীৎকার করে ওঠে—‘আমাদের অনুভূতিকে এমনভাবে টানা-হেঁচড়া কোর না’।

সংবর ক্রোধের অভিনয়ের সমরও অভিনেতাকে কিছুটা ভয় হতে হবে যাতে করে তার রাগকে প্রচণ্ড হিংসারূপ বলে মনে না হয়। অতীত্বের অভিনয়ের সময়ে তাঁকে শক্তির বীতি লম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে।

বধন দেখ প্রচণ্ড গভিনীল, তখন হাত পায়ে বদ্ধাচড়ার বীরভা থাকবে। বধন পায়ে গতি বেশী, তখন শরীর স্থির থাকবে। এসব জিনিস দিখে কোন্‌কোনো ব্যর না, প্রদর্শন করে অভিনেতাকে দেখিয়ে দিতে হয়।

গোপনীয়তা সিআরি গোপনীয়তা স্বাক্ষর প্রয়োজন সম্বন্ধে বহুবার বলেছেন। প্রতিটি নিষেধ ও ব্যবসারে গোপন স্বীকৃতি আছে। একজন সামরিক নেতাকে যেমন তার স্বাক্ষর গোপন রাখতে হয়, তেমনি একজন অভিনেতাকেও তার কৌশল গোপনে রাখতে হয়। একদলকে পরাজিত করার কৌশল অপরাধের জন্য উচিত নয়। সিআরি সবসময়েই এধরনের প্রতিবোধীমূলক মনোভাব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এমনভাবে নৈপুণ্য প্রয়োগ করতে হবে যাতে তার উৎকর্ষ দর্শকদের আশার অতিরিক্ত আনন্দ দিতে পারে।

অভিনেতাকে ধৈর্য রাখতে হবে যেন দর্শকদের অনুভূতি ভাঙাকৃত না হয়। যখন তারা চীৎকার করে বলবে ‘ধানো, দোহাই এখন কাত লাও’। - তখন তাকে অভিনয় শূন্য করতে হবে। এসব জিনিস গোপনীয়, এবং দর্শকরা যাতে তা না জানতে পারে, সেমিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্বাতন্ত্র্যপুত্র ওনারিকে নিজের স্বাধীনতা করে সিআরি যখন সাদো বীপে নির্বাসনে যান, তখনকার উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। ইকিওর (১৪৩৩) পক্ষ বহুরের তৃতীয় মাসে তিনি লিখেছেন:

আমার পরলোকগত পিতার নির্দেশানুসারে এই নিষেধের সব উপদেশ ও ঐতিহ্য আমি মেনে চলছি। বৃদ্ধ হয়েছি। পুত্র মোতো-মাসাকে আমি সব কিছু শিখিয়েছিলাম। তেবেছিলাম, বিদায় নেব এবং প্রতীক্ষা করব সেই পরম ধনের জন্য—যা আমাদের সমগ্র জীবনের একান্ত প্রার্থনা।*

১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দে অকস্মাৎ মোতোমাসার মৃত্যু হয়।** তার মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানও ভেঙে যায়, দলও ভেঙে যায়—কেননা আমার পৌত্ররা এখনও শিশু।

মৃত্যুর সৎসংলিত এই অপরাধ অভিযোগ নিষ্পক্ষে স্থগিত করা অত্যন্ত অসম্ভব। হার, এই বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সে নিষ্পক্ষে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও কষ্টকর। আমার সাধনার পক্ষে এ এক মহা ব্যর্থতা।

* নিষাণ, দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাবার সাধনা।

** মৃত্যু: মোতোমাসাই ১৪৩৩ থেকে ১৪৩৩ পর্যন্ত দলের উপ-অধিনায়ক ছিলেন।

[অটমিশ]

অবশ্য অন্য লোকও আছে। কিন্তু এই শিল্পের বা অন্য কোন কলার ইতিহাস রক্ষার মত যোগ্য বা উপযুক্ত কেউ নেই। কম্পাঙ্ক-প্রদান জেনচিকু (সিআবির আদাত) প্রতিজ্ঞামালা, এই শিল্পকে সঠিক পথে পরিচালিত করার শক্তি তঁর আছে, কিন্তু সে আবার ঐশ্বরিক প্রতিভাসম্পন্ন পিতাকে* চোখে দেখে নি।

দিন দিন তঁর কলানৈপুণ্য বৃদ্ধি পাবে, আবার বিশ্वास সে একজন সুদক্ষ অভিনেতা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ততদিন আমি বেঁচে থাকব না। ডয় হর এই জন্য যে এখনও পর্যন্ত এই শিল্পের এমন কোন সার্থক রূপকার নেই যাকে আমি আবার অভিনয় শক্তি দিয়ে যেতে পারি।

এই অনুচ্ছেদ লেখার কয়েক সপ্তাহ পরে সিআবির ভ্রাতৃপুত্র ওনাবি একটি সাহায্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে।

এক বছর পরে সিআবিকে নির্বাসনে যেতে হয়। মি: ইয়োসিদা ভোগোর মতে এই প্রবীণ অভিনেতা সম্ভবতঃ তাঁর স্বলে ওনাবির নিয়োগে বাধা দিয়েছিলেন। তাঁর কলে তিনি শোভনের অপ্রীতি-ভাজন হন, কারণ শোভন ওনাবির নিযুক্তি সমর্থন করেছিলেন। কথাতা স্পষ্ট করে বোঝা যায় কারণ সিআবির আপত্তি সত্ত্বেও ওনাবি তাঁর স্বলে নিযুক্ত হন। নো সম্পর্কে লেখা সিআবির কোন রচনা ওনাবি পান নি, এর অকাটা প্রমাণ আছে। নির্বাসনে থাকার সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন—‘The book of the Golden Island’.—‘স্বর্ণদ্বীপের উপাখ্যান’। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর নির্বাসন স্থলের এমন সুন্দর বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর নাটকের রচনা-শৈলীর সঙ্গে সমান্তরাল। সিআবির গ্রন্থের দুই অধ্যায়ের ভাষা ‘স্বপ্ন সন্নীতের’ বসে। তৃতীয় অধ্যায়ে ‘নির্বাসন ভূমি’। তাঁর পরের অধ্যায়ে ‘কোকিল’ (হোজে জোরিস্)। এ কোকিল আবারও কোকিলের মত নর—এ কোকিল রাতে পান পান। আরও এই রকম :

পশ্চিম দিকে ডাকিরে লেবনান অন্তর্ভুক্ত সাগরের চেষ্ট। সাগা বরক বেগে সমুদ্রতটের বাসুকণা বিচিত্র দীপ্তিতে ঝঙ্কঙ্ক করছে। অমাবসিকে সারিষা পাইন রাই—বনভের দ্বিতীয়খানের মত মরনা-

* ১৫৫৫ (কোকে) দুইয় বরুণদ্বীপা ব্যক্তির এক নাম।

[উনচতুর্শ]

ভিমান সাথে সেয়েছে তারা। এগুলির মাঝখানে একটি মন্দির।
বেশজা হাটিন্যানের পবিত্র বাসভূমি। জানা পেল এজারগার মান
ইআওরাজা—আটটি নিশানের দেশ। সেধানকার মন্দিরে গিরে বীন
তীর্থযাত্রীর বত আবিও প্রার্থনা করতে পারব—একথা ভেবেছিলেন,
কিন্তু একটা আশ্চর্য সঙ্কেত দেখে বিস্মিত হলার। এধানকার
কোকিলের অপূর্ব গান শোনার জন্য রাজধানীর মানুষকে দীর্ঘ প্রতীক্ষা
করতে হয়। অথচ এই সাদো প্রদেশের সর্বত্র তা শোনা যায়।
কেবলমাত্র পাহাড়িয়া পথেই নয়, আমার কুটিরের বরগার, ছাদের
কিনারার, পাইনশাখার মধ্যেও এ সঙ্গীত তার যাদু ছড়ার। কিন্তু
মন্দিরে এই কোকিলের কণ্ঠ একেবারেই শোনা যায় না। এটা
কেনন করে সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবে মন্দিরের লোকেরা আমাকে
বলল ‘বহুদিন আগে এখানে নির্বাসিত লর্ড ডাবেকানি বাস করতেন।
একদিন কোকিলের গান শুনে তিনি গেরেছিলেন :

শোন, তোমরা যখন করো গান
তা শুনে অধীর হয় আমার পরাণ
আমার ক্ষুদ্রখানি কাঁপে ধরোখরো
কেলে আসা স্মৃতিগুলি মনে হয় অজো
ওগো পাহাড়ী কোকিল, বিনতি আমার,
এপথে যাবার কালে ক্ষত চলে যেয়ো,
হে-কোকিল, একখাটি মনে রেখো, রেখো।

তিনি এই গান গাইবার পর থেকে এজারগার আর কোন কোকিলের
কণ্ঠ শোনা যায় নি।

এরপর কোকিলের উদ্দেশ্যে লিখেছেন সিআবি :

কোকিল, তোমার সুর আমার মুগ্ধ করে। গাও, তোমার
মুখের কান্নার গান গাও তুমি। দেখ, আবিও কাঁদছি। স্বদেশের
কথা মনে কত্তে আছি বৃদ্ধ বয়সেও কাঁদছি।

১৯৩৬ সালে এপুস্তক লিখিত হয়। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত জীবিত
ছিলেন তিনি। নির্বাসনে বা নিজের বাড়িতে—কোথার তাঁর মৃত্যু হয়,
জানা যায় না। ১৯৪৩ সালে রাজধানীতে তিনি ওলাবির সঙ্গে একত্রে
অভিনয় করেছিলেন, এ কাহিনী শোনা গেলেও যেহেতু সে সময়ে
তাঁর বয়স আশি, সেজন্য একথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না।

অভিনেতা, নো-রচয়িতা এবং নাটকের সৌন্দর্য-ব্যাখ্যাত্তা তিনটিকে নিয়েই গিয়ানি বিখ্যাত। ইতিহাস তাঁর অভিনয় প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর স্থান নির্ণয় করা কঠিন, কেননা নাটকের কাব্য-অংশ তাঁর নিজের রচনা, নাকি কোন প্রাচীন কাব্য থেকে নেয়া, তা জানা যায় না।

‘দর্শনীর উপাখ্যান’ নিঃসন্দেহে গিয়ানির রচনার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। কিন্তু এটি ‘নো’-নাটক নয় এবং রচনাটি বৃদ্ধ বয়সের। তাহলেও নাটকের নিঃসঙ্গ-সৌন্দর্য সহস্রীয় পুস্তকে তাঁর কবিত্ব-শক্তির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এম. পেরী তাঁর Damask Drum সম্বন্ধে আলোচনার এক অধ্যায় বলেছেন যে ‘এই রচনার অনবদ্য নিঃসঙ্গ কোণের নিদর্শন রয়েছে।’ Kamachi সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি—এতে স্পষ্ট সারল্য রয়েছে। এই স্পষ্ট সারল্য গিয়ানির পিতা কাওয়ানামির সহজাত ছিল। Damask Drum যে গিয়ানির রচিত, একথা অনেকে বলেছেন। তাঁর প্রপৌত্র কর্তৃক প্রদত্ত গিয়ানির প্রত্নতালিকারও এই রচনার উল্লেখ রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গিয়ানি অনবদ্য দক্ষতার সঙ্গে লিখেছেন এবং কখনো তাঁর দ্বারা স্পষ্ট সহজ রচনাও লিখিত হয়েছে। প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার বইখানি থেকে সমালোচক হিসেবে গিয়ানির কৃতির অনায়াসেই বোঝা যায়। তিনি যুগতীর ও রীতিবদ্ধ চিন্তার অধিকারী ছিলেন না। দার্শনিকের চাইতে সমাজসম্বলিত রীতি ছিল তাঁর রচনার। দর্শকদের প্রশংসাকে কখনো কখনো তিনি অত্যন্ত মূল্য দিয়েছেন, কখনো বা তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু সাধারণ দর্শকের চাইতে রুচিবান দর্শকের প্রশংসায় তাঁর আগ্রহ কথা তিনি প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উল্লেখ করেছেন।

আকস্মিক অর্ধে সৌন্দর্য বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি লেখেন নি। তাঁর রচনার বাস্তবতা বোধ প্রবল, কারণ তিনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা ও বন্দের অভিনায়ক। তা সত্ত্বেও প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের মূল্য পরিমাপ করে তিনি নিঃসঙ্গ সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের বুদ্ধ-ও বিস্মিত করে। সারা উপ্রভ ও সন্ধ্যা বারান চিন্তার মুখে বাস করেন, তাঁকের মধ্যে অনেক সময় এক আত্মের নিঃশব্দ বোধি লক্ষ্য করা যায়। গিয়ানির মধ্যেও তা ছিল। কখনো

কখনো আশ্বাসের মনে হয় আসল প্রতিভার ছিলেন কাওরানাবি।
সিখাবি শিতার দ্বির উত্তরাধিকারী ও তাঁর প্রতিভার যোগ্য বাহক
ও ব্যরক ছিলেন। 'নো' নিষ্পেষ বিসিষ্ট কোন পরিবর্ধন যে
সিখাবির দ্বারা হয়েছে, সে কথা আশ্বাসের মনে হয় না। 'নো'-তে
কোরাস সংযোজনের ফলে যে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছে,
তাতেও তাঁর আপত্তি ছিল।

কোন কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, অভিজ্ঞতার পরিবর্তনশীল
রুচির সঙ্গে অভিনেতার ভাল মিলিয়ে চলা উচিত। কোথাও কোথাও
তিনি কৌতূহলজনকভাবে উন্মাদিকতা, পাণ্ডিত্যভিমান, কুসংস্কার ও
গর্বের প্রদর্শন দিয়েছেন। ফলে, সভাসদসম্মত মননীয়তা অকস্মাৎ
অদৃশ্য হয়েছে। এক এক সময় সামান্য ইচ্ছিতের মধ্য দিয়ে তাঁর রচনার
গভীর অনুভূতি প্রাণ পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ (এ অংশের উল্লেখ
আগেও করেছি) 'অভিনেত্রী এমনভাবে নীচু হতে না যাতে মনে হয়
সে ভিখারীর মত রাডায় একটা পরসার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে'।
এ-আতীর উক্তি পড়ার সময়ে পাঠকের চোখের সামনে একজন বয়স্ক
বয়স্ক ব্যক্তির কোঁতুকজনক চিত্র কুটে উঠতে পারে।

পাঠক প্রাচীন কোন নাটকের গঠনের* সঙ্গে 'নো' নাটকের তুলনা
করার কথা ভাবতে পারেন। গোলাকৃতি উন্মুক্ত স্থানে গোলাকার
মঞ্চে অভিনীত 'নো' নাটকের সঙ্গে গ্রীক নাটকের সাদৃশ্য আছে।
গাকু-ইরা বা অভিনেতার কামরা (নক্সা ড্রটরা) গ্রীক নাটকেও আছে।
'দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে একটি কাঠের তৈরী হয়ে অভিনেত্রীরা
তাদের পোশাক বদলান।'* অর্থাৎ গ্রীক বিরোধী নাটকে সব
অভিনেত্রীই সুশোণ ব্যবহার করতেন বা 'নো' নাটকে সর্বদা ব্যবহৃত
হত না। গ্রীক নাটকের কোরাসের বতাই 'নো' নাটকে যে
অভিনেত্রীরা আপাঙ্গোড়া বকের একপাশে দ্বির হয়ে বসে থাকতেন,
(কেবল পান পাইবার সময় হাতের পাখা উত্তোলনের সময়কার
নড়াচড়া ছাড়া) তাঁরা গ্রীক বকের পুরোভাগে দণ্ডমান দণ্ড-বারো

* সমসাময়িক রহস্যময় নাটকের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে বিবরণ্য থেকে কল্পনা
চলে বেতে হবে। বতুর জাতি বিভিন্ন রকম চীনা নাটক সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোন
ভাবে দেখা হয় নি বা পুঙ্খ ভাবে তাদের চিত্রিত করা হয় নি।

** Greek Tragedy : J. T.

[বৈয়াকরণ]

ব্যক্তিগণ কোরাসের কথা বনে করিয়ে দেয়। 'গ্রীক সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে অশ্লষ্ট ধারণা থাকিলেও এটা ভাল ভাবেই বোঝা যায় যে সেগুলি ছিল অনুকরণ সঙ্গীত।' সিআবি বলেছেন: 'সঙ্গীত ও নৃত্যের শিল্প কৌশল অনুকরণের মধ্যে নিহিত।' গ্রীক ট্র্যাগেডির মধ্যে যে কবিতা-সাহিত্য রয়েছে, তার জন্য নাটকগুলির মূল্যবান বহিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বলা হয়েছে 'শব্দগুলি কবিতার অংশমাত্র।' 'নো' নাটকের কাব্যগুণ কেবলমাত্র শব্দালঙ্কার নয়। কোন মহাপুৰুষ এসে যদি 'নো' থিয়েটারকে জাসিরেও নিয়ে যায় তবু নাটকগুলি সাহিত্য হিসেবে অক্ষর হয়ে থাকবে।

আংশিক ও সামগ্রিক বিচারে 'নো'-কবিতা এক একটি অনুপম নুটি। (আমি শুধু আলোচনাই করতে পারি। মূল কবিতার উদ্ধৃতি জাড়া আসল সৌন্দর্য বোঝানোর শক্তি কোন সমালোচকের আছে বলে আবার বনে হয় না।) পূর্ববর্তী লেখকরা এই নাটক রচনায় এমন একটি বিশেষ গঠন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন যে পরবর্তীকালের দুর্বল লেখকের হাতেও তার সৌন্দর্য ম্লান হয় নি। এই নাটকের সঙ্গে সেভিলের পীজার যোড়শ শতকে খোদিত দীপদারী লেবদুত্তের প্রতিকৃতির তুলনা করা চলে। এই ভাস্কর্য আধুনিক যুগের অতি সাধারণ ভাস্কর্যের হাতেও তার নিজস্ব শিল্প-সৌন্দর্য হারায় নি।

প্রথমেই আসে জিদাই (Jidai) বা প্রারম্ভিক বিপদী সঙ্গীত—প্রহেলিকার, আকস্মিক। তারপর অশ্লষ্ট ছায়া নৃত্যের বিপরীতে আসে ওয়াকির কঠিন ও শ্লষ্ট আত্মবিসৃতি, তার উত্তর ও গন্তব্যের বর্ণনা। তারপর আবার মহস্যমর জয়গান 'মহাপরীতি'—হবির পর ছবি আঁকা হতে-না-হতে মিলিয়ে যায়। কিন্তু এসব কেবল সূচনা পর্ব। কল্পনাপ্রসূতি ক্রমত উদ্দীপিত হতে থাকে, সবত বনবোণ কেন্দ্রীভূত হয় একটি বিষয়ের কথা ভেবে: নারকের প্রবেশ। এই নাটক পঙ্কায় সবর এর প্রথম সঙ্গীত, সংলাপ ও সেই সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক কাঠের নব্য কীরে চুড়ান্ত সীমার এসে পৌঁছানো—এই যে অপূর্ব গঠন-বৈশিষ্ট্য, এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করেছে।

এখানেও কথা-আছে। 'নো' আবেগের দরকার সোজানুজি থাকে নয় না। বীর গতি ও মনোবল তার আধার। সাধারণ

[ভেজারিশ]

নাটকেও সমগ্র ঘটনা আমাদের চোখের সামনে প্রদর্শিত হয় না, এই নাটকেরই একটি চরিত্র—রোজমার মুকাভিলর ও আকৃতির নথ্য নিয়ে ঘটনাবলী আমরা জানতে পারি। কতদিন ও উৎকট দ্বন্দ্ব মৃশা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় না, সমরণ, প্রতীকা ও মৃশ প্রকাশের নথ্য নিয়ে জীবনযাত্রা আমাদের সামনে চিত্রায়িত হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে জাপান সোসাইটিতে পঠিত একটি প্রবন্ধে আমি এবিষয়ে আলোচনা করেছি। ওয়েবস্টারের 'Duchus of Muli'-র বিষয়বস্তু একজন নো লেখকের হাতে কেনন রূপ নিত, সেটা আমি দেখিয়েছি। দেখিয়েছি বও বও ও বিকিষ্ট ঘটনাবলী সেখানে কেনন চেহারা নিত।

রূপার্ট ব্রুকের 'John Webster and the Elizabethan drama'-র এই মতের সারমর্ম বলা হয়েছে। মানসিক বিধবা ও তরুণী ডিউক-পত্নীকে তার ভাই কাদিনাল ও কাদিন্যাল পুনবিবাহে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। এমন্য তারা বস্লে নামক আহাভাজন এক ব্যক্তিকে ওগুচর হিসাবে ডিউক-পত্নীর গতিবিধি জানবার কাজে নিযুক্ত করে। ডিউক-পত্নী তার এক কর্মচারী আন্তানিও-র প্রেমে পড়ে, গোপনে তাদের বিয়ে হয় ও তিনটি সন্তান হয়। বস্লে এ কথা প্রভুদের জানান। আন্তানিও ও ডিউক-পত্নী পালিয়ে যায়। কিন্তু বেয়েটি ধরা পড়ে ও তাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হয়। মানসিক পীড়নে সে মৃত্যুবরণ করে। কাদিনাল পাগল হয়ে যায়। শেষ দৃশ্যে সে, কাদিন্যাল, আন্তানিও, বস্লে সবাইকে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

ওয়েবস্টার এ কাহিনী সংগ্রহ করেন Painter-এর Place of pleasure থেকে। 'নো' নাটকেও তেমনি রোমান্সের বিষয়বলী থেকে গৃহীত। তার চীনা নাম নোমোনাগুজি। ওয়েবস্টারের কাহিনীকে নোমোনাগুজির ধরে নিয়ে যদি 'নো' নাটক রচনা করা যায়, তাহলে কেননটি দাঁড়াবে, দেখা যাক।

সরলীকরণ 'নো' নাটকে অপরিহার্য—কেননা কোন পক্ষমত্যের নাটকে যে সমস্ত কাণ্ডে এক অঙ্কের 'নো'-ওতও ততধারি সময় দরকার হয়। বিজুতির অবসর সেখানে কম, 'নো' নাটকে হাল্য-কৌতুক কোই বাক্যেই চলে। 'নো' নাটকের নব্যবর্তী বিরতি সুদূর্ভে

[চুরাশি]

কিরোজেন বা গ্রহণনের অবকাশ রয়েছে। এতে দু'টির বেশী চরিত্রের দরকার নেই। তীর্থযাত্রীর ভূমিকার থাকবে গুরুাকি বা বুন পারক, ডিউক-পত্নী সহিটে বা বুন অভিনেত্রী। অভিনয় প্রদর্শনে কোরোজেনের কোন ভূমিকা নেই—তারা প্রধান অভিনেত্রীর সুকাভিনয়ের সময়ে তার হয়ে কথা বলবে কেমনভাবে। পবিত্র বা যাত্রী বকে এসে প্রথমে জিলাই বা প্রায়ত্তিক বিপনী কবিতা আবৃত্তি করবে। কোন বৌদ্ধ ভোজ থেকে উপযুক্ত শ্রোতৃক বেছে নিতে হবে। সে তার নাম বলবে—‘আমি রোর থেকে আগত যাত্রী। ইতালীর সব মন্দির আমি দেখেছি, কিন্তু সরোটাতে কখনো যাই নি। একবার আমাকে সেখানে যেতে হবে।’

তারপর গদ্যে যাত্রা কাহিনীর বর্ণনা—সেখানে তীর্থ পথের বর্ণনা থাকবে। যখন সে মন্দিরের সামনে নতকানু হয়ে বসবে, তখন প্রধান অভিনেত্রী বকে প্রবেশ করবে। সে তরুণী, তার পরিধানে ইতালীর প্রচলিত কাশানের পোশাক থাকবে না। চিলা গাউন পরবে সে। তার হাতে থাকবে কাঁচা এ্যাপ্রিকট ফল। যাত্রীকে ডাকবে সে, তারপর কথোপকথন শুরু হবে। যাত্রী প্রশ্ন করবে—এই সেই মন্দির কিনা যেখানে মালকির ডিউক-পত্নী আশ্রয় নিয়েছিল। তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে তরুণী উত্তর দেবে। তার সংলাপ গদ্য থেকে পদ্যে রূপ নেবে ক্রমে ক্রমে। ডিউক-পত্নী পলায়নের কাহিনী এমনভাবে বর্ণনা করবে যে হঠাৎ করে কথার মাঝখানে যাত্রী প্রশ্ন করবে ‘কে তুমি কথা বলছ আমার সঙ্গে?’ যেহেতু শিঙের উঠবে। (প্রোডাক্টর পকে নাম বলা যুগার) বলবে—‘হাঁকুফানি ইয়া। আমি ডিউক কাদিনাশের ভগ্নীর আত্মা, বকে একদা অভিজিত করা হত মালকির ডিউক-পত্নী নামে। প্রেম আমার একে এমনও পৃথিবীর অমিত বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। তুমি “আমি জীবিত জীবিত” আমার জন্য প্রার্থনা কর। ওরো, প্রার্থনা কর আমার মুক্তির জন্য।’

নাটকের প্রথম অংশ এখানে শেষ হবে। বিত্তীয় পর্যায়ে সেই তরুণীর আত্মা তার শেষ মুহূর্তের কথা বলবে, কেমনা তীর্থযাত্রীর প্রার্থনার বলে তার মুক্তিলাভ আগত হয়েছে (উপাসনার আরোপ্য-কালের অংশ এটি)। বুন নাটকের চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের

[নীরজাঙ্গিন]

পুণরাভিনয় করছে—মুকুতিভিনয়ে হস্ত চুম্বনের মূশ্যের অনুকরণে প্রচণ্ড
নীতে শিউরে উঠে বলবে :

আবার ভয় করছে

দুঃসূর্য্য হেঁটে তুমি অস্থির হয়ে পড়েছো ।

ওহ্ ! মাগো ! একি বিভীষিকা !

সে কি ভাকিনীবিদ্যা আদে,

ভারি বলে কি সে কেলে গিরেছে এখানে

মৃত মানুষের নীতল হাত ?

মুকুতিভিনয়ের সাহায্যে একের পর এক অত্যাচারের চিত্র জীবন্ত
হয়ে উঠবে ; কেবলমাত্র নায়িকার কাছে নয়—অভিনয়ের গুণে
লকর্নদেরও বনে হবে, তারা চোখের ওপর নিহত আত্মানিওর মৃতদেহ
দেখতে পাচ্ছে, ভিউক-পর্দীর ওপর লেলিয়ে দেয়া উন্মাদার বিভৎস
চিৎকার শুনতে পাচ্ছে । অবশেষে সে তার আপন বধের মূশ্য
অভিনয় করে দেখাবে—

রাজ প্রাসাদের নত উচ্চ নয়

স্বর্গের তোরণ ।

সেখানে যারা প্রবেশ করবে

নতজানু হতে হয় তাদের । (সে নতজানু হবে)

এসো, হে ভরস্কর মৃত্যু, এসো

আনাকে অনন্ত স্থিতি দাও ।

আবার অভিনয় শয়নের পরে

ধ্বংস পাঠিও আবার ভ্রাতাদের

তখন তারা তৃপ্তি পাবে ভোজনে ।

(মুক্ত-করে বাধা নোয়াবে সে) কোরাস তখন । তৃপ্তি শব্দটি তুলে
নিরে 'হোকেকিরো' থেকে গাইবে—'সংহাই মু-আন'—

ত্রিভুবনে কোথাও শান্তি নেই,

কোথাও বিরাম নেই ।

কিন্তু তীর্থগামীর প্রার্থনার কল তো বটেছে । বেরোটের আরা শূন্য
মুক্ত হয়েছে । ছারামুক্তি ধারে ধারে অশ্রু হতে থাকবে ।

Use-ni-ki

Use-ni-ki

[হেচরিন]

ভারগর অনুশা হয়ে যাবে।

নো নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে কাব্য হিসাবে তার সার্থকতা সম্বন্ধে কোন সমালোচনা আনি করি নি। কারণ সে-সব অংশের মূল উদ্দেশ্য সম্ভব নয়। সোকেসিসের ট্রাজেডি এবং ভক্তসখানেক বিখ্যাত সাহিত্য-কৃতি ছাড়া আর কোন নাটকই পরিপূর্ণ কাব্য হয়ে ওঠে নি।

সিআনি ভালভাবেই আসভেন কেমন করে দর্শকদের মনযোগ আকর্ষণ করতে হয়, খুব সম্ভাবন বিষয়কেও কত নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপিত করা যায়, কেমন করে দর্শকের সহানুভূতি লাভ ও তাদের হৃদয়ে আলোড়ন তোলা যায়। এই শিল্প কৌশল সিআনির নব্বইটি নাটকেই উপস্থিত এবং একটি অপরাটর তুলনার অনুরূপ নয়। সিআনির পিতা ও পরবর্তী লেখকদের রচিত 'নো' নাটকেও এই শিল্পকৌশল রক্ষিত হয়েছে।

অনুবাদের মাধ্যমে পাঠক হয়তো নো সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় পৌঁছতে পারবেন না। গদ্য এবং পদ্যের মধ্যকার পার্থক্য (দুটোর ভাষা প্রায় আলাদা বললেই চলে) অনুবাদে যথাযথভাবে রক্ষিত হয় নি। বহিরঙ্গের সজ্জা এখানে নেই বললেই চলে। বারবার রসহানি ঘটিয়ে পাদ টাকার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে মূল 'নো' থেকে এ-অনুবাদ এতই আলাদা রকমের যে-কোন একটি তৈলচিত্রের সঙ্গে কটোর তৈলচিত্রের যে পার্থক্য, এটি প্রায় তাই। মূল সাবগ্ৰী এখানে অনুপস্থিত। তা হলেও, পরিচ্ছন্ন কটোগ্রাফ-এ হয়তো কিছু বাদ থেকে যায়, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু জাড়ে প্রবেশ করতে পারে না। অক্ষর অনুকৃতির চাইতে কটোগ্রাফ অনেক বিশুদ্ধ। ক্যামেরা যদি ভাল হয়, ছবি ভালই ওঠে। 'নো' অনুবাদ প্রসঙ্গে হয়তো এ তুলনা করা যায়। পাঠকের সামনে যতখানি সম্ভব বিশুদ্ধভাবে 'নো' উপস্থিত করা হল। নিজ কল্পনার সাহায্যে পাঠক তাকে সত্যিই দেখেন। আনি যতদূর সম্ভব সঙ্গক ব্যবহার করেছে। কটোগ্রাফী কখনোই বৌলিক শিল্পকর্ম নয়। যদি ঐ অনুবাদকে সাহিত্য-কর্মে পরিণত না করতে পেরে থাকি, যদি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক আকরিক অনুবাদ হয়ে থাকে, তাহলে আনি দুঃখিত হয়—কেমনা শুধু ওঠুকু করায় ইচ্ছা বা আশা আমার ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা

‘মো’ নাটকে পরিচ্যুত বৌদ্ধ ধর্ম—চীন, জাপান ও তিব্বতে প্রচলিত, এবং ‘মহাবান’ নামে কথিত। আদি বৌদ্ধধর্ম (হীনবান) ইতিহাস কথিত বুদ্ধদেব বা শাক্যবুদিকে কেন্দ্র করে বিরচিত; এর ধর্মীয় ভাষা পালি এবং জা সিংহল ও ব্রহ্মদেশ প্রচলিত। মহাবান ধর্মের আবির্ভাব কাল খ্রীস্টবর্ষের প্রায় সাক্ষাৎসিক, এতে শাক্যবুনির আয়গার এক কালাতীত ও আদর্শ বুদ্ধের কল্পনা করা হয়েছে, যার নাম অমিত্যভ। ‘সীমাহীন আলোকের ঈশ্বর’ অমিত্যভ হয়তো একলা সূর্য দেবতা ছিলেন, অনেকটা পারসিকদের ‘অরমুযু’-এর মতো। আদি বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা এই যে, বিশৃঙ্খল ব্যক্তির আত্মা নির্বাণ লাভ করে অর্থাৎ বুদ্ধে বিলীন হয়ে যায়। মহাবানে বলা হয়েছে, এই ধর্ম অনুসারীরা পরবর্তী জীবনে স্বর্গে স্বর্গ লাভ করবে। সে-স্বর্গ অমিত্যভের। এর উপদেশ-নির্দেশ সংক্ষেপে লিখিত। শাক্যবুনি স্বয়ং সেই স্বর্গভূমির কথা বলেছেন ও অমিত্যভের উপাসনা করতে বলেছেন। এতে বোধিসত্ত্ব, অর্থাৎ বুদ্ধ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়ে মহাপুরুষদেরকে উপাসনা করার কথাও বলা হয়েছে। বোধিসত্ত্বের উপবুদ্ধ ব্যক্তিকে বোধিসত্ত্ব নামে পরিচিত; তারা নিজের ইচ্ছার অপরের কল্যাণের জন্য স্ব-নির্বাণ পরিত্যাগ করেছেন বলে মনে করা হয়।

এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন কুণ্ডলান, তারতে অবলোকিতেশ্বর নামে বিদিত-অবদারীশ্বর রূপে পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব। চীন ও জাপানে প্রধানতঃ তাঁর নারী রূপই কল্পিত হয়ে থাকে। তাদের কাছে তিনি কল্পনার দেবী। বুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, রোগে, প্রসববেদনার সময়ে তাঁকে সমর্থন করে উপাসনা করা হয়। প্রাচীন ও নুতন বৌদ্ধধর্মে এবং আচার দেহাত্তর প্রাপ্তি সম্পর্কীয় তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মানুষের জন্য এক সীমাহীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যা বার বার আবির্ভূত হয়—বীজ যেমন কলের মধ্য দিয়ে বারবার ফিরে আসে, ডেমনই।

এই ‘জীবন ও মৃত্যুচক্র’ থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় ‘মায়োভি’ অর্থাৎ ‘নিষ্যোজন’ লাভ। অল্পবয়স্ক প্রকৃতপক্ষে যারা যাত্রা, সত্য নয়। যত্ন যুগের জাপানে চারটি প্রধান গোষ্ঠি যে যার নিজস্ব প্রক্রিয়ার এই জীবন চাক্রিক সাধনা করত।

(১) অমিতাভ উপাসকগণ হোতেকিরো (সংস্কৃতে সৰ্ব্ব পুণ্ডরীক সূত্র নামে অভিহিত) বা 'সত্য নীতির পদ্যনির্ণি' থেকে জ্ঞান আহরণের প্রয়াস করত। কেউ কেউ মনে করতেন, অমিতাভ বুকের প্রশংসা সেয়েই নির্বাপ লাভ করা যায়।

(২) একলা, অসংখ্য লোকের সামনে ধর্মপ্রচার করার লব্ধে শাক্যবুনি একটা কুল তুলে নিয়ে উল্লেখে থাকেন। এর বহ্যকার বিশেষ অর্থ শ্রেণীভাষা বোঝেন নি এবং তাদের মধ্যে কোন প্রতিজ্ঞাও দেখা যায় নি, কিন্তু শিষ্য কাশ্যপ বুদ্ধ হাসলেন। সেই বুদ্ধের বুদ্ধের অন্যান্য সম্পর্কীয় উপলব্ধি তাঁর শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। এইভাবে কাশ্যপ জেন বুদ্ধ সম্প্রদায়ের উদগাতা রূপে খ্যাত হন। তিনি বিশ্বাস করতেন বুদ্ধতার সাহায্যে বা নিবে অন্যের মনে সত্যোপলব্ধি আনা যায় না, সত্য আশ্রমের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে এবং ধ্যানের দ্বারা উন্নত উপলব্ধি সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে জেন সম্প্রদায় ও অমিতাভ অনুসারী সম্প্রদায়ের ধর্মমতের ঐক্যসূত্র লক্ষ্য পড়ে না। অনেক অভিজ্ঞ জেন এই দুই বিশ্বাসের সম্মিলন ঘটতে চেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে অমিতাভ ও তাঁর বর্গ বর্তমান, কোন কালের বা নীতির বন্ধনে নয়; তাঁর অতীতের অনুভব-স্থান স্থায়।

ভালো ও মনের অভিজ্ঞ জেন সম্প্রদায় বিশ্বাসী নন। অন্য শ্রেণীর ধার্মিক বৌদ্ধরা এই বিশ্বাসকে ভরাক দ্বাতিমূলক উপলব্ধি বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধগোত্রানের কাহিনীতে, 'হোকা পুরোহিত' নাটকে হত্যাকারীর জেন-তত্ত্বানুরাগ বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয় নি। ওটা তাঁর দুর্বলতা; এবং ওটাই তাঁর বিনাশের কারণ।

জেনসম্প্রদায় নিয়ে লেখা আর একটি 'নো' হচ্ছে 'সোতোরা' কোবাচি'। পুরোহিতদের এখানে অতীতেরবাহী সম্প্রদায় হিসাবে দেখান হয়েছে। কোবাচি একজন মহিলা কবি, জেন-নীতিতে বিশ্বাসী। এধর্ম রত শিল্পীদেরও ধর্ম। এই বক্তব্য তাঁদের স্ত্রী বংশের চিত্রশিল্পী ও কবিরের অনুপ্রাণিত করেছে। পঞ্চদশ শতকের আগামী শাসনকর্তাদের মধ্যে যে-সব বিখ্যাত শিল্প-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁরাও এই মতের অনুসারী ছিলেন।

জেনদের কবীর ভাষার কবিতা ও চিত্রশিল্পের বর্ণনা আছে। সিআবিও তাঁর লেখার এই শিল্পশৈলীকে অনুসরণ করেন। কিন্তু 'নো' নাটকের বুদ্ধ ধর্মব্রত অমিতাভ বুদ্ধের অনুসারী। আপাদে বধ্যবুদ্ধে এই ধর্মব্রত অধিক প্রচলিত ছিল।

- (৩) আগেই বলেছি 'সোত্রেবা কোবাচি'-র পুরোহিতরা অতীন্দ্রিয় গোষ্ঠী-ভুক্ত ছিলেন। তার কলে এই গোষ্ঠী যাদুবিদ্যা, ইচ্ছাকাল ও সংকল্প করণমূলক জপকৃষ্টির মধ্যে সাধনার পথ খুলেছিলেন। তাঁদের প্রধান বুকের নাম Dainichi, মহাসূর্য। পর্বত-নিবাসী তাপস ইরাবাবুনি এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; তাঁর কথা জ্ঞানিকো ও অন্যান্য পালায় উল্লিখিত হয়েছে।
- (৪) বৌদ্ধধর্ম ও 'সিন্টো'র মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে। হিয়াই পর্বত যাদের প্রধান বাসভূমি ছিল, সেই টেগুই সম্প্রদায় সব ধর্ম হতে সার সংগ্রহ করে যে মতবাদ প্রচার করেন, সেই ধর্মই জাপানের সার্বজনীন ধর্ম। এতে আদিম দেবতাদের ধর্মীয় পদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সহনশীলতার সংমিশ্রণ, ঘটেছে। "এর বহিরঙ্গে প্রচুর আড়ম্বর 'শিনগনের' অনুসৃত ঐন্দ্রজালিক আচরণ বিধির সঙ্গেও এর কিছু মিল রয়েছে। 'আওই-নো-উই' নাটকে ছোট সাধক ইয়োকোওয়া টেগুই ধর্মের উপাসক। তাঁকে যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিতে দেখা গেছে।

আবুসুমরি, ইকুতা, এবং ৬সুনমারি : দুটি কথা

একদশ শতাব্দীতে Taira (তাররা) এবং Minamoto (মিনোমোতো) নামক দুই শক্তিশালী বংশ প্রভু প্রতীক ও অধিকার বিস্তারের বাসনার উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাররা প্রধান কিরোমরির মৃত্যু হয় এবং তাদের সৌভাগ্য সূর্য অস্তবিত্ত হয়। ১১৮৩ সালে কিইওতো থেকে তাদের পালিয়ে যেতে হয়, শিশু সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে। বহু কষ্ট ভোগের পর, অনেক ঘুরে তারা সুন নদীর তীরে এসে তাঁবু পাতে। সেখানে তাদের রক্ষা করার জন্য নিজস্ব নৌবহর ছিল।

১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে মিনোমোটোদের আক্রমণে ইকুতা অরণ্যের কাছে ইচি নো আশির যুদ্ধে তারা সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে আবুসুমরি (কিরোমরির ছাত্তপুত্র) ও তার ভাই ৬সুনেনানির মৃত্যু হয়।

আবুসুমরির হত্যাকারী কুমোগাই যখন ঝুঁকে মৃতদেহ পরীক্ষা করছিলেন, তখন সেই মৃতদেহের পাশে রেশমী কাপড়ে জড়ানো একটি বাঁশী দেখতে পান। বাঁশীটি তিনি তাঁর ছেলেকে দেন।

ঐহুমাঐ যে এই যুদ্ধের জন্য সুন উপত্যকার সাুতি জাপানী পাঠকের ননে ভাগ্যবত আছে তা নয়, রাজকুমার সুনজি এবং রাজকুমার ইউকিহিরার কাহিনীও এই উপত্যকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

আত্মস্মরিত

রচয়িতা—সিদ্দাহি

চরিত্র

পুরোহিত রেনেসি (প্রথম জীবনে বিখ্যাত যোদ্ধা কুমাগাই নামে পরিচিত)

একজন তরুণ চাষী (আত্মস্মরিত প্রতাপা রূপে পরে দেখা যাবে)

তার সঙ্গী

কোণাস

পুরোহিত যুবক স্বপ্নের মত এই জীবন,

যে পৃথিবীকে এক পাশে সরিয়ে রেখে চলতে পারে, সেই একমাত্র
জাগ্রত।

আমি নো নাওজেনের কুমাগাই, বুলাশী দেশে আমার বাস। আমি
গৃহত্যাগী। পুরোহিত রেনেসি নামে নিজের পরিচয় দিই। আত্ম-
স্মরিত মৃত্যুশোকে অধীর হয়ে আমি এপথে এসেছি। তাকে, যুদ্ধে
আমিই হত্যা করেছিলাম। তারপর থেকেই আমি পুরোহিতের বেশ
নিয়োছি। এখন আমি ইচি নো তানির মন্দির আত্মস্মরিত আত্মার
কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করতে যাচ্ছি।

[তার মনের বিবরণ সংবলিত গান করতে করতে বক প্রদর্শন]

এত ক্রত হেঁটেছি যে এর মধ্যেই সু প্রদেশের ইচি নো তানিতে এসে
পেলায়।

অতীত আমার কাছে এত জীবন্ত মনে হচ্ছে, যেন তা আজকের
ঘটনা।

কিন্তু শোন! ঐ উর্টু জমির ঢিবি থেকে যে বাঁশী বাজছে, তা আমি
শুনতে পাচ্ছি। ঐ বাদক এখানে না আসা পর্বন্ত আমি অপেক্ষা
করবো। ওকে এজারগার কাহিনী শোনাত্তে বলব।

২ আপাদের নো নাটক

চাষীরা ঐ চাষীর বাঁশীর সুরে কোন গান বাজানো হচ্ছে না।

(একত্রে) ওখু বাজছে বরদানে বরে বাওয়া বাজানের দীর্ঘশ্বাস।

ভরুণ যারা শল্য কাটিছিল ঐ পাহাড়ের ওপরে

চাষী তারা বাজছে কিসে করে

মাঠের বধ্য দিয়ে

কেননা সজ্জা হয়ে গেছে।

চাষীরা সুরা সমুদ্র থেকে

(একসঙ্গে) আমাদের ঘরে ফেরার যে পথ

শেঁচা সংকিশ্ত।

এই স্বল্পস্থায়ী ভ্রমণ

পাহাড়ের ওপর থেকে আমাদের নিয়ে আনে নদীর তীরে

আবার নিয়ে যায় পাহাড়ের ওপর;

এই আমাদের জীবনের পরিধি।

নগন্য, স্থূণ্য কর্মের সন্নিবেশ এই জীবন।

যদি কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন করে

আমরা বলব তার উত্তরে

সূর্য সাগর তীরের দিনগুলি কেটেছে বিষণ্ণবেদনায়।

তবু যদি কেউ চিনতে পারে

বুঝব আমাদেরও বন্ধু আছে।

কিন্তু এই দুইদৈবে, দুদিনে

প্রিয়জনও হয়েছে অচেনা।

এখানে আমরা পরিত্যক্ত হয়েই বাস করব

কারু তাবনা বা উষ্মের কারুণ্য হবে না,

এখানেই থাকব আমরা।

পুরোহিত ওহে চাষীর সঙ্গ! আমরা একটি প্রশ্নের জবাব দেব?

ভরুণ চাষী আমাদের বলছেন আপনি? বলুন, কি জানতে চান?

পুরোহিত তোমাদের মধ্যেই কি কেউ বাঁশী বাজাচ্ছিলে?

ভরুণ, হ্যাঁ, আমরাই বাজাচ্ছিলাম।

পুরোহিত ভাঙী সুরের বাজাচ্ছিলে। আরও ভাল লাগল যখন বুঝলাম তোমাদের
অবস্থার লোকদের কাছ থেকে এমন বাজনা কেউ আশা করে না।

ভরুণ আপনি বলছেন আমাদের নত লোকদের কাছ থেকে এমন কাজনা কেউ আশা করে না।

আপনি কি পড়েন নি

‘তোমার ওপরের কাউকে হিংসা কোরো না

নীচে যারা তাদের ঘৃণা কোর না।’

এছাড়াও কাঠুরিয়ার গান আর বাখালের বাঁশী

এমন কি চাষীদের বাঁশী আর কাঠ কুড়ানীর গান

কবির কাব্যে পেয়েছে স্থান,

যারা পৃথিবী জানে।

আমাদের বাঁশের বাঁশীর সুর শুনে

আশ্চর্য হবাব কিছু নেই।

পুরোহিত ঠিকই বলেছ।

তুনি আমাকে যা বললে তার সবি সত্যি।

কাঠুরিয়ার গান আর বাখালের বাঁশী--

ভরুণ চাষীদের বাঁশী--

পুরোহিত কাঠকুড়ানীর গান--

চাষীরা এই দুঃস্বপ্ন পৃথিবীতে আমাদের চলাব পথ দেখায়।

পুরোহিত গান...

ভরুণ আর নাচ...

পুরোহিত আর বাঁশী..

ভরুণ আর নানা যন্ত্রসঙ্গীত...

কোরাস যে যার পছন্দমত বেছে নেয়

অবসদের সানগ্ৰী হিসাবে।

ভাসমান বাঁশ দিয়ে নিশিত হয়েছ

অনেক বিখ্যাত বাঁশী,

‘ছোট-শাখা’

‘সিকিভার বাঁচা’;

চাষীর বাঁশী নান ভাষে ‘সবুজ-পাতা’।

স্বনিইরোশির তীরে ‘কোরিয়ান বাঁশী’

বাজার এই চাষীর দল।

৪ জাপানের লো নটিক

আর এইখানে স্থার তটে
নবনের পাঁজর কোকরে
মেলেরা তাদের বঁশীতে তোলেন স্থর।

পুরোহিত হাবী আশ্চর্য নাগছে আমার। সবাই যে বার করে চলে গেল, আর তুমি
একলা ঘুরে এখানে। কেন?

তরুণ কেন, মিজাসা করছেন? সাক্ষ্য চেউয়ের স্বরে আমি একটি প্রার্থনাকে
খুঁজছি। আপনি কি আমাকে সেই দশটি স্তোত্র শোনাবেন?

পুরোহিত যদি তোমার পরিচয় পাট, তাহলে অন্যায়সে তোমাকে সেই দশটি
স্তোত্র শোনাতে পাবি।

তরুণ সত্যি কথা বলতে কি— আমি আত্মজ্ঞানি বংশের একজন।

পুরোহিত আত্মজ্ঞানি বংশের? আহ্ কি আশ্চর্য।

[পুরোহিত বুক-বন্ধে প্রার্থনা করতে লাগলেন (নতজানু হয়ে)]

নরো অমিতাভ

সকল প্রশংসা তোমারই জন্য হে প্রভু।

‘যদি আমি প্রকৃতই বুদ্ধের অনুগামী হই

এই পৃথিবী এবং তার দশদিকে

যারা বাস করে

তারা কেউ

আমাকে স্মরণ করে তিরস্কৃত কিংবা বিভাঙিত

হবে না কখনো।’

কোরাস ‘আমাকে অবহেলা কোর না।

মুক্তির জন্য একটি প্রাণের ক্রন্দনই যথেষ্ট।

তবু দিনরাত ধরে

তোমাদের প্রার্থনা আমার জন্য ধ্বনিত হবে।

আমি আজ বড় সুখী—

বলিও তুমি আমাকে চেন না,

তবুও আমার আমার মুক্তির জন্য

এবার থেকে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায়

তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করবে

ও আমি জানি।’

একথা বলে তিনি অদৃশ্য হলেন। তাকে আর দেখা গেল না।

[দু' বছরের পর বিয়তি। এই সময়ে আত্মস্মরির মৃত্যুর বিবরণমূলক একটি আত্মজি হ'বে। এই আত্মজি হওয়া না হওয়া পরিকল্পকের ওপর নির্ভর করে। এই অংশ মটকের অন্তর্ভুক্ত নয়] পুরোহিত যদি তাই হয়, সন্ধ্যারাত্তর যবে আমি মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠান করতে থাকিব। অনিত্যতাকে স্মরণ করে আত্মস্মরির আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিব।

[উরণ যোজ্ঞার বেনে আত্মস্মরির আত্মার আবির্ভাব]

আত্মস্মরি তুমি কি জান আমি কে?

আওয়াজি নদীকূলের ভাষাভাণ পাখীদের ডাক শুনে

সুখা গিরিবর্তের প্রহরী যেমন জেগে ওঠে

তেমনি আমিও জেগে উঠেছি।

রেনেসি, শোন। আমি আত্মস্মরি।

পুরোহিত কি আশ্চর্য! আমি একমুহূর্তের জন্যও আমার বশ্টাধুনি ধরাই নি।

প্রার্থনা অনুষ্ঠান থেকে বিরত হই নি। পলকের স্নায়ু চোখের পাতা

যুনে চলে পড়ে নি। তবু মনে হচ্ছে, আত্মস্মরি আমার সামনে এসে

দাঁড়িয়েছে। এটা নিশ্চয় স্বপ্ন।

আত্মস্মরি স্বপ্ন কেন হবে? আমার জাগ্রত জীবনের কর্মকে প্রকাশ করার জন্য

এইত আমি এসেছি তোমার সামনে।

পুরোহিত একটি প্রার্থনা যে দশহাজার পাপ দূর করে দিতে পারে, তা কি

লিখিত হয় নি? সব পাপ ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য আমি অশ্রান্ত

একাগ্রতায় অনিত্যতাদের নাম নিয়ে ধর্মানুষ্ঠান করে চলেছি। এমন

প্রার্থনার পরেও কি কোন শেষ অবশিষ্ট থাকতে পারে? যদি তুমি

ভুবে বাও করনো পাপের এমন গভীর

আত্মস্মরি এমন গভীর সাগরে

বার তট পাখাণ দিয়ে তৈরী।

তবু, প্রার্থনার কি আমার মুক্তি হবে না?

পুরোহিত আমার প্রার্থনা তোমার অবশ্যই রক্ষা করবে ...

আত্মস্মরি তোমার এই অনুভূতিও পূর্বজীবনের কল্পনা থেকে উদ্ভূত।*

* আত্মস্মরি নিশ্চয় পূর্ব জীবনে কৃষাগাছকে কোল বন্ধনা প্রদর্শন করে থাকবেন। তাই-ই কৃষাগাছ-এর পরিভাষার কারণ।

৬ জাপানের নো নাটক

পুরোহিত একলম্বরে শত্রু হলেনও

আংগুমরি এখন...

পুরোহিত প্রকৃত পক্ষে আনরা .

আংগুমরি বুজবেবন নীতি মানুষেরে মিত্র ।

কোরাস কথিত আছে 'দুর্বল বন্ধুর কাছ থেকে দূরে থাক, ধার্মিক শত্রুকে
বরং কাছে ডেকে নাও।' জেতার জন্য এ উক্তি সত্য এবং তুনি
তা যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে। এখন জেতার অপরাধ স্বীকারের
কাহিনী আনাদের শোনাও। বাত শেষ হতে বাকী আছে এখনও।

আবিভাতের আদেশ

বসন্তের ফুলগুলি

বৃক্ষ শাখার শীর্ষে উঠল ফুলে ।

মানুষ চোখ তুলে তাকান সেদিকে

চলতে শিখল উর্বরমুখে ।

ভীর আদেশে

শরতের নদীতীরে ডুবে গেল চাঁদ

পেছনে পড়ে থাকা মন্ত্রগতি মানুষকে

সে-আলো পথ দেখাল,

হতাশার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখাল ।

আংগুমরি তাররা বংশ, স্বাভাবিক প্রাচীর বাড়িতে বাড়িতে

ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে

মহাবৃক্ষের পত্রশোভিত শাখার মত ।

কোরাস তাহলেও তাদের সে সন্নিধি

মাত্র ক'দিনের ।

কন্ডলভুলাস ফুলের মতই অগম্যবী ।

এমন কেউ ছিল না যে তাদের বলে দেবে

গৌরব আর বশ

চকমকি পাখরের সুললিতের নীতি মাত্র ।

আংগুমরি স্বপ্নের জগৎ মোহেরে উঠল শিখরে

ভ্রমণ পীড়ন করেছে বিনয়ীকে ।

ধনের গর্বে অহংকারে কেটে পড়েছে,

হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল।

বিশ বছর ধরে তারা এ অকল শাসন করেছে
কিন্তু একশুরকের জীবন ভে এক নিমেষের স্বপ্ন।

জুরি'র* শরভের সেই নিমেষ

চারদিকের বাতাসে এলোবেলো হয়ে গেল।

ছড়িয়ে পড়ল তারা পাতার মত

ভাসাল জাহাজ।

আর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তারা ফিরে এল স্বপ্নে।

বাঁচার পাখীও বেধের প্রত্যাশা করে

আর ওরা ছিল বুন্দো হাঁসের মত।

বদিও তাদের দল ছিনুভিনু হয়ে গিয়েছিল

তবু ওরা চলছিল দক্ষিণ দিকের উদ্দেশে

সে যাত্রা ছিল দ্বিধা-সঙ্কুল।

দিন কেটে গেল, কেটে গেল মাস

বসন্ত ফিরে এল আবার

সুমা নদীর প্রথম উপত্যকায়

এই জায়গায়

ওরা কিছু সময়ের জন্য ধামল।

আমাদের পিছন দিককার পাহাড় থেকে

বাতাস এলো নীচে নেবে

মাঠগুলি শীতের হাওয়া লেগে শূন্য হয়ে গেল।

আমাদের জাহাজগুলি বাঁধা ছিল সমুদ্র তটে

সারাদিন ধরে সেখানে শোনা যেত

গী-গাল পাখীর কলরব।

নোনা পানিতে ভিজে যেত আমাদের পোশাক

ছেলেদের কুটিরে, বালির উপাধানে

আমরা সুমোভাব।

চিনজান না সুমার লোকজন ছাড়া আর কাউকে।

পাইন গাছের ভেতরে

সন্ধ্যার ধোঁয়া উড়ত। ওরা থাকে ঋতু বদল**

* The Taiva evacuated the Capital in the 2nd year of Juyei, 1188.

** তাইবা বংশের নরদের কাছে এতদুহ বস্তু আগে পরিচিত ছিল না।

৮ আশীনের নো নাটক

আমরা কুড়িরে আনান তাই
শস্যের জন্য।
দিন কেটেছে কি বে কটে ও দুর্লভায়
সুখা তটের সেই আরণ্যক জীবনে।
স্মরণ্য বংশ
আর তান সকল স্তম্ভী রাজকুমার
অবশেষে হয়ে দাঁড়ান
সুমান প্রাচীর লোকের মত নেহাৎই সাধাবণ।

আত্মস্মৃতি দ্বিতীয় মাগের ঘট্নে
আমার পিতা ১৯২৯নামি আমাদের সকলকে একত্রে ডাকলেন।
বললেন 'আগামী কাল আমাদের শেষ যুদ্ধ হবে
'আজকের রাতই শেষ রাত ধরে নাও।'
আমরা সকলে মিলে একসাথে গাইলাম, নাচলাম।

পুরোহিত ইয়া, ননে পড়েছে। অবরুদ্ধ তাঁবুতে বসে
আমরা শুনেছিলাম সেই গান বাজনার আওয়াজ।
তোমাদের তাঁবু থেকে ভেসে আসা
মিলিত বাজনার আওয়াজের মধ্যে
একটি বাঁশীর স্বরও শোনা যাচ্ছিল...

আত্মস্মৃতি বাঁশের সেই বাঁশীটি
বড়ার মুহূর্তেও আমার মনে ছিল।

পুরোহিত আমরা গাইতে শুনেছিলাম...

আত্মস্মৃতি গান আর গাথা...

পুরোহিত অনেকগুলি কণ্ঠস্বর

আত্মস্মৃতি একই তালে গাইছে।

[আত্মস্মৃতির নৃত্য]

রাজকীয় রণভরী এল প্রথমে

কোরাস ওদের সব নৌকা সমুদ্রে ভাসল
আত্মস্মৃতি ছুটল তীর অভিমুখে -
রাজা ও সৈনিকদের নৌকাগুলি
অনেক দূরে চলে গেল ভেসে।

আত্মস্মরণ কি আর করার ছিল তার
 ঘোড়ার চড়ে সে নেমে গেল চেউয়ের মধ্যে—
 হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল সে
 এবং তারপরে

কারাগারে গে পেলেন তাকাল।
 দেখল কুমাগাই অনুসরণ করছে তাকে।
 সে পানিতে পারল না।
 আত্মস্মরণি মোড়া ফেরাল
 উচ্চল শ্রোতে ডুবে গেল হাঁটু তার—
 সে দুবার, তিনবার আঘাত হানল।
 ঘোড়ায় চড়েই সে যুদ্ধ করতে লাগল।
 তারপর রেকাবে পা গেল আটকে
 মাথা ঝুলে পড়ল নীচে
 সমুদ্র তীরের ফেনার মধ্যে।
 আত্মস্মরণি পড়ে গেল। বধ করা হল তাকে।
 কিন্তু এখন ভাগ্যের চাকা গেছে ঘুরে
 আবার সে ফিরে এসেছে। (মাটি থেকে উঠে তলোয়ার তুলে
 পুরোহিতের দিকে এগুন)
 'এতো আমার শত্রু' চীৎকার করে সে আঘাত করল।
 কিন্তু অন্যজন দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।
 প্রভু বুকের নাম ছপ করতে লাগল সে
 নিরত রইল শত্রুর নুজি প্রার্থনায়।
 আবার তাদের জন্য হবে
 একই পদ্যপাতার ওপরে।
 'না, রেনেসি আমার শত্রু নয়
 আমার জন্য প্রার্থনা কর আবার
 ওহ্! প্রার্থনা কর আমার জন্য।'

ইকুতা

রচয়িতা—জ্যোতা মোতাইরাসু

[১৪৫৩-১৫৩৩]

চরিত্র

পুরোহিত (হোনের শোনিনের* দনুসারী)

আত্মস্মরি

দ্বাদশবর্ষের শিশু সম্মান

কোরাস।

পুরোহিত কুরোলানির হোনের শোনিনের সেবক আনি। আর এই শিশু—
একদিন, হোনের বর্ষন কানো বলির দর্শনে যাচ্ছিলেন, তখন পথে
লতানো কার-পাছের নীচে একটি বাক্স দেখতে পান। ভালো তুলে
দেখলেন তার ভেতরে স্তম্ভের একবছরের একটি ছেলে রয়েছে। তাকে
একটি সাধারণ ঘরের পরিত্যক্ত শিশু মনে হলেও আবার প্রভু মনতা
বোধ করলেন এবং নিজের বাড়িতে তাকে নিয়ে এসে সমস্ত তত্ত্ব-
বধানে রাখলেন। এখন তার বয়স দশ বছরেরও বেশী।

কিন্তু বাবা-মা কেউ না থাকা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। তাই একদিন
শোনির তাঁর ধর্মপ্রচার অনুষ্ঠানের শেষে এই ছেলেটির কাহিনী শোনা-
লেন। শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটি তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে বললো,
ছেলেটি তার। তিনি তাকে এক পাশে ডেকে প্রশ্ন করে জানতে
পারলেন, ছেলেটির বাবা তাম্রা বংশের আত্মস্মরি, যিনি করেক
বছর আগে ইচ্ছা নো। তাম্রার যুদ্ধে মারা গেছেন। ছেলেটিকে বর্ষন
একথা জানানো হল, তখন সে তার বাবার মুখ, তা সে স্বপ্নেই হোক
না কেন, একটুবার দেখবার জন্য ব্যাকুল হিন্তি জানাল। শোনির
তাকে বাবার আদেশ দিলেন এবং কানো বলিরে গিয়ে প্রার্থনা করতে
বললেন। এক সপ্তাহ পরে রোজই সে বলিরে এসেছে এবং আজই
শেষ দিল।

* আইনক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক—বুজু দন ১২১২ খ্রীস্টাব্দ।

এমনোই আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি কারো উপাসনায়। প্রার্থনা
কর বাছা, ভালো করে প্রার্থনা কর।

বালক লাল পাচিলে-ঘেরা দেবতার মন্দির দেখে আমার বন ছত্রে-বিশুয়ে ভরে
উঠেছে।

আমার হৃদয় যদি পুণ্যশ্রোতা নদীটির* বত পবিত্র হত।

কিংবা বিধাতার কৃপা যদি এই নদীটির বত গভীর হত।

প্রভু, আমাকে দেখাও আমার পিতার মুখ, তার চেহারা দেখতে লাও
একটাবার, স্বপ্নেও অস্তিত্ব।

আমার প্রার্থনার কি কোন শক্তি নেই,

তা কি নসৃণ নয়

যাতে পিছলে পড়ে বিধাতার কল্পনা ?

তাদান্ন বনের অধীশ্বর**। হে দেবতা,

তুনি তো আরাধনার যথার্থতা বুঝতে পার

বলে নাও আমাকে কি করতে হবে।

কি আশ্চর্য! বখন প্রার্থনা করছিলাম, আধোতক্তার মধ্যে কি তুম্বর
স্বপ্ন দেখলাম আমি!

পুরোহিত কি স্বপ্ন দেখলে, বল আমাকে।

বালক মহাজগৎ থেকে একটি আশ্চর্য ক-ঠংল আমার কানে ভেসে এল—
'যদি তুনি স্বপ্নেও তোমার পিতার মুখ দেখতে চাও, যেহেতু প্রদেশের
ইকুতা অরণ্যে যাও।' এই অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছি আমি।

পুরোহিত বাস্তবিকই এই বিচিত্র সংবাদ বিধাতাই তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।
তবে কেন আমরা একুশি কুরোদানীতে ফিরে যাব? চলো, আমরা
গোজা ইকুতা অরণ্যে যাই।

পুরোহিত (যাত্রার বর্ণনা নিচ্ছেন)

কানোর মন্দির থেকে

পাহাড়ের ছায়ার ছায়ার ক্রান্তবেগে যেতে যেতে

ইয়াবাজাকি অতিক্রম করে

আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম

কুরোদান্ন বিনাসে নদীর তীরে।

* নদীর বন্য নিয়ে প্রবাহিত নদীর প্রোক্তকার। এখানে কারো নদীর কথা বলা হয়েছে।

**তাদান্ন বনে গোরা, শুভ। কারোতীর তাদান্ন বনে অবস্থিত।

আরও উপরে উঠতে লাগলান আমরা
ঝোড়ো হাওয়া যেখানে বইছে প্রবল বেগে,
ছিন্নভিন্ন করে নিচ্ছে পঞ্চাঙ্গারী পোশাক
কাঁপিয়ে তুলেছে হাড় পর্বত।
'শরৎ এসেছে এ অরণ্যে
কাল পর্বত এ বন ছিল শ্যাবল শোভার ঢাকা'*

অবশেষে আমরা এসেছি
সেবেত্র প্রদেশের সেই ইকুতা বনাঞ্চলে।
আবার এত তাড়াতাড়ি এসেছি যে এর মধ্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে
গেলাম। এই অরণ্য ও নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সন্মুখে অনেক কথা
শুনছিলাম। কিন্তু যে অপরূপ সৌন্দর্য দেখছি তাতে কানে শোনা সব
কথা মিথ্যা হয়ে গেছে। দেখ, এই মাঠ ইকুতা অঞ্চলের নিম্নভূমি।
চলো কাছে গিয়ে চোখ ভরে দেখি। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে আমরা
চলেছি এর মধ্যেই সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল।
একটা আলো দেখা যাচ্ছে ওদিকে। মনে হচ্ছে, নিশ্চয় ওখানে
কোন বাড়ি আছে। চলো ওখানে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আংসুমরি (একটি কুটিরের কথা থেকে কথা বলছে) সৌন্দর্য, দর্শন, জ্ঞান, গতি,
আত্মজ্ঞান অস্তিত্বজীবীর এই পাঁচটি গুণ ব্যর্থ উপহাস মাত্র।
শরীরের নত দুর্বল জিনিস নিয়ে মানুষের গর্ব অসান,
কারণ, মাঝাই দুর্নীতি থেকে তাকে রক্ষা করে।
রাতের চাঁদ কোথায় চলে যায় হঠাৎ।
হতভাগ্য নগ্ন প্রেতাত্মার বিলাপ
ধ্বনিত হয় শরতের বাতাসে।
ওহ! কত নিঃশব্দ আমি। কি একাকী।

পুরোহিত কি আশ্চর্য! পূর্বকুটিরে শিরদ্রাণ ও বর্মে শোভিত এক যুবক সৈনিক-
কে আমি দেখতে পাচ্ছি। ওখানে সে কি করছে?

আংসুমরি মূর্খ মানুষ, ভ্রমেরা কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসনি এখানে?
আমি—আমি—ওহ বলতেও লজ্জা করছে—
আমি সেই, যে একসময়ে ছিল আংসুমরি—আমি তাঁর প্রেতাত্মা।

* 'মিঃ স্কোফিন'র একটি কবিতার মাইন।

বালক আংশুন্নরি ? আমার পিতা...

কোরাব লম্বু পায়ে সে ছুটে গেল,
সেই বোদ্ধার আমার আন্তিন টেনে ধরল সে।
দুঃখী রোদন রত নাইটিঙ্গেলর মত
তার চোখ-ভরা অশ্রু পড়ল ঝরে।
কিন্তু এ অশ্রু তো সাক্ষাতের আনন্দাশ্রু।
মানুষের হৃদয় এ সুখের ভার কি সহজে
সহ্য করতে পারে।
তাই আমরা ভাবি,
যদি আগলের এই অগ্নিক স্বপ্নের বিগিনয়ে
জাগ্রত জীবনের দীর্ঘস্থায়ী ভালবাসা
লাভ করা যেত ?

আংশুন্নরি কী বেলনা !
এই শিশুর জন্ম হয়েছে আমার মৃত্যুর পর।
আমার আদরের সন্তান
কুলের মত প্রকৃত খাকার কথা যার
সে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরানো ছেঁড়া কালো জামা পরে।
হায় !
বৎস ! আমার প্রতি তোমার ভালবাসা
তোমাকে নিয়ে এসেছে কানো মন্দিরে।
দেবতার কাছে তোমার যে প্রার্থনা ছিল—
অন্ততঃ স্বপ্নেও যেন তুমি আমার মুখ দেখতে পাও—
সেই প্রার্থনায় কানো তাঁর্ধের করুণায় দেবতা
নরকের রাজা ইয়ামার কাছে এসেছিলেন।
ইয়ামার আদেশ আমি পেয়েছি
কয়েক মুহূর্তের অবসর—কিন্তু এরপর, আর নয়।

কোরাব 'চাঁদ ডুবে যাচ্ছে।
গভীর রাতে তুমি এসো', তিনি বললেন,
'তোমাকে শোনার আমার কাহিনী।'

আংশুন্নরি যখন তাররা বংশ গৌরবের শিখরে
সেই সমৃদ্ধ তারুণ্যের জ্যোতি-উদ্ভাসিত দিনে

আমরা খেলতাম কুলের বনে
পাখী চাঁদ আর মল্ল-সবীরের সঙ্গীতে
গানে বাজনার স্বাগত জানাত্তাম
বসন্ত ও শরৎকে ।

ভরপূর একদিন আমাদের দুঃস্বর এল,
কিসে সেতু পার হয়ে একদল সৈন্য এসে
ধূরে মুছে নিঃশেষ করে দিল আমাদের ।
কুলের নগরী থেকে, রাজার অনুবর্তী হয়ে
আমাদের পালাতে হল ।

লুকানো পথ বেয়ে
পশ্চিম সমুদ্রের ধার ধরে আমরা এগুলাম ।
অনেক হ্রদ ও পাহাড় অতিক্রম করে
বন্য মানুষের নত চেহারা এসে না পৌঁছান পর্যন্ত
আনন্দের যাত্রা ফুরাল না ।
পাহাড়িরা পথ বেয়ে, চেউয়ের নত ভাগতে ভাগতে
আমরা এলাম সুমা সাগরের তীরে ।
সেই উপত্যকার, ইকুতার অরণ্য ভূমিতে এসে
আমাদের হ্রদ হালকা হল ।
কেননা আনবা, তারবা বংশের সন্তান,
অনুভব করলাম দেশের কাছাকাছি এসেছি ।
সেখানেও আকস্মিক ভাবে
প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুরা দিল হানা ।

কোরাস নোরেইয়োরি, ইয়োগিসুনির সেনাবাহী
নেদের নত এল বেয়ে,
বৈশাখের কুৎসার্টিকার নত তারা চারিদিক ফেলল ছেয়ে ।
আমরা যুদ্ধ করলাম । কিড হারি !
আমাদের দিন আগেই শেষ হয়ে এসেছিল ।
শক্তি, দুর্বল-চিহ্ন আমরা
ছড়িয়ে পড়লাম ইডুডুত ।
অবশেষে জীবন প্রান্তরের* গভীর জলরাশিতে

* ইকুতার অরণ্য অর্থাৎ জীবন প্রান্তর ।

এলান আনন্ড।

কিছু জীবনের পরিষর্তে

মৃত্যু কেমন করে গ্রাস করল আমাদের

কি লাভ তা বলে?

আংসুমরি কে ওখানে? (আতঙ্কিত হয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে নরকের অদূরে ছায়া-
মুন্ডির দিকে নির্দেশ করবে)

ইয়ামার বার্তাবাহক? সে আমাকে বলতে এসেছে, আমাকে প্রদত্ত
সময় শেষ হয়ে গেছে। নরকের অধীশ্বর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমার
দেবীর কারণ জানতে চান তিনি।

কোরাস সে এই কথা বলল।

দেখ, দেখ, হঠাৎ করে কালো মেঘ ভেসে উঠলো। পৃথিবী ও
আকাশ ভরে অশ্রুর ঝলংকার প্রতিধ্বনিত হল।

অগণিত যুদ্ধ-দানবের বর্ষার দ্যুতি মুহূর্তেই বালগিত হতে থাকল।

আংসুমরি গুরা ণক্র এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে।

কোরাস তরবারি নিষ্কাশন করে

সে তাদের মাঝে পড়ল ঝাঁপিয়ে।

চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে

প্রচণ্ড আঘাত হানতে থাকল সে।

ইম্পাতের সংঘর্ষে আগুন উঠল জলে।

কিছুক্ষণ পরই কালো মেঘ গেল সরে

অদৃশ্য হল দানবের দল।

চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে পড়ল

আকাশে ফুটে উঠল ভোরের আভাস।

আংসুমরি ওহ্! আমি লজ্জিত।

আমার সন্তান আমাকে এমনভাবে দেখে.....

কোরাস সে দেখল আমার দুর্দশা!

এবার আমাকে ফিরে যেতে হবে।

‘প্রার্থনা করো আমার জন্য, করো, প্রার্থনা

আমি চলে গেলে।’

বলল সে, তারপর ভেঙে পড়লো কান্নায়।

১৬ আপানের নো নাটক

আর সেই বানকের হাত ছেড়ে দিয়ে
সে নিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।
কুরাশা চাকা মাঠের ঘাসের ওপর থেকে
শিল্পির কথা নিলিয়ে যায় যেমন করে
ঠিক ভেবনি করে
অদৃশ্য হন সে।

৔সুনেমাঙ্গা

রচয়িতা—সিদ্ধার্থ

চরিত্র

পুরোহিত গিরোকি

তায়রা নো ৔সুনেমাঙ্গার প্রেতাঙ্গ

কোরাগ

গিরোকি রাজকীয় নিম্নাঙ্গী মন্দিরের পুরোহিত আনি।

আপনারা নিশ্চয় জানেন যে তায়রা পরিবারে ৔সুনেমাঙ্গা নামে এক রাজপুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজ্যের অধিপতি। শৈশব থেকে আনাদের প্রভু, সম্রাটের আনুকূল্যে তিনি সবরকম সুখস্বচ্ছন্দ্য পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু পশ্চিম সমুদ্র তটের বুকে তিনি সম্প্রতি নিহত হয়েছেন। আনাদের সম্রাট 'সবুজ পাহাড়' নামক একটি বীণা তাকে দিয়েছিলেন। আনার প্রভুর আদেশে সেই বীণা গিরে আনাকে বুকের কাছে উৎসর্গ করতে হবে। সেখানে বাদ্যযন্ত্রসহ বুকের যোগে উৎসবের মাধ্যমে ৔সুনেমাঙ্গার আত্মার কল্যাণ কামনার আয়োজন করতে হবে। সমস্ত গণীতন্ত্রদের একত্র করতে হবে, এই আনার অভিপ্রায়।

যে সব আগন্তুক একই বুকের নীচে আশ্রয় নেয় কিংবা একই জলাশয় থেকে পানি আহরণ করে, তারা পরবর্তী জীবনে পরস্পরের বন্ধু হয় এ কথা সত্য। সম্মিলন যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, করুণা ও অনুগ্রহ ততই গভীর* হয়... ..

নিশ্চয় তারা রাত ধরে আনার প্রার্থনা

ধ্বনিত হবে,

উৎসবের মাধ্যমে দিয়ে

উদযাপিত হবে।

* (সম্রাট ও ৔সুনেমাঙ্গার সম্পর্কের গভীরতার কথা বলা হয়েছে)

এ-প্রার্থনা আরি উচ্চারণ করেছি বারবার

এই প্রাসাদের মধ্যে বসে

৭হুনেমাসার আত্মার নুক্তি-কাবনায়।

জাগ্রত হোক তার আত্মা।

কোরাস সবার চেয়ে বড় কথা এটিই :

আমরা 'সবুজ পাহাড়' বাঁশী উৎসর্গ করতে চাই তার নামে।

প্রাধিনার সঙ্গে যখন মিলে যাবে এই বীণাধুনি, সারারাত সারাদিন
ধরে বাজতে থাকবে, তখন খুলে যাবে মহাবিশ্বানের দ্বার

সেই শ্বাশত পথ

কখনো ফেরায় না কোন পথিককে।

৭হুনেমাসা [মঞ্চের পাশে, আড়ালে থেকে কথা বলবে]

'ওকনো পাঁচপানার ভেতর দিয়ে বইছে বাতাস

মেলহীন আকাশ

তবু ঝরছে বৃষ্টি।

চাঁদ বালুভূমির উপর দিয়ে পাড়িয়ে যাচ্ছে

বরফ ঝরছে এই গ্রীষ্মের রাতে।'*

তুমার ঝরছে...কিন্তু আনার তো বিশ্রামের অবসর নেই।

এসেছি এ পৃথিবীতে মানান্য সময়ের জন্য

যাগের ওপর সন্তর্পণে চলে যাওয়া ছায়ার মত।

সকালে যে শিশির বিন্দু লেগে থাকে যাগের গায়ে

আমি তেরনি শিশিরের মত।

কি বেদনাদায়ক এই প্রতীক্ষা

আচ্ছন্ন করে ফেলেছে আনাকে একেবারে।

দ্বিগোকি কি আশ্চর্য! রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। মোনবাতির প্রায় নিভু নিভু

শিখার কার অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছে। কে, কে ওখানে ?

৭হুনেমাসা [এবার তার মিলিয়ে যাচ্ছে]

আমি ৭হুনেমাসার আত্মা। তোমার প্রার্থনা আনাকে তোমার সাননে
নিরে এসেছে।

* 'বাতাসের শব্দ বৃষ্টির মত ঘোনাচ্ছে। বালুকা বরফে আচ্ছন্ন, বনে হচ্ছে।'—পো.
চুই লিখিত কবিতার লাইন।

গির্যোকি তিনি বলছেন 'আমি ৭স্বনেমাঙ্গার আত্মা।' কিন্তু এই আওরাজ কোথা থেকে আসছে। দেখার জন্য যখন চারিদিকে তাকাচ্ছি, তখন কোন মুক্তি বা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না।

৭স্বনেমাঙ্গা কেবল একটি স্বর।

গির্যোকি একটি অস্ফুট স্বর শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, একটি শায়িত ছায়া
ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে কিন্তু আমি যখনই তাকাচ্ছি--

৭স্বনেমাঙ্গা তা মিলিয়ে যাচ্ছে--

গির্যোকি এই চলমান আকার...

৭স্বনেমাঙ্গা মাঠের ওপরকার কুরাশার মত

কোরাস কেবলমাত্র একটি কুশলী যাদু,
একটি অবয়বহীন অস্পষ্ট ছায়া,
সে কি তার জীবিত কালের পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে
হ্রত পরিবর্তনশীল ৭স্বনেমাঙ্গা।

এই নামেই তাকে ডাকা যাক,
কেননা সে জীবিতকালে পরিচিত ছিল এ নামেই।
যদিও সে--দেহ বর্তমান নয় আর।

মৃত্যুর প্রাচীরের মধ্য থেকে
সে কি আবার এই পৃথিবীর জন্য ব্যাকুল হচ্ছে
যা তার পরম প্রিয় ছিল।

'বাগানের বহতা জলের ধারা

থেকে যাবে শিগগিরই

প্রতুর স্বর্গে থেকেও রাস্তা হয়ে পড়ব আমি।'*

স্বপ্নের মতই কার এই আগমন

ভোর বেলার স্বপ্নের মতন।

গির্যোকি কি আশ্চর্য! ৭স্বনেমাঙ্গার দেহজ্ঞায়া অপসৃত হয়েছে, কিন্তু তার
কথা আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি স্বপ্ন দেখছি না ভেগে যাচ্ছি,
বুঝতে পারছি না। এও জানি যে,--যাদুবিদ্যার-শক্তিতে মৃতব্যক্তির
সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ওহু! ধর্ম-অনুশাসনের শক্তি কি বিচিত্র।

* মৃত্যু যাবার আগে ৭স্বনেমাঙ্গা যে কবিতা মনুটিকে দেন, তার অংশ।

৭স্বনেমাসা খুব বেশীদিনের কথা নয়, যখন আমি প্রাসাদে ছিলাম। আমি তখন বালক হলেও সারা পৃথিবী আমার চিন্ত। কারণ আমি আমার প্রভুর ভালবাসা, সম্রাটের করুণা লাভ করেছিলাম। অনেক উপহারের মধ্যে তিনি আমাকে একটি বীণা দিয়েছিলেন, যা তুমি উৎসর্গ করতে এসেছ। আমার আত্মা এই বীণার ভায়ে সর্বদা সজাগিত হত।

কোরাস মনে হচ্ছে সে বীণাধুনি এখনও শোনা যাচ্ছে,
তোমার হৃদয়ে বাজছে সে সুর।
স্বর্গীয় সে বাদ্যধুনি
সরস্বতীর* বীণার পবিত্র আওয়াজের মতই মধুর।
৭স্বনেমাসা তার শৈশবকাল থেকে
যে বিশ্বাস জ্ঞান ঔদার্য সম্মান ও নম্রতায় ছিল ভূষিত
সেগুলি তাকে উত্তরকালে শ্রেষ্ঠ দিয়েছিল।
তাকে আনন্দ দান করতে
তার বংশী ধুনির সঙ্গে তাল মেলাত
পান্থীর গান, ফুলের গন্ধ, বাতাসের শব্দ;
চাঁদের আলো মায়ায় তরাত তার সুরজ্ঞানকে।
এমনি করেই সে কাটিয়েছে
বসন্ত ও শরতের দিনগুলি।
কিন্তু ধরনীতে এসব কিছুই
ঘাসের ওপরকার শিশির কণার মত ক্ষণস্থায়ী জলবুধদের মত ক্ষণিকের।
কোন ফুলই বা স্থায়ী এই পৃথিবীতে।

গিরোকি মৃত ব্যক্তির খুশীর জন্য আমরা 'সবুজ পাহাড়' বীণা বাজাব।
জীবিতকালে এ বীণার সুর তার পরম প্রিয় ছিল। অন্যান্য বাদ্য-
যন্ত্রের ঐক্যতানের সঙ্গে এবীণাও বাজবে।

[৭ম বন্দ্য]

৭স্বনেমাসা তারা যখন বাজাচ্ছে, তখন সেই মৃত ব্যক্তি তাদের পেছনেই দাঁড়িয়ে
রয়েছে। মোকবাতির আলোতে তারা তাকে দেখতে পাচ্ছে না।
তাদের মনে হচ্ছে বীণার তার সে ছিঁড়ে কেলেছে—

* সঙ্গীতের দেবী। তার বীণার সুরে সকল আত্মার বৃত্তি হয়।

গিয়েকি এখন মধ্যরাত্রি। সে 'ইয়াবান্নাকু' সুর বাজাচ্ছে—মধ্যরাতের প্রচণ্ড নাচের সঙ্গে কে-বাচনা বাজে। আচ্ছ আমাদের কার চোখে ঘুম নেই।

৭হুনেবাসা আকাশ নির্বল। ডবু বনে হচ্ছে, হয়তো বা বৃষ্টি আসবে। ডেননি শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গিয়েকি গাছে, পাতায়, বাসে অশান্ত বৃষ্টিপাতের শব্দ। কোন্ ঋতুর বাজনা* বাজাব আমরা এমন সময়ে?

৭হুনেবাসা না, বৃষ্টি নয়। দেখ মেঘের দিকে চেয়ে।

কোরাস উজ্জ্বল চাঁদ আলো ছড়িয়েছে
নারাবি** পাহাড়ের পাইন গাছের ওপরে
শুধু বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে—
পাইন পাতার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বর্ষার ধ্বনি।
বৃষ্টির ধারার মতন বাকাসের সুর
কি অপক্লপ মুহূর্ত—ওগো কি সুন্দর।
'বীণার মোটা তারগুলির আওয়াজ
মর্মরশব্দে কান্নার মত বাজছে
শীতকালের বৃষ্টি ধারার সুরে।
সূক্ষ্ম তারগুলির আওয়াজ
যেন অস্ফুট বিলিত কণ্ঠস্বর।
পাইন বনের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস হয়ে
প্রথম ও দ্বিতীয় তার বাজছে দ্রুত লয়ে—
এলোবেলো বর্ষার ধ্বনির মত।
তৃতীয় ও চতুর্থ তারের বাজনা মৃদু ও বেদনাতুর—
খাঁচার সারস পাখী রাতের বেলায়
সন্ধানদের জন্য বেদনায় আকুল হয়ে যেন গাইছে।***
এ রাত যেন শেষ না হয়,
বোরগগুলি যেন না ডেকে ওঠে ;
তার স্বপ্নও যেন শেষ না হয়।****

* বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সুর বা বাজনা শব্দ।

** মিনুজি গ্রন্থের দক্ষিণের পর্বত শ্রেণী। এ নামের অর্থ 'পর্বত শ্রেণী'।

*** শো. চুই এর 'Lute Girls Song' শীর্ষক কবিতার উদ্ধৃতি।

**** মধ্যরাতের আগেই প্রোভান্সকে দিয়ে যেতে হবে।

৭স্বনেমাগা ছাই থেকে আবার জন্ম নেওয়া পাখীর মত এই বীণার একটি সুর—

কোরাস পরন্তের বেবলালাকে পাহাড়ের পাশ থেকে

সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।*

স্বপ্নীর সেই পাখী আর তার সাথী

এই সুরে বিমুগ্ধ হয়ে ডানা ঝাপটান্বে।

উন্নাসে তারা নাচছে

কিরি ও বাঁশ বনের দোলানো শাখায়।

[নৃত্য]

৭স্বনেমাগা ওহ্, কি নিদারুণ যাতনা! মনস্থাপ!

কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীতে ফিরে এসে মধ্যরাতের এই আনন্দ উৎসবে,

এই বাস্য শুনতে আবার হৃদয় ডুবে গেছে। কিন্তু আবার আবার হৃদয়ে

বৃণা জাগ্রত হচ্ছে...**

গিয়োকি যে ছায়া আমরা আগে দেখেছিলাম, তা এখনও দৃশ্যমান। এই কি

৭স্বনেমাগা ?

৭স্বনেমাগা ওঃ। আমি লজ্জিত। আমাকে তাদের দেখতে দেওয়া উচিত নয়।

তোমাদের মৌমবাতি নেভাও।

কোরাস 'মৌমবাতির কাছ থেকে দূরে চলো,

চলো সবাই বিলে দেখি মধ্যরাতের চাঁদ।'

ঐ দেখ চল্লথারক ইজ্রকে,

অশ্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধে রত তিনি।

ওদের তলোয়ার থেকে আগুন ছুটছে

নিভেদের হ্রোধের সফলিত বৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ছে তাদের ওপর।

আর একজনকে আঘাত করার জন্য আসি মুক্ত করলেন তিনি,

কিন্তু তার নিজের দেহ থেকে

রক্তের স্রোত নেবে এল।

অগ্নিশিখার মত চেঁকে ফেলল সারা শরীর তার।

'দুঃখ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, তাই আমি লজ্জিত।

কোন বানুঘের চোখের সাধনে পড়া আমার উচিত নয়।

* Royal Shu'-র গীতা-কবিতার উদ্ধৃতি।

** যুদ্ধে তার বৃত্তা হয় এবং তার কলে নারক-শাবকের সঙ্গে তাকে গিরত যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকতে হত।

আমি নিভিয়ে দেব এই বাতি ।
 তিনি বললেন ; কারণ
 নির্বোধ ব্যক্তি প্রীত্বকালীন পতনের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের শিখার ।*
 বাতি নিতে গেল বাতাসের ঝাপটার ।
 বাতাসে মিশে গেলেন তিনি ।
 অন্ধকারে তার আত্মা অদৃশ্য হল ।
 তার আত্মার ছায়া সরে গেল !

* জ্ঞানী ব্যক্তি পরতের হরিণের মত পাহাড়ে পাহাড়ে চীৎকার করে করে। আর বোকারা
 পতনের মত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কুমাগাকি ও পরবর্তী দুই নাটক প্রসঙ্গে

কুমাগাকি ও পরের দুটি নাটক বীর ইয়োশিৎসুনের শৈশব নিয়ে রচিত। তাঁর বাল্যনাম ছিল উশিওয়াকা।

এবোমি ওকি-তে ঘটনার বিস্তার ভ্রতলয়ের কুমাগাকির ঐ ঘটনাবলীর সহজ দিয়েছে প্রেতাঙ্গ। এবং প্রেতাঙ্গই তাতে অংশ নিয়েছে। ইয়োশিৎসুনে সম্পর্কিত আরও দুটি বহুলবিখ্যাত নাটক রয়েছে—‘ফুনা বেনকি’ ও ‘যাতাকা’। প্রথমটিতে মৃত তায়রা যোদ্ধাদের ছায়ামূর্তি কর্তৃক বেনকি ও ইয়োশিৎসুনের নৌকা আক্রমণ দেখান হয়েছে। পরেরটিতে সেই বিখ্যাত দৃশ্য রয়েছে যাতে বেনকি একটি নির্ঘণ্ট দেখে কোন দীর্ঘ দলিল পড়ার ভাণ করছেন, আসলে যা তিনি দেখানেনই মুখে মুখে রচনা করছিলেন। (নিঃ স্যানসন এদু’টি নাটক অনুবাদ করেছেন। ১৯১১ সালের Asiatic Society of Japan সভা) সেই বিখ্যাত দৃশ্য (কওয়ানজিনকো) সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে ধার করে নেওয়া। এটি পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ ডানজুরো (১৬৬০-১৭০৩) ও তার অনুবর্তীদের পরম প্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

কুমাশাকা

রচয়িতা—জেনটিক্স উজ্জিনোব্

[১৪১৪-১৪১৯]

চরিত্র

রাজধানী থেকে আগত একজন পুরোহিত
আকাশার পুরোহিত (দম্ভ কুমাশাকা গো চোহানের প্রোতাপা)
কোরাস

পুরোহিত

পৃথিবীর পথে হেঁটে পরিশ্রান্ত এই পদযুগল,
বড়ই বেদনাসায়ক এই ভ্রমণ।
কোথায় গিয়ে শেষ হবে পরিক্রমা
নিয়ে যাবে আমাকে কোথায় ?

আমি রাজধানীর পুরোহিত। পূর্বদেশে কখনো দেখি নি। সেখানে
যাব তীর্থভ্রমণে আমি।

[ভ্রমণের বর্ণনা করবেন। হারপাশে মন্দির চারিদিকে পরিভ্রমণ করতে করতে]

পাহাড়ের ওপরে, ওষি-রাস্তার নীচে,
প্রবাহিত ফেনারিত ছোট নদীটির পাশ দিয়ে
আওয়াজ অরণ্যের ভেতর দিয়ে
সেতার লম্বা সেতুর ওপর
আমার ভারী পদধ্বনি ঝন্‌ঝন শব্দে বাজছে।
নোজির বাঁশবনে আমি রাত কাটাব
অপেক্ষা করব প্রতুষের।
সেখানে ভোরের শিলির ঘন হয়ে আছে
সবুজ সেই সবুজবির ওপর।
নাহেই সবুজ—পাতাগুলি হেবন্তের আগমনে রক্তিম।
অবশেষে সন্ধ্যা হলো,
সূর্যাস্তের মুহূর্তে আমি এসে পৌঁছুলাম
আকাশাকা ধ্রুবে।

কুমাসাকা [এ নামেই তাকে অভিহিত করা সুবিধাজনক, কারণ সে কুমাসাকার আত্মা,
পুরোহিতের হস্তক্ষেপে এসেছে]

এই যে পুরোহিত,
আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই।

পুরোহিত বল, কি বলবে।

কুমাসাকা আজ একজনদের জন্মদিন। তার যাবার সঙ্গতির জন্য তোমাকে
প্রার্থনা করতে বলছি।

পুরোহিত আমি পৃথিবী ছেড়ে এসেছি। আমার তো এখন প্রার্থনা করাই কাজ।
কিন্তু কার জন্য প্রার্থনা করব, তা তো আমার জানা দরকার।

কুমাসাকা তার নাম জানবার দরকার নেই। এই যে এখানে, এই পাইন
গাছের পাশে সমাধিতে সে আছে। সে মৃত্যু পাচ্ছে না*। তাই
তোমার প্রার্থনার প্রয়োজন তার।

পুরোহিত না, তা হয় না। তার নাম না জেনে আমি প্রার্থনা করতে পারি না।

কুমাসাকা প্রার্থনায় নামের দরকার করে না। কেননা একথা তো লেখাই আছে
—‘পৃথিবীর সব প্রাণীর জন্য প্রার্থনা। সেখানে কোন প্রভেদ
থাকবে না।’

পুরোহিত মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম থেকে

কুমাসাকা উদ্ধার কর তাকে, করো পরিব্রাণ।

কোরাস তার জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন,
যদিও তার নাম উচ্চারিত হল না,
তবু, প্রার্থনার মালিক তা গ্রহণ করলেন সানন্দে।
মাঠের গাছের জন্য কি শপথ উচ্চারিত হয় নি,
হয় নি জমির মৃত্তিকা বণ্ডের জন্য ?
নামবিহীন প্রার্থনাও শোনা যায়।

কুমাসাকা আমার সঙ্গে চল আমার কুটির, রাতে ওখানেই থাকবে।

পুরোহিত হ্যাঁ, যাক।

[ভানু কুটিরে প্রবেশ করবে। কজির কাঠাবোর আকারে কুটির—সামনের
দিকে খোলা]

* এই পৃথিবীর বারায় আবহ, তাই পশ্চিম স্বর্গে যেতে পারছে না।

শোন! আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে কোন ভজনালয়ে নিয়ে যাবে, যেখানে আমি আমার প্রার্থনা শুরু করব। কিন্তু এখানে কোন আঁকা ছবি বা খোদিত প্রতিমূর্তি নেই, যা সামনে রেখে আমি উপাসনার বসতে পারি। এখানে বর্ষা আছে দেয়ালের গায়ে, কোন দণ্ড নেই, রয়েছে শাবল। আর রয়েছে নানারকম যুদ্ধাস্ত্র ঠাটানো। এর কারণ কি?

কুমাগাকা তুমি অবশ্যই জান যে যখন আমি প্রথমে পৌরহিত্যের শপথ নেই, তখন সারা দিন রাত, বর্ষায়, বসন্তে আমি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি—তারুই, আউহাকা, আকাগাকা,—কোন ভায়গা বাদ পড়ে নি। সব রাত্তা আমি চিনি—আওনোর লম্বা ঘাস ভরা রাত্তা থেকে শুরু করে কোট্টারাত্তর গভীর বনভূমি পর্যন্ত। সে সময়ে আমি পাহাড়িয়া দল্ল্য ছিলাম। রাতে চুরি কনতান, খচচরের পিঠের বোচকা থেকে শুরু করে দাসীদের পোশাকও বাদ পড়ত না—এক গোলাবাড়ি থেকে অন্য গোলাবাড়িতে যাবার সময় আমার কবলে পড়ত তারা, এবং যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতে যেত। আমার সঙ্গে থাকত বল্লম—তাদের মুখের সামনে বল্লম দুলিয়ে আমি চীৎকার করে বলতাম ‘খানো, দিয়ে যাও সব।’ সামনে বল্লম দুলিয়ে আমি চীৎকার করে বলতাম ‘খানো, দিয়ে যাও সব।’

তারপর একসময় এল, যখন সব অন্যরকম হয়ে গেল। তখন এই ভায়গার আশ্রয় পেয়ে আমি শূণী হলান। পুরানো খেয়াল খুশি ছেড়ে দিয়ে তুট চিহ্নে এখানে থেকে গেলান। কেননা আমি এই নৃশিত জগৎ ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিয়েছিলাম।

ওঃ! সেই দিনগুলোর পৌরুষ কত তুচ্ছ ছিল।

কোরাস সে-সব অস্ত্র আর কাজ
পুরোহিতের কাছে নুলাইন।
দেবতাদের-স্বার্থে

অমিতাভই কি শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নয়?

তিনিই কি প্রেবের দেবতা নন

যার ধনুক থেকে শক্তির তীর নিক্ষেপ হয়?

তিনি তাঁর বাঁকানো বল্লম দিয়ে

অসুরদের পরাস্ত করেছেন সংগ্রামে,

দূর করেছেন সকল দুঃখ পৃথিবী থেকে।

২৮ জাপানের নো নাটক

কুনাসাকা প্রেব ও করুণার কথা

গুরুতর পাপ হতে পারে।

কোরাস শ্বেদস্তের পাঁচটি মহাদোষের চেয়েও

তা গুরুতর।

বিশ্বাসের জন্য কারু প্রাপ হরণ

হরণতো মহত্তর বিবেচিত হয়

বোধিসত্ত্বের* ছ'টি পুণ্যের চেয়ে।

এগব আমি শুনেছি আর দেখেছি।

কিন্তু অন্য সকলের কাছে—

চিত্তা কি ঘুরে বেড়ায় না পথ হারিয়ে

জাতিবির রাতে

কিংবা জাপ্রত বিদ্রুত দিন ভরে।

‘চিত্তাক’** তোমার দান কর, নতুনা তুমিই তার দাস হবে’

প্রাচীন প্রবাসের কথা এটা।

[কুনাসাকার হয়ে বলছে]

‘কিন্তু এখন আনাকে খানতে হবে, নইলে তোর হওয়া অবধি আনাকে
কথা বলে যেতে হবে। যাও বিশ্রাম কর, আমিও একটু বিশ্রাম
করে নিই।’ এই কথা বলে সে শোবার কানরার দিকে যাবে ভাবল।
কিন্তু হঠাৎ করে কুটিরটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

নদা লম্বা ষাগ ছাড়া আর কিছুই রইল না সেখানে। রইল কেবল
সেই পাইন গাছটি—যার তলায় পুরোহিত বিশ্রাম করছিলেন।

[বিরতি। কুনাসাকা গোপাক বদলাবে। এই সময় কুনাসাকার বিব্রান্তির
কথা কোন স্থানীয় গ্রামবাসী বর্ণনা করতে পারে]

পুরোহিত অদ্ভুত সব জিনিস দেখলেন। আমি ঘুমবো না। এক মুহূর্তের
জন্যও নয়। তরুণ হরিণের একটি শৃঙ্গ থেকে অন্য শৃঙ্গের যে
ব্যবধান সেটুকু সময়ের জন্যও ঘুমানো চলবে না আমার। শরতের
ঝোড়ো রাতে নিঃসঙ্গ এই পাইন গাছের তলায় শুয়ে সারারাত আমি
প্রার্থনা-গান গাইব।

[কুনাসাকার আগমন। বাথার একটি ওড়না বাঁধা, কাঁধে ব্যগ]

* বোধিসত্ত্বের ছ'টি পুণ্য কর্ণ হল—তিক্ষাহান, নীতি পালন, বৈৰ্ব, ধ্যান, জ্ঞান ও জ্ঞানের
একনিষ্ঠতা।

কুমাগাকা বাতাস দক্ষিণ-পূর্বে বইছে। উত্তর-পশ্চিম দিকের বেব সরে যাচ্ছে।
কি অন্ধকার রাত। উন্মুক্ত বাতাস বইছে পাহাড়ের নীচের অরণ্যে।

কোরাস দেখ, শাখাগুলি কেমন দুলাচ্ছে।

কুমাগাকা ঠান্ড ভোর রাতের আগে উঠবে না।

উঠলেও নেবে ঢেকে যাবে।

আক্রমণের নির্দেশ দাও। (হঠাৎ সন্ধ্যা ফিরে পেরে)

সমগ্র হৃদয় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে দুভাগে,

ধনুর্ধর আর বলগাধারীর মধ্যে কি জ্বালা।

অন্যের সম্পদ হরণের ইচ্ছা। দেখ, কি দশা আমার।

আমার হৃদয় পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে।

পুরোহিত যদি তুমি কুমাগাকা হও, সে সন্দের কথ্য আমাকে বল।

কুমাগাকা তৃতীয় পল্লীতে কিচিভি নামে এক অসাধু স্বর্ণবানসায়ী ছিল। প্রতি
বৎসর সে প্রচুর পরিমাণ গোনা এনে বস্তায় করে উপর দিককার শহরে
নিয়ে যেত। তার ধন অপহরণের উদ্দেশ্যে পথে ওং পেতে থাকার
জন্য আমি কতজন বিগৃহস্থ অনুচরকে খবর পাঠালান...

পুরোহিত যে সব লোককে তুমি বেচে নিরেছিলেন, তাদের নাম আর ঠিকানা
আমাকে বল।

কুমাগাকা কাওয়াচির কাকুজো এবং তুরিহারি ভ্রাতাদের—এ কাজে তাদের জুড়ি
কেউ ছিল না।

পুরোহিত বেশ। শহর থেকেও তো লোক ছিল।

কুমাগাকা তৃতীয় পল্লীর ইমন এবং নিবু প্রদেশের কোজারুও ছিল।

পুরোহিত স্তম্ভ নশালবারী। খও আক্রমণে—

কুমাগাকা তাদের জুড়ি নেলা তার।

পুরোহিত উত্তর প্রদেশ আর এচিভেন থেকে...

কুমাগাকা আসাউ অঙ্কলের মাংস্‌ওয়াকা এবং নিকুমির কুরো...

পুরোহিত কাগা প্রদেশ, কুমাগাকা থেকে...

কুমাগাকা এই চোহান, দুহকর্কের হোতা,—তার দলে ছিল আরও সত্তরজন।

পুরোহিত যে সব পথে কিচিভি চলতে পারে

চড়াই উৎরাই সর্বত্র—তার ভাষা অনুসরণ করল অবশেষে—

৩০ আপানের নো নাটক

কুমারসাক। আকাশাকার সরাইখানার তাকে আমরা পেলান। সুলার এই জায়গা থেকে অনেক রাস্তা চলে গেছে বিভিন্ন দিকে। আমরা ঐ জায়গার ওপর নজর রাখলান।

সওলাগরেরা মেয়েদের ধোঁকে এসেছিল। রাতের বেলার কারা ভোজ-উৎসব করেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা কাটাল আনন্দে—

পুরোহিত তারপরে, গভীর রাত্রিতে
কিচিঝি ও তার ভাই, চিন্তাশূন্য মনে
নিরাপত্তার কথা না ভেবে
নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

কুমারসাক। তাদের সঙ্গে যোল বছরের একটি বালক ছিল।* সে দেয়ালের কুটোয় দীণ্ড চোখ রেখে বসেছিল, নিঃশব্দে।

পুরোহিত এক পলকের জন্যও সে ঘুমোয় নি।

কুমারসাক। উশিওয়াকা! আমরা জানতাম না সে এখানে ছিল।

পুরোহিত তখন দয়্যারা, বাদের সৌভাগ্য অতীত হয়েছিল—

কুমারসাক। ভাবল সুযোগ ও সৌভাগ্য এসেছে—

পুরোহিত তারা অপেক্ষা করছিল অধীর হয়ে।

কোরায় প্রতীকার সময় দীর্ঘ মনে হতে হতে অবশেষে নির্দেশ এল।

কুমারসাক। ঝাঁপিয়ে পড়।

কোরায় বলন্ত কাঠের খণ্ড ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা ধাবিত হল।

প্রত্যেকেই চাইছিল আগে আক্রমণ করতে

এবং তারপর সবাই মিলে

ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্য আক্রোশে।

ধ্বংসের দেবতা ও তাদের সে আক্রমণের সম্মুখীন হতে সাহস করতেন না।

কিন্তু ছোট উশিওয়াকা ভয় পেল না।

সে কোষবদ্ধ চুরিকা খুলে দাঁড়াল তাদের সামনে।

‘সিংহ-লাফ’, ‘বাবের ঝাঁপ’

‘পাখীর লাক’

সে একা সবার আক্রমণ প্রতিহত করল।

তারা তাকে আঘাত করছিল,

কিন্তু তার সামনে টিকতে পারছিল না।

* ইচ্ছাশিষ্ট্রনে (উশিওয়াকা) তার শিকার-মন্দির থেকে পানিয়ে সওলাগর মন্দির সঙ্গে এসেছিল।

তাকে আক্রমণ করেছিল তেরজন।
 কিন্তু একে একে সবাই বৃত্যবরণ করল,
 পাশাপাশি একই উপাধানে যাকা য়েখে
 ভরে পড়তে হল তাদের।
 এবং অন্য সকলে অস্ত্র সমর্পণ করে
 চুপি চুপি নিরস্ত্র অবস্থায় পালান সব য়েখে
 কেবলবাত্র প্রাণ নিয়ে।
 তখন কুমাগাকা চীৎকার করে বলল
 "সে কি দেবতা না দানব, যার হাতে
 পতন ঘটল সবির।"
 বানুকের পক্ষে কখনও এটা সম্ভব নয়।
 কিন্তু দস্যুদেরও প্রয়োজন রয়েছে জীবনের।
 এ কাজ আবার নয়।
 আমি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করলাম।'
 সে তার বল্লম কেবল ছুঁড়ে
 কিরে দাঁড়াল যাবার জন্য।

কুমাগাকা আমি ভাবছিলাম।

কোরাস যেতে যেতে সে ভাবল
 'যদিও এই যুবক যুদ্ধ করছে বীরত্বের সঙ্গে
 তবু কুমাগাকা যদি তার গোপনবিদ্যা ব্যবহার করত
 তাহলে এই বালক দৈত্য বা ভূত হলেও
 শাসকরূহ হয়ে কোবর ভেঙে ধুলোর নিশে যেত।'
 'আমি বৃত্তদের হত্যার প্রতিশোধ নেব'
 চোঁচিয়ে উঠল সে।
 কিরে সে বল্লম উঁচিয়ে
 ককির দরজার আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকল
 সেই প্রাচ্য কিশোরের জন্য।
 টিশিওয়াকা দেবল তাকে।
 তলোয়ার বের করে
 একপাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখল।
 কিন্তু কুমাগাকাও অপেক্ষার ছিল বল্লম নিয়ে।

একে প্রতীক্ষা করছিল অপরের আক্রমণের।
 ভয়পর বৈধ হারাল কুমাসাকা।
 বাম পা বাড়িয়ে বল্লবের খোঁচা দিল সে।
 এমন জোরে আঘাত করল
 যাতে লোহার দেয়ালও ভেঙে যায়।
 কিন্তু উপিওয়াকা
 আক্রমণ প্রতিহত করল সহজেই।
 এবং সরে গেল বামদিকে।
 পলকের মধ্যে কুমাসাকা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে।
 যখন সে ক্রত তুলে নিল তার বল্লব*
 এবং উচিয়ে ধরে
 নিষ্ক্ষেপ করল তার দিকে
 তখন উপিওয়াকা
 সরে গেল ডান দিকে।
 বল্লব সোজা করে কুমাসাকা প্রচণ্ড আঘাত হানল।
 বালক তা প্রতিহত করল।
 অবিশ্বাস্য ক্রততার সঙ্গে,
 প্রায় অদৃশ্য হয়ে,
 যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে,
 এখার থেকে ওখারে
 সে ঘুরে বেড়াতে লাগল।
 দস্যু যখন খুঁজছিল তাকে
 তখন বালক লাকিয়ে পেছনে এসে
 তলোয়ার চুকিয়ে দিল দস্যুর বর্মের কোঁকর দিয়ে।
 'এহ্ এ কি ব্যাপার!'
 চীৎকার করে বলল কুমাসাকা,
 'কচুকে ছোঁড়া ছুঁতে পারল আমাকে।'
 ক্রুদ্ধ হল সে।
 শীঘ্রই স্বর্গের অমোঘ বিধান
 হত্যাশার পর্যবসিত হল।

* আঘাত হতে এসব লাইন কবিতার রচনা করে যন্ত্রন করা ভাল যদিও বুল আছে এবং আঘাত অব্যব প্রায় প্রত্যেক রচনা।

‘এই অস্ত্রবৃদ্ধ কোন কাছের নয়,
আমি বস্ত্রবৃদ্ধ করব তার সঙ্গে’
সে ছুঁড়ে ফেলল তার বস্ত্র
এবং বিশাল বাহু প্রসারিত করে
বারান্দার নীচে এবং কোণে ভাঁড়া করল বালককে ।
যখন তাকে আয়ত্তে পাবে বলে মনে করল
তখন
বিদ্যুতের মত, কুয়াশার মত,
জলস্রোতের উপরকার চন্দ্রকিরণের মত
তার অস্তিত্বের আভাসই শুধু
নজরে এল ।
কুমাগিকা ছুঁতেও পারল না তাকে ।

কুমাগিকা আমি বারবার ক্ষতবিক্ষত হলাম ।

কোরাস অনেক আঘাত সে পেল
যতক্ষণ না তার প্রচণ্ড পরাক্রম
দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে এল,
শৈবালের উপর শিলির কণার মত ।

কুমাগিকা এই পাইন গাছের তলায়

কোরাস কিংবদন্তীর সেই প্রাচীন মানুষটি অন্তর্হিত হল ।

ও :! সাহায্য কর আমাকে

স্বপ্নের মধ্যে জন্ম নিতে’

[হৃৎকম্প কুমাগিকা পুরে হিতের সাহসে অনুন্নত করেছে]

বোরপ ডাকছে ;

শুধু আভা কুটেছে রাতের আকাশে,

আকাশাকার পাইন গাছের ছায়ার লুকিয়েছে সে ;

[বাহনাতের আঙিনে বুধ চাকল কুমাগিকা । সে আত্মপোষন করল]

লুকিয়েছে পাইনের ঘন ছায়ায় ।

এবোশি ওরি

রচয়িতা মিই ইয়ামাসু

[বোতশ পকাল]

চরিত্র

কিচিছি

তার ডাই কিচিরোকু

উনিওয়ারকা

চুপীনিরাজ

সরাইওয়ারলা

দক্ষ্যদল

} বর্ধ ব্যবসায়ী

বার্তাবাহক

চুপীনিরাতার স্ত্রী

কুমারিকা

কোরাস

কিচিছি বসণকারীর পরিচ্ছদে সজ্জিত আমরা।

আমাদের ক্রান্ত পাণ্ডলি

পুষের রাস্তার হেঁটেছে অনেকদিন

ক্রান্ত গতিতে।

আমি সানজো নো কিচিছি। বর্তমানে বিশাল ঐশ্বর্য ভাঙার আমার অধিকারে। আমার ডাই কিচিরোকু সহ সেই সম্পদ নিয়ে যাচ্ছি পূর্ব দিকে। এই কিচিরোকু, বোঁচকাগুলি একত্র কর, চল যাত্রা আরম্ভ করি।

কিচিরোকু আমি 'প্রস্তুত'। চলুন, এক্ষুণি যাত্রা শুরু করি।

উনিওয়ারকা ওগো যাত্রীরা! যদি আপনারা উপরের মেশের দিকে যান, অনুগ্রহ করে আমাকেও সঙ্গে নিন।

কিচিনি এ আবার জিজ্ঞাসা করার বড় কথা।

আমরা অবশ্যই তোমাকে নেব সঙ্গে। কিন্তু তোমার চাহনি দেখে আমার বদে হচ্ছে, তুমি একজন শিক্ষার্থী, প্রভুর কাছ থেকে পালাচ্ছ। তা যদি হয়, তাহলে তোমাকে নিতে পারি না।

উনিওয়াকা আবার না-বাৰা কেউ নেই। আবার প্রভু আমাকে জড়িয়ে দিয়েছেন
দয়া করে আমাকে নিয়ে চলুন।

কিচিঅো তাই যদি হয়, তাহলে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব না আর। (নিষেধ
ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা করবে)

তারপর বালকটিকে সে
একটি চওড়া কিনারাওয়ানা টুপী দিল।

উনিওয়াকা এবং তা আগ্রহ সহকারে
লুফে নিল উনিওয়াকা।

আজ, সে বলল, আমাদের কষ্টদায়ক স্বপ্নের পরিশ্রম শুরু হল।

কোরাস [স্বপ্নের বিবরণ দিচ্ছে। উনিওয়াকার গন্ধে বলছে]

আওয়াতার ঝাঁড়ি পার হলান,

মাংসুকায় এলাব

মুরলাম শিনোমিইয়ার তটে তটে।

ওয়াকা বাঁধের নীচের রাস্তা দিয়ে

বোঝা-টানা ঝচচরের পিছু পিছু চলেছি।

কতদিন আর আমাকে

এই পীড়াদায়ক পরিবেশে

এই স্বর্ণবণিকদের সেবা করে যেতে হবে।

এইখানে

শহর থেকে অনেক দূরে

একটি কুটির

শস্যের শুয়ে বে-অঙ্ক বীণাবাদক*

বেদনার দিন কাটাত

সে-ও বোধ হয় আমারই মতই

এমনি কথা ভাবত।

আওয়াজুর সবভূমি অতিক্রম করেছি আবার

সেতা'র দীর্ঘ সেতুর ওপরে বাজছে

আমাদের ঝচচরের ক্ষুরের আওয়াজ।

বন্ধ পাহাড় পার হয়ে এসেছি

সেখানে সন্ধ্যার শিশির জবে আছে ঘন হয়ে

গ্রাসের পথে পথে ।

ভীষক আলোক রশ্মিতে ঝকঝক কাছে

নীচেকার পাতার রাশি ।

রাত্রি না হওয়া অবধি তা দেখেছি ।

অবশেষে, রাতের অন্ধকারে

আমরা পৌঁছুলাম দর্পণ সরাইধানার ।’

কিচিজি এত তাড়াতাড়ি আমরা হেঁটেছি, যে এর মধ্যেই আমরা ‘দর্পণ সরাই-
ধানার পৌঁছে গেছি । এখানে কিছুকণ বিশ্রাম নেওয়া যাক ।

বার্তাবাহক আমি রোকুহারা প্রাসাদের ভূত । লর্ড ইয়োসিতোমোর পুত্র কিশোর
উশিওয়াকা, যিনি কুরামা মন্দির থেকে চলে এসেছেন, তাকে ফিরিয়ে
নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে । তিনি সম্ভবতঃ কিচিজি
নামক সওদাগরের চাকরি নিয়ে তার সঙ্গে উপর দেশে গেছেন, এই
সবার ধারণা । তাই তাঁরা আমাকে পাঠিয়েছেন ওঁকে নেবার জন্য ।
আমার মনে হচ্ছে উনিই তিনি । কিন্তু সম্ভবতঃ উনি একা নেই ।
আমার বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে সাহায্য চাওয়া উচিত, কেননা অনেকের
বিরুদ্ধে একলা আমি কেমন করে তাঁকে নিয়ে যাব ?

উশিওয়াকা মনে হচ্ছে, এই দূত আমার সম্পর্কেই বলছে । আমার পরিচয়
ওঁকে দেব না । আমি চুল কেটে ফেলব, আর দোলানো লম্বা টুপি
(এবোশি) পরে নেব, যাতে লোকে আমাকে পুর্বদেশী ছেলে বলে মনে
করে । (সে পর্দার কাছে যাবে, সাজ ঘরও প্রবেশপথের মাঝখানে ।
ঐ আরগাটাকে তখনকার মত টুপী নির্মাতার দোকান হিসেবে ধরে
নেওয়া হবে ।)

ভেতরে আসতে পারি ? [পদা উঠল]

টুপীনির্মাতা কে ওখানে ?

উশিওয়াকা আমি একটি এবোশি তৈরী করতে দিতে এসেছি ।

টুপীনির্মাতা এই এত রাতে টুপী বানানো ? তুমি যদি চাও, কাল সকালে একট
বানিয়ে দিতে পারি ।

উশিওয়াকা অনুগ্রহ করে এখনি বানিয়ে দিন । আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, দেরি
করতে পারব না ।

টুপীনির্ভাতা ঠিক আছে। এবুনি বানিয়ে দিচ্ছি। কোন সাইজের নেবে?

উশিওয়াকা আমাকে অনুগ্রহ করে তৃতীয় সাইজের এবোশি দিন। বাম দিকে তাঁজ থাকবে।

টুপীনির্ভাতা আমি বোধ হয় অমনটা তৈরী করতে পারব না। বাম দিকে তাঁজ করা টুপী মিনামোতোদের যুগে পরা হত। কিন্তু এখন তাররা শাসনের সময়ে তেমন তাঁজ করা টুপী পরা সম্ভব নয়।

উশিওয়াকা তাহলেও আমাকে অমনি একটি এবোশিই তৈরী করে, দিতে অনু-রোধ করছি। আমার এ অনুরোধের পেছনে কারণ রয়েছে।

টুপীনির্ভাতা ঠিক আছে। তুমি এত ছোট, যে ও ধরনের টুপী পরায় বিশেষ অসুবিধা নেই। আমি দেব একটা বানিয়ে।

[সে টুপী তৈরী করতে করতে শুরু করল]

এই বামদিকে-তাঁজ-করা এবোশি সম্পর্কে একটা সুন্দর গল্প আছে, এবং তা সৌভাগ্য আনয়ন করে। তোমাকে বলব সে কাহিনী?

উশিওয়াকা হ্যাঁ। অনুগ্রহ করে বলুন।

টুপীনির্ভাতা আমার পিতামহ বাস করতেন তৃতীয় এলাকার কাবাসু-মারুতে। যখন হাচিমান-কারো ইয়োগি—ইয়ি গাদাতো ও মুনোতো ষাভুয়কে উচ্ছেদ করে* জয়ী হয়ে রাজধানীতে নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন, সে সময়কার কথা এটা। যখন তাঁকে সম্রাটের প্রাসাদে ডাকা হল, তখন তিনি প্রথমে আমার পিতামহের কাছে গেলেন এবং তাঁকে একটা বাঁয়ে তাঁজ-করা এবোশি তৈরী করে দিতে বললেন, সভার পরে যাবেন বলে। যখন তিনি রাজসভায় গেলেন, সম্রাট সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁকে কৃতিত্বের উপহার স্বরূপ বহির্দেশীয় সুৎসু প্রদেশের অধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। সেই রকম একটি এবোশি বানাচ্ছি। এটি শুভ লক্ষণের প্রতীক। এটি পর। যখন এই পৃথিবীতে—

কোরাস যখন তুমি এই পৃথিবীতে যাবে
কে জানে, তখন ভাগ্যের বিবর্তনে
ডেওয়া অকালের বা বিচিন্দেপের

অধীশ্বর হবে কিনা।

যদি হও সেদিন স্মরণ করো

স্মরণ করো প্রসন্ন চিত্তে

এই শুভ প্রতীকের কথা,

এই এবোশি-নির্মাতার কথা।

কিন্তু হার।

একদিন যা সঙ্গে ছিল, আজ আর তা কিরে আসবে না।

বীণে তাঁজ করা এবোশির কুপার

সৌভাগ্য আসত আগে,

তখন জেন এবং হেই পরিবার*

অবস্থান করত সৌভাগ্যের মধ্যে।

কলভারনত কুল গাছ

এবং কুলেভরা চেঁরী গাছের বত

তাদের জীবন ছিল পরিশূৰ্ণ—

চারঋতুর মধ্যে বসন্ত ও শরতের দিনের বত।

তারপর

জেনেরা প্রতিযোগিতা শুরু করল

হেইদের সঙ্গে,

তুমার যেমন পান্না দেয় চন্দ্রালোকের শুভতার সঙ্গে।

হোজেনের বৎসরগুলির** পর

উত্তরে গেল 'হেই' বংশ

এবং বালিক হল সারা দেশের।

এখনও তাই।

জন্ম ন্যায়দণ্ড নেবে আসে,

সবরের সাথে সাথে

সব কিছু বদলে যায়।

পুষ্টিপত চেঁরীর বত এই এবোশিও জাবে

তার সৌভাগ্যের কাল আসবে।

বৈধ সহকারে প্রতীক্য কর

সেই সবরের।

* বিনাবোজো এবং তারকা বংশ

** ১১৫৩-১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দ।

টুপীনির্ভাতা যখন তারা প্রার্থনা করছিল—

কোরাস তখন, দেখ, এবোশির কাটছাঁট শেষ হয়ে এল।
সে তিনরংয়ের রেশমী কিতা দিয়ে
টুপিটির সজ্জা শেষ করল,
সুতাগুলি বাঁধল সুন্দর করে
আর শেষ করল টুপীর কাজ।
'প্রসন্ন হয়ে টুপিটি পরো', সে বলল,
এবং পরিয়ে দিল বালকের শিরে।
তারপর ভালো করে দেখার জন্য
কয়েক পা হাঁটে বাঁড়াল।
'বাহ্! প্রশংসনীয় নৈপুণ্য।
শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিনায়কেরও
এটুপি পরতে লজ্জা হবে না।

টুপীনির্ভাতা এ অঙ্কলে এমন সুন্দর ও সঠিক মাপের এবোশি আর নেই।

উশিওয়াকা ঠিকই বলেছেন। এটির মূল্যস্বরূপ অনুগ্রহ করে এই তলোয়ারটি
নি ন।

টুপীনির্ভাতা না, না। তুচ্ছ একটি জিনিসের জন্য আমি প্রতিদান নিতে পারি না।

উশিওয়াকা আমি অনুরোধ করছি।

টুপীনির্ভাতা আচ্ছা বেশ, তাহলে আর কিরিয়ে দেব না। আমার স্ত্রীও সেখাে খুব
খুশী হবে। (ডাকলো) তুমি কি ওখানে আছ?

স্ত্রী কি ব্যাপার? (তারা মন্ডের একপাশে যাবে)

টুপীনির্ভাতা এই কিশোর আমাকে একটি এবোশি বানিয়ে দিতে বলেছিল বিনিময়ে
সে আমাকে এই তলোয়ারটি উপহার দিয়েছে। এটি কি একটি
মহৎ প্রতিদান নয়? দেখ। (স্ত্রী তলোয়ারটি নিয়ে ভালো করে
দেখার সময়ে কান্নার ভেঙে পড়ল) কি হল? আমি ভেবেছিলাম
তুমি এটিকে স্বর্গ থেকে পাওয়া উপহার মনে করে সবচেয়ে রেখে দেবে।
আর তুমি কিনা চোখের জল ফেলছ। কি ব্যাপার?

স্ত্রী ওহ্। আমি লজ্জিত। কথা বলতে কান্নার আমার গলা বন্ধ হয়ে
আগছে। আজ তোমাকে এমন কথা বলব, যা আগে কোনদিন

বলি নি। আমি কামাদা বাসাকিয়োর বোন। তিনি নোবো দেশে উৎসবের বুড়ে যায় যান। সেই সময়ে তোকিওয়ার গর্ভে তার তৃতীয় পুত্র উশিওয়াকা ছিল, তার স্বামী তাকে এই স্বপ্নের অস্ত্রটি পাঠান; আমাকেই তিনি তলোয়ারটি নিয়ে যাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ওহ্। তিনি* যদি আবার আসতেন এই পৃথিবীতে। তাহলে আমাদের এত দুর্ভাগ্য হত না। ওঃ! পোড়া কপাল।

টুপীনির্ভাতা তুমি কামাদা বাসাকিয়োর বোন।

স্রী হ্যাঁ।

টুপীনির্ভাতা কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! এত বছর, এত মাস তোমার সঙ্গে কাটানাম, এতদিনেও তা জানতাম না। তুমি কি ঠিকই চিনতে পেরেছ অস্ত্রটি?

স্রী হ্যাঁ। হ্যাঁ। এই তলোয়ারকে তারা কোনেন্তো বলত।

টুপীনির্ভাতা আহ্। আমি তো সে নাম শুনেছি। তাহলে এই বালকই কুসমা মন্দির থেকে আসা লর্ড উশিওয়াকা। এসো আমার সঙ্গে। আমরা তার কাছে গিয়ে তরবারটি এক্ষুণি ফিরিয়ে দেব। সে এখনো আছে এখানে। (উশিওয়াকার প্রতি) মহাশয়। এই স্ত্রীলোকটি বলছে এ অস্ত্রটি তার পরিচিত। আমি এটি ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করছি।

উশিওয়াকা ওহ্। কি বিচিত্র অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা! বাড়ি থেকে এতদূরে সাধারণ মানুষেরা আমাকে কত সহানুভূতি দেখাচ্ছে।

টুপীনির্ভাতা প্রভু। আমাদের মার্জনা করুন। আমরা আপনাকে চিনতে পারি নি।
ও এখন বুঝতে পারছি আপনি লর্ড উশিওয়াকা—যিনি কুরামা মন্দিরে তার স্রী লানিত হচ্ছিলেন।

উশিওয়াকা হ্যাঁ। অন্য কেউ নই আমি। (স্রীর প্রতি) আর, আপনি সম্ভবতঃ বাসাকিয়োর কোন আত্মীয়**।

স্রী আপনার অনুমান অস্বাস্ত প্রভু। আমি কামাদার বোন।

উশিওয়াকা লেডী আকোইয়া?

* ইয়োশি-ই।

** উশিওয়াকা ভাষের কথোপকথন শোনেনি। কেননা তারা একান্তে হাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল।

শ্রী হ্যা, আবিই।

উশিওয়াকা সত্যি আমার জানা উচিত ছিল...এবং আবি...

কোরাস উশিওয়াকা।

পতিত হয়েছি দুর্ভোগময় দিনে
তাকে চিনবার কথা নয়
আপনাদের। আবি বড়কোর
বিচিত্র দাসে বাধা সামান্য মানুষ নামে
পরিচিত হতে পারি আজ।
পূর্বে সূর্য দেখা দিয়েছে।
বিবর্ণ চাঁদ মিলিয়ে যাচ্ছে
আকাশ থেকে,
সেও তেমনি ভাবে চলে যাচ্ছে
'দর্পণ সরাইখানা' থেকে।

টুপীনির্ঝাতা আমাদের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে তাকে দেখে। অমন যরের একটি ছেলে
ও তার শ্রী খালিপায়ে চলেছে সওদাগরের সঙ্গে। শিকারী কাপড় ছাড়া কিছু
নেই তার পরণে। উঃ। কি করুণ।

উশিওয়াকা পৃথিবীকে শাসন করে পরিবর্তনশীলতা চিরদিন।
কিন্তু মানুষ করে মাত্র কিছুক্ষণ।
সুন্দর কাপড়ে কি হবে আমার।
শত্রু যখন দুবিনীত আচরণ করে
তখন জীবন কেমন মনে হয়?

টুপীনির্ঝাতা পূবদেশে দ্রুত যাবার পথে
উপহার স্বরূপ আপনাকে—

কোরাস একথা বলে সে তরুণ লর্ডের হাতে
তলোয়ারটি গুঁজে দিল।
বালক ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করল না আর।
বলল,
যদি আবি কখনো এই জগতে* আসি ফিরে
আমি ভুলব না।'

একথা বলে ফিরে দাঁড়ান সে,
এবং তাঁর প্রভু সওদাগরের সজ নেবার জন্য এগুন।
জানত না হরে পড়া পর্বত
তাঁরা চনল
অবশেষে আগুর নিল বিনো প্রদেশে
আকাশাকার সরাইখানায় এসে।

কিচিনি আরও কত তাড়াতাড়ি হেঁটে আকাশাকার সরাইখানায় পৌঁছে গেছি।
(ভাইএর প্রতি) শোন কিচিরোকু, তুমি বরং এখানে আমাদের থাকার
ব্যবস্থা করে ফেল।

কিচিরোকু যখা আদেশ।
[হাসিগাম্কারি বা অভিনেতার প্রবেশ পথের দিকে গিয়ে]
ভেতরে আসতে পারি?

সরাইওয়াল কে? ওঃ! প্রভু কিচিরোকু। এত তাড়াতাড়ি আপনারা ফিরে এসেছেন
বলে বড় খুশী হলান।
[কিচিজির প্রতি]
সাবধানে থাকবেন আপনারা। কেননা একদল দুর্ধর্ষ ডাকাত আপ-
নাদের আসার গন্ধ পেয়েছে এবং আজ রাতে আপনাদের উপর হামলা
করবে বলে স্থির করেছে।

কিচিজি কি করতে হবে আমাদের?

কিচিরোকু আমি বলতে পারি না।

উনিওয়াক (এগিয়ে এসে) কিসের কথা বলছেন আপনারা?

কিচিজি শুনতে পেলান, বন্দুয়া আজ রাতে এখানে আসতে পারে। তাবছি
কি করা উচিত আমাদের—

উনিওয়াক যে কোন শক্তি নিয়ে আসতে দিন তাদের। একজন বলবান সৈনিক
গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালে তারা টিকতে পারবে না। যদি তারা
পক্ষাশ্রয় অশ্বারোহীও হয়, তবু না।

কিচিজি জোরার কথা বিশ্বাসযোগ্য। আমরা সকলে জোরার দিকে তাকিয়ে
আছি।

উনিওয়াক তাহলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি বাইরে যাব তাদের
বোকাবিলা করতে।

কোরাস যখন সে কথা বলছিল, সন্ধ্যা বিলিরে গিরে রাত গভীর হয়ে এল। সে চীৎকার করে বলল 'সবর হয়ে গেছে। এত বছর ধরে কুরান পর্বতে যে অস্ত্র কোশল শিক্ষা করেছি, তা জগৎকে দেখাবার সবর এসেছে।' তারপর সে জোড়া দরজা খুলল এবং সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল শ্বেত তরঙ্গ আগমনের।

দম্ভাদল আক্রমণ জোরালো করে তোল। শ্বেত তরঙ্গ* উজ্জ্বলভাবে শিলাপৃষ্ঠে আঘাত হানছে—এমনই প্রচণ্ড আঘাদের বৃদ্ধ নিদান।

কুরাসাকা ওহে, কোথায় আমার লোকজন? কে ওখানে?

দম্ভা আমি দাঁড়িয়েছি আপনার সামনে।

কুরাসাকা ঋণযুদ্ধে রত হবার জন্য যে দলকে আমি পাঠিয়েছিলাম, তাদের কাজ কতদূর? কেমন বাতাস বইছে ভেতরে?

দম্ভা বনে হচ্ছে, জোরেই। কেননা কজন মারা গেছে আর অনেকে আহত হয়েছে।

কুরাসাকা তা কেমন করে হয়? আমি তেবেছিলাম সওদাগর কিচিছি তার কিচিরোকু ছাড়া আর কেউ নেই ভেতরে। আর কে আছে ওখানে?

দম্ভা হাউই বাতির** আলোর দেখতে পেলান বারো তেরো বছরের একটি বালক খাটো তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছে। সে প্রজাপতি বা পাখীর মত দ্রুতগতি সম্পন্ন।

কুরাসাকা সুরিহারি ব্রাতৃবয়?

দম্ভা আলোক নিক্ষেপকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তারাই প্রথমে ভেতরে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ ছেলটির সঙ্গে যখন তারা মুখোমুখি হল—ঐ যার কথা আমি বলছিলাম,—তার একটি আঘাতেই তাদের মাথা লুটিয়ে পড়ল সেহচ্যুত হয়ে।

* দম্ভাদল। একদল দম্ভা ১৮৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে চীনে খুব উপহাস সুরু করেছিল। তাদের শ্বেত তরঙ্গ বলা হত। এই নাম পরবর্তীকালে সাধারণভাবে দম্ভাদের জন্য ব্যবহৃত হত।

** হাউই বা চর্চ বাতির আলো কেলে দেখা হত শত্রুদের সংখ্যা ও আচরণের নীতি কেনন।

কুমাসাকা সে কি! ওরা দৃঢ়, আর শর্যানেক অশুরোহীদল সবাই পূর্বদৃষ্ট।
ঐ ছেলোট নিশ্চয়ই তাদের বহনুত করেছে।

দম্ভ্য তাকাসে যখন এই দৃশ্য দেখল, তখন এ-রাতে আক্রমণ করে কল
হবে না; তাই প্রায় সম্ভবজন অশুরোহীকে নিয়ে দ্রুত বোড়া ছুটিয়ে
চলে গেল।

কুমাসাকা হাঁ! এটাই প্রথম যখন এই ছোকরা আমাকে বোল খাওয়ার।
আলোকধারীদের কি হল?

দম্ভ্য প্রথম বাতিটি জে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দ্বিতীয় বাতি জ্বলার
সঙ্গে সঙ্গে ঋতম, তৃতীয়টি ধরে তারা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিল,
—সেটাও নিভে গেল। আর নেই।

কুমাসাকা জাহলে সবই গেছে। মশালধারীদের কাছে প্রথম মশাল একটি সৈন্য—
বাহিনীর আত্মা, দ্বিতীয় মশাল ভাগ্যের চাকা, তৃতীয়টি স্বয়ং জীবন।
তিনটিই যখন শেষ, তখন এ-রাতে আমাদের কোন আশা নেই।

দম্ভ্য আপনি যা বললেন, তাই ঠিক। যদি আমরা দেবতাও হতাম, তবু আমাদের
অভিযান চালাতে পারতাম না। ফিরে যাবার আদেশ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কুমাসাকা দম্ভ্যদেরও বাঁচতে হয় হত্যাযজ্ঞ থেকে। যাও আমার লোকজনদের
ফিরিয়ে আন।

দম্ভ্য বখা আজ্ঞা।

কুমাসাকা ধাম। কুমাসাকা চোহান কি আজ রাতের সংগ্রামে পরাস্ত হবে?
কখনো না। অন্যথায় তার লজ্জা লুকোবার জায়গা থাকবে? এস
দম্ভ্যবাহিনী—আক্রমণ কর।

কোরাল বলিষ্ঠ কণ্ঠে সে আহ্বান করল তাদের। এবং রণনিদানে গগন কাঁপিয়ে
ভাঙা করল আক্রমণ।

[উনিওরাকার হয়ে বলছে]

‘হো—হো! কি কাণ্ড! নিজেই এসেছে। যাদের আগে পাঠিয়েছিল,
জাদের ভাগ্য দেখেও অদব্য সে। এখন, হ্যাচির্যান* আমার উপর সদর
হও, কেননা আমার আর কোন সহায় নেই। এই প্রার্থনা করল সে এবং
অপেক্ষার রইল।

[কুমাসাকার হয়ে বলছে]

* বুড়ের দেবতা এবং মিনারোভদের কুল দেবতা।

কুমারসাকার জীবন তেঁষটি বছরের। আর আজ তার শেষ নৈশ আক্রমণ।*
এই কথা বলে সে পায়ের লৌহ পাদুকা খুলে লাগি মারল। চোখের
নিবেষে পাঁচ কুট দীর্ঘ, তিন কুট চওড়া তলোয়ার তুলে বিশালকার
পাখীর মত লাফ দিয়ে পড়ল তার শিকারের উপর, মনে হল কোন
দেব বা দানব সে আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহসী হবে না।

[উনিশওয়ার হয়ে বলছে]

‘হে দুর্বৃত্ত, অত নিশ্চিতবিশ্বাসী হয়ো না। এই চোরা নৈশ আক্রমণ
আমাকে ক্রুদ্ধ করেছে। তাকে একটুও সময় না দিয়ে বালক আক্রমণ
করল প্রবলবেগে।

তখন কুমারসাকা যুদ্ধ তরবারি নিয়ে বাঁ পায়ে ভর দিয়ে পর পর আঘাত
করল। দশম পার্শ্ব-আঘাত, অষ্টম পার্শ্ব-ক্রান্ত আঘাত, শরীর আক্র-
মণের আঘাত, ঘূর্ণমান আঘাত, বাতাসে নিক্ষেপ আঘাত, তলোয়ারের
পাশ দিয়ে আঘাত, ক্রুদ্ধ সিংহের আঘাত, জোড়া ম্যাপল পাতার-আঘাত,
যুগ্যকুম্ভ আঘাত।

তলোয়ারের আগায় আগুন ছুটতে লাগল। পিছনের বাঁটে প্রচণ্ড ঝড়কার
উঠল।

অবশেষে সেই বিরাট যুদ্ধ-অগ্নি তার সব কোশল দেখিয়ে ক্ষান্ত হল
জোশির ছোট্ট কোমরাবদ্ধ তলোয়ার সব আক্রমণ প্রতিহত করল। ছোট
ছোরাটা দেখতে প্রহরীর আশ্রয়কার ছুরির মত।

[কুমারসাকার কথা বলছে]

“এই তলোয়ার-খেলা কোন কাজের নয়।

আমি ওর কাছে যাব এবং শক্তি পরীক্ষা করব।”

সে ছুঁড়ে ফেলল তার যুদ্ধ-অগ্নি।

বিশাল বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে গেল বন্য ভাবে।

কিন্তু উনিশওয়ার প্রতিহত করল তাকে

এবং ক্রান্ত ঘুরে ঘুরে পায়ে আঘাত করলো তার।

দম্ভ্য পড়ে গেল প্রচণ্ড শব্দে,

উঠতে চেষ্টা করলো সে।

উনিশওয়ার কোমরাবদ্ধ তলোয়ারতার কাটিদেশ ভেদ করল
কুমারসাকা—একটি শরীরী সজ্জা—পড়ে রইল দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে।

* সে অনুভব করল, তার বয়স হয়েছে, এসব কাজের যোগ্য নয় সে আর।

** উনিশওয়ার।

বেন্‌কি ও উশিওয়াকা-কথা

রচিত্তা হিওসি স্বামী—ইয়াসুকিয়ে

[রচনা তারিখ অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে লেখা]

চরিত্র

বেন্‌কি

উশিওয়াকা

অনুগামী

কোরাস

বেন্‌কি পশ্চিম প্যাগোডার কাছাকাছি জায়গায় আমার বাস। আমার নাম। মুসামি বো বেন্‌কি। বিশেষ কোন ব্রত উদযাপনের জন্য আজ রাতের শেষ প্রহরে* আমাকে যেতে হবে গোজো মন্দিরে। আজই আমাকে যেতে হবে ; কেননা এই রাতই শেষ রাত। আমাকে এখনি রওয়ানা হবে হবে কে—কে ওখানে ?

অনুগামী আমি।

বেন্‌কি আমি তোমাকে ডেকেছিলাম একথা বলার জন্য যে আজ রাতেই আমি গোজো মন্দিরে যাচ্ছি।

অনুগামী আপনার কথা শুনে আমি ভয়ে কাঁপছি। একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। শুনলাম গতকাল বার-তের বছরের একটি ছেলে গোজো সেতু পাহারা দিচ্ছিল। লোকেরা বলাবলি করছে সে নাকি তার খাটো তলোয়ার নিয়ে পাখী বা প্রজাপতির মত স্বরিত গতিতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। তাই বলছিলেন, আজ রাতে আপনি তীর্থ অভিযুখে যাবেন না। বিপদ ভেঁকে আনবেন না।

বেন্‌কি তুমি বড় অল্পবয়স্ক কথা বলছো। কেন, সে ছেলেটা কি দৈত্য না ডুত ? সবার সঙ্গে লড়াই করে জিতবে, এতই ক্ষমতা তার। আরো সবাই নিলে তাকে বিরে ধরলে তার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে।

* ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত।

অনুগামী ওয়া তাকে বেরাও করতে চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু সে বেন ইত্রআলে তাদের বধ্য থেকে সরে গেছে, কেউ তার গারে হাত দিতে পারে নি।

বেনকি বখন মনে হয়েছে, সে তাদের নাগালের মধ্যে

অনুগামী তখনি তাদের চোখের সামনে থেকে —

বেনকি হঠাৎ করে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কোরাস পরীর অপচ্ছায়ার মত এই ভয়ঙ্কর প্রাণী
কি ক্ষতি করবে আবার প্রভুর পবিত্র দেহের,
কি জানি।

তার বিক্রম ও শক্তির বুঝোমুখি হবে জানি না।
এককালে এমন কেউ আছে বলে তো জানি না।

বেনকি তুমি যা বলছো, তাই যদি সত্যি হয় তাহলে আজ রাতে আমি
যাব না। আর……যদিও……না না। যেম্‌কি একটা গল্প শুনে ভয়
পাবে, এমন চিন্তা করাও ঠিক নয়। আজ রাতে, চাঁদ যখন ডুবে যাবে,
তখন আমি সেতুর ধারে যাব এবং সেই উদ্ভত ভূতকে দমন করব।

কোরাস যখন তিনি কথায় বগ্ন ছিলেন
তখন পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা এল বনিরে,
নিশীথ বাতাস উদ্দাম হল
আর সন্ধ্যার রং ধীরে ধীরে গেল মিলিয়ে।
বিষণু রাত্রি নেবে এল ক্রত পায়ে
কিন্তু প্রতীক্ষারত মনের কাছে
সে সময়টুকুর দীর্ঘতাও অনেক।

[বাল্যকর হাসকা দ্বয়ের বহুসঙ্গীত বাজাবে। শুভক্ষণ বেনকি অজ্ঞান ও
রণপোশাকে নিম্নে সজ্জিত করবেন]

উশিওয়াকা আমি উশিওয়াকা। আবার যা আমাকে যে আদেশ করেছিলেন,
তাই পালন করব আমি। তিনি বলেছিলেন ‘ভোর বেলায় কুরায়া
মিলিরে বেও।’ কিন্তু এখনও রাত শেষ হয় নি। এখন আমি যাব
গোছো সেতুর ওপরে এবং বভক্ষণ চাঁদের আলো উদ্ভাল চেউয়ের
মধ্যে না মিলিরে যায়, ততক্ষণ ওখানেই অপেক্ষা করব। যেমন্তের মিলে,
কখন যে সন্ধ্যা হয়, আর কেমন করে যে রাত জাড়াডাড়ি নেবে আসে,
কিছুই বোঝা যায় না।

৪৮ আপাদের লো নাটক

কোরাস [উনিওরাকার কথা বলছে]

কি অপূর্ণ চেউএর রাশি।
ছড়ানো মুক্তার মত জলবিন্দু ওপরে উঠছে।
দেখছি আর হৃদয় ধরো ধরো কাঁপছে।
মোজো সেতুর পাশ দিয়ে
শ্বেত স্রোতলহরী বইছে
ভোরের শিশিরে ভেজা ক্যানবাস কুলের মত।
রাত শেষ হয়ে এল
আমার নিজের পারের আওয়ার বাজছে
ডক্তার ওপরে বন্ধন করে।
আমি অপেক্ষা করছি—করছি
কিন্তু কতক্ষণ, কতক্ষণ আর!

বেঙ্কি রাত গভীর হচ্ছে। পুৰণিকের তিনটে প্যাগোডার ঘাটা বাজছে, দেবদারু পাতার কাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, সেই আলোর সাহায্যে বর্ষ পরে নিয়েছি। কোটের লম্বা কালো বেল্টগুলি শক্ত করে নিয়েছি বেঁধে, বর্ষের ঝোলানো প্রান্ত গুছিয়ে নিয়েছি। আনার প্রিয়সঙ্গী এই কুঠারবানিকে ধরেছি দৃঢ় মুঠিতে এবার এটাকে কাঁধের উপর রাখলাম। এবার আমি এগুবা বীর পদক্ষেপে।
হোক না সে দৈত্য অথবা কিছুত কোন জীব, আমার সামনে সে টিকবে কেনন করে? নিজের পৌরুষের ওপর আস্থা আছে আমার। যোগ্য শত্রুর বোকাবিলা করার জন্য কতদিন ধরে আমি প্রতীক্ষা করেছি।

উনিওরাকা ভীত্রে বাতাস আসছে বলে

নদীর বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
রাত হয়ে এল শেষ।
কিন্তু কেউ তো এল না সেতু পার হয়ে।
নিরাশা আনাকে ছেয়ে ফেলেছে ক্রমশঃ
একটু বিশ্রাম নিই শুধু।

বেঙ্কি এতক্ষণে বেঙ্কি এসে শেঁছাল সেতুর ওপরে।
একাকার সব অচেতন, অজানা রহস্যে ঢাকা।
সাদা চেউয়ের রাশি বাজছে পড়ছে সেতুর পরে,

তবু আমার ভারী জুতোর আঁগরাছ
ধ্বনিত হচ্ছে পুলের ভক্তার ওপরে।

উশিওয়াকা এখনো সে দেখে নিআমাকে।
উন্নাসে কেঁপে উঠছে উশিওয়াকার বুক,
ধ্বনিত হচ্ছে কেবল 'এসেছে, সে এসেছে।'
ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধের ওপরে
কাপড় তুলে নিল সে।
দাঁড়াল সে সেতুর পাশে গিয়ে।

বেন্‌কি তাকে দেখেছে বেন্‌কি,
এবং কথাও কইতে চেয়েছিল একবার—
কিন্তু এবে বেয়েদের মত দেখতে একেবারে।
বেন্‌কি এবার ভ্রুত চলে যাবে
কোনদিকে না-তাকিয়ে,
কেননা সে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।
নানা মানসিক উষেগ নিয়ে
পা চালান সে।

উশিওয়াকা 'উশিওয়াকা, এবার তোমার খেলা শুরু করো।'
বেন্‌কি যাচ্ছে আমার পাশ কাটিয়ে
তার কুঠারের হাতার আনি পদাঘাত করলান,
কুঠারটি নাড়া খেল বাতাসে।

বেন্‌কি [বিস্মিত চীৎকার করে]
নির্বোধ! উচিত শিক্ষা দিচ্ছি তোমাকে।

কোরাস বেন্‌কি তার কুঠার তুলে নিয়ে
চৌঁচিয়ে উঠলেন রাগে।
বললেন 'এসো—
আমার বাহুতে কত শক্তি পরীক্ষা কর আগে।'
প্রচণ্ড আক্রোশে তাকে আক্রমণ করলেন।
বিলম্বিত হুঙ্কার করল না ছেনোট।
এক হাতে তার পোশাক টেনে ধরে
ভলোরার বের করল ঝাপ থেকে ধীরে ধীরে।

৪০ আপাদ্দের মো মটিক

প্রতিহত করল সে ক্রুদ্ধ কুঠারখাত
বারবার, করেক বার।
বুদ্ধ চলল
কখনো ভ্রান্ত, কখনো বিলম্বিত গরে।
বেঙ্কি এবার কি করবেন?
বখনই ভাবছেন, এবার তিনি জরী হবেম,
শেষ আঘাত হানবেন—
তখনই হার মানছেন বালকের তলোয়ারের কাছে।
বেঙ্কি আঘাত করলেন বারবার,
প্রত্যাঘাত হল প্রতিবার সে আঘাত।
অনশেষে শক্তমান বেঙ্কি
বুদ্ধে হলেন পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত।
সেডুর করেক ধাপ পিছিয়ে এলেন হতাশ হৃদয়ে।
'কি ভয়ংকর এই কিশোর—কিন্তু না
তা হতে পারে না
কিছুতেই সে আনাকে হতবল করতে পারবে না।
এই কথা বলে দৃঢ় বৃষ্টিতে কুঠার উঁচিয়ে
ক্রান্ত এগিয়ে গেলেন। আঘাত করলেন সজোরে।
সে আঘাত ঠেকিয়ে
বিদ্যুৎগতিতে উশিওয়াকা গেল সরে
ধানিকটা বার দিকে।
বেঙ্কির কুঠারে লেগে
ছেলোটর পোশাকের প্রান্ত গেল ছিঁড়ে।
দবল না তাতে উশিওয়াকা
সরে দাঁড়াল লাক দিয়ে।
এবং বেঙ্কি বখন আক্রমণে উদ্যত হলেন
ভিগবাখী দিয়ে সরে দাঁড়াল সে।
হাজার দকা বুদ্ধের পর
বেঙ্কির ক্লান্ত হাত থেকে ধসে পড়ল কুঠার।
বৃষ্টি বোদ্ধার বদ এগিয়ে গেলেন তিনি;
কিন্তু ছেলোটর তলোয়ার বলসে উঠল

ভাঁর চোখের সামনে ।
 কিছুই আর বাকী রইল না ভাঁর করার ।
 হতবুদ্ধি বেন্‌কি উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন
 'অপূর্ব, অপূর্ব এই তরুণ'
 তারপর ধমকে দাঁড়ানেন নির্বাক বিস্ময়ে ।

কোরাস [অন্য দিক থেকে]
 কে তুমি কিশোর, এত অল্প বয়স আর
 ক্ষীণ শরীর নিয়ে, এত শক্তি করেছ অধিকার ।
 বলো, কি তোমার নাম,
 আর কোথায় তোমার ধাম ?

উশিওয়াকা কিছুই নেই গোপন করার,
 মিনামোতো উশিওয়াকা নাম আমার ।

কোরাস ইয়াসিতোমোর পুত্র ?

উশিওয়াকা হ্যাঁ । আর তোমার—আপনার পরিচয়—

কোরাস [বেন্‌কির পক্ষে বলছে]
 পশ্চিম প্যাগোডাবাসী আমি
 মুশাসি বেন্‌কি বলে সবাই আমাকে জানে ।
 আমার পরিচয় দিলাম পরস্পরের ।
 তোমার কাছে আত্মসম্পর্ক করছি আমি ।
 ভিক্ষা করছি করুণা তোমার ।
 যদিও তুমি নিতান্তই বালক
 আর আমি একজন পুরোহিত
 তবু, এত বেশী তোমার পরাক্রম, এত বেশী কুল গৌরব
 বেঞ্জন্য তোমার কাছে নতি স্বীকারেও আমার আনন্দ ।
 আমাকে দেখায়ত্ব তুমি
 গ্রহণ করেছিলে শত্রুরূপে ।
 কিন্তু এখন থেকে
 শুরু হল ত্রি-জীবনব্যাপী বন্ধন
 আর আমি বেনে দিলাম তোমার দাসত্ব ।
 একজন উচ্চারণ করলেন পবিত্র শপথবাণী

৫২ জাপানের মো নাটক

আর অন্যজন গুহিরে নিল তার পরিচ্ছদ !
বেহুঁকি কাঁধে তুলে নিলেন তাঁর কুঠার,
অন্তঃপর দুজনে রওয়ানা হলেন একসাথে
কুছো* প্রাসাদের উদ্দেশে ।

* উনিহাওয়ার বানহাওয়া ।

কাগেকিয়ে

রচয়িতা—সিআমি

চরিত্র

একটি বালিকা (কাগেকিয়োর কন্যা), তার সহচরী,
আবেগপ্রবণ কাগেকিয়ো
কোরাস,
গ্রামবাসী

বালিকা আমাদের জীবন শুকিয়ে যাওয়া শিশিরবিন্দু, শুধুমাত্র অপেক্ষা করি,
ও সহচরী যতক্ষণ না ভোরের বাতাস বইতে থাকে, ততক্ষণ।

বালিকা আমি হিতোমারু। কামেগাই উপত্যকায় আমার বাস।

আমার পিতা উৎসাহী বোদ্ধা কাগেকিয়ো যেই বংশের^১ হয়ে বুদ্ধ
করেছিলেন। তাই জেনজিদের^{*} কাছে তিনি প্রশিক্ষিত। শুনেছি তাঁকে
হিউগাদেশের সিইয়াজাকিতে নির্বাসিত করা হয়েছে। সেখানে নানা
পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে তিনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর
কাটাচ্ছেন। সেখানে যাবার পথ যতই দুর্গম হোক না কেন, আমি
দমে যাব না। অজানা পথে যেতে গেলে কষ্ট হবেই, পিতার জন্য
তা আমাকে সহ্য করতে হবে।

বালিকা দুঃস্বপ্নের অশ্রু আর শিশির বর্ষণ

ও সহচরী দুইধারা ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের জীবনের আশ্রয়।

আমাদের তৃণপত্রাও সিক্ত

সাগারি ছেড়ে এলার।

কে দেবে পথের নির্দেশ?

সেই দূরদেশের সঠিক পথের সম্ভান।

যার নাম টোটোরি^{**}।

১ উয়রা বংশ। * বিনামোতো বংশ (বাদশা পত্নী)।

** টোটোরি মানে দুই নদীর বোহান।

এই নাটকের বহু অংশে বার্মবোধক অর্থায় আছে, অনুবাদে বর্ধাধিক ব্যক্ত করা যায় না।

৫৪ আপনার নো নাটক

সবুয়ের ওপর দিয়ে নৌকা বেরে আমরা চলেছি
আট জাঁজের সাকওয়া সেতু পার হয়ে এসেছি
চলেছি বিকাওয়ার দিকে।

আর কতদূরে সেই রাজধানী
বপুঁ দেখা সেই বেষ-নগরে*
পৌঁছানোর আশা কি পূর্ণ হবে?

সহচরী আমরা এত দ্রুত এসেছি যে আমার মনে হচ্ছে, হিউগা দেশের মিইরা-
জাকিতে এসে গেছি। তোমার পিতার সম্মান এখানেই নেওয়া যেতে
পারে।

[কুটিরের অভ্যন্তর থেকে কাগেকিরোর স্বর ভেসে এল]

কাগেকিরো পাইন কাঠের বেড়াঝালে ঘেরা

এই কটকের পেছনে
কত বণ্টা, কতদিন অপচয়িত হল আমার।
সংখ্যাতীত কতদিন ধরে আমি আর
স্বর্গের সেই নির্মল জ্যোতি দেখতে পাই না।
অন্ধকার, অন্ধুরন্ত অন্ধকারের মধ্যে, শুধু অলস স্থপ্তিতে
সবর কাটছে এই ছোট্ট ঘরে।
এই প্রায়-ধূংস-হয়ে-যাওয়া দেহের কাঠানোক
শীতের বাতাস আর গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে
বাঁচাবার জন্য,
একটি বাত্রে কোট আমি পেরেছি।

কোরাস [কাগেকিরোর পক্ষে]

যদি আমি পারতাম এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে,
সেই কোনো ছিঁটেকোঁটা দেওয়া পোশাকের উকতার
নিজেকে আবৃত করতে পারতাম।
আমার এই শীর্ণ, জীর্ণ দেহের কঙ্কাল,
যা দেখে নিজেরই ঘৃণা হয় আমার,
কে তাকে কল্পনা করবে।
কে আমার বোঁজ করে আসবে এখানে,

নিরে আসবে সান্ত্বনার বাণী
আমার দুঃখের দিনে ?

বানিকা কি আশ্চর্য। ঐ কুটিরটি কত পুরানো, ওখানে কি কোন মানুষ বাস
করতে পারে ? তবু, কার যেন গলার স্বর শোনা যাচ্ছে ওখানে।
বোধ হয় ওখানটায় কোন ডিক্কু বাস করে। আমি বাব না কাছে।

[সে ক পা পিছিয়ে গেল]

কাগেকিয়ো যদিও শরৎকে আমি চোখে দেখি নি
তবু, বাতাসে তার আভাস পাচ্ছি।

বানিকা অজানা পথে যে উদভ্রান্তের মত দুরছে
কোথাও যে বিশ্বাস পাচ্ছে না, পাচ্ছে না শান্তি।

কাগেকিয়ো ত্রিভুবনে কোথাও মানুষের নেই বিশ্বাস, শান্তি আছে শুধু অসীম শূন্যতার
যদি প্রশ্ন কর তোমরা ?

কেউ উত্তর দিতে পারবে না ;
কেউ নেই।

[কাগেকিয়োর কুটিরের কাছে এসে]

সহচরী আমি তোমার কুটিরে এসেছি কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য।

কাগেকিয়ো কি জানতে চাও ?

সহচরী নির্বাসিতেরা কোথায় বাস করে, তা, কি তুমি বলতে পার ?

কাগেকিয়ো নির্বাসিত ? কোন্ নির্বাসিতের খোঁজ করছ ? কি তার নাম ?

সহচরী তায়রা বংশের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন যে প্রসিদ্ধ কাগেকিয়ো, তাঁকে
খুঁজছি আমরা।

কাগেকিয়ো আমিও অবশ্য তার কথা শুনেছি। কিন্তু আমি অন্ধ, তাকে দেখি নি।
তবে তার দুর্দশার যে কাহিনী শুনেছি, তাতে তার প্রতি আমার কল্পনা
হয়। এগিয়ে যাও, অন্য কাউকে জিজ্ঞেস কর।

সহচরী [অপেক্ষমান বানিকাকে]

মনে হচ্ছে, এখানে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাবে না। চল, অন্য কোথাও
গিয়ে খোঁজ করি। (তারা এগিয়ে গেল)

৫৬ আগানের নো নাটক

কাগেকিয়ো আমার খোঁজ করছে—কে? সে কি এই অজানা শিশু? অনেকদিন আগে আমি যখন ওয়ারি প্রদেশের আত্মহুকাতে ছিলাম তখন এক রববীর সঙ্গে আমার প্রণয় হয় এবং একটি সন্তানও হয় আমার। কিন্তু, যেহেতু সে ছিল কন্যাসন্তান, তাই তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না ভেবে তাকে কাবেগাই উপত্যকার প্রধানের কাছে দিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তার পালক জনক-জননীর কাছে থেকে তৃপ্তি পায় নি, তাই এসেছে এতদূরে তার প্রকৃত পিতার সন্ধানে।

কোরাস শুধু শোনা গেছে কণ্ঠস্বর
শুধু শোনা মাত্র, দেখা তো হয় নি।
দৃষ্টিহীনতা কি নিদারুণ।
আমি তাকে চলে যেতে দিলাম
আমি তাকে বললাম না আমার নাম
কিন্তু রমতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে
কি দৃঢ় এই বন্ধন।

সহচরী [পাণের সেতুর কাছে ঝাঁড়িয়ে ঘোরে]
এই, ওখানে কি কোন গ্রামবাসী আছে?

গ্রামবাসী [হকে ও সেতুকে আলাদা করে বাধা পরা-তুলে]
কি চাও তুমি আমার কাছে?

সহচরী তুমি কি জান নির্বাসিতেরা কোথায় থাকে?

গ্রামবাসী নির্বাসিত? কোন নির্বাসিতের খোঁজ করছ?

সহচরী কাগেকিয়ো নামে প্রসিদ্ধ বোদ্ধার, যিনি ভায়রাদের জন্য যুদ্ধ করে-
ছিলেন।

গ্রামবাসী যে পথ দিয়ে তোমরা এলে, সেই পথে পাহাড়ের পাশে একটা কুঁড়ে ঘরে
কাউকে কি দেখ নি?

সহচরী দেখেছি তো। একটা অন্ধ ভিখারীকে একটা ভাঙা কুঁড়েতে।

গ্রামবাসী ঐ অন্ধ ভিখারীই তোমাদের প্রাণিত ব্যক্তি কাগেকিয়ো।

[হালিকা চমকে কেঁপে উঠল]

ঐ লোকটিই যে কাগেকিয়ো, সে কথা শুনে তোমার সঙ্গিনী এমন
করে কেঁপে উঠল কেন? কি হল তার?

সহচরী তুমি এ প্রশ্ন না করলেই বিগ্ৰীত হতাম। আমি বলছি।
এই মেয়েটি কাগেকিয়োর কন্যা। এত কষ্ট করে, এত
দূর থেকে সে এসেছে তার পিতাকে সামান্যসামান্য
দেখার আশায়। দয়া করে একে তার কাছে নিয়ে চল।

প্রাণবাসী ইনি কাগেকিয়োর কন্যা? কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত।
শুনুন ভদ্রে। শান্ত হোন। আমার কথা শুনুন। কাগেকিয়োর
দুচোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। অসহায় হয়ে, নিজের মাথা
কানিয়ে, নিজেকে হিউগার ভিখারী বলে পরিচয় দিয়েছে।
পথিকদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে সে সামান্য কিছু পায়।
আমরা, গ্রামের লোকেরা তার জন্য দুঃখ অনুভব করি।
যাতে তাকে অনাহারে না থাকতে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখি। সম্ভবতঃ
তার বর্তমান দুরবস্থার জন্যই সে নিজ নাম গোপন করেছে। কিন্তু,
আপনারা যদি আমার সঙ্গে আসেন, তাহলে আমি জ্বরে তার নাম
ধরে ডাকব। সে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। তখন আপনারা
তার কাছে গিয়ে আলাপ করবেন। যে কোন আলাপ, বিগত দিনের
অথবা এখনকার। আসুন, এই দিক দিয়ে—।

[তারা কুটিরের দিকে গেল]

এই। কাগেকিয়ো, কাগেকিয়ো। শুনছ, ধরে আছ নাকি উৎসাহী যোদ্ধা
কাগেকিয়ো?

কাগেকিয়ো [হাত দিয়ে কান চেপে, ভাঙ বধে]

শুধু গোলমাল আর গোলমাল।
নীরব হও। আমি বড় বিরক্ত হয়ে আছি।
একটু আগেই আমার বাড়ি থেকে লোক এসেছিল।
তুমি কি ভাবছ যে আমি তাদের থাকতে দিয়েছিলাম?
না, মোটেই না। আমার এই জঘন্য চেহারা তাদের
আমি দেখাতে চাই নি। নিজের নাম তাদের বলি নি
আমি। অবন করে তাদের বিদায় দিতে বুকে বড় বেজেছে—

অশ্রুর সহশ্র নদী আমার পোশাক ভিজিয়ে দিচ্ছে।

কত-কত হাজার কাজ করি আমি স্বপ্নের মধ্যে
আর এখন জেপে দেখছি

কি বড় আলস্য আমার চারদিকে।
 আনি সিদ্ধান্ত করেছি
 চলে যাব এমন অগতে
 যেখানে আমার অস্তিত্ব কেউ জানে না।
 ওরা চীৎকার করুক যতবার খুশি
 চেষ্টাক 'কাগেকিরো, কাগেকিরো' বলে।
 ভিক্টরের কি প্রয়োজন উত্তর দেবার?
 তা ছাড়া এখানে আমার অন্য নাম।

কোরাস পূর্বমুখী এই হিউগাদেশে
 একটি যোগ্য নাম পেয়েছি আমার অন্য।
 আহত হাত থেকে খসে পড়া ধনুকের মত
 বে অতীত সরে গেছে
 সেই হারানো দিনের নামে আমাকে কেউ ডেক না।
 আমার সব উৎসাহ আর আবেগ
 চিরন্তনের বিলুপ্ত হয়েছে।
 ঐ ধূণ্য নাম শুনে
 ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ অলে যায়।

[কোরাসে বধন কাগেকিরোর চিত্রা ব্যক্ত হচ্ছে, সে নিজেও সে সময় তার
 পুনর্জন্ম করবে, হাতের লাঠি বোলাতে বোলাতে, ক্রোধের অভিব্যক্তি স্বরূপ
 নিজের উরুতে লাঠি দিয়ে আঘাত করবে]

কাগেকিরো [সহসা নীচু, শান্ত গলায়]

কিন্তু যখন আমি এখানে বাস করছি

কোরাস কিন্তু যখন আমি এখানে বাস করছি
 যারা আমাকে বন্ধ করে রেখেছে
 তাদের কি আমি ধূণ্য করতে পারি?
 তাহলে আগেও তো আমি দুষ্টীহারী অছিই ছিলাম।
 ওহ্! আমাকে কবী কর
 আমার অকারণ ক্রোধ, অশাসিত রসনা
 পক্ষ শক্তির ইর্ষা ছাড়া কিছু নয়।

কাগেকিরো বসিও আমি দুষ্টীহীন

কোরাস আমি দুইহীন হলেও
 কথা না শুনেও
 মানুষের চিত্তকে তো অনুভব করতে পারি।
 শোন, বাতাসে কান পেতে
 পাহাড়ের ওপরের অরণ্যের বাতাসে কান পেতে শোন
 তুমি ঝরছে—তুমি।
 অদেখা ফুলের স্বপ্নে ডুবেছিলাম
 জেগে উঠে দেখছি—কি তিক্ততা।
 শোন, সাগরের তটভূমিতে ঢেউ পড়ছে আহুড়ে।
 ঝাঁড়া পাহাড়ের ওপরকার অরণ্য পাখরের ওপর
 সন্ধ্যার জোয়ার এসে গেছে।

[কাগেকিয়ো লাঠির জন্য হাতড়াতে লাগল, পেরে এসে ঝাঁড়ান কুটিরের
 বাইরে। ঢেউ, তটভূমি, জোয়ার প্রতি শব্দ তার মনে ইরাসিমা নবুহডটের
 সেই বুকের স্মৃতি জাগিয়ে জ্বলল। সে বুত তারকা বংশের জর হয়েছিল]

‘আমি তাদের একজন ছিলাম। সেই তারারাদের একজন।
 যদি শুনে চাও, আমি তোমাদের সে কাহিনী শোনাব।’

কাগেকিয়ো [প্রাণবাসীর প্রতি]

আমার মনটা বড় ভারাক্রান্ত ছিল, তাই তোমাকে রূপ কথা বলেছি।
 আমাকে ক্ষমা করে দাও।

প্রাণবাসী না, না, তাতে কি। তুমি তো বরাবরই ঐ রকম।
 আমি তোমার কথায় কিছু মনে করি নি। কিন্তু, আমাকে বল, তোমার
 কাছে একটু আগে কাগেকিয়োর খোঁজে কেউ কি এসেছিল?

কাগেকিয়ো না, --একবার তুমিই তো জিজ্ঞেস করলে।

প্রাণবাসী তোমার কথা সত্যি নয়। একজন এখানে এসে জানিয়েছিল,
 সে কাগেকিয়োর কন্যা। কেন তুমি তাকে বল নি? আমি তার জন্য
 দুঃখবোধ করেছি এবং নিয়ে এসেছি তাকে এখানে ফিরিয়ে। (বালিকাকে)
 এস, কথা বল তোমার পিতার সঙ্গে।

বালিকা [কাগেকিয়োর পাশে গিয়ে তার জামার আত্মন স্পর্শ করে]
 আমিই এসেছিলাম তোমার কাছে।
 এই দীর্ঘ পথ আমি এসেছি

৬০ জাপানের দো বাটক

বুট্ট, বাতাস, তুমারপাত আর শিশির বর্ষাধের মধ্যে—
আর এখন—এখন কিনা তুমিই বুঝতে পারছ না।
আমার সব কষ্ট বুঝা হল।
আমি কি তোমার স্নেহের যোগ্য নই ?
ওঃ! কি নিষ্ঠুর! কি নির্বর! (কাঁদতে লাগল কুঁপিরে)

কাগেকিরো গোপনতা রক্ষা করার সব চেষ্টা
ব্যর্থ হয়ে গেছে বুঝতে পারছি।
কোথায় লুকাব আমি
তেমন কোন জায়গা নেই আশুর নেবার,
শিশির বিন্দু বেবল একটি পাতাও ধুঁজে পার না
স্বরে পড়ার জন্য।
সবসে মালিত কুল তুমি,
আমাকে পিতা বলে ডাকছ।
সারা পৃথিবী জানবে তুমি এক ভিখারীর মেয়ে।
আমার উপর রাগ করো না
তোমাকে অমন করে তাড়িয়ে দিয়েছি বলে।
[হাতড়াতে হাতড়াতে ভান হাত দিয়ে কন্যার আমার হাতা ছুঁলো]

কোরাস আহা! কি দুঃখ, কি দুঃখ।
সে বাগতম জানাত
অকস্মাৎ এসে পড়া আগন্তকদের।
আবার কখনও বা
ক্রোধের বাক্যবাণে বিদ্ধ করত তাদের
বায়ু আসত তার কুটির ঘরে।
এখন নিষেধ সন্তানের কাছ থেকে সব দীনতা লুকিয়ে
সে পরর আনলিত
যে অতীতে তারিখা বুড়ে সকনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে—একত্রে খেতে তীড়ে মিশে,
নির্বল চন্দ্রালোকের মত
একদা প্রধান সেনাপতির পদে থেকে
উন্মীত হয়েছিল রাজকীয় সম্রাটের শীর্ষদেশে।

সকলের বহো থেকেও
 সে ছিল শ্রেষ্ঠতম,
 নোকার কাণ্ডারীর আসন ছিল তার।
 যারা ছিল তার অধীনে
 কোনদিন প্রভু অস্বীকার করে নি তার।
 কিন্তু এখন,
 একদা সকলের যে ছিল ঈর্ষাভাজন
 সে আজ কিরিগের* রত
 অর্থর্ব, বৃদ্ধ, পরিত্যক্ত।

গ্রামবাসী [বালিকাকে বিবর্ষ চিন্তে ঘুরে বাঁড়িয়ে থাকতে দেখে]

আহা বাছা! এস, এদিকে এসো—

[বালিকা পিতার কাছে এসে বাঁড়াল]

শোন কাগেকিয়ো, তোমার কন্যা তোমার কাছে কিছু চাইছে।

কাগেকিয়ো কি আছে তার চাইবার—

গ্রামবাসী সে আমাকে বলেছে, তোমার কাছ থেকে ইয়াসিয়ার গৌরবময় কাহিনী
 শুনতে তার বড় আগ্রহ। আমাদের তুমি সে কাহিনী শোনাবে না?

কাগেকিয়ো একটি বালিকার পক্ষে এ আগ্রহ বড় বিচিত্র। তবু যে পবিত্র ভাল-
 বাসা ও মমতার চানে সে এতদূর দেশে আমার সঙ্গে দেখা করার আশার
 এসেছে, তখন, তাকে সে কাহিনী শোনাতেই হবে। প্রতিজ্ঞা কর
 যে, কাহিনী শেষ হলে তুমি তাকে গৃহে ফেরৎ পাঠাবে।

গ্রামবাসী হ্যাঁ। আমি তাই করব। তোমার কাহিনী শেষ হলেই আমি তাকে তার
 বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

কাগেকিয়ো গৌরবোজ্জ্বল তৃতীয় বছরের তৃতীয় মাসের শেষে
 দেইকি অঞ্চলে জাহাঙ্গে ছিলার আমরা,
 জেস্তির সেনাবাহিনী ছিল সমুদ্রতীরে।
 সাগরের উপকূলে দু'দল নুখোবুখি হল
 যুদ্ধ জয়ের আশা নিয়ে।

* পক্ষীরাজ বোড়া। চীনা কবিতার প্রবাদে আছে 'এমনকি কিরণও বধন বৃদ্ধ হয়
 নবাই তাকে ছেড়ে যায়।'

নোতোয় প্রধান অধিকর্তা নোরিংসুনে বললেন
 'গত বছর হারিমা দেশের মুরো পর্বতে,
 দীপে এবং জ্যাকুজো গিরিবর্ষে
 আমরা বারবার পরাজিত হয়েছিলাম
 ইয়োসিংসুনের স্বপচাতুর্ঘে ।
 যদি এমন কোন পরিকল্পনা করা যেত
 বুদ্ধি বের করা যেত ইয়োসিংসুনেকে হত্যার—'
 এই কথা শুনে কাগেকিয়ো ভাবল,
 যদিও ইয়োসিংসুনে বিচক্ষণ
 তবু সেতো সেবতা বা অসুর মর,
 তাকে পরাস্ত করা তো সহজ কাজ ।
 তার পক্ষেই সহজ
 যে নিজের প্রাণকে সবচাইতে প্রিয় ভাবে না ।
 নোরিংসুনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে
 সে নেকে পড়ল সমুদ্রতীরে
 জেঞ্জির সৈন্যরা 'মারো মারো' উল্লাসধ্বনির সঙ্গে
 তাকে ধরল ঘিরে ।

কোরাস যখন সে দেখল তাদের ;
 'এইতো উপযুক্ত সময়' বলে
 তনোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপরে
 স্বরিং বেগে, সেই অপরাহ্নের আলোকে ।
 তার অস্ত্রের আঘাতে ছিনুভিনু হল সেনাদল
 তাকে হটানোর সাধ্য হলনা কারুর ।
 এদিকে ওদিকে পালাতে লাগল তারা
 সে বলল চীৎকার করে
 'কার নিষ্ঠার নেই আমার হাত থেকে ।'

কাগেকিয়ো [অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে]

ভীক, কাপুরুষ সব ।

কোরাস ভীক, ভোবরা সবাই কাপুরুষ,
 ভীক, ভোবরা সবাই কাপুরুষ,

জেন ও হেই সকলের লজ্জার কারণ ভৌরয়া ।
 পলায়নরত একজনকেও ফেরান সম্ভব নয় ভেবে
 চীৎকার করে বলল 'আরি কাগেকিয়ো,
 আগ্রহীযোদ্ধা কাগেকিয়ো,
 হেই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ।'
 ক্রত বেগে সে এগুল, ঝালি হাত বাড়িয়ে
 মিয়োনোয়ার শিরজ্ঞাপ আকর্ষণ করতে গেল,
 গলাবদ্ধ এল তার গেল,
 গলাবদ্ধ এল তার মুঠোয়,
 কিন্তু দুবারই গেল ফসকে ।
 চীৎকার করে সে বলল
 'আরি বেছে নিয়েছি আমার শত্রুকে'
 এ পারবে না আমার কাছ থেকে পালাতে ।'
 পাখীর মত ছেঁ। ঝেরে শিরজ্ঞাপ ধরে ফেলল সে,
 টানতে লাগল হর্ষধ্বনি সহকারে ;
 হঠাৎ করে গলাবদ্ধ অলগা হয়ে খুলে
 থেকে গেল তার হাতে ।
 শিরজ্ঞাপের মালিক তার শিরোভূষণ ফেলে
 অতর্কিত এই মুক্তি লাভ করে
 দৌড়াতে শুরু করল ক্রত ।
 নিরাপদ ব্যবধান গিয়ে ফিরে বলল
 'ওহে শক্তিমান কাগেকিয়ো, কি দুর্বীর শক্তি ধর তুমি বাহতে ।'
 অপর জন (কাগেকিয়ো) বলল প্রতি উত্তরে
 'না, বরং বল, মিয়োনোয়ার গলার বেটনীর কত শক্তি ।'
 দুজনেই হাসল । চলে গেল যে যার নিজের পথে ।

[কাগেকিয়ো এই বুদ্ধ দৃশ্য অভিনয় করে দেখাবে। এবং শেষে হত্যাশায় ভেঙে
 মূরে পড়ে গ্রামবাসীর দিকে ফিরে তাকাবে। কোরাস তার বক্তব্য বলবে]

কোরাস আরি বুদ্ধ হয়েছি । অবিস্মরণীয় বহু কিছু—
 সবই ভুলে গেছি ।
 আমার চিন্তা এলোবেলো হয়ে গেছে ।

৯৪ আপাদের নো সটিক

আমি লজ্জিত সেখনা ।

কিন্তু আর ক'দিনই বা এই দুঃখভরা পৃথিবী

আমাকে আলাবে ।

শেষের দিন তে এগিয়ে এস ।

বাণ, তেঁবরা কিরে যাও বরে ।

আবার আবার জন্য প্রার্থনা কর ।

ওরে আমার সন্তান,

মোমবাতি আগিয়ে দিস সেই অন্ধকারে

সে আলোক শান্তি দেবে আবার আত্মাকে ।

[কোন বড়ে, হাঁড়ড়ে লাঠির সাহায্যে সে উঠে বীড়াল। বেরের কাছে এসে
তাকে ধীরে ধীরে বক পাশু'বতী বরাহার (Wings) দিকে এগিয়ে দিল]

সে বলল 'আমি রইলাম'

যেহেটি বলল 'আমি চললাম ।'

সে তার কন্যার জন্য এই কথাই শুধু রেখে গেল,

আর কোন স্মারক

রইল না তাদের মধ্যে ।

হোচি-নো-কি

রচিত্তা—সিঙ্গাখি

চরিত্র

পুরোহিত (ছদ্মবেশী সন্নাট তোকিইয়োরি)
৭সুনেইয়ো গেনজাইয়েবন (তোকিইয়োরির এককালীন অনুচর)
তোকিইয়েরির মন্ত্রীদল ও অনুগামীরা
কোরাস

পুরোহিত

কোথা থেকে আর কেনন করে জানি না
আমি চলেছি আমার পথে
সমুদ্রের দিকে।

আমি ধর্মপথের যাত্রী। নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই আমার। শিনানো
অঞ্চল অতিক্রম করে আমি এসেছি। কিন্তু তুমার জনেছে রাত্তার ঘন
হয়ে। তুমার বর্ষণ হচ্ছে। কামাকুরা পর্বত গিয়ে আমার অপেক্ষা
করাই শ্রেয়। বসন্তকাল এলে আবার যাত্রা শুরু করব।

[বকের চারিদিক পরিদর্শন করতে করতে হ্রদের পান পাইবেন]

শিনানো অঞ্চল, আসামার শিখরদেশ,
রক্ত শিখার ধোয়া উঠছে দূরে, এবং কাছে,
তবু কি শীতল ও প্রবল বাতাস বয়ে আসছে,
বিরাট কুপ পর্বত থেকে।
'বন্ধুগল্পী'-তে এলাহ—কিন্তু বন্ধুহীন আমি,
আমার অস্তিত্ব রেখেছি একপাশে সরিয়ে,
একা চলেছি বিধাবিভক্ত পাহাড়ের মধ্য দিয়ে
যে পাহাড় নগুর পৃথিবী থেকে
আমাকে রেখেছে পৃথক করে।
নীচের প্রবহমান নদীতে ছুটে চলেছে

আবার ভ্রম ভাসমান ডেলা ।

পাশাপাশি সাজানো তক্তাগুলি কাঠের সরহিখানার দিকে বুধ করে আছে
সানোকোর্টে এসেছি আমি ।

এত ভ্রম এসেছি, যে এর মধ্যেই পৌছে গেছি কোজুকে প্রবেশের
সানোকোর্টে । আরে ! আবার তুষারপাত হচ্ছে । এখানে আশ্রয় নিতে
হবে আবার । (বক্তার পাশের দরজায় করাঘাত করবে)

৭নুনেইয়ের [বাসিন্দাকারি ও বক্তার বধ্যবস্ত্রী পরা তুলে]

স্ত্রী কে ?

পুরোহিত আমি একজন তীর্থযাত্রী । এ রাতের মত আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।

৭নুনেইয়ের এটা এমন কিছু বড় কথা নয় । কিন্তু বাড়ির মালিক বাইরে এখন,
স্ত্রী কেমন করে আপনাকে থাকতে দিই ?

পুরোহিত তাহলে তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি— ।

স্ত্রী তা করতে পারেন । আমি ওদিকে গিয়ে দেখি । তিনি এলে আমি
আপনার কথা বলব ।

[বক্তার পাশ থেকে ৭নুনেইয়ের প্রবেশ । পোশাক থেকে বরক বেড়ে কেলার
অভিনয়]

৭নুনেইয়ো আহ্ । কেমন ভীষণভাবে বরক পড়ছে ।

অনেক আগে, যখন আমি ছিলাম সংসার জগতে*

তখন দেখতে ভালবাসতাম

‘এখানে, ওখানে চারপাশে বরক ঝরছে

রাজহাঁসের পালকের মত উড়ছে ।

অনেক—অনেক আগে, আমি দেখতাম এই বরক বর্ষণ

যতক্ষণ না তুষার, সাদা কোটের মত

আমাকে আবৃত করে ফেলত ।’

এই গান আমি গাইতাম ।

যে তুষার এখন ঝরছে, তখনও এমনি ঝরত ।

কিন্তু, এখন আমি নিজেই শ্রুত তুষারাবৃত*

* পো-চুই-এর রচনা দ্রষ্টব্য ।

+ বরক তার গারে লেপে আছে দেখা, এবং তার পাখা চুলের জন্য এই উক্তি ।

এসব কি আর দেখব।
 আজকের এই পাতলা পোশাক
 কেমন করে আটকাবে এই প্রচণ্ড হিব।
 আজকের হাড় কাঁপানো শীতে
 রক্ষা পাব কেমন করে।
 তুষার-ঝড়ে ভরা কি কঠোর দিন।

[অপেক্ষারত স্ত্রীকে দেখে]

কি ব্যাপার? এই প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

স্ত্রী একজন তীর্থযাত্রী এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ রাতের বড় আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। আমি যখন তাকে বললাম, তুমি বাড়িতে নেই, তখন তিনি তোমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলেন। সেজন্যই আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

৭স্বনেইয়ো তীর্থযাত্রীটি কোথায়?

স্ত্রী ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে।

পুরোহিত এই যে আমি। যদিও এখনও বেলা আছে, তাহলেও এই প্রবল ঝড়ের মধ্যে আমি পথ দেখব কেমন করে? তাই অনুরোধ করছি, আজ রাতে এখানে আশ্রয় দেবার জন্য।

৭স্বনেইয়ো এটা জে কোন বড় কথা নয়। কিন্তু আপনাকে থাকতে দেবার বড় আয়গা আমার নেই। আমি আপনাকে স্বাগত জানাতে পারছি না।

পুরোহিত না, না। তাতে কি। বতই সামান্য হোক না কেন তবু সে আশ্রয় আমার কাম্য। একরাতের জন্য আমাকে থাকতে দিন।

৭স্বনেইয়ো আমি সানলে আপনাকে থাকতে বলতাম। কিন্তু এখানে আয়গা এত কম, আনাদের দুজনের স্থানী-স্ত্রীর জন্যও যথেষ্ট নয়। কেমন করে আপনাকে থাকার আয়গা দেব? ইরামতো প্রাণ কাছেই—দশ কার্ণ; দূর এখান থেকে—সেখানে আপনি একটি ভাল সরাইখানা পাবেন। সন্ধ্যা হবার আগেই আপনার পথ চলা শুরু করা ভাল।

পুরোহিত তাহলে আপনি আমাকে ডাড়িয়ে সেবেন, বনশ্ব করেছেন?

৩৮ আপানের নো নাটক

বুনেইয়ো আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি পারছি না আপনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে।
পুরোহিত (কিরে) এমন একটি লোকের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে বখেট
লাভ হল আমার। আমি চলেই যাচ্ছি। (চলে যাবেন)

শ্রী হার, আগেকার জীবনেও আমরা একবার নির্দেশ* লঙ্ঘন করে বখেট
শাস্তি পেয়েছি। আর এবারের এই কাজের ফলে নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্য নেমে
আসবে আমাদের পরবর্তী জীবনে। যেমন ভাবে হোক, ওঁকে এখানে
আশ্রয় দেওয়া উচিত ছিল। তাঁকে থাকতে বল, আমি বিনতি করছি।

বুনেইয়ো যদি তোমার ভেতন ইচ্ছাই ছিল, আগে বলনি কেন? (পুরোহিতের
খোঁজে এসিক ওসিক তাকিয়ে) না, তিনি এই তুমার ঝড়ের মধ্যে
বেশীদূর যেতে পারেন নি। আমি নিয়ে আসছি তাঁকে। শুনুন ওহে
রাজী, শুনুন। আমরা আপনাকে আশ্রয় দেব। শুনুন—এত ঘোরে
বরক পড়ছে যে উনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না। কি দূরবন্দ্য
না পড়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে তুমারপাত হচ্ছে, আর যে রাত্তা ধরে
উনি এসেছিলেন, তা বরকে ঢেকে গেছে, যাবার পথও অদৃশ্য। দেখ,
দেখ। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। কাপড় থেকে বরক ঝেড়ে
কেনছেন। ঝাড়ছেন তো ঝাড়ছেনই। সেই পুরানো গানের মত—

‘সানোফেরীতে

আমরা কোন আশ্রয় পেলাম না

যেখানে আমাদের বোড়াগুলি বিশ্রাম নিতে পারে

আমাদের অ্যাকেট ঝাড়ার জায়গাও নেই

এই তুমারাচ্ছু গোধুলিতে।’

এই গান সানোফেরীতে গাওয়া হয়েছিল। ইয়ানোভোয় বাবার পথে,
বিওয়া অন্তরীপে।

কোরাল কিন্তু এখন পূর্বদিকের পথে, সানোতে

তুমি কি উষিগু চিন্তে বুঝে বেড়াবে

তুমারাচ্ছু এই গোধুলিতে?

যদিও এই আশ্রয় স্থান নগণ্য

তবু আমাদের সঙ্গে থাক, থাক সকাল না হওয়া পর্যন্ত।

[পুরোহিত তাদের সঙ্গে কুটীরের ভেতরে গেলেন]

* বুনের নির্দেশ—আশ্রয়প্রার্থীকে আতিথ্য প্রদান

৭স্বনেইরো (তার স্ত্রীকে) শোন। আমরা তাঁকে থাকতে জে দিলাম। কিন্তু তার
সামনে কিছু দিতে পারি নি। কিছু কি নেই দেবার মত?

স্ত্রী সামান্য কিছু সেদ্ধ সব* আছে, যদি তিনি খেতে চান, তাহলে দিতে
পারি।

৭স্বনেইরো দেখি, তাঁকে বলি। (পুরোহিতকে) আমি আপনাকে থাকতে দিচ্ছি।
কিন্তু আপনার সামনে কিছু দিতে পারি নি। আমাদের ঘরে সামান্য
সেদ্ধ সব আছে। খুব কাছে খাবার, আপনি যদি খেতে পারেন,
তাহলে এনে দিই।

পুরোহিত কেন, এতো খুবই উপাদেয় খাবার। দিন, আমাকে দিন।

৭স্বনেইরো তিনি খাবেন বলছেন। তাড়াতাড়ি করে নিয়ে এস।

স্ত্রী এই যে, দিচ্ছি।

৭স্বনেইরো অনেকদিন আগে, যখন আমি সংসার জগতে ছিলাম সব জাতীয়
খাবার আছে বলে আমার জানা ছিল না। শুধু কবিতা ও গানেই
তা পড়েছিলাম।

কিন্তু এখন এই খাদ্যই আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান উপকরণ।

সত্যি, রাজাই পঞ্চাশ বর্ষব্যাপী গৌরবের স্বপ্ন

দেখেছিলেন কান্তানে

ধার করা বানিশে ভর দিয়ে শুয়ে,

তখন রান্না হচ্ছিল সবচূর্ণ,

এখন যেমন হচ্ছে আমার সামনে।

আমি যদি তার মত বুঝতে পারতাম

এবং স্বপ্নে দেখতাম

অতিক্রান্ত দিনের মধুর মুহূর্তগুলি

কি তৃপ্তিই না পেতাম।

কিন্তু, এখন ভাতাচোরা সেরাসের কাঁক দিয়ে

কোরাস ঠাণ্ডা বাতাস আসছে অরণ্য থেকে

স্মৃতি-জড়িত স্বপ্ন নিয়ে বাচ্ছে উড়িয়ে।

[কোরাসের গানের সময়ে একজন সহপাঠী বকে ডিন্টা বাটো কন্ডের গান
এনে রাখল]

* স্বর্ষীয় চাষীদের খাদ্য।

শুনেনইয়ো কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বতই রাত বাড়ছে, তুমার বর্ষণও তীব্রতর হচ্ছে।
 যদি আগুন আলানোর জন্য কিছু কাঠ থাকত, তাহলে আপনি এখানে
 বসতে পারতেন এবং নিজেকে গরম করে নিতে পারতেন। আহ—
 আমি বা ভাবছিলাম। আমার ক’টি ছোট কলবের গাছ আছে।
 আমি ওগুলি কেটে ফেলব এবং তা দিয়ে আগুন আলাব।

পুরোহিত আপনার কি সত্যিই ছোট কলবের গাছ আছে?

শুনেনইয়ো হ্যাঁ, আছে। যখন আমি সংসার জীবনে ছিলাম, আমার প্রচুর কলবের
 গাছের সংগ্রহ ছিল দেখার মত। কিন্তু যখন আমার দুদিন এল, বৃক্ষ-সম্ভার
 সাথে মন রইল না আর। বাদ দিলাম তা। কিন্তু ওগুলির মধ্যে তিনটি
 আমি রেখে দিয়েছিলাম—কুন, চেরী আর দেবদারু। দেখুন। এই
 তিনটি, বরফে ঢেকে গেছে। ওগুলি আমার কাছে পরম মূল্যবান, তবু
 আজ রাতের প্রয়োজনে ওগুলি কেটে আমি আলো আলাব।

পুরোহিত না, না, তা হয় না। আপনার দয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু,
 একদিন যখন আপনি আগেকার জীবনে ফিরে যাবেন, তখন আনন্দ
 বিধানের জন্য এগুলির প্রয়োজন হবে। বাতবিকই একথা ভাবাও
 ঠিক নয়।

শুনেনইয়ো আমার জীবন পৃথিবীর আবরণে ঢাকা একটি গাছের মত, ফোটাবার মত
 কোন কুসুমই সেখানে ফোটে না।

শ্রী এবং আপনার জন্য এই আগাছাগুলি, এই বাজে খেলার জিনিসগুলি
 আলানো উচিত।

শুনেনইয়ো সেগুলিকে আমাদের প্রভুর সেবার উপকরণ* বলে ভাবুন।

শ্রী এখন যেমন, তখনও তেমনি হয়েছিল—

শুনেনইয়ো যখন সন্ন্যাসীদের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার জন্য হিমালয়ের অরণ্য এগিরে
 এসেছিল আলানী কাঠ নিয়ে।

শ্রী তবে তাই হোক।

কোরাস ‘আমি কি সেই,
 যে জীবনকে সরিষে রেখেছে একপাশে,

* শাক্যদুবি গ্রামস্থ পরিভ্রমণ করার পর পর্বতের এখির সেবা করেছিলেন।

প্রিয় জীবনকে—

সে কি মায়া করবে এই দুচ্ছ গাছপালার ?

[৭স্ননেইয়ো এগিরে কলবের গাছগুলির পাশে ঝাঁড়ান]

তারপর সে ঝেঁড়ে ফেলল তুমার কণা গাছ থেকে ।

তারপর অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠল,

‘আমি পারছি না, পারছি না ।

হে সুললিত তরুণ, আমাকে কি গুরু করতেই হবে ?

তুমি কুলগাছ

নিম্নপত্র শাখাগুলি কুলে ডরা

উত্তরের আনন্দের কাছে ।

বরফে ঢাকা,

জ্ব শীতল বাতাসে ছড়াও ফুলের সুবাস

বসন্তের প্রায়স্বে ।

তুমিই যাও প্রথমে ।

তুমি, যার শাখা পর্জতে বেড়ার বত জড়িয়ে থাকে,

মুখ গ্রামবাসী যার পাশ দিয়ে যাবার সময়

স্বগন্ধ পেয়ে দাঁড়ায় থমকে*

কুঠারের আঘাতে সেই তুমিই হও খণ্ড খণ্ড আঙনের জন্য ।

আমি আগে ভাবিনি একটুও

আমার হাত কত নির্দয় ।’ (কুলগাছ কেটে ফেলল)

‘তুমি, চেরী বৃক্ষ (প্রতি বসন্তে সবশেষে ফুলে ফুলে হও মত্তুরিত),

ভেবেছিলাম, একটি একাকী বৃক্ষ

যাকে আমি সাদরে বড় করে তুলেছি—

কিন্তু এখন—আমি, আমি—একা থেকে গেলাম

আজ, তুমি কাটা পড়লে,

ফুলের বত উঠলে অলে অগ্নিশিখা হয়ে’

৭স্ননেইয়ো এখন তুমি, ওগো দেবদারু,

ভেবেছিলাম,

হেঁটে ফেলব তোমার শাখা প্রশাখা

এবং তোমাকে
 ঝাড়া করে রাখব কুটবলের মাঠের* দণ্ড করে ।
 তোমার সে রূপ আর দেখা হল না ।
 সেই গাছ, বাতাস যাদের ধ্বংস করতে পারে নি
 তুমি ও কুমারী কোন ক্ষতি করতে পারে নি
 তারা এখন স্বকব্ধ করে অলছে
 পুড়ছে আর পুড়ছে ।
 আলোক সঙ্কেতের মত
 রাতে যে-প্রহরী প্রাসাদ-দ্বারে আলো জালিয়ে
 পাহারা দেয় রাজাকে
 তেমনি উজ্জ্বল তোমার আলো ।
 আত্মন, উত্তপ্ত করে নিন নিজেকে ।

পুরোহিত কি চমৎকার আগুন অলছে এখন । ঠাণ্ডা ভুলে যাবার মত উজ্জ্বলতা ।
 ৭স্বনেইয়ো আপনি যেহেতু আজ আনাদের সাথে রইলেন, তাই আনরাও আগুনের
 ধারে বসতে পেলার ।
 পুরোহিত আপনার কাছে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই । কোন বংশের লোক
 আপনি ?
 ৭স্বনেইয়ো আমার অন্য পরিচয় দেবার মত এমন কিছু নয় । নামহীন বংশের লোক
 আমি ।
 পুরোহিত আপনি যাই বলুন, আপনাকে সাধারণ লোক বলে মনে হয় না । সমর
 পরিবর্তিত হয়, বংশ পরিচয় আমাকে জানালে কি এমন ক্ষতি ?
 ৭স্বনেইয়ো সত্যিই । গোপন করার কোন কারণ নেই । শুনুন তবে, ৭স্বনেইয়ো
 গেনজাইয়েম—সানোর অধিকর্তা—তার আজ এই দশা হয়েছে ।
 পুরোহিত কেমন করে ? কেমন কবে এ দুঃস্বপ্ন হালো আপনার ?
 ৭স্বনেইয়ো যেমনভাবে সাধারণত হয় । ক্ষতিয়া আমার সম্পত্তি দখল করে নিল ।
 আমার এই অবস্থা হলো ।

* আপাদনী কুটবলের কাহিনী এ প্রহর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । বিঃ স্বত্বকি অবশ্য সম্ভ্রতি এর অন্য
 দিক ব্যাখ্যা করেছেন ।

পুরোহিত আপনি কেন রাজধানীতে গিয়ে শিকেনের রাজদরবারে প্রতিকারের
আবেদন জানালেন না ?

স্বনেইরো দুর্ভাগ্য আমার, যে, সেসবের সন্ধ্যাটি সাইবিরোজি* তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে-
ছিলেন। তবু সব সাধ জো এখনও শেষ হয়ে যায় নি। দেয়ালে এখনো
ঝুলছে লম্বা বর্শা, বর্মও রয়েছে।

আম্ভাবলে এখনো বাঁধা রয়েছে একটি অশ্ব।

কোন সময়ে যদি ধবর আসে

আমাদের সন্ধ্যাটি বিপন্ন।

তখন, যদিও আমার বর্ম ভগ্ন,

তবু তাতে নিজেকে আচ্ছাদিত করে,

লম্বা বর্শা—যদিও তা মরচে পড়া—

তাই নিয়ে,

পাঁজর বের হয়ে যাওয়া বোড়ায় চড়ে

আমি সেনাদলের সঙ্গে যাব,

যত দ্রুত পারি নাম লেখাব সৈন্য বাহিনীতে।

যুদ্ধ শুরু হলে, শত্রু, সংখ্যায় বেশী হলেও

আমি সর্বপ্রথমে যাব তাদের ছত্রভঙ্গ করতে,

বেছে নেব যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী

এবং প্রাণ দেব প্রয়োজন হলে।

(দুহাতে মুখ চাকল। স্বর অবরুদ্ধ হয়ে এল তার) কিন্তু এখন, এই অনুষ্ট,
সুখায় পীড়িত হয়ে অনর্থক মৃত্যুবরণ।

কি হতাশা! কি হতাশা!

পুরোহিত সাহসে বুক বাঁধুন। এত শিগগীর আপনার শেষ হতে পারে না। যদি
বেঁচে থাকি, আবার আসব আপনার কাছে। এখন আমি যাচ্ছি।

স্বনেইরো আমরা আপনাকে যেতে দিতে পারি না। প্রথমদিকে আমাদের জীবন
ও তার বাপনের মর্গন্যতা আপনাকে দেখাতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করছিলাম। কিন্তু

স্বী এখন অনুরোধ করছি আরও কিছুক্ষণ থেকে যেতে।

পুরোহিত যদি আমি আমার ইচ্ছার অনুগামী হই, তাহলেও কি এই তুমারের
মধ্য দিয়ে যেতে পারব, মনে করেন?

* ভোজিইরোরি।

৭৪ জাপানের নো নাটক

হুনেইয়ো তুমার পাতের একদিন পর, আকাশ নির্বল হলেও শৈত্য
ও তার শ্রী কবে না। আর আজ রাতে—

পুরোহিত কোথায় থাকব আমি ?

শ্রী থাকুন আমাদের সঙ্গে একটি রাত।

পুরোহিত যদিও আমার ইচ্ছা করছে
আপনাদের সঙ্গে থাকতে—

হুনেইয়ো তবু আমাদের ছেড়ে যাবেন ?

ও তার শ্রী

পুরোহিত হুনেইয়ো, বিদায়।

উভয়ে আমার আসবেন আমাদের কাছে।

কোরাস [পুরোহিতের কথা বলছিল]

‘এবং তুমি যখন একদিন শহরে আসবে

আমার খোঁজ কোর।

একজন দীন পুরোহিত

কোন লক্ষণীয় উন্নতি সাধন করতে পারবে না তোমার।

তবে, কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত হবার পথ দেখাবার সাহায্য করতে
পারবে।

তোমার অভিযোগ প্রত্যাহার কোর না।’

আর কিছু বললেন না তিনি।

নিজের পথে চলে গেলেন।

তাদের ছেড়ে যেতে দুঃখ অনুভব করলেন

এবং তারাও ব্যথিত হৃদয়ে

তাকে দূরে চলে যেতে দেখল।

[ছয় মাসের বিরতির পর]

হুনেইয়ো [কুটিল বাক্যে বাঁকিয়ে চনমান পথচারীদের দৃষ্টি করতে করতে]

শোন যাত্রীদল।

একথা কি সত্য যে কাবাকুরা অভিমুখে যাচ্ছে সেনাবাহিনী ?

ভেঁবরা বলছে, বিশাল সেনাবাহিনী চলেছে ? তাহলে এটাই সত্য ? পূর্ব
অঞ্চলের আটটি প্রদেশের জমিদার ও যোদ্ধারা যাচ্ছে কাবাকুরার ।

মনোরম কৃশ্য বটে !

পেটানো রূপার পাতে সজ্জিত ও শোভিত বস

সোনার বাঁটের ছোরা ও অসি

তেজী পুষ্ট অশ্ব আরোহণ করে তারা চলেছে ।

সারিবদ্ধ অশ্বের সহস্র পর্বত

স্বশোভন পোশাকে সজ্জিত ।

এবং তাদের সঙ্গে (যোড়া চালাবার ভজি)

চলেছে ঞ্চুনেইয়ো

অশ্ব, বর্ম ও অসি নিয়ে ।

যেগুলি নামে মাত্র অশ্ব, বর্ম ও অস্ত্র ।

ওরা হয়তো হাসবে,

তবু, আমার মনে হয়

তাদের চাইতে নিকৃষ্ট নই আমি ।

এবং যদি পেতাম মনের মত ঘোড়ক

বীর বিক্রমে—(চাবুক চালাবার ভজি)

এই আটকুঁড়ে ।

কোরাস অশ্বটি বৃদ্ধ, উইলো শাখার মত আনিত,

সে ক্ষত যেতে অসমর্থ ।

সে শীর্ণ ও জরাগ্রস্ত ।

বেত মেরে বা ভুতোর কাঁটা দিয়ে আঘাত করে

ওকে ক্ষত চালানো যাবে না ।

পাঁকে পড়া গাড়ীর মত ওটার গতি ।

বাকী সবাই অনেক পেছনে পড়ে গেল সে ।

পুরোহিত [এমন আপানের শাসক]*—

কে আছি এখানে ?

অনুচর আমি আছি প্রভু ।

* হোজা নো ডোকেইয়োরি কাবাকুরার শাসক ছিলেন ১২৪৬ থেকে ১২৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত । সে সময়ে পুরোহিতের বেশে পরিচয় গোপন করে সাদা বেশে তিনি যুরে বেড়াতেস প্রজাদের ষোড়-ষবর নিয়ে তাদের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ।

পুরোহিত সব জাতির সৈন্য এসে পৌছেছে ?

অনুচর হ্যাঁ প্রভু, সকলেই।

পুরোহিত তাদের মধ্যে রয়েছেন একজন বোদ্ধা—তার বর্ম ভাঙা, বরচে পড়া
অস্ত্র আছে তার সাথে, নিজের শীর্ণ অশ্বের আরোহী তিনি। নিরে
এস তাঁকে বুঝে আমার সামনে।

অনুচর অবিলম্বে আদেশ পালন করছি প্রভু। (৭স্বনেইয়ের কাছে গিয়ে) আপনার
সঙ্গে কথা বলতে চাই।

৭স্বনেইয়ো কি কথা ?

অনুচর এখনি প্রভুর সামনে যেতে হবে আপনার।

৭স্বনেইয়ো আমাকে প্রভুর সামনে উপস্থিত হতে বলছ ?

অনুচর হ্যাঁ, আপনাকেই

৭স্বনেইয়ো তা হয় কেমন করে ? তুমি ভুল করছ। অন্য কেউ হবে।

অনুচর আহ, না। আপনিই। আমার প্রতি আদেশ হয়েছে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত
ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে। আমি নিশ্চিত যে আপনিই সেই ব্যক্তি। অবিলম্বে চলুন।

৭স্বনেইয়ো সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত ?

অনুচর হ্যাঁ, তাই।

স্বনেইয়ো তাহলে অবশ্যই আমি সেই ব্যক্তি।

প্রভুকে জানাও, তার আদেশ পালন করছি।

অনুচর তাই জানাচ্ছি।

স্বনেইয়ো বুঝতে পেরেছি। ভালভাবেই বুঝতে পারছি। আমার কোন শত্রু
আমাকে বিশৃঙ্খলিত বলে জানিয়েছে, আমাকে বধ করার জন্য আমার
সামনে আহ্বান করা হয়েছে। ঠিক আছে। চল, নিরে চল আমাকে
তাঁর সামনে।

কোরাস তাঁকে নিরে বাওয়া হল সেই সভায় যেখানে বিশাল বহু সর্ববোত
হয়েছিল সেনাবাহিনীর সকল বীর বোদ্ধারা।

উজ্জ্বল নক্ষত্রাভির রত

সারি বেঁধে বসেছিল জীরা,

সামুদ্রাই ও সৈনিকেরা ।
তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে
ভাঙিল্য ভরা দৃষ্টি, উত্তোলিত অঙ্গুলি
আর হাস্যরোল হল উষিত ।

স্বনেইয়ো সেলাই করা অীর্ণ পোশাক পরেও,
সরচে পড়া, বাঁকা, কুলে পড়া অস্ত্র নিয়েও,
তিনি বললেন দৃষ্ট কণ্ঠে
'হে প্রভু, এসেছি আমি ।'

[সিংহাসনের সাবনে নত হলেন]

পুরোহিত আহ্ তিনি এসেছেন ।

সানোর ৭স্বনেইয়ো ।

আপনি কি ভুলে গেছেন সেই পুরোহিতকে যাকে আপনি আশ্রয় দিয়ে-
ছিলেন দুর্যোগের দিনে ? আপনি আপনার কথায় অবিচল ।

যে-কথা আপনি বলেছিলেন সেই রাতে, সানোয়—

'কোন সময়ে যদি খবর আসে
আমাদের প্রভু বিপন্ন
তবন, যদিও আমার বর্ম ভগ্ন
তবু তাতে নিজেকে আচ্ছাদিত করে,
লব। বর্শা—যদিও তা সরচে পড়া
তাই নিয়ে,
হাতিভসার ষোড়ায় চড়ে
আমি বাব তাদের সঙ্গে একত্রে
যত ক্রত পারি ।'

সে-কথা বিখ্য। ছিল না । আপনি এসেছেন বীর বিক্রম ।

এই বাহিনীকে সেই উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে, যাতে

প্রমাণ করা যায় আপনার কথার সত্যতা ।

এবং তাদের আবেদন ও অভিযোগ পোনার জন্য

যারা আমার আফ্রানে লাড়া দিয়েছেন,

যদি তাঁদের মধ্যে কার কোন ক্ষতি হয়ে থাকে

সে কতি পূরণ করার জন্য ।
 প্রথমেই আমি রায় দেব ৭স্ননেইয়ের বিষয়ে ।
 তাঁকে কিরিরে দেওয়া হবে
 আইনানুযায়ী প্রাপ্য সম্পত্তি
 সানো অফলের ত্রিশটি ভূখণ্ড ।
 তাছাড়া, সবার উপরে যা,
 তা বিস্মৃত হবার নয় ।
 সেই প্রবল তুমার ঝড়ে
 তিনি তাঁর গাছগুলি, তাঁর একমাত্র মূল্যবান সম্পদ
 কেটেছিলেন আশুন আলানোর জন্য ।
 সেই তিনটি বৃক্ষলানের কৃতজ্ঞ উপহার স্বরূপ
 সেই কুল, চেরী ও দেবদারু বৃক্ষের জন্য
 আমরা তাঁকে প্রদান করছি তিনটি আরগীর
 কাগার কুলবাগান, এংচুর চেরী উদ্যান
 এবং কোদুকের দেবদারু অরণ্য ।
 পুরুষানুক্রমে তিনি এসম্পত্তি ভোগ করবেন ।
 এই দলিল স্বাক্ষর করব আমি নিজে ।
 সীলমোহর করা হচ্ছে' এমন ভাবে
 যাতে তার আগের আরগীর অধিকারে তিনি বঞ্চিত না হন ।

৭স্ননেইয়ো তখন ৭স্ননেইয়ো গ্রহণ করল
 সেই দলিলগুলি ।

কোরাস তিনি নিলেন সেই দলিলগুলি
 তিনবার নোয়ালেন রাখা ।

[৭স্ননেইয়ের হয়ে কথা বলছে]

দেখুন অবিদ্যাবৃন্দ ! (৭স্ননেইয়ো দলিল তুলে ধরলেন)
 দেখুন এই দৃশ্য ।

আপনাদের ত্যাগিত্য যেন পরিণত না হয় ঈর্ষার ।

তখন সব আরগীর সেনানায়কগণ
 বিদায় নিলেন তাদের প্রভুর কাছ থেকে,
 যাত্রা করলেন নিজ গৃহের দিকে ।

৭শ্বনেইরো এবং তাঁদের মতো ৭শ্বনেইরো
 কোরাস তাঁদের মতো ৭শ্বনেইরো
 দৃষ্টিতে আলম ভ'রে
 মনোহর অশ্রু আরোহণ করে
 সানোর নৌকার সেতুর দিকে রওনা হলেন ।
 তার বে-জবি একদা হারিয়ে গিয়েছিল
 নিকরূণ ভাবে তার কাছ থেকে
 অজস্র অশ্রুধারার স্রোতে—
 সেই সানোর নৌকার সেতুর অধিকার
 আবার আসল কিরে তাঁর হাতে ।

‘কোরাচি’ প্রসঙ্গে

কোরাচি সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাতে জানা যায়, তাঁর অসংখ্য প্রেমিক ছিল। সে নিষ্ঠুরভাবে তাঁদের প্রেমের বেদনা নিয়ে ব্যস্ত করত। তাঁদের মধ্যে একজন—শিই-রো-শোশো বহুব্রু থেকে তাঁর প্রথম ভিক্ষা করতে এসেছিল। কোরাচি জানায়, যদি শোশো ধারাবাহিকভাবে একশো রাত নিম্ন ভবন থেকে আসতে পারে, আর আগমনের প্রমাণস্বরূপ কোরাচির রুমের বসার আসনে একশোটি চিহ্ন খোদাই করতে পারে, তাহলে সে তাঁর প্রস্তাব মেনে নেবে। শোশো শত রাত এসেছিল, একটি রাত বাদে। তুমার, বৃষ্টি আর ঝড়ে ভরা ছিল সেই রাত্রি। কিন্তু শত রজনীর শেষ রজনীতে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর অনেকদিন কেটে গেল। কোরাচি তখন প্রৌঢ়। কবি ইরাস্ম-হাইম একদিন কোরাচিকে তাঁর সঙ্গে সিকাওয়ার্ডে যাবার আকল্প জানালেন। সে উত্তরে বলল,

‘আমি নিঃসঙ্গ

ছিগ্নবুল নল খাগড়ার মত

কোন শ্রোত কি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে

তাই ভাবছি আমি।’

আরও বয়স বাড়ল তাঁর। একে একে সমস্ত বন্ধুদ্বন্দ্ব, রসবোধ—সবই হারাল সে। একা একা মূরে বেড়াত, আধপাগল ভিখারিণীর মত জীবন কাটাত। ‘সোভোবা কোরাচি’ নাটকে দেখান হয়েছে তাঁর প্রেমিকের আত্মা যখন তাঁর দেহে আশ্রয় নিত, তখন সে উন্মাদ হয়ে যেত।

একটি পবিত্র জুপের* স্পর্শে তাঁর পাপস্বলন হয়। প্রেতাশ্রম আসর থেকে সে মুক্তি পায়। জুপটি পাঁচটি উপাদানে গড়া, তাঁর ওপর সে বসেছিল বিশ্বাসের জন্য।

কোরাচির সঙ্গে পুরোহিতত্বের মজার ও তর্কবিভর্কের সময় বেঝা যায় যে সে খ্যাণী সম্প্রদায়ের নীতিতে বিশ্বাসী। সে নীতিতে মূর্তি বা গিগিলাসার স্থান নেই। পুরোহিতরা শিগ্নগন সম্প্রদায়ের মতো

* জুপ—সংস্কৃত বস্ত্র। জাপানীতে ‘সোভোবা’।

সাহাশীল। জ্বলে মুক্তিলাভের উপায় হলো বায়ুশ্বাসের ব্যবহার ও পবিত্র প্রতিমূর্তির উপাসনা।

এই নাটকের রচয়িতা সম্বন্ধে সংশোধনের অবকাশ নেই। সিআমি তাঁর প্রায়ে বলেছেন, নাটকটি তাঁর পিতা কাণ্ডশানাবি কিরোংহুগুর লেখা। তিনি আরও একটি নাটক লেখেন যার নাম নিই নো শোশো (বর্তমানে কাণ্ডই কোবাচি নামে অভিহিত); সে নাটকে শোশো প্রধান চরিত্র—কোবাচি সহঅভিনেত্রী। সিআমিও কোবাচির কাহিনী গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'সেকিদেরা কোবাচি' কোবাচির বৃদ্ধকালের জীবন নিয়ে রচিত। প্রায় বৃদ্ধ কোবাচিকে সেকিদেরের পুরোহিতরা তানাবাতার উৎসবে নাচে আহ্বান করেন। কোবাচি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং নৃত্যবহুড়ার সময়ে যৌবনকালের অভিনয় প্রদর্শনের বৃহুর্ডে সে এক বৃহুর্ডের অন্য যৌবন ফিরে পায়।

সোতোবা কোমাচি

রচিত—কাতলান্সি

চরিত্র

কোইরাসানের অনৈক পুরোহিত

দ্বিতীয় পুরোহিত

কোমাচি

কোরাস

পুরোহিত

সংকীর্ণ পাহাড়ের* উপর

আবরা বেঁধেছি বাসা

কেননা হৃদয় চায় বিশ্বাস,

নির্জনতা সন্ধানী সে।

[দর্পকণের দিকে কیره]

আনি কোইরাসানের একজন পুরোহিত। রাজধানীতে গিয়ে তীর্থস্থান
ও পবিত্র বস্তুগুলি দেখার বাসনার চলেছি।

অতীতের বুদ্ধ আজ নেই।

বিনি প্রকৃত বুদ্ধ হবেন

তেনন কেউ আসেন নি পৃথিবীতে।

দ্বিতীয়

পুরোহিত

আবাদের দিন কাটে স্বপ্নের সৃষ্টিতে

বরা আবাদের আশেপাশে নিমজ্জিত

ভাষা সকলেই কাল্পনিক, অলীক,

তবু পরব ভাষা আবাদের

আবরা বান্ধব হরে অনোহি,

বে পরব সম্পদ আবাদের পেওরা হরেছে

তা সহজলভ্য নয়।

বুদ্ধের সেই নীতিমালায়

* কোইরাসান অল্যাসা পর্বতভাগটি বশিরের দত্ত দ্বারা নয়।

আমাদের নির্ধািত বীজবর সিহিত ।
 কেবন করে বীজ কুল হয়ে উঠবে ফুটে
 সেই ভাবনা অন্যকে ধিরে ধরেছে,
 সারাভীবন ধরে সে সাধনা
 করে বাব আমি ।

আবার আগেকার ভীবন কাহিনী
 অজানা তো নর আমার ।
 কাক কাছে আমার নেই কোন প্রীতির ঞ্ণ
 যা বিগ্নিত করবে আমার এ ভীবনকে ।
 সন্তানের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ প্রত্যাশা করি না,
 (সে সব বচন আমি কি করি নি তুচ্ছ ?)
 হাজার হাজার হাইল পথ চলা
 তীর্থ যাত্রীর কাছে কিছু নয় ।
 মাঠই তার শব্দা,
 পর্বত তার বাগডবন,
 বতকণ পর্বত গন্তব্যস্থান
 তার সামনে না আসে ।

কত ক্রত এলাম আবার । এই তো ৭২ প্রদেশের এ্যাম্বেনোর দেবলাক
 বন । কিছুকণ বিশ্রাম নেওয়া যাক এখানে । (তারা ওরাকির স্তম্ভের
 পাশে বসবে)

কোমিটি

হিন্দুবল নলখাগড়ার বত
 শ্রোতে ভেসে এগেছি আমি
 কোন চেউ আর অন্যকে ধিরে চাকছে না
 শ্রোত বইছে না ।

অনেকদিন আগে কি পর্বিই না ছিল আমার ।

কতানো শুচ্ শুচ্ চুলের গুবক সাজিরে
 আমি ধুরে বেড়াডাল
 বলন্ত বাডালে বুলু আলোনিড
 ডালপ, নববীধ উইদো ডালপ বত ।
 নিশির পাশে শুট ডরত পাখীর বত
 বধুর কণ্ঠে আমি কক ককডাল :

পূর্ণ প্রস্তুতিত আরণ্য গোআদেপার পাণ্ডুর চেহেও
 স্নান দ্বিলাব আদি।
 আর, আজ, কি কুংসিত হয়ে গেছি।
 গরীব বরের বেরের বত হতশ্রী।
 এখন তারা এবং আর সকলে
 স্থানীয় মুখ ফিরিয়ে নেয় আমার বেঁচে।
 অসুখী দিন, রাস আর বৎসর
 জন্মেতে জন্মেতে পৌছেছে শেষ গীয়ার।
 আমি আজ বুঝা। শত বৎসরের বুঝা
 শহরের লোকের চোখকে ভর করি আমি,
 গোধুলিতে যদি তারা আমাকে দেখতে পায়
 অবশ্যই বলবে চীৎকার করে—একি সেই।
 শতচুড়াময় সেই বেষচুহী নগর থেকে
 পশ্চিমদিকে চলেছি আমি তাঁদের আলোতে
 কোন প্রহরী শুধাবে না কোন কথা
 এমন হতভাগিনী যাত্রীকে কেউ দেবে না বাধা
 তবু গাছের ছারার লুকিয়ে আমি চলেছি।
 শরদ পর্বত আর প্রেমিকের সরাধি পার হয়ে
 চলেছি কাংসুরা নদীর উদ্দেশ্যে।
 জ্যোৎস্নাতরা নদীতে অনেক নৌকা।
 (শিউরে উঠে সে মুখ চাকল, পাছে কেউ চিনে কেনে)
 কারা যাচ্ছে ঐ নৌকা ঘেরে ?*
 বড় ক্লান্ত আমি
 গাছের গুঁড়িতে বসে জিরিয়ে নিই কিছুকণ।

পুরোহিত আনুন। সূর্য ভুবে যাচ্ছে। আনাদের তালতালি হাঁটা বরকার। দেখুন,
 দেখুন, ওখানে একটী ভিখারী বসে আছে। পবিত্র স্তুপের ওপর বসে
 আছে। তাকে ওখান থেকে উঠে যেতে বলতে হয়। এই বে, শুনহ,
 কিসের ওপর বসে আছ তুমি ? ওটা কি বুকের পবিত্র দেহশীট নয় ?
 ওখান থেকে উঠে যাও। অন্য কোথাও গিয়ে বিরোও।

* বিজ্ঞানির রচনার (১৪৩০) আছে—‘কোলাটি আছে একটী বীর্ষ পাখী ছিল। ‘কারা
 যাচ্ছে’ এই কথায় পর একটী বীর্ষ নদীত পলিচ্ছে ছিল।’

কোমারি বুকের দেহপীঠ এটা ? কিন্তু এতে তো কোন লিপি বা আকৃতি
উৎকীর্ণ করা নেই। আমি এটাকে একটা গাছের কঁড়ি বনে কবে-
হিসাব।

পুরোহিত পাহাড়ের পাশের ঘরিতে
ছোট-কাবো পাহাটিতে বখন পুষ্পোদ্গম হয়
তাও লুকানো থাকে না।
দেখছ না এই বৃকটি
বুকের দেহাকৃতির বত পাঁচ ভাগে বিভক্ত।
এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে না
এটির অসামান্যতা ?

কোমারি আমিও একটি জীর্ণ ভগ্ন শাখা
কিন্তু আমার হৃদয়ে ফুল ফুটে আছে,*
সে ফুলেও প্রভুর পূজা হয়।
কিন্তু এটিকে কেন বুকের দেহ বলা হলো ?

পুরোহিত তাহলে শোন।
এই তুপ হীরক প্রভুর** দেহবেশী।
তার অবতারের প্রতীক।

কোমারি কি কি উপাদানের প্রকাশ হয়েছিল তাঁর দেহে ?

পুরোহিত মাটি, পানি, বাতাস, আগুন এবং মহাশূন্য।

কোমারি এই পাঁচটি উপাদানই তো মানবদেহে নিহিত। তাহলে পার্থক্য কোথায় ?

পুরোহিত আকৃতি তো সকলেরই এক, কিন্তু পুণ্য সন্ধান নয়।

কোমারি এই জুপের মধ্যে কি পুণ্য আছে ?

পুরোহিত 'এই জুপ একবার দর্শন করলে শরতানের হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি
পাওয়া যায়'+

কোমারি 'একটি চিন্তা হৃদয়ে বুদ্ধির বীজ বপন** করে' এটাও কি কব মূল্যবান ?

* "Heart-Flowers", *Kokora no hama*, is a synonyma for "Poetry".

** বহুশব্দ—নিবন্ধন সমগ্রবায়ের প্রধান অবতার ভৈরোচনার নির্বাসিত জগৎ।

† নির্বাণ বুকের অংশ বিশেষ।

++ অবতারসকল বুকের অংশ।

দ্বিতীয় বসি ভেঁষার হৃদয় সে বুজির খাপ পেয়ে থাকে, তবে কেন তুমি পৃথিবীর
পুরোহিত হৃদয় অড়িয়ে আছ ?'

কোবাচি আমার দেহ অড়িয়ে আছে, কিন্তু আমার হৃদয় এ বর্তাভূমি ছেড়ে বহনিন
আপেই চলে গেছে।

পুরোহিত ভোমার হৃদয়ই নেই। তা বসি থাকত, তবে তুমি বুকের পবিত্র দেহ
চিনতে।

কোবাচি আমি এটা দেখতেই জে এসেছিলাম।

দ্বিতীয় এবং তেজেনেও তুমি প্রার্থনার কোন বাণী উচ্চারণ না করেই হাত
পুরোহিত পা ছড়িয়ে ওর ওপর বসেছিলে ?

কোবাচি ওটা জো বাটির ওপরেই। ওখানে বিশ্বাস নেওয়াতে কি কতি ?

পুরোহিত এটা খুবই বিরোধী কর্ব।*

কোবাচি কখনো কখনো বিরোধী কর্বের কলেই জে বুজির বাসনা আসে।

পুরোহিত দেবদেবের** হিংসা থেকে—

কোবাচি করুণার কখনো দেবী কওয়াননের অনুগ্রহ থেকেও।

পুরোহিত হালোকুর*** নিবুদ্ধিতা থেকেও.....

কোবাচি জ্ঞানের দেবতা মস্তুর কাছ থেকে

পুরোহিত বোঝা যায় যে যা মল

কোবাচি তা ভালও হতে পারে।

পুরোহিত থাকে মান্তি বলা যায়

কোবাচি তা মুক্তি।****

পুরোহিত এবং মুক্তি

কোবাচি পাছের বতন করে রোপন করা যায় না।

পুরোহিত এবং হৃদয়ের দর্পণ

* অস্বাভাবিকভাবে বেহুশে কর্ব।

** দত্ত কায়দা পরিচিত। বুকের দুইটি পৃষ্ঠা, যে পৃষ্ঠা তাঁর অনুসারী ছিল।

*** এক নির্দোষ নীচ, বীভিষাচ্য একটুকু শ্রোতৃ আনুগত্য করতে পারত না।

**** নির্দোষ নীচ অনুসারে।

কোলাচি শুনো কুমড়ে খাঁকে :

কোরাস (কোলাচির কথা বলবে) কোন কিছুই নয় সত্য।

বুড়ও আবারে মধ্যে

বলিও দেই পার্থক্য।

তবু তুচ্ছের কল্যাণ কামনার

পথ হারানোর সজলের অন্য

তার যে ব্রত

তার সাথে আমাদের পার্থক্য প্রচুর।

পাপও কখনো কখনো দেখা দেয়

মুক্তির সোপান হয়ে।

আগ্রহের সঙ্গে সে কথাগুলি বলল

এবং পুরোহিতরা

সেই দেবীর সামনে

যে দেবী অরাগ্রত ও জাতিচ্যুত একটি আত্মা

তার সামনে নত করলেন মাথা,

তিনবার তাঁরা সন্মান নিবেদন করলেন।

কোলাচি এবার আনি সাহস ফিরে পেয়েছি

একটি হেঁয়ালী শুনুন,

ব্যঙ্গ সঙ্গীত একটি—

‘যদি আনি থাকতার’ বর্গে

এ তুপকে একটি বাজে আসন বলে মনে হত

কিন্তু এখানে

বর্গের বাইরে এই মর্ত্যালোকে

এর ওপর বসার, কি এমন আসে যায়।’*

কোরাস পুরোহিতেরা হয়তো তাঁকে তিরস্কার করতেন

কিন্তু তা করলেন না

তাঁরা তাঁকে নিজেদের সঙ্গী ভাবলেন।

* The riddle (হেঁয়ালী) depends on a pun between *Sotoca* and *Solo wa*, ‘Without’, ‘Outside’.

১৮ আপনাদের দো নাটক

পুরোহিত তুমি কে? নর্য করে জেয়ার পূর্ব নাম আপনাদের বল।, জেয়ার বৃত্ত্য
হলে আবার জেয়ার জন্য প্রার্থনা করব।

কোবাচি নাম বলতে বড় লজ্জা করে আমার। কিন্তু আপনাকে যদি প্রার্থনা
করেন আমার জন্য, আমি বলব। আমার নাম জুড়ে মিন আপনাদের
প্রার্থনার ভালিকার।

আমি ইরোশিভেনের কন্যা কোবাচির খুংসাখশেখ। আমার পিতা দিওরা
দেশের প্রশাসক ছিলেন।

পুরোহিত-ওঃ, কি বেদনাদায়ক।

যর তুমিই সেই কোবাচি
যে একদা ছিল কোটা কুলের বত,
সেই শৌশর্ববরীর কালো জোড়া বৃ
ছিল তরুণ চাঁদের বত।
তার তবদেহ ঘিরে
ঝলঝল করত মূল্যবান পোশাক।
অজস্র পরিচ্ছদে
ভরা থাকব চির নবীন সৌরতে স্মরতিত তার কামরা।

কোবাচি আমি কত কবিতা লিখেছি বাতু ভাষায়,
বিদেশী ভাষায় রচনা করেছি কত কবক।

কোরাস ভোজ সভায় যে পেয়ালা তার হাতে থাকত
মধুর চন্দ্রালোকের দ্যুতি ছড়াত সেটি
তার আবার আঙিনে।
সেই ঐশ্বর্যবর প্রাচুর্য থেকে
পতন হল কেন তার,
শীতের তবত কেমন করে ছড়াল
তার বেঘবন চুলে?
সেই কুড়িত, রেশমী কাপড় চুলের কুণ্ডলী
কোথায় গেল?
কাঁটার কাঠির বত ক'খানি চুল
ছড়িয়ে আছে তার বাঁধার ওপর
অমূল্য পাহাড়ের উপরকার রানবনুর বত

সেই কোথাও ভুল আজ নেই।
 হাজার বছর ধরে সামাজিক আগছার তুল
 বহু করে বিক পথ
 যাতে ভোরের আলো থেকে
 আনাকে রাখতে পারে ঢেকে,
 ঢেকে দিতে পারে আনার লজ্জা।

[কোথাও সুখ ঢাকল]

কোরাস [পুরোহিতদের কথা বলবে]
 তোমার গলায় ধোঁলান এই থলিতে
 কি নিয়ে যাচ্ছ?

কোথাও বৃত্তা আজও আগতে পারে
 কিংবা সুখের তাড়না আগতে পারে কাল,
 কিছু ঘটরঙটি আর ববের পিঠা
 তাই সঙ্গে নিয়ে চলেছি।

কোরাস আর তোমার পিঠের বোঁচকায়?

কোথাও ধুলো আর ঘাসে কলঙ্কিত একটি পোশাক।

কোরাস তোমার হাতের ঐ ছুঁড়িতে?

কোথাও গালা ও কালো টুপি . .

কোরাস ছিনুভিনু পোশাক*

কোথাও ভাঙা টুপি—

কোরাস আশাদের নজর থেকে
 সে লুকাতে পারবে না তার সুখ;
 এবং তাঁর অজ-প্রত্যক্ষ কি করে

কোথাও বৃষ্টি আর শিশির
 শীত আর তুষার ঝড় থেকে
 আড়াল করবে কে?

* তার প্রবন্ধাকাকী গোবোর দুর্গমার চিহ্ন এই পোশাকগুলি।

৩৩ অর্পণের দোষ

কোরাণ [কোরাচির কথা বললে। সে খুব না অস্বাভাবিক ব্যক্তিদের কহে থাকে।]—

এত কখন নেই,
না আমার অশ্রু বুছে নিতে পারে।
এখন এই পথ ধরে যেতে যেতে
পথচারীদের কাছ থেকে
ডিকা মাগি আমি।
কখন তারা ডিকা দেয় না
প্রচণ্ড ক্রোধে পাগল হয়ে বাই।
আমার পনার স্বর বদলে যায়
কি ভয়ানক।

কোরাচি [তার মাথার টুপি পুরোহিতের মাকের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাতক উত্তেজিত
ভঙ্গিতে ডীকু ধরে]

হা রে! তোমরা—পুরোহিতেরা, আমাকে কিছু দাও। দাও বলছি।
আহ্।

পুরোহিত কি চাও তুমি ?

কোরাচি [যেন করছে সে যেন তার প্রেমিক পোশো-তে রূপান্তরিত হয়েছে]
কোরাচির কাছে যেতে চাই।

পুরোহিত তুমি বললে তোমার নাম কোরাচি। কি সব বলছ নির্বোধের মত ?

কোরাচি না, না, না।

কোরাচি কত অশ্রু ছিল।
কত পত্র আসত তার কাছে।
আসত কত বার্তা—
গ্রীষ্মের বেধাবৃত আকাশের বুক থেকে
মেনে আসা যেন বৃষ্টি বিপুল মত।
কিন্তু সে
কোন উত্তর দিত না।
একটি কথাও বলত না।
অরি এখন
পাণ্ডি ভৌম করিতে করিতে
সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে।

সে শত বৎসর জীবিত ছিল ।
আমি তাকে ভালবাসি
বড় ভালবাসি ।

পুরোহিত তুমি কোরাচিকে ভালবাস ?
বল কোন আত্মার ভর হয়েছে তেঁতার ওপর ?

কোরাচি বহু বহুজন তাদের হৃদয় সপেছিল তার পায়ে ।
তাদের মধ্যে একজন
শোশো
সবচাইতে বেশী ভালবাসত তাকে ।
হন তুণবয় দেশের
কুকাঙসার সেই শোশো ।

কোরাস [কোরাচি এ শোশোর আত্মার হয়ে বলছে]
চাকা ঘুরে গেল
আবার দুঃখের ও বেদনার আঘাতে
আবার আমাকে ফিরে আসতে হল ।
আবার আমি যাচ্ছি
সেই ফটকের কাছে ।
সূর্য—কখন উদিত হবে ?
গোধূলি আসবে
একা একা চাঁদনী রাতে—আমি যাব ।
যাব অবশ্যই ।
যদিও প্রহরীরা প্রতিবন্ধক হয়ে বাঁড়িয়ে আছে পথে,
ভায়াও পারবে না আমাকে রুখতে ।
দেখ ! আমি যাচ্ছি

[সঙ্গীত তাকে পোশাক ও টুপি পরিবেশে দেবে]

কোরাচি আমার ঝোলানো সাদা পোশাক তুলে

কোরাস [কোরাচির হয়ে বলবে, এই সময়ে সে তার রেলিং পোশাকের পোশাক পরে
হরণের অভিনয় দেখাবে]

আবার কানের উপর দিলার টেনে
লম্বা টুপি নীচু করে

৯২ জাপানের ঐক্য সঙ্গীত

আবার নিকরনের পোশাকের মহা প্রান্ত
বঁধে নিলাম মাথার ওপরে ।

আমাকে কেউ দেখতে পাবে না
ঠাঁদের আলোতে অথবা অন্ধকারে,
কত বর্ষার রাতে আমি পেছি এমন করে ;
কত ঝড়ের রাতে

পাতা ঝরে পড়েছে আমার ওপরে,
কত তুষার ঝরা রাতে—

কোবাচি এবং যখন ছাদের কানিশে
বুঁট ঝরেছে টুপটুপ করে

কোরাস ভ্রত ..

কত ভ্রত আসা আর যাওয়া
এক রাত, দুই রাত, তিন রাত
দশ রাত

(সেই রাতেই ছিল পূর্ণতার রাত)
আমি তাকে কখনো দেখি নি
তবু আমি বারবার গেছি ।

যে বিশুদ্ধ বোরগের ডাকে
প্রতিটি ভোর নিয়মিত দেখা দেয়
ভেসনি বিশুদ্ধ ছিলাম আমি
আবার বাবার চিহ্ন

খোঁধাই করে রাখলাম বেকের ওপরে ।

শত রাত্রি ভেসনি আসবার কথা ছিল আমার—
কিন্তু শেষ রাতে

কোবাচি [পোশাকের দৃষ্টা-যন্ত্রণা! অনুভব করছে যেম]

আবার চোখের সাবনে
সব স্বাণসা হয়ে বাজে ।

ওঃ! কি ব্যাথা
অসহ্য যন্ত্রণা ।

কোরাস ওঃ! কি যন্ত্রণা ।

তবু সে বরিতা হয়েছিল—

শেষ রাত আমার আগেরই

সে ঝরে পড়ল।

ক্যাপ্টেন গোপো!

[কোমারটির হয়ে কঁদে। এবং তার মধ্যে গোপো-র আত্মা দেই।]

তার আত্মা কি অধিকার করেছিল আমাকে?

আমার বুদ্ধিকে কি চূর্ণ বিচূর্ণ করেছিল তার ক্রোধ?

তাই যদি হয়,

আমাকে প্রার্থনা করতে দাও

পরজন্মের জন্য।

কেবলমাত্র সেখানেই তৃপ্তি, সেখানেই শান্তি।

বানির বিনার* গড়ে যাব আমি

যতক্ষণ না সোনার** বত উজ্জ্বল হয়ে উঠি!

দেখ, আমার হৃদয়ের এই কূল***

প্রভু বুকের পারে নিবেদন করলাম

দুই হাতের অঙ্গলিতে।

সত্যের পথে তুমি আমাকে নিয়ে চল

নিয়ে চল আমাকে সত্যের পথে।

* 'বোকেকিরো' বইতে।

** স্বর্গের দেবভাসের রং।

*** তার হৃদয় কুণ্ডল।

উকাই

[সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য বীথর]

রচয়িতা—এনামি মো সাইএমন

[১৪০০ অব্দ]

চরিত্র

পুরোহিত

বীথর

দ্বিতীয় পুরোহিত

ইরানা = মরকের রাজা

এবং

কোরাস

পুরোহিত আওয়ার কিইরোসুন্নির একজন পুরোহিত আনি ।
কাই দেশ এখনও আনি দেখি নি,
তাই বনয় করেছি বাব সেখানে
তীর্থ স্থাপন । (পঞ্চযাত্রার বর্ণনা)
পুত তরঙ্গের কেনার উপর দিবে
আওয়ার অফনের কিইরো সুনি থেকে যাত্রা করে
সুসুন্নির এসেছি আনি ।
জায়গার বিখ্যাত কানাকুরা পাহাড়ে ।
ভবু এপৃথিবীও তো আমার চিরকালের আবাস নয়,
বার করা শব্দ্যর জন্য লজ্জিত নই আনি
নই ঝড়ের গালিচার জন্যও ।
হস্তকণ না ফটা বাজে আমার শিররে ।
দূরে চলো, আরো দূরে ।
এককর-পাটের ক্ষেতের উপরে সকালের আলো
এখন বহানিদের সূর্য আবারের বাখার উপর ।

আমরা পার হছি পারাছ।

ইসাতরা প্রানে পৌঁছুলাম এসে।

কিন্তু কখন ভরে বিশ্রাম মিই এই পবিত্র স্থানে।

[ধীর, হাসিমুখের দিকে বকের দিকে আসবে, হাতে অনন্ত বসন্ত]

ধীর

বর্ষন জেলের বখাল নিড়ে বার

কোন বাতি ডেকে অন্ধকারে

সামনের পথ দেখাবে ?

সত্যি, এই পৃথিবীতে আবার কাজ এত কঠিন

বে আবার মনে হয়

এজারগা ছেড়ে চলে যাই।

কিন্তু এই সামুদ্রিক পার্বী ধরা, বদিও নির্ভর,

তবু, এর তীব্র অভিযান্ত্রে

জীবন কাটানো বার,

মনে হয় গ্রীষ্মের স্রোতে ভেসে চলেছি আমলে।

তনেছি, কবিত্ত আছে, ইউপি এবং হাকুইরো

প্রেমের শপথ লাভ করেছিল তাঁদের কাছ থেকে,

আর পরিবর্তিত হয়েছিল

বিবাহিত নক্স দল্লিতি রূপে।

আর, এখনও পর্বত পৃথিবীর উচ্চশ্রেণীর মানুষরা

চন্দ্রহীন রাত এলে দুঃখ করে।

কেবল আমি তাঁর দীপ্তিতে দুঃখবোধ করি,

কবিতা করি অন্ধকার রাত।

কিন্তু বর্ষন নৌকার বাতি বুধু আলো ছড়ায়,

তখন সেই ভরানক অন্ধকারে

অকুতোঙ্গ দেখা দেয়

আবার বৃত্তির অপরাধের,

আবার পাপের জীকিতার কথা জেনে

জীবনকে মনে হয় মৃণ।

তবু আমি একই আছি

এবং নিঃশব্দেই হালের উপকর্ষকে

চেউয়ের বধ্য নিয়ে করে বান
আবার ক্রিশ্চ বৃত্তির কাছে।
তখনকারে যম আনি, আগের থেকে রেখেছি তৈরে
এবং পাবীভবোকে পেরে বিশ্রাম করছে।

[পুরোহিতের বেবে]

কি ব্যাপার, যাত্রীরা এসেছে নাকি এখানে ?

পুরোহিত আবার তীর্থযাত্রী পুরোহিত। গ্রামে চেয়েছিলেন
আশ্রয়, কিন্তু তারা বলল,
আমাদের আশ্রয় নেওয়া আইনসম্মত নয়।
তাই তরে আছি এই তখনকারে।

বীবর ঠিক বলেছেন। এই গ্রামে এমন কেউ আছে বলে আমার জানা
নেই, যে আপনাদের থাকতে দিতে পারে।

পুরোহিত বলবে কি, তুমি কেন এসেছ এখানে ?

বীবর সানন্দে বলল। আমি একজন পক্ষী নিকারী।
যখন তাঁদের কিরণ উজ্জ্বল থাকে
আমি বন্ধিরে বিশ্রাম নিই।
যখন চাঁদ হুবে যার
আমি আবার কাজ শুরু করি।

পুরোহিত তাহলে আমাদের এখানে আশ্রয় নেওয়ার অবশ্যই কিছু মনে করবে
না তুমি। কিন্তু ভাই, এই হত্যার কাজ তোমার জন্য অসুভ। কারণ
আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার উপর বয়সের দীর্ঘ ছাপ পড়েছে। আমার
বিনতি, এত্নি ছেড়ে দাও, জীবিকার জন্য অন্য অন্য কাজ খুঁজে নাও।

বীবর ভালো কথা বলেছে। কিন্তু শৈশব থেকে এই কাজ করে আসছি আমি।
এখন ছাড়তে পারি না।

বিভীরা শোন। এই দোকটকে নেবে আমার পুরানো কথা মনে পড়ে
পুরোহিত যাচ্ছে।

এই নদীর নীচের বিকে একটি অকস্মাৎ 'আহো'
বার নাম উঠানো মিলে।

এবং তিন বৎসর আগে ।

বখন আমি যাচ্ছিলোম সে জায়গা দিয়ে

এমনি একজন ধীবরের সঙ্গে

দেখা হয়েছিল আমার ।

আমি তাকে বলেছিলাম ॥

এই পাখীধরা, জীবনের বিরুদ্ধে একটি পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে ।

আমার মনে হয়, সে আমার কথা শুনেছিল ।

কেননা সে আমাকে তার ব্যক্তিগত নিয়ে গিয়ে পরম যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিল ।

ধীবর . তুমিই কি সেই পুরোহিত ?

দ্বিতীয় . আমিই ।

পুরোহিত

ধীবর . সে পাখীশিকারী বাগা গেছে ।

পুরোহিত . কেমন করে ?

ধীবর . তার বৃত্তি অনুসরণ করার লজ্জায় ।

শোন তার কাহিনী

এবং প্রার্থনা কর তার আত্মার জন্য ।

পুরোহিত . অবশ্যই, আনন্দের সঙ্গে ।

ধীবর . [দর্পকলের দিকে বুধ করিয়ে বসে, মশাল নীচে রেখে]

ভোঁররা অবশ্যই জানেন যে এই ইসাওরা নদীতে

স্রোতের উপরে ও নীচের দিকে নয় বাইল করে

জীবন্ত প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ ।

এখন, ঐ যে উলটানো গিলা পাহাড়ের কথা শুনছেন

সেখানে অনেক পাখীশিকারী ছিল,

প্রতি রাতে গোপনে পাখী ধরত তারা ।

ঐ জায়গার লোকেরা বুঝ করত,

এই নিষ্ঠুর ব্যবসাকে,

তারা কর্তরত অবস্থায়, ওদের ধরার জন্য

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন ।

কিন্তু এই পার্থীকণা স্নেহকটা জানত না সে কথা।

এক রাত্তি সে গোপনে লেখানো পেন

আর কীল পাতল।

বাক্য ওং পেতে ছিল তার জন্য

মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

চীৎকার করে বলল সকলে

‘হত্যা কর ওকে।’

অনেকের জীবন রক্ষার জন্য

একজনকে হত্যা করা বার।

এই ছিল তাদের ধারণা।

সে হাত ছোঁড় করে বলল,

‘এখানে কি জীবহত্যা নিষিদ্ধ ?

আমি যদি তা জানতাম। কিন্তু এখন

আমি কখনও নয়—’

সে বুজ করে অসুন্নর করল আর কীললো অনেক।

কিন্তু কার সহানুভূতি পেল না।

আর ধীরে ধীরে যেমন করে খুঁটি পোতে

ভেসনি করে নদীর গভীরে পুঁতে ফেলল তাকে।

সে চীৎকার করল, কিন্তু সে শব্দ শোনা পেল না।

[নরনা পুরোহিতের দিকে ঘুরে]

আমি সেই পার্থীশিকারীর প্রেতাত্মা।

পুরোহিত বড় আশ্চর্য। তাই যদি হয়

তাহলে তোমার অনুভূতের কাহিনী শোনাও

আমাকে। বস তোমার পাশের কথা,

আমি কোনল ছন্দে

প্রার্থনা করব তোমার জন্য।

ধীরে আমি তোমার চোখের সামনে দেখাব সেই পাপ,

যা আমাকে রেখেছে আঁতড় করে।

সেই দিনের সেই পার্থী শিকার।

তবে! প্রার্থনা কর আমার আত্মার জন্য।

পুরোহিত অবশ্যই করবো।

বীবর [উঠে বশাখ জুনে নিয়ে]
হাত অভিক্রান্ত হয়ে বাচ্ছে।
এখন ধরার সময়; আনি দেখাচ্ছি
সেই পাপের বহড়া।

পুরোহিত বিদেবের* কাহিনীতে পড়েছি
কেনন করে বুড়ের পাপজরাক্রান্ত আত্মা
ভিত্তি কাছের অন্য পরিশ্রম করেছে।
তবু আশ্চর্য লাগছে,
আবার চোখের সামনে
সে পাপের প্রারম্ভিত ঘটতে দেখছি।

বীবর [নিছের কাছের বর্ণনা দিচ্ছে]
সে দাগধরা বশাল দোলাল

পুরোহিত (বীবরের কথা বলছে) বোটাগুতোয় বোনা জায়া নিল বেঁবে

বীবর [বংশীবাদকের ভক্তের পাশে গিয়ে বেশ খুড়ি খুলছে এমনভাবে নত হয়ে]
তারপর সে খুড়ি খুলল

পুরোহিত এবং সেই ভয়ানক সামুদ্রিক প্যাৰীভানি
বীবর নদীর ঢেউয়ের মধ্যে ছেড়ে দিল হঠাৎ—

কোরাস দেখ তাদের,
পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বশালের আলোর
এদিকে ওদিকে ছোট সমস্ত বাহুগুলিকে
কেনন করে বিঁধছে
প্যাৰীভানি জুবছে, ভাসছে
নখের আঁচড় দিচ্ছে অপ্রাকৃতভাবে
শিকার প্রাসে জরা তনুয়—
অধিকার করার উন্নাসে,
পাপের কথা জুনে,
পরবর্তী জীবনের হিসাব নিকাশ হারিয়ে।

* অন্যত্র পাঠ—‘দরকের গল্প’

যদি এই ভক্ত জনরাশি খির হত
 তাহলে বাছুলি তবে থাকত
 গায়নার রাখা সোনালী ছোটপাখীর বৃত্ত।
 দেখ, ছোট আইরু* কেমন লাকাতছে
 সংকীর্ণ নদীতে কেমন খেলা করছে,
 ওদের গৌণে কেল। বিশ্রাম করতে দিও না।
 ওহু, কি আশ্চর্য
 বশাল এখনও জলছে, কিন্তু
 ভিত্তিত হরে আসছে।
 হঠাৎ সে কথা আবার মনে পড়ছে
 এবং আমি দুঃখিত
 আবার দেখা দিয়েছে সেই দৃশ্য চাঁদ।

[বশাল ছুঁড়ে কেলল]

জেলেনোকাগুলির বাতি নিতে গেছে
 তারা চলেছে বাড়ির দিকে অন্ধকারে**
 নিদারুণ মনস্তাপে আমি বিদায় নিচ্ছি।

[সে বক থেকে চলে যাবে]

পুরোহিত [ব্যাচি উভাই বা প্রতীক সংগীত পাইবে। সে নরকে বীথরের তুরিকা-
 অভিনেতা নরকের রাজার বুথোশ ও পোশাকে সেজে নেবে]

আবার হাত ডোবাচ্ছি এই অগতীর জলাশয়ে
 কুড়িয়ে নিচ্ছি নুড়ি সেখান থেকে।
 লিখছি নীতিমালা জার উপর
 প্রতিটি পাথরের উপরে পবিত্র অনুশাসনের
 এক একটি অক্ষর।
 আবার তাদের ছুঁড়ে দিচ্ছি নদীতে,
 চেউরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে তারা,

* 'Though this be not the river of Tamashima' এই লাইনটি অনুবাদে
 বাধ দিয়েছি, যাতে কোরিয়ানদের বিরুদ্ধে বুড়ে বাবার পথে জাপানিরা নদীতে
 নান্দ্রাজী বিপ্লবে একটি আইরু জাহাজ ছিলেন।

** নরকের অপর নাম।

অজ্ঞানের চেনে ডুবেছে ভুবন অজ্ঞানের
গভীর জলের তলদেশ থেকে ।

[নরক-রাজ ইরামার প্রবেশ । সে হানিধাকারির পাশে বসে ।]

ইরামা নরক খুব দূরে নয় ।
জেনাসের চোখ এই পৃথিবীতে বা দেখে
জ্ঞান শরজনের আবাস ভূমি ।
আমি এসেছি বোধবা করতে,
এই মানুষটি বাল্যকাল থেকে, দীর্ঘদিন ধরে
নদী নালার শিকার করে বেড়িয়েছে ;
তার পানের রানি
পূর্ণ করে কেনেছে লেহি প্রহ*
সোনার পৃষ্ঠায় একটি অক্ষরও লিখিত হয় নি
তার নামে ।
তার পতিত হওয়া উচিত ছিল
গভীরতর পড়ে ।
কিন্তু এখন,
যেহেতু সে আশ্রয় দিয়েছিল একজন পুরোহিতকে,
তাই, আমার প্রতি আদেশ হয়েছে
ওকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার জন্য
বুকের নির্দেশিত স্থানে ।
দানবের ক্রোধ শান্ত হয়েছে
বীবরের নৌকা পরিবর্তিত হয়েছে
বুকের শপথ নামার,**
পদ্ম সূত্রের জীবন উন্নীতে ।***

* সংকর্ষ লিখিত হয় বর্ণ পূরে, পাপ কর্তের কথা লেখা হয় লেহি প্রহে ।

** তিনি শপথ করেছিলেন যে আহায রূপে এসে হাতি লাগর থেকে উদ্ধার করবেন
নিরজ্ঞানদের ।

*** এরপর আরোটি সত্যটি হয় উদ্ধৃত । বৌদ্ধ কল্যানুসনে পরিকীর্তন বলে । ইরামা
নাগায়ণ পাঠকের কৌতুহল আকর্ষণ করে না ।

[উকাই সম্পর্কিত বক্তব্য—সিআবি বলেছেন উকাই সটিকটি এনাবি নো সাইএবনের লেখা । 'কিন্তু বেহেতু আবি এর খারাপ জারগাওনো বদলে ভাল করেছি, আমার মতে এপালা আমারই রচনা ।' তিনি আরও বলেছেন, একই পালা তিনবার উকাই নামে দেখান হয়েছে এবং বক্তব্য করেছেন একটা অধ্যায় কেমন করে সংশোধন করা যেতে পারে । সম্ভ্রান্তি অনুবিত সটিকটিতেও সিআবির মতে বা খারাপ, তা হয়ে গেছে । আমার মতে এনাবি রচিত পালাটিই থেকে গেছে আর সিআবি কর্তৃক সংশোধিত পালাটি হারিয়ে গেছে ।

এটা সবারই জানা আছে যে বৌদ্ধধর্মে জীবহত্যা নিষিদ্ধ, বিশেষ করে খেলার ছলে বা নির্ভরভাবে জীবহত্যা । বহুদিন ধরেই পাখী-শিকারীর ব্যবসা কুর্কর বলে নিষিদ্ধ, আগেকার লোকসঙ্গীতেও একথা বলা হয়েছে : পাখী শিকারীকে অভিশাপ,

যারা পাখীর মাথা বেঁধে রাখে

আর হত্যা করে কচ্ছপ, যার বিদ্যুতি দশ হাজার বুগ—

এজীবনে সে হয়তো প্রচুর ভাল কাজ করতে পারে

কিন্তু পর জন্মে কি হবে তার ?

হাদিশ শতাব্দীর, কিংবা তারও আগের এই প্রাচীন গানই সম্ভবতঃ উকাই নামক পালার জন্য লিখেছে ।]



আইয়া নো ৎসুজুমি

[The Damask Drum]

সিআবিজের রচনা বলে প্রচলিত, কিন্তু সম্ভবতঃ এটি তার আবেগের সত্যের
রচনা ।

চরিত্র

একজন সভাসদ

একজন বৃদ্ধ বালী

রাজকুমারী

কোরাস

সভাসদ চিকুজেন দেশের কিনোমারু প্রাসাদের সভাসদ আনি । আপনারা নিশ্চয়
জানেন যে এখানে লরেলদীঘি নামে বিখ্যাত একটি দীঘি আছে ।
সেখানে রাজপরিবারের সকলে বেড়াতে আসেন । একদিন এক বালী
বাগান পরিষ্কার করার সময় রাজকুমারীকে দেখতে পায় । দেখার পর
থেকেই সে তাকে ভালোবেসে কলে, তার ছুর অবীর হয়ে ওঠে ।
রাজকুমারী কারু কারু কাছ থেকে একথা শুনতে পেরে বলেন :
'প্রের উচু নীচুর ভেগাভেগ যানে না ।'* করুণা ভরে তিনি বলেন
'বীঘির পাশের লরেল গাছে একটা দামাবা ঝোলান আছে । ওকে
বল ওটা বাজাতে । যদি প্রাসাদ থেকে সে বাজনা শোনা যায়, তাহলে
সে আবার দেখতে পাবে আবার ।'
আনি তাকে এই কথা অবশ্যই জানাব ।
শোন বালী, বহিমান্বিত রাজকুমারী জোবার প্রেরের কথা শুনেছেন ।
এবং এই সংবাদ পাঠিয়েছেন তোমাকে । 'বাও পুকুরের পাশের গাছে
টাঙানো দামাবা বাজাও এবং যদি প্রাসাদের ভিতর থেকে সে শ্রুতি
শোনা যায় তুমি আবার মুখ আবার দেখতে পাবে ।' বাও, তাড়াতাড়ি
গিরে দামাবা বাজাও ।

* হানশ নজালীর মোকশীতি (Ryojin-Hasho)-তে আছে 'প্রেরের পথে কোম ভেগাভেগ
কেই উচু নীচুর ।'

মালী কণ্ঠিত হৃদয়ে তাঁর আদেশ শুনলাম আমি। আমি যাব, বাধ্যবা-সেই
দাবাম।

সভাসন এই দেখ, এই সেই দাবামা, যার কথা রাজকুমারী বলেছেন। যাও,
জড়াজড়ি, বাধ্যতে শুরু কর। (মালীকে গাছের পাশে রেখে সে
গুয়াকির তক্তের কাছে গিয়ে বসল)

মালী সবাই তাঁদের গাছের কথা বলে—
যে নরেন গাছ তাঁদের উদ্যানে অনু্যায়।
কিন্তু এলরেন গাছ তো সত্যিকারের গাছ,
হদের পাশে অনু্যাহে।
এর শাখায় দোলানো দামামা বেজে উঠুক,
সে বাজনা আমার বিদীর্ণ হৃদয়কে স্থির করে দিক।
শোন। সাত্ব্য ষণ্টার আওয়াজ আবারে সাহায্য করছে
কিন্তু আবার তা মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের কোলাহলে।

কোরাল [মালীর হয়ে কদবে]
এক সত্ব্য থেকে অন্য সত্ব্যায় আশা সঞ্চারিত হতে থাকল,
প্রহরের পাহারাদারী করতে করতে
আমি আঘাত করতে থাকলাম।
কখন সেই প্রতীক্ষিত ধ্বনি বেরাবে।

মালী আমি বৃদ্ধ। দিনের আলো আমি পরিত্যাগ করেছি। বৃদ্ধ সারসের মত
অর্থহীন আমি। এবং সমস্ত দুঃখের ওপর আরও একটি বেদনার বোঝা
চাপল। প্রেমের নবলভ এই বেদনা। দিন তাঁর দাবার; চিহ্ন রেখে
অতিক্রান্ত হচ্ছে। বালুচরে চেউরের আঘাতের মত সে আসছে আর
যাচ্ছে।

কোরাল শুধু চেউরের প্রচণ্ড গর্জনের মত
দাবামার ধ্বনিও
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একদিন।

মালী জীবন সত্ব্য যদিও আসছে।
তবু আমি শেষ বেলার এই প্রেম,
যা গভীর দুঃখে ভরা, তাঁর থেকে
এতদিনেও মুক্তি পেলাম না।

কোরাস হেবন্তের শিশিরের বত অশ্রু জবল আমার চোখে
কশিত কুল থেকে ধরে পড়া শিশিরের বত
তা ধরে পড়ল
আমার বোটা পোশাকের ওপর।
বিনবিত্ত প্রেবের এই ছাপ কত গভীর ভাবে আঁকা
যেবে।
সারা পৃথিবী তা বুঝতে পারবে।

বানী আমি বললাম, 'ভুলে যাব'।

কোরাস কিন্তু গুঁতি তাকে বেগনার আরও পীড়িত করে তুলল।
এই পৃথিবীর সব কিছু
সাই অকালের প্রাচীন লোকটার যোড়ার বত।*
শ্রুত অশ্রু যেমন বিদ্যুৎ গতিতে চলে যায়
ঝোপ পার হয়ে,
তেননি করে আমাদের মিনও কেটে গেল**
ভাবনাম, সময় আসবে।
কিন্তু যে পথে যেতে হবে,
সে পথের খবর কেউ জানে না।
শিশির কণার বত এজীবনের শেষ কোথায়?
আমি সবই জানতাম,
তবুও নিবুজ্জিতা অন্ধ করে রেখেছিল আমাকে।

বানী 'আগো আগো।'—সে চীৎকার করে বলল।

কোরাস সময়ের প্রহরী ডেকে বলল—
প্রত্যুষের নিজা থেকে আগন্তিক হও।
দানবের আঘাত করল সে

* হুয়াই নাম ভক্তুর একটি রূপ। আগাত:দৃষ্টিতে যাকে বিপর্ষয় বলে বলে হয়।
তা কখনো কখনো গৌভাগ্য আনয়ন করে। যোড়াটি হারিয়ে নিয়েছিল। একটি
বিপ্লবের সবচেয়ে সরকার সব যোড়া বাজেরাও করে। বিপ্লব শেষে সাই-এর যোড়া পাওয়া
যায়। বহি সেটি না হারিয়ে যেত, তাহলে সরকার নিয়ে নিত।

** এই উপমা জাপানী ও চীনা প্রবাদে রয়েছে। প্রথম উল্লেখ দেখা যায় 'Chuang
Tzu'-তে।

যদি এ শব্দ তার ভাব কানে,
 জাহলে সে দেখা পাখে তার প্রাণিতার।
 দেখতে পারবে সেই হৃদয় বুটিনার পোশাক।
 সে জানত না, যে-বুটিনোনা দাবানি সে বাজাচ্ছে
 সব শক্তি দিয়ে,
 জীর্ণ হাতের সব শক্তি দিয়ে,
 জাহতে কোন শব্দই ধ্বনিত হচ্ছে না।
 'আমি কি বধির হয়ে গেছি?'
 সে একান্ত হৃদয়ে কান পেতে শুনতে লাগল।
 সে শুনতে পেল জানানার গারে ধরে পড়া বুটের শব্দ
 এবং জলাশয়ের স্পন্দিত ঢেউয়ের শব্দ।
 কিন্তু সেই বিচিত্র ডঙ্কা নীরব রইল।
 তাকি করনও শোনা যাবে না?
 ভাবলার আমার হৃদয়ের দুঃখ দিয়ে
 সজীভের অর কোটা বদামার।
 ঘেবের প্রতিধ্বনি বাজাতে চাইলার
 সেই নিঃশব্দ আধরণ থেকে।

বালী বাঘল হাতের একঙঠে বেবের বধ্য থেকে
 টান বেবন বাইরে আসার চেটা করে
 তেননি আবিও দাবাবার শব্দের আশার
 আমার হৃদয়ের অঙ্ককার
 দূর করতে চাইলার।

কোরাস আবি ডঙ্কা বাজালার।
 দিন, রাস পেল কেটে।
 কাল গিরে আছ এল।

বালী কিন্তু তার জন্য আমার প্রতিশ্রুতি

কোরাস সে স্বপ্নের বধ্যও এর না।
 প্রকৃত্যে বা স্বভাব

বালী দাবাবার কোন শব্দই ধ্বনিত হল না।

কোমল সে এল না। ভাবনা সাধের বিনীত করে বস্ত্রের সেন্ত্রীও বিতরক
করতে পারে না ভাবের। সবগু প্রেমিকের মধ্যে আমি একা, পথ-
হারা, সুখহীন।

নিজের ওপর বীভূত হয়ে
প্রিয়ভাবকে আহ্বান করল সে
নিজের দুঃখের সাক্ষী হতে।
সে চীৎকার করে বলল,
কেন আমি বহন করবো এই জীবন ?
ভাষণের কীভাবে ভাবে প্রাণ বিসর্জন করল।

[হালী বকু বেবে চলে যাবে, রাজকুমারী এস।]

সভাসদ আমি কিছু বলতে চাই, ভয়ে।
এই দাবা বাজল না।
বুঝ হালী হতাশাতরে এই মরেল পাছে
পাশের জলাশয়ে ভুবে মরে গেল।
তার আরা আপনার উপর ভর করে
কতি করতে পারে।
যান, দেখুন গিয়ে তাঁকে।

রাজকুমারী [এর মধ্যেই হালীর ক্রুদ্ধ আরা তার উপর ভর করেছে।*
সে উন্মত্তের মত বলল।]

পোন, সবাই পোন।
প্রবাহিত স্রোতধারার মধ্যে আমি
দাবার আওরাজ তুলছি।
কি মধুর ও আনন্দদায়ক এই রাজনার আওরাজ।

সভাসদ আশ্চর্য! আশ্চর্য! এই মহিলা
এমনভাবে কথা বলছেন
যেন কোন আরা ভর হয়েছে তার ওপর।
কি ভরাসক।
কি পীড়া দিচ্ছে তাঁকে ?

* নোভোবা কোমলির সঙ্গে ছুসরীর।

জগন্নাথের সত্যি, আমার ওপর ভর হঠাৎ
অপসেবতার।

এই বুটনার নামা কি বাজবে ?

বা আগে বাজেনি

তাই তাকে বাজাতে বনেছি।

আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত তখন।

সভাসদ রাজকুমারী কথা বললেন

আর সভ্যার দীঘির বুকে একটি চেউ কঁপে উঠল—

রাজকুমারী এবং চেউএর বধ্য থেকে

সভাসদ পোনা সেল একটি কণ্ঠস্বর।

[বালীর কণ্ঠস্বর। যেন হল সে যেন কখনঃ হাসিনাকারির দিকে আসছে।
বুকে বৈভ্যের বুকে নাড়িতে ভর, 'নৈতা হুগর' কোষেরে বীণা।]

বালীর আনি দীঘিতে ডুবেছিলান কিন্তু ভিত্তার চেউ...

প্রোভা

কোরাস আমার আমাকে নিয়ে এসেছে তীরে।

প্রোভা আমার হৃদয়ে জবে আছে কোথ—

যদিও এখন এই কোথ, দুঃখ

অর্থহীন দুর্ভতার নাম।

কোরাস একটা চিন্তা আমাকে ঘিরে আছে

লালসার অসীকৃত শ্রোত আমাকে

অন্ধকারের বত ঘিরে আছে।

আনি একটি মানব,

অন্ধকার চিত্তার

আমার বাসনার কাজে মেবে নিবজিত।

প্রোভা যদিও বাটে অশ্রু হাবে ঘল,

শ্রোতস্থিনী যাবে শুকিয়ে

তবু শ্রোতের সেই স্বর্ণশ্রোত

আমার বাণী হবেনা কোনদিন।*

তাই আনি নিরেছিলান সেই সিদ্ধান্ত

কেন তবু আমাকে বলেছিল নিষ্ঠুরভাবে

নিঃশব্দ দাবান্না থেকে শব্দ আনতে !
আবার হৃদয়কে বুঝা ব্যক্ত রাখতে !
পরভের পাছের শাখার বয়েসকার চাঁদের
কবিক দীপ্তির বোহে
আবার সবগ্ন হৃদয় আচ্ছন্ন হয়েছিল*

কোরাস লরেল পাছে ঝোলানো
কারুকার্যচিত্ত দাবান্না—

প্রোভা কখনো কি বাজবে ? কখনো কি ?

[রাজকুমারীকে টেনে নিয়ে গেল দাবান্নার কাছে]

দেখ ! চেঁচা করে দেখ । আঘাত কর ।

কোরাস সে চীৎকার করে উঠল
'আঘাত কর ।

তাড়াতাড়ি বাজাও ।

রণবাদের মত বাজাও ।

জোরে জোরে আরো জোরে বাজাও ।'

তার দানবীয় ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে

সে বলতে লাগল ক্রমাগত ।

এক মুহূর্ত ধামতে দিল না রাজকুমারীকে ।

'একি দুঃখ !' মহিলা কাঁদছে,

সে কাতর আর্তনাদ করছে

'ওঃ ! কোন শব্দ হচ্ছে না ।

হা কপাল !'

এবং সান্নিধ্যের দিগে আঘাত করছে

আর বলছে

'অনুতাপ কর, কর অনুতাপ ।

রাভের পৃথিবীতে দৈত্যরাজ এ্যাবোরাসেৎসু

এমনই অত্যাচার করে ।

তার আঙনের চন্দ্রে

* Kokinawo-র কবিতার লাইন ।

পাশীনেহ বও বও হর
 আর অগ্নি চূর্ণ করে ধুলার বিশেষ কর।
 তার (রাজ কন্যার) উপর অত্যাচার
 কব হচ্ছে না তার চাইতে।
 'ও। একি বেদনা।'
 সে কাঁদছে—
 'কি করেছি আমি, কোন্ পাপে এই কল
 ভোগ করছি।'

শ্রোতব্য কারণ জেনার সাননে কাঁড়িয়ে।
 কোরাস আবার চোখের সাননে
 এই কষ্ট ভোগের কারণ কাঁড়িয়ে।
 আমি বুঝতে পারছি এখন।
 জলাশয়ের তর পানির পাশে
 আনত লরেল গাছে ঝুলছে দাবা।
 সে (বালী) আনত না কতকণ বাজাতে হবে
 তবু সে বাজাচ্ছিল।
 বতকণ না সবস্ত আশা
 অপসৃত হয়েছিল তার হৃদয়ে থেকে।
 অবশেষে হলে ছুবে বার। গেল সে।
 হারিয়ে গেল পৃথিবী থেকে।
 তার দেহ ধাক্কা খেতে খেতে
 চেউরের ধাক্কা ভাসমান কাঠের টুকরোর রত
 এসে লাগল তীরে।
 তার আত্মা, ক্রুদ্ধ আত্মা
 এই মহিলার বুদ্ধি করল হরণ।
 তার হৃদয় ভরিবে দিল দুখে।
 সুস্তর আন্দোলিত হল বাতাসে
 বেরন করে চেউ এসে তীর ছুঁয়ে যাচ্ছে।
 পূর্বকালের তীরের বরককে পানির নিজে।
 বাতাস বইছে বৃষ্টি পড়ছে—

লাল পতনের উপর তার পতন নন্দ
 তুচ্ছ অথচ কত মহৎ।*
 আবার বাবার চুল ঝাঁকু ছত্র উঠছে।
 যে বাছ লাকার, তার পতন হয়
 পতনের পর সে সাপে পরিণত হয়।**
 আমি তাদের চিনতে শিখেছি।
 রাতের পুঁথিবীর দানবেরা এমনি ভীষণ এমনি ভয়ঙ্কর।
 'তুনি বুণার পাত্র, যে রমণী, বুণাই তুনি'
 বলে, শেষ, চীৎকার করে
 বাসনার ঘূর্ণাবর্ত সে ডুর দিন আবার।

Kwanze শ্রেণীর নাটক মতো এই নাটকের মনে আর একটি হত—
 তার নাম 'The burden of love'—প্রেমের ভার।
 সোটিও সিআবির লেখা বলে প্রচলিত।
 'প্রেমের ভার'-এর পূর্ব নাম 'কারুকার্যের দায়িত্ব'—
 পরবর্তী পালার একটি বোঝা নিয়ে বাগানের চার পাশে হাজারবার
 ঘোরার কথা আছে।
 বালী বোঝা নিয়ে আনন্দের সঙ্গে মৌড়াতে শুরু করে, কিন্তু বোঝার
 ভার ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং অবশেষে সে অবসন্ন হয়ে বোঝাটির
 নীচে চাপা পড়ে এবং বাকি যায়।

* বোঝা বর্ধে বণিত দুটি নীতন মরক।

** রচন আছে যে কোন বাছ যদি কোন বিশেষ অলম্পাত নাটকের পার হতে পারে
 সে হুগুনে পরিণত হয়। সেইরকম বালীও রাক্ষুসার পদাধি উল্লিখিত হবার চেষ্টায়
 অলম্পাত হুগু বানতের পরিণত হয়েছিল।

আওই নো উরি'র পূর্বকথা

রাজকুমার জেনাবি বারো বছর বয়সে প্রধানবস্ত্রীর কন্যা আওই নো উরি'র (রাজকুমারী হনিহক) সঙ্গে পরিণীত হন। রাজকুমারী হনিহক তাঁর পিতৃগৃহে এবং রাজকুমার তাঁর প্রাঙ্গণে থাকতেন।

বোল বছর বয়সে জেত্তি সন্ধ্যাটের বিধবা মাতৃবধূ রোকুজোর প্রেমে পড়েন। রোকুজো তার চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন। বেশীদিন তিনি রোকুজোর প্রতি বিশুদ্ধ থাকতে পারেননি। বোঙ্গা (Yugao) নামী এক মহিলার প্রতি তিনি আসক্ত হন। এক দিন তিনি তাকে নিয়ে শহরের বহিসীমানার এক পরিত্যক্ত প্রাঙ্গণে বান।

জাত পড়ীর হলে তাঁরা ঘুরিয়ে পড়লেন। হঠাৎ এক রমণীমূর্তি তাঁদের শব্দ্যার পাশে উপস্থিত হল। 'তোমাকে পেয়েছি' বলে সে চীৎকার করে ওঠে। 'তোমার পাশে এ কে ঘুরিয়ে আছে? তুরি আমার চোখের সামনেই এহেন আচরণ করছ? কি বিশৃঙ্খলভক্ত?' এই কথা বলে সেই মূর্তি নত হয়ে শব্দ্য থেকে শারিতাকে টেনে তুলতে বলে বনে হল। প্রত্যন্তের পূর্বেই যোগার নৃত্য হয়। রোকুজোর জীবন্ত আত্মা জ্বলক আঘাত করেছিল—তঁরা তাকে একাজে প্রণোদিত করে।

এর কিছুকাল পরে জেত্তির সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আওই-এর মিলন হয়, কিন্তু তৎকাল তিনি রোকুজোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ্য করতে পারেননি। একদিন কামো উৎসবের সময় আওই-এর গাড়ীর পথ দিয়ে একটি পাড়ী আটকে দেয়। আওই তার অনুচরদের গাড়ী একপাশে সরানোর আদেশ দেয়। দ্বিতীয় পাড়ীতে ছিল রোকুজো—তার ভৃত্যদের সঙ্গে আওই-এর ভৃত্যদের সংঘর্ষ হয়।

আওই পক্ষ জরী হয় এবং রোকুজোর গাড়ী যায় ভেঙে। আওই-এর গাড়ী এগিয়ে যায়। উৎসব শেষে আওই প্রধানবস্ত্রীর গৃহে, দৃষ্ট উদ্বীপনা নিয়ে ফিরে যায়। কিছুদিন পর সে প্রসূ হতে পড়ে। সেই ঘটনা নিয়ে আওই নো উরি'র রচিত।

এই ঘটনা ক-সাহিত্যী কুন্তে কই-এর নামে কেন্দ্রবিন্দু, সম্ভবতঃ কুন্তে তুল করেছিলেন। জেত্তি-এর জীবন বর্ণনা: বিবাহিত দেখা

দিৱেছিল। তিনি ভাইবীকে পুৰুষ বুলি অভিযাচিত কৰেন কিন্তু আপানী
 শব্দ নিকো (Miko) নারী অৰ্থে ব্যৱহৃত হয়। ১০০৪ খ্ৰীষ্টাব্দে
 নেভী বুৰাসাকি শিকিবু 'The Romance of Genji' লেখেন। এই
 ৩৪ পৰিচ্ছেদৰে বৰ্ষো ১৭টি ব্যায়ন হুইয়ে বাৎসৱ কৰ্ত্তব্য ১৮৮১ সালে
 অনুদিত হয়। 'সুনা জেনজি', 'নো নো বিৱিয়া', 'তাকাংসুৱা' এবং
 'হাজিজোৰি' নামে বিখ্যাত নো-গুনি এই কাহিনী খেঁকে নৈওৱা।
 এই নাটকৰ ৰচয়িতা সম্পৰ্কে বতৰেন আছে। সিয়ামি তাঁৰ পিতৃৰ
 সবসাময়িক ইনুওৰ দ্বাৰা ডেংগাকু ৰূপে অভিনীত এই পদালা লেখেন।
 তাঁৰ বিবৃতিতে পাওয়া যায় যে ইনুও স্নেহকুজোৰ ডুবিকাৰ বন্ধে এসে
 উদ্বোধনী বক্তৃতা হিচাবে শব্দৰে হয় লাইন আনুষ্ঠি কৰতেন। সে
 লাইনগুনি সাম্প্ৰতিক নাটকটিতেও বৰ্তমান, এবং সঙ্ঘবৃত্তঃ এই নাটকটি
 অনেকটা এই আকাৰেই চতুৰ্দশ শতকে অভিনীত হুইয়। সিয়ামিৰ
 প্রপৌত্র কওয়ানজে নাগাতোশি 'আওই নো উৱিকে' সিয়ামিৰ ৰচনা
 বুলে উল্লেখ কৰেছেন। সাধাৰণ্যে এটি সিয়ামিৰ আনাতা জেনচিকুৰ
 ৰচনা বুলে পৰিচিত।

আওই নো উয়িই

[রাজকুমারী হনিহত]

শ্বেটিকু উজিনোবু (১৪১৪-১৪২৩) কথক পৰিৱৰ্তিত আকাৰে লিখিত।

চৰিত্ৰ

সভাসল

বানুকৰী

রাজকুমারী মোকুমো

ইরোকাওয়ার বেব্বুত

বার্তাবহ

কোয়ান

[যকের নামনেই একটী ভাঁজ করা পোশাক। আওই-এর যোগেশবার প্রতীক-
রূপে বসিত।]

সভাসল আনি একজন সভাসল। সত্ৰাট শুজাকুর কাছে নিয়োজিত। আপনারা
নিশ্চয় জানেন, প্রধানবরীর কন্যা আওই অসুস্থ। কত বোহান্ত, বড়
বড় বর্ষ প্রতিষ্ঠানের কত বিখ্যাত পুরোহিতকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু
কেউ তাঁকে নিরাবর করতে পারেন নি। আমার পাশে ধাঁড়িৰে আছেন
বানুকৰী ডেকহি। বনুকলার পারদনী, সৈবানেশ প্রাণ ইনি। তাঁর
এবনই শক্তি, বার সাহাবো প্রেতরাকে দুষ্টগোচর করাতে পারেন।
সে আদ্য জীবিত না বৃত ব্যক্তি, জাও তিনি বলে দিতে পারেন।
জাই আনাকে এঁর কাছে পাঠানো হয়েছে। আনি তাঁকে বনুকে ছিলা
পরাতে অনুরোধ করব। (নিতক, হিরডাবে দণ্ডায়মান বানুকৰীৰ দিকে
কিরে) আনুন ঐন্দ্রজালিকা, আনিরা প্রস্তুত।

বানুকৰী [ছোট একটা ধানবা বাঘাতে বাঘাতে অতীক্ষিত শ্লোক আবৃত্তি করবে]
জেন গোঝো টি গোঝো
সারেগি গোঝো গোঝস গোঝো

পবিত্রতা বিরাজিত জীবন, গিরে
অন্তরে, বাহিরে
চক্ষুতে, কর্ণে, হৃদয়ে, জিহবার
বিরাজিত পবিত্রতা। (আবৃত্তি করতে করতে বসুকের ইলিশ আকর্ষণ
করবে)
তোমাকে আমি ডাকছি
তুমি এসো
তোমার ধূসর ঘোড়ার লাগাম আঁলুকা করে
কয়েক লাফে দীর্ঘ বালুতুমি পার হয়ে
তুমি এসো।

[রোকুজোর জীবন্ত অপছাড়া বকের পেচন দিকে ঝাঁকাবে।]

রোকুজো নিয়মের পথ ধরে রথ চলেছে—
তিনটি রথ।
পুড়ে যাওয়া বাড়ী থেকে আমি এসেছি*
এ ভাঙা শকট কি রইবে চিরকাল
ইউগাওর দরজাতে? **
এই পৃথিবী গরু-গাড়ীর চাকার নত অবিরাম ঘুরছে,
ঘুরছে তো ঘুরছেই।
যে পর্বন্ত শক্তির পানী শেষ না হয়
সে পর্বন্ত ঘুরবেই তার চাকা।
জীবনের চাকা ঘোরে শকটের চাকার নত

* রোকুজো বঙ্কিম্ অর্থাৎ তার নগর শরীর ভ্যাগ করে এসেছে। হোমোজেনিও নাটকে
প্রসিদ্ধ বঙ্কিম্ ও ত্রিগুণের উল্লেখ আছে। ধরে আশ্রয় লাগা নতুনও কয়েকটি
নিজ খেলনা কেনে বাইরে আসতে চায় নি। অন্য আরপার পেলে আরও হৃদয় কোলা
পাওয়া যাবে। এই কথা বলে তাদের বাবা ভাবেরকে বাইরে দিবে আসেন। এটি
বঙ্গ। বুদ্ধদেবও ভেবনি করে হানুকে নগর নেব থেকে খেরিত আসতে প্রবৃত্ত
করেন। কানো উৎসবের কাহিনীর নরুণ রোকুজোর মনে ‘শকট’, চাকা প্রকৃতি
নিবে বিবাহিত আরপা দেখা যের।

** একদিন রোকুজো সেকর ইউগাওর (যেগা) বরাবর একটি সামান্যদারীক-ভাঙা বাড়ী
বাড়িরে আছে। সে জানতে পারেন বাড়ীটি খেরিত।

কোনমতেই হ'ল পথ আর চতুর্দশ থেকে
নেই পরিচয়।

বাসো পাতার নতই ভরুর আশ্রমের জীবন,
সকল কোণের ককট-জগদান,
কালকের কোটা কুল আশ্রমের বশু শুধু,
সে-বশু ভেঙে যাওয়াই ভালো।

এর সঙ্গে বধন যুক্ত হয় অন্যের অবস্থা
তখন হৃদয় অস্থির হয় আরো।

তাই
বধন আমি শুনলাম তোমার কোদন্ড টংকার
তখন মনে হল

কিছুকণ আপন খুশীতে চলবো আমি।

অন্তঃপর জুড় প্রেতের মূর্তিতে আবিভূত হলার।

সত্যি। কি লজ্জা। (সে তার মুখ ঢাকবে)

এবারও আমি এসেছি গোপনে*

বন্ধ পাড়ীতে করে।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম

প্রভাতের আশায়।

নিজেকে প্রদর্শনের বাসনা নিয়ে

অপেক্ষা করছিলাম প্রত্যুষের।

যদিও এই আমি

বরদানের কপ্ত কুরাণা ছাড়া কিছু নই।

আমি এসেছি,

এসেছি তোমার কোদন্ড টংকারে

এসেছি আমার দুঃখের কথা জানাতে।

কোথা থেকে এল এই টংকার ?

বাসুকী চতুর্দশের বাতুলবনের ক্রী-রায়ে

বসিও তাকে হবে দাঁড়াতে...*

বোঝুকো কিছু কেউ আসবে না আমার কাছে,

: আমি যে একটি প্রোডাক্ট।

শরীরী নই আমি।

* বন্ধ পাড়ীতে চড়ে বোঝুকো কামো-উৎসবে গিয়েছিল।

** একটি প্রাচীন দ্রুত-দ্রুত "Saidar"-র ক'টি পদ।

যাদুকরী কি আশ্চর্য। ভাড়া পাড়ীতে চড়ে এক স্থলরী অপরিচিতা মহিলা আসছেন।
সানদের আর একটি পাড়ীর দণ্ড জিনি সজোরে ধরে আছেন।
ও পাড়ীতে কোন বলদ খোঁড়া নেই।
দ্বিতীয় পাড়ীতে বসে একটি নববধূ।*
ভাড়া পাড়ীর মহিলা কাঁদছেন। কি করণ দুষ্ট।
এই কি সেই?

সভাসদ কে, তা জানা খুব শক্ত কাজ হবে না।
ছায়াবৃত্তি এদিকে এস। ভোয়ার নাম কি?

রোকুজো এই 'রাহা পৃথিবীতে'**
দিন চলে যায় বিদ্যুৎচরকের রত।
কাউকে হুণা করা যায় না,
করণা করা যায় না কাউকেই।
আমি তাই বিশ্বাস করতাম।
ওহ্। আমি নির্বুদ্ধিতার দাস হলাম কবে?
তুমি নিশ্চয়ই জান, আমি কে
যে আমি উপস্থিত হয়েছি ভোয়ার অ্যা-আকর্ষণে।
রাজভবনের মহিলা রোকুজোর ক্রুদ্ধ আত্মা আমি।
অনেকদিন আগে আমি বাস করতাম ধরণীতে
সুউচ্চ প্রাসাদে কুলের শয্যায়
আমি বসে থাকতাম।
রাজ অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে
বসন্তের সকালে আমি ঘোড়ার চড়ে
বেড়াতে বেরুতাম।
শরতের রাতে
বনিকের গৃহের আশেপাশে
নোহিত বর্ণের পাতার রাশির মধ্যে
চাঁদের আলোর আমি যেতে উঠতাম বেলায়।
বর্ণ আর গন্ধের সবারোহে

* * * আগামী বর্তবর্তী, সে ইতিহাস আছে।

** * * দৃশ্য পৃথিবীর সংস্কৃত বাস।

আমির ইজির আত্মনু হরে ছিল।
 ভবন আমি পবিত্র-স্থান ট্রেনুর্বে।
 কিন্তু এখন আমি করে পড়েছি—
 প্রভাতের রং বেরন দুপুরে দিলিয়ে বান
 ভেঁসনি করে আমি দিলিয়ে গেছি।
 আমার দুগার বোকা
 হালকা করার অন্য আমি এসেছি।

[বুকের শ্লোক : 'আমাদের দুঃখ অন্যো নিয়ে আসে না। আশাই আমাদের
 কর্তব্যেই কষ্ট পাই। অপরে বরন আমাদের প্রতি অন্যায় করে, তাঁকে পূর্বকৃত
 করের ফল' উদ্ধৃত করবে যেকুজো। এই শ্লোক রানের বক্ত করে পাইতে
 পাইতে সে আঙই-এর শস্যার দিকে ফিরবে। আবেগের প্রায়শ্চল্য সে চিংকার
 করে উঠবে]

আমি দুগার পূর্ণ হয়ে আছি—
 আমি আঘাত করব
 অবশ্যই আঘাত করব। (ঙ'ড়ি মেরে শস্যার দিকে যাবে)

যাদুকরী তুমিই না যেকুজো ? রাজপ্রাসাদের অভিজাত মহিলা।
 চাষার মেয়ের বক্ত এমন আচরণ করবে কেন ?
 ভাব, ধৈর্য ধর।

যেকুজো তোমার যা-খুশি বল। আমি মারবই।

[এগিরে যাবে এবং নিজেই কালের বর্ণনা দেবে]

'সে একথা বলল,
 শিখানের কাছে গেল
 এবং আঘাত করল।'

[হাতের পাখা দিয়ে শস্যার শিরের দিকে আঘাত করবে]

যাদুকরী সে আমার আঘাত করতে যাচ্ছে। (যেকুজোকে)
 তোমাকে এর মূল্য দিতে হবে।

* প্রবাদবানী নতুন গ্রীষ্ম অন্য আত্মা ছেড়ে লোক-লগ্নর অন্য গ্রীষ্ম একটি আচরণ করত
 এবং লোকবক্তাকে আঘাত করে দুগা প্রকাশ করার অন্তঃকরণ পেতে থাকত।

রোকুজো এই বুণাই তো আনেককার বুণার বুণ্য ।

বাদুকরী ক্রোণের অগ্নিশিখা

রোকুজো নিজেকেই দগ্ধ করে*

বাদুকরী ছুনি কি জ্বলিতে না ?

রোকুজো জানতাই এবং জানি ।

কোরাস ওহ্ । কি বুণা ! কি বুণা !

তার (রোকুজোর) গভীর বুণা দেখে

আমাদের রাজকুমারী (আওই)

বিলাপ করছেন । কাঁদছেন ।

তবু, এতেই হয়তো তিনি আরোগ্য লাভ করবেন ।

শ্রোয়তির্ময় প্রভু অবশ্যই তাকে ডেকে নেবেন

যে-প্রভুর আলোক রশ্মি

অন্ধকার, পঙ্কিল জলাশয়ের উপরে

উড়ন্ত জোনাকীর দীপ্তির চেয়েও উজ্জ্বল ।

রোকুজো কিন্তু আবার তো

অতীতের বুকে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই,

কণ্টকময় সেই অরণ্যের হৃদয়ে ।

কাঁটা গাছের পাতায়

স্বরে পড়া শিশির শুকিয়ে যায় ।

সে আবার ফিরে আসে ।

কিন্তু হায়, প্রেম ফিরে আসে না ।

পুরানো কাহিনীর মত সে প্রেম

বোসের মত গলে যাচ্ছে এখনও ।

উজ্জ্বল স্বপ্নের আয়নার শাফেসে দীক্ষিত

আমি কাঁপছি । লজ্জাবোধ করছি ।

আমি আবার ভাঙা গাড়ীতে চড়ে এসেছি ।

[সে পাখা ছুঁড়ে কেনন । কাচকার খচিত পোশাক খুলতে লাগল]

* বুলালংকার শব্দের উচ্চি ।

আমি তোমাকে এই আচ্ছাদনে ঢেকে দেব
বরে নিয়ে যাব তোমাকে।

[সে সোফা দ্বারা উপরে গিয়ে বসে। বুকের বাকিরা বকের পেছন দিকে
নিজের পোশাক ছুঁড়ে কেনল। বুকের দৃষ্টান্তে এমনভাবে পোশাকটি করে রাখল
যে যেকোনো জার আঁতালে ঢাকা পড়ে পেরে। সে জার বুকের গুলে মৈত্রেয়
বুকের পরল। একটু ছোট দল দিল হাতে।]

সত্যিকার (দ্বারা পাশে বসে) কেউ এসিকে এস শিগগির। রাজকুমারী
আওইএর অবস্থার ত্রুটি অবনতি ঘটছে।

প্রতি বৃহত্তে তা বেড়ে যাচ্ছে।

শিগগির গিয়ে ইওকাওয়া থেকে দেবপুরোহিতকে নিয়ে এস।

বার্ডাঘ আমি এখনি যাচ্ছি।

[বকের পাশে বসে বকের বাইরের কাক সঙ্গে কথা বলছে, এমন ভাবে।]

আমি কি আসতে পারি ভেতরে?

দেবপুরো. (ভেতর থেকে) রহস্যময় জিলেকের চাঁদের আলোয় ঘোরা, যোগ-
পবিত্র পানি ছিটানো কামরায় প্রবেশ করার অনুমতি চাইছ, কে তুমি?
জ্ঞানের আটটি জানালায় দর্শনের আসনের কাছে কে চাও আসতে?

বার্ডাঘ আমি এসেছি রাজসভা থেকে। রাজকুমারী আওই অস্থির। আমি
আপনাকে নিতে এসেছি।

দেবপুরো. এখন আমি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। কোথাও যাওয়া
সম্ভব। তবু, তুমি যখন রাজসভা থেকে এসেছ, আমি যাব।

[বকে আসবেন]

সত্যিকার আপনার আগমনের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

দেবপুরো আমি আপনার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারি না।
যোগী কোথায়?

সত্যিকার এই যে, দ্বারা।

দেবপুরো আমি এখনই মন্ত্রাধীত শুরু করব।

সত্যিকার অনুগ্রহ করে তাই করুন।

দেবপুরো. তিনি বললেন 'আমি এন্ নো গিয়োজার* রীতি অনুসরণ করে
আবার যন্ত্রপাঠ শুরু করব'।

দুই অঙ্গুষ্ঠের শিখরকে** যে পথে পাওয়া যায়

সেই পথের আঁবরণে নিষেকে ঢেকে,

অমূল্য সপ্তবৃক্ষের শিশিরকে যা মুছে নেয়

সেই সহিকুতার বর্ষ পরে,

পৃথিবীর অপবিত্রতা থেকে যা রক্ষা করে,

সারারি, সারারি এই শব্দ উচ্চারণ করে

আমার অঙ্গমানার লাল পুঁতিগুলি নেড়ে নেড়ে

আমি প্রথম বাধুব্র উচ্চারণ করছি—

'নামাকু সামান্সা বাসারাদা

নানাকু সামান্সা বাসারাদা।'***

রোকুজো [বাধুব্র পাঠের সময় অঙ্গসড় হয়ে ছুঁড়ে কেনে বেওয়া চীনা পোশাক জুয়ে
নিষেকে ঢেকে বকের পিছন দিকে গিয়ে ঝাঁড়াবে]

ফিরে যাও গিয়োজা, তোমার ঘরে ফিরে যাও। এখানে থেক না।

তুমি পরাজিত।

দেবপুরো. যত বড় দানবই তুমি হও না কেন কিছুতেই পারবে না

গিয়োজার সুক্ষ্ম শক্তিকে পরাভূত করতে।

আবার আমি শুরু করছি যন্ত্রপাঠ।

[অপরাধা গণনা আরম্ভ করবেন]

কোরাস [তাঁর ঘরে পঞ্চ বাজার প্রথমজনকে আদান করছে]

পূর্ব দিকে ত্রিভুবনেশ্বর গৌ সান্ধের উদ্দেশে

রোকুজো [সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করবে]

দক্ষিণে শুওয়ারী ইয়াসা

কোরাস পশ্চিমে দাই ইতোকু

* ('ইরানাবুশি পর্বতারোহী' নামে পরিচিত যোদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।)

** ইরানাবুশির তৈরী প্রার্থনা-যোদী, ইরানাবুশির কাছে, অধিনে পর্গতে।

*** বিহুত ও অর্ধরীত সংস্কৃত ও এলোমনো নামের মিশ্রণ।

রোকুজো উত্তরে কলো

কোরাস হীরক-রাজ ইরাসা

রোকুজো কেবলমাত্র মহান প্রভু

কোরাস অবিনশ্বর কুনো

‘নামাকু সারানো বাসারানো

সেন্সা বাকারোশানা

সোহাতারা আনজারাতাকারবান।’

যারা ব্রহ্মণ করবে আমার নাম

লাভ করবে পূর্ণ আলোক।

যারা ভেদনে আনাকে

লাভ করবে বুদ্ধি।*

রোকুজো [হঠাৎ হাতের নগ্ন কেশে বিয়ে কান মলতে মলতে]

হানুহিয়া স্তোত্রাবলীর শব্দ।

আমার ভয়ানক ভয় করছে।

জুড় প্রেতরূপে

আমি আর কখনো আসব না।

প্রভাত্য যখন জুড় দানব বুদ্ধ স্তোত্রের আওয়াজ পেল শুনতে

তখন তার দানব-হৃদয়

খান্ড হয়ে গেল।

করুণা ও সহিষ্ণুতার ছায়া

বোম্বিস্ফোরিত বত্ন এল নেনে।

তার আত্মা মুক্তি পেল দুঃস্থপু থেকে

সে চলতে শুরু করল

বুদ্ধের দেখানো পথে।

* হানুহিয়া কিহো দাবক আপানে প্রচলিত বুদ্ধ দূত। নারী দানবের উপর এই স্তোত্র
না বহু প্রভাব বেশী, এই প্রচলিত দাবক। নারী দানবদেরও হানুহিয়া-খন্ডা হয়।

কাত্তান হিবয়ে দুটি কথা

এক বুঝক ভাগ্যান্বেষণ গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ে। পথে এক সরাইখানায় এক তপসীর সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি তাকে একটা বালিশ দেন। যখন সরাইখানার ভূতা যবের খাদ্য পন্নয় করছিল, তখন বুঝক তত্রার মধ্যে স্থপ্ন দেখল, জমলাধারবের সঙ্গে সংযোগের কলে তার জীবনে উন্নতি-অবনতি দুটোই ঘটছে—চাকরি হয়েছে, নানা সংঘাত দেখা দিয়েছে জীবনে, যড়যন্ত্রের অপরাধে কীসির আদেশ হয়েছে, শেষ মুহূর্তে কোনরকমে মুক্তি পেয়েছে এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে বৃত্ত্য হয়েছে জন্ম। বুঝক ঘুম থেকে উঠে দেখল তখনো খাবার তৈরী হয় নি, এইটুকু সময়ের মধ্যে জীবনের কত রূপই জেলে দেখতে পেল। এই বিরাট বিশ্বে সম্মান কত তাকাতাড়ি চলে যায়, অবদান তার স্থান অধিকার করে, উন্নতির পথে কত অন্তরায়; এসব ভেবে সে প্রাণেই কিরে গেল আবার। রোজই কাত্তানে যে স্থপ্ন দেখেছিল, কর্ত্তমান কাহিনী তারই সংক্ষিপ্ত রূপ। চীনা লেখক মি. পাই (১৯২২-১৯৯৯ খ্রীস্টাব্দে)-এর লেখা বালিশের কাহিনীতে এই আখ্যানের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে। এই কাহিনীকে 'নো' নাটকে রূপান্তরিত করা প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও সিআমি তা করেছিলেন। তপসীর চরিত্র বাদ দিয়ে রোজইকে কেন্দ্রীয় চীনরাজ্যের সম্রাটরূপে দেখান হয়। এ-পরিবর্তন নাটকের কেন্দ্রভূমিতে 'ব্যাং' নাটকের পথ সুগম করে দেয়। দ্বিতীয় পর্বে (হ্যাগোরোমো ও অন্যান্য পাল্লার মত) কথা কেবলমাত্র নাটকের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। চেয়ারলেনের রচনার প্রস্তাবনা ও গৃহস্থানীর সংলাপ বাদ দেওয়া হয়েছে।

কেউ কেউ একে সিআমির রচনা বললেও সিআমির লেখার বা তার প্রণেতা কর্তৃক ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত প্রত্নতালিকারও এর উল্লেখ নেই। বেশ কিছুদিন পরে Later Kwadensho (১৬০০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু)-তে এই নাটক সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ঐ প্রবন্ধের লেখক এই নাটককে সিআমির সময়কার বলে উল্লেখ করেন। বলা আবশ্যিক যে এই নাটকের ভৌগোলিক বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদিও এর আরম্ভ ও সমাপ্তি দক্ষিণ-পশ্চিমের সেচুয়ান প্রদেশে, তথাপি উক্তরের চিনি প্রদেশের হাত্তান (আপানীতে কাত্তান) পার হয়ে যেতে হয়।

কান্তান

চরিত্র

গৃহস্থালিনী, রোজেই, বার্তাবাহক, নুজন পত্রবাহক, বালক নর্তক,
নুজন সভাসদ এবং কোরাস

গৃহস্থালিনী আপনাদের সামনে ঝাঁড়িয়ে আছি যে-আমি, সে-আমি চীনদেশের
কান্তান গ্রামের রননী। অনেক দিন আগে আমার গৃহে একজনকে
আশ্রয় নিয়েছিলাম। সে যাকুবিন্যার পারদর্শী ছিল। এখান থেকে
চলে যাওয়ার সময় ঝাঁক ও ঝাঁওয়ার ভাড়া বাবদ সে একটি বিখ্যাত
বালিশ রেখে যায় যা কান্তানের উপাখান নামে অভিহিত। এতে
কাঁধা রেখে শুনে বৃহত্তরের স্বপ্নে সে নিজের অতীত ও সামনে বিস্তারিত
ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি দেখতে পায়। সে জ্ঞানের আলোর উদ্ভাসিত
হয়ে জেগে ওঠে। যদি কোন উচ্চ পণ্ডিত আজ এখানে আসে, তাকে
আমার কাছে পেঁচছে দেবার জন্য মিনতি করছি।

[সে বালিশ নিয়ে আচ্ছাদিত হকের উপর গাধাবে, হাকে প্রথমে দখা ও পরে
প্রাসাদ ঘোঁষাবে]

রোজেই [প্রবেশ করল]

জীবনের পথে চলতে চলতে রাজা হারিয়েছি।

এই কি আমাকে জেনে নিতে হবে যে আমি শুধু ঘুরে বেড়িয়েছি
স্বপ্নের বন্যে ?

আমার নাম রোজেই। এসেছি শোক অকল থেকে। যদিও মানব
জগতের অধিবাসী আমি, তবু আমি বুকের নির্দেশিত পথের খোঁজ
করি নি, শুধু চলছি প্রত্যাশ থেকে প্রদোষ অবধি, প্রদোষ থেকে
প্রত্যাশে। ওরা আমাকে বলল, উড়ত বেব পর্বতের উপরে, সে
অকলে* একজন পণ্ডিতের সন্ধানী বাস করেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা

* বর্তমান ক-পে প্রবেশ ।

করতে যাচ্ছি—হয়তো তিনি বলাতে পারবেন কোন নিরবে আমার
জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

ব্রহ্মের গান

আকাশের গলিপথের পেছনের গভীরতার
বিস্তৃত অবিভেদে আমি কতদিন বাস করেছি,
পাহাড়ের পথে পথে কতবার ঘুরেছি
ছিনুভিনু পোশাকে, আবার উঠেছি পাহাড়ে
সেয়েছি জলাভূমির সন্ধ্যাকে।
সেয়েছি পাহাড়ী গোধূলী
আর গ্রামের শান্ত সন্ধ্যাকে,
কতবার তা এলোছে আমার কাছে
আবার সেই সন্ধ্যালোকের আগেই এসে পৌছেছি
কাতানের এই গ্রামে।
অবাক লাগছে, এখানেই আমার যাত্রা শেষ।

এত তাড়াতাড়ি হেঁটেছি যে এর মধ্যে চলে এসেছি কাতানে। সূর্য
এখনও অস্ত যায় নি, তাহলেও আজ রাতে এখানেই থাকতে হবে
আমাকে (দরজায় ধাক্কা দিয়ে) আসতে পারি কি ভেতরে ?

গৃহস্থারিনী কে, কে ওখানে ?

রোজেই একজন পথিক। রাতের মত থাকতে সেবেন আমাকে ?

গৃহস্থারিনী তা দিতে পারি। এসো, এদিকে এসো। তুমি একাই এসেছ মনে
হচ্ছে। কে না থেকে এলে তুমি, আর কোন্‌র চাচ্ছ তুমি পথিক ?

রোজেই আমি এসেছি শোক অফস থেকে। পথে লোকেরা আমাকে বলল
উত্তম মেঘদের পাহাড়ে এক বিস্তৃত ব্যক্তি থাকেন। আমি তাঁর সন্ধে
সেখা করতে চাই। তিনি হয়তো আমাকে বলতে পারবেন কেমন ভাবে
জীবন নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

গৃহস্থারিনী সে পর্বত অনেক দূরে। পোন। এক যাদুকর এখানে ছিল। সে
একটি বিচিত্র বালিশ বেধে গেছে এখানে—তাকে কাতানের উপাধান
বলা হয়। যে ঐ বালিশে ঘুমাতে সে তাঁর সব গুণ ভবিষ্যৎকে স্বপ্নে
সেঁধতে পারি।

রোজই কোথায় সেই উপাধান?

গৃহস্থানিনী শব্দার উপরে।

রোজই আমি বাই। ওখানে গিয়ে বুঝাই।

গৃহস্থানিনী আমি এর বহো জেয়ার জন্য কিছু বরের রাখার তৈরী করি।

রোজই (বিছানার দিকে) এই সেই উপাধান, কান্ডানের উপাধান, যার সম্বন্ধে কত বিচিত্র গল্পই না শুনেছি। বিবাতার নির্দেশেই আমি এখানে এসেছি। আমি জীবনের গোপন রহস্য জানতে চাই, তার কিছুটা তো শপের জগতে পাওয়া যাবে।

হঠাৎ করে নেনে আসে গ্রীষ্মের হুট

আর বাজা হয় হুসিত।

দুপুরে যার পথ অলক্ষ্য নির্দেশে যার বদলে

পথের পাশে হঠাৎ ধেনে শশু দেবার বাসনার

সে শরন করে অপরের দেওয়া কান্ডানের উপাধানে

এবং বুঝে তার চোখ আসে জড়িয়ে।

[রোজই এগান পাইছে। বার্তাবাহক দূত প্রবেশ করল। তার সঙ্গে দুজন অনুচর, জুলি বরে নিয়ে আসবে।]

দূত (বিছানার দিকে দিয়ে) রোজই। রোজই।

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

রোজই (হাতের পাখার দ্বারা চোকে শুয়েছিল, দূতের কথা শুনে উঠে বসল) :
কে তুমি?

দূত আমি বার্তা নিয়ে এসেছি। সে অকলের* সত্ৰাটি সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। আদেশ দিয়েছেন, তাঁর জায়গার রোজই কাজ করবেন।

রোজই অসম্ভব। অচিন্ত্যনীর ব্যাপার। আমি হব রাজা?

কি জন্য আমাকে এ-কাজের ভার দেওয়া হল?

দূত তা অনুমান করা আমার সাধ্যাতীত। সম্ভবতঃ সত্ৰাটি আপনার বহো কোন কিছু দেখেছেন। ভেবেছেন, আপনি সবার হবেন রাজ্য শাসন

* কে. (কি) সম্বন্ধে ছিল জাপানি বাক্য-রাজ্য। 'দো' অর্থ কণ্ঠস্থ। জাপানীতে ইয়ারা।
জোরদারের জন্য : 'The country of Ibara' কিন্তু এখানে 'দো' অর্থ রাজ্য ও রাজ্য
উভয়কে বোঝায়।

করতে। আর সময় নষ্ট করা চলে না। প্রসন্ন চিন্তে পালকিতে আরোহণ করুন।

রোজেই [বিস্মিত দৃষ্টিতে পালকির দিকে তাকিয়ে]

এটা আবার কি বস্তু?

শিলিরের মত ঝকঝকে পাখিরে সাজানো পালকি ঝলমল করছে।

আমি এতে আরোহণ করতে অভ্যস্ত নই।

এত আড়ম্বর।

আমি এখন অচেনা পথে ক্রান্ত পায়ে হাঁটছিলাম

একবারও ভাবি নি, এমন রাজকীয় সম্মান অপেক্ষা করছে পথের শেষে।

আমি কি এতে চেপে স্বর্গে যাব?

কোবাস রত্নরচিত এই পালকিতে চড়ে

জ্ঞানের পথে তুমি যাবে।

তুমি শিশুরে সেখানে

গৌরবের পুষ্পিত শাখা একলহমার স্বপ্নের মত নিলায় মুহূর্তে।

তুমি সব স্তরের উচ্চ অধিষ্ঠিত, হে রাজন।

[একজন অনুচর বিছানা থেকে বালিশটা সরান—বিছানা বিরাট প্রসাদে কপাস্তবিত হবে]

দেখ, দেখ প্রাচীন সম্রাটবৃন্দের প্রাসাদ তোমার সামনে

মেষের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে

এ্যাবোর হল কামরা, ড্রাগনের চূড়া*

চাঁদের আলো মত ঝলমল চেহারায়।

আলোর ঢেউ আজড়ে পড়ছে তুমিগণের মত।

[বালক মর্তকের প্রবেশ]

কি অভিনব অপরূপ দৃশ্য।

সভাঙ্গন গোনালী আর রূপালী বালুকণায় ভরে আছে,

চারপাশের সকলে রত্নালঙ্কৃত দরজা দিয়ে চলে যাচ্ছে

ভেতরের দিকে।

দরজায় আলোর কি ছটা।

প্রথম সম্রাটের প্রাসাদ।

১২৮ জাপানের নো নাটক

স্বর্গের নগরে, বিধাতার আপন নিলয়ের প্রাচীরে
উজ্জ্বল কিরণ বিজলীর নত চনকাচ্ছে সর্বক্ষণ,
মানুষের তৈরী কোন হর্য্যশোভা এর কাছে নগণ্য।
সিংহাসনের নীচে স্থপীকৃত সম্পদ, অজস্র উপচোকন,
রাজা ও সম্রাটের দল নতশিরে দাঁড়িয়ে
হাজার হাজার নরপতির বিজয় নিশান
আকাশকে কত রঙে সাজিয়েছে।
উড়ন্ত নিশানের শব্দ পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত
তরঙ্গের নত চারপাশে ঘুরছে।

রোজেই আর পূর্ব দিকে
কোরাস তিরিশ হাত উঁচু রৌপ্য পর্বতের উপরে
সোনালী সূর্য-চক্র উদ্গিত হচ্ছে।

রোজেই আর পশ্চিমে
তিরিশ হাত উঁচু সোনালী পাহাড়ে
রূপালী চাঁদের ঢাকা পুরছে
যা দেখে গান গেয়েছিলেন কোন কবি
এই বিশাল প্রাসাদে বসন্ত ও শরৎ অবসিত
অকুরন্ত যৌবনময় এই প্রাসাদে
দিন হাস কাটে অতি ধীরে ধীরে।

সভাসদ শুনুন মহারাজ।
আপনি পঞ্চাশ বছর ধরে রাজ্য করবেন।
প্রসন্ন হয়ে এই পানীয় পান করুন।
সহস্র বছরের আয়ু লাভ করবেন আপনি।
আনি আপনার জন্য অমৃত ও পাত্র নিয়ে আস।

রোজেই অমৃত।

সভাসদ এই সেই পানীয়, যা অমরতা এনে দেয়।

রোজেই এই পাত্র।

সভাসদ এই সেই পান পাত্র।

রোজেই ঐক্সকালিক পানীয়। হাজার পুরুষ যাবে পার হয়ে।

- সভাসদ তবু
আপনার গৌরব-বসন্ত ফুরাবে না।
- রোজেই আমি সমৃদ্ধ...
- সভাসদ আপনার প্রজাপুঞ্জ ও সমৃদ্ধশালী।
- কোরাস এ-জমি নিরাপদ চিরকাল,
গৌরবের মোহিনী ফুল প্রস্ফুটিত দিন দিন,
সমৃদ্ধির শস্যে আর উপচে পড়া আনন্দে
পরিপূর্ণ পানপাত্র।
দেখ, এক হাত থেকে অন্যহাতে এই পানপাত্র ঘুরছে।
'পান করব আমি'
সে বলল চীৎকার করে
- রোজেই হে ইন্দ্রজালিক পানপাত্র।
আবতিত হও
- কোরাস এক হাত থেকে অন্য হাতে ;
[বালক নর্তক স্বপ্ন-নৃত্য শুরু করবে]
যেনন ভাগমান পেয়ালার পানোৎসবে*
কারুকার্যময় আন্তর থেকে বেরুনো কোন হাত
তুলে নেয় ঘূর্ণায়মান পাত্র, ব্যাকুল জলধারা থেকে
(আবার ভাসিয়ে দেয়—)**
ওগো উল্লসিত আলোক স্বর্ণ।
তুমি বিকীরণ কর জ্যোতি
বতর্কণ না কপালী চাঁদ আলোয় ভরিয়ে দেয় সারা বিশ্ব।
- বালক শুভ চন্দ্রমল্লিকার মত শিশির
- কোরাস কত হাজার বছর ধরে ক্রমাগত ঝরে ঝবে
সৃষ্টি করে থাকবে একটি জলাশয় ;
আমাদের এই অমরতাব স্বর্ণ। শুকাবে না কোনদিন।

* তৃতীয় বাসের তৃতীয় দিনে বোকে পেয়লা বা পানপাত্র কলিতে ভাসিয়ে দেয়। রবন একজনদের সাহায্যে দিয়ে পেয়লা তুলে যায় সে সেট তুলে একটি কবিতা রচনা করে এবং পেয়ালার পানীয় পান করে।

** নর্তকের নাচের সাহায্যে বক্তব্য প্রকাশ করা হবে।

সে পান করবে, আবার তা পূর্ণ হবে ;
 সে পান করবে, আর তার মনে হবে, এই পানীয়
 শ্রুতির অমর খান্ডের মতো নধুর ।
 তার চিত্ত হবে মুক্ত বিহঙ্গ,
 অকল্পিত উল্লাস-উদ্ভাসে
 অতুলনীয় গর্নে ও গৌরবে
 কাটিবে তাব দিন আর রাত ।

[বাসক নর্তকের নাচ শেষ হবে। রোজেই এতক্ষণ নাচ দেখছিল, এবার
 দাঁড়িয়ে উল্লাসে নাক দিয়ে কাপু বা সভানুতা শুরু করবে]

রোজেই আবার গৌরবের বসন্ত ফুরাবে না

কোরাস অনেকবার তোমাকে দেখতে হবেন
 প্রত্যাশের ক্ষীণ চাঁদকে ।

রোজেই এ নৃত্য চন্দ্র মানবের নৃত্য ।
 হালকা বেগের পালকের গুচ্ছের মতো আন্তরিক
 ভনে উঠেছে ।
 আনন্দের গান গেয়ে যাব আমি
 সন্ধ্যা থেকে উষাকাল পর্যন্ত ।

কোরাস সারারাত ধরে গান করেছে আমিরা ।
 সূর্য উদিত হয়ে আবার অস্ত গেছে—আবার রাত এলো ।

রোজেই না, ইতো সূর্য উঠছে ।

কোরাস তেবেছিলাম, সকাল ফুরায় নি । অঞ্চ, দেখ, চাঁদ

রোজেই আঁহা । কি উজ্জ্বল !

কোরাস বসন্তের দুর্ভাগ ফুলগুলি ফুটে উঠেছে—

রোজেই অঞ্চ পাতাগুলি লাল হয়ে পড়ছে ঝবে—

কোরাস এখনও গ্রীষ্ম বিদায় নেয় নি

রোজেই না, তুমার ঝরছে

কোরাস [রোজেই এর হয়ে বলছে]

ঋতু বদলের দিনগুলি দেখেছি আমি
 বসন্ত গ্রীষ্ম শরৎ আর শীতের আসা যাওয়া,

কত গাছ, কত ফুল, কি বিচিত্র আর অপরূপ সৌন্দর্য
গরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আবার সময়ের সাথে ঝরে গেল।
গৌরবময় পঞ্চাশবছর কেটে গেল এমনি করে, স্বপ্নের মতো।

[এই সময় একজন অনুচর বালিশটি নিয়ে আবার এল, প্রাসাদের উপর রাখা
মাত্র প্রাসাদ আবার শয়ান্য পরিণত হল]

সব অদৃশ্য হল, আমি ভেগে উঠলাম,
যে বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলাম
এই তো সেই কান্তানের বালিশ।

[বানক নর্তক এবং সভাসদ দুজন মঞ্চের পাশের দরজা 'কিরিদো' দিয়ে
বেরিয়ে গেল। রোজেই বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ল]

গৃহস্বামিনী [হাতের পাখা দিয়ে দু'বার নু নু আঘাত করে]

শোন, পখিক, শোন। তোনার খাবার প্রস্তুত।
এসো, খেয়ে নাও।

রোজেই [দীরে দীরে শয়্যা থেকে উঠে]

রোজেই তার স্বপ্ন থেকে উঠেছে এবার...

কোরাস স্বপ্ন থেকে উঠেছে।

পঞ্চাশ বছরের বসন্ত ও শবৎ
তাদের গরিম। নিয়ে অস্তহিত।
হতবুদ্ধি তরুণ তার শয়্যা থেকে উঠেছে।

রোজেই কোথায় হারিয়ে গেল তারা—এত অজ্ঞান...

কোরাস 'রানী এবং সহচরী? তাদের যে-ক'ঠম্বর শুনেছিলাম'—

রোজেই তা শুধু গাছের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস।

কোরাস প্রাসাদসমূহ এবং উঁচু মিনারগুলি

রোজেই শুধু কান্তানের প্রলোভন

কোরাস আমার গৌরবময় দিনগুলি

রোজেই ঐ পঞ্চাশ বছর

কোরাস কেবলমাত্র স্বপ্নের মুহূর্ত-কাল—

১৩২ আপানের নো নাটক

রোজেন্ডই খাবার তৈরীর সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়।

কোরাস এমই নাম দুজ্জেন, বিচিত্র রহস্য।

রোজেন্ডই তবু যখন আনি ভাল করে ভানি
বিপুল পৃথিবীতে মানুষের জীবনের কথা,

কোরাস তখন তুনি দেখতে পাবে হাজার বছরের আগল-

স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায়

যখন মৃত্যু এসে সব শেষ করে দেয়।

এমনি করেই হয়েছে অবসিত

পঞ্চাশ বছরের গৌরবময় রাজত্ব।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘ দিন

উৎসব, উন্নয়ন এবং রাজকীয় শাসন

এমনি ভাবেই হয় বিলীন।

স্বপ্নের মত স্বপ্নপকালীন তার স্থিতি

একজনের সামান্য অহায প্রস্তুতের সময়মাত্র

লাগে যাতে।

রোজেন্ডই জগতু ত্রিশরণ*

সব গৌরব কেবলমাত্র ত্রোমারই ত্রিশরণ!

কোরাস জীবনের আলা দক্কানা থেকে মুক্তি চেয়েছিলে,

তাই তুমি বুজেছিলে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে?

এই বালিশ সেই জ্ঞানের আধার।

পথিকের অনুঘাের অবসান হয়েছে,

জেনেছে, জীবন একটা স্বপ্ন!

তার এবারের যাত্রা কাহান গ্রান থেকে

স্ব-গৃহের দিকে।

* বুছ ও অনুশাসন ও পৌরহিত্য। পবিত্র একটি বিগুমোক্তি—শেষীয় ভাষায় 'Jesu, Maria, Jose!'-র মতো।

হোকা পুরোহিতদের কাহিনী

[১৪১৪-১৪১৯]

রচয়িতা—জেন চিক্‌ উজিনোব্‌

২৮২

ম্যাকিনো নোবুতোসি (তাদের পিতার হত্যাকারী)
তার ভাই নোবুতোসির ভৃত্য
কোরাস

ম্যাকিনো আমার নাম কোজিরো । আমি শিনোংসুকে অঞ্চলের সাইএমন ম্যাকিনো
নো-র পুত্র ।

আপনারা অবশ্যই জানেন যে আমার পিতার সঙ্গে সাগামির নোবুতোসির
ঝগড়া হয় এবং সেই ঝগড়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হয় । আমার
পিতার হত্যাকারী এই ব্যক্তিকে হত্যা করা উচিত । কিন্তু অনেক
সাহসী ব্যক্তি তার সহায়, আর আমি একা । তাই দিনের পর দিন
অযথা কেটে যাচ্ছে ।

অবশ্য আমার এক ভাই আছে । কিন্তু শৈশবেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে
যায় এবং পুরোহিত হয়ে যায় । এই কাছেই কোন ধর্মালয়ে সে
ধাকে । আমি কি ভাবে কাজ করব, বুঝতে পারছি না । ভাবছি
ভাইএর ওখানে গিয়ে তাকে এসব কথা জানাব ।

(হাসিগাকারির শেষ প্রান্তে পর্দার কাছে গিয়ে) আসতে পারি ?

[পর্দা উঠে । তার ভাইকে দেখা গেল]

তার ভাই কে ?

ম্যাকিনো আমি ।

ভাই ভেতরে এসো ভাই । কি জন্যে এসেছ ?

ম্যাকিনো বলছি । আমাদের পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কথা বলার জন্যে এসেছি
আমি । অনেকদিন ধরেই ভাবছি যে তাঁর শত্রুকে আমার হত্যা

করা উচিত। এতদিনে হয়তো তা করতামও। কিন্তু তার পক্ষে এমন সব সাহসী ব্যক্তি আছে—আর আমি একা। তাই বহুদিন কেটে গেলেও কিছু করতে পারি নি। কর্তব্যের বাস্তবে, তুমি আমাকে বল, কোন পথে এগুনো উচিত?

ভাই
স্বাভাবিক, তুমি যা বললে, তা সত্যি। কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ যে, চোটিবেলায় আমি খর জেড়ে এসেছি আর পৌরহিত্যের কাজ বেছে নিয়েছি? তাই, আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না।

ম্যাকিনো
তাই মনে করেই তুমি সমুদ্রে আছ।
কিন্তু লোকে বলে, যে তার পিতার শত্রুকে হত্যা করতে পারে না, সে কুপুত্র।

ভাই
তুমি কি এমন কারো কথা আমাকে বলতে পার, যে তার পিতামাতার শত্রুকে নিধন করে কতব্যবোধের পরিচয় দিতে পেরেছে?

ম্যাকিনো
নিশ্চয়ই পারি। সম্ভবতঃ চীনদেশে যে ঘটনা ঘটেছিলো। এক ব্যক্তির মাকে বন্য বাঘ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। 'আমি প্রতিশোধ নেব'—সে বলেছিল চীৎকার করে। এবং একশো দিন ধরে মাঠে নাচে ওৎ পেতে অপেক্ষা করেছিল বাঘের জন্যে। একদিন সন্ধ্যায় পাখাদের পাখি দিয়ে বাঘের সময় তার মনে হল, সে শত্রুকে দেখতে পেয়েছে। সে বনুকে লাগানো তাঁর ছুড়ল সমস্ত শক্তি দিয়ে। কিন্তু যা সে দেখেছিল, তা বাঘের মতো দেখতে একটি বড় পাখাড়। তার তাঁর পাখরের এত গভীরে চুকেছিল যে তার ভেতর থেকে বহু ছল্কে বেবিয়ে এল।

ভাব, কর্তব্যাপরাধতার শক্তি কত প্রবল—যাতে একটি তাঁর পাখরের বুকও ভেদ করতে পারে! তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি—
তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না?

ভাই
তুমি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত দিলে। কেমন করে এ-কাজ করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে, তোমার সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমি রাজী। এসো, দেখা যাক, কোন্ পন্থা অবলম্বন করে আমাদের শত্রু শেষ করা যায়!

ম্যাকিনো
আমার মাথায় ভালো একটা পরিকল্পনা এসেছে হঠাৎ।
তুমি জান, যে হোকা পালাওনি এখনকার ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যদি হোকা সাজি, আর তুমি হোকা পুরোহিত—তাহলে কেমন হয়? শোনা যায়, আমাদের শত্রু জেনু সম্প্রদায়ের নীতির ও বত-

বাদের অনুরাগী। সুতরাং তুমি তার সঙ্গে জেন্ন মতবাদ সম্পর্কে কথা বলতে পারবে।

ভাই এটি বাস্তবিকই মূশর পরিকল্পনা। একে কাজে পরিণত করতে আমাদের একটুও সেরী করা উচিত নয়। আমি শপথ নিলাম, তীর্থ-যাত্রীর বেশে আমি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আচ্ছাদিত করব।

ম্যাকিনো এবং আমি, ভেবেও আনন্দিত হচ্ছি যে, একজন যাজকের পোশাকে যাব।

ভাই গোপনে

ম্যাকিনো বাড়ি থেকে পালানাম আমরা—

কোরাস যে-বাড়িতে থাকতে চাইতো আমাদের মন,
আর এখন সুদীর্ঘ জীবন,
ভোরের চাদের মতোই অস্থির জীবন,
সঙ্কল্পের হিরবিন্দু ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় নেই আমাদের।

[দুই ভাই নক জেড়ে যাবে। তাদের পর নোবুতোশি আসবে, সঙ্গে তার ভৃত্য]

নোবুতোশি দেবতাদের বাসভূমির দিকে পা বাড়িয়েছি—

সেই পবিত্র বেটনী, যা বাধা দেয় না

কোন প্রার্থনাবারীর বাসনাকে।

আমাকে তোনে-নো-নোবুতোশি নামে ডাকা হয়। আমার বাড়ি সাগরান অঞ্চলে।

যেহেতু বহুদিন ধরে দুঃস্থপু দেখে আমি কষ্ট পাচ্ছি, তাই স্থির করেছি সেতোর ত্রি-রীপ দর্শন করতে যাব।

[দুই ভাই আবার আসবে। ম্যাকিনোর হাতে তীর-ধনুক, বেল্টে বাঁধা বাঁশের বস্তা। তারা একটি লম্বা কাঠদণ্ড নিয়ে এসেছে, যার সঙ্গে গোলাকার একটি পাখা লাগানো]

ভাই আমাদের বেশ দেখাচ্ছে।

পুরোহিত কিংবা সাধারণ মানুষ—কারো সাথে নেই মিল;

কথায় চেহারা আমাদের জুড়ি মেলা ভার।

ম্যাকিনো এই প্রাচীন পোশাক

আমাদের লুকিয়ে রাখবে সবপ্র পৃথিবী থেকে

সন্ধ্যাসীর আশ্রয়ের চেয়েও এ নিরাপদ,
কোন পাখির চিন্তা নেই এখানে,
যা আবারের বেনে চলতে হবে,
আমরা এখানে নিভুতে থাকতে পারব স্বচ্ছন্দে।
ওহ, কেন আবার ফিরে যাব তিক্ত পৃথিবীতে
যেখানে আমরা বাসনায় তড়িত হই শুধু।

ম্যাকিনো বসন্তের কাজই হল
ও তার ঝরা ফুলের স্বপ্ন বোনা,
তাই সাদা মেঘে ছেয়ে গেছে সবুজ পর্বতের পাদদেশ...

ম্যাকিনো শরতের পাতার রক্তিমমাত্রা বুকে নিয়ে
আদিক সূর্যালোক প্রবাহিত নদীতে দীপ্যমান।

কোরাস সকালে বাতাস, রাতে বৃষ্টি,
'আজ এবং কাল'
অতীতের অংশ হয়ে যাবে।
যে-পৃথিবী অতিক্রম করছি
তা সাক্ষা শিশির কণার মতোই পরিবর্তনশীল
বসন্তের আকাশের মতো অনিশ্চিত,
আমরা নদীর ফেনপুস্তের মতো—
কেউ কি আমাদের শত্রু হতে পারে ?

ভূতা [তাদের বেধে, হাসিগন্ধকারির দিকে গিয়ে]
তোমরা তো বেশ মজার জোড়। কি নাম তোমাদের ?

তাই ভাসমান মেঘ, প্রবাহিত পানি।

ভূতা তোমার বন্ধুর নাম কি ?

ম্যাকিনো ভাসমান মেঘ, প্রবাহিত পানি।

ভূতা তোমাদের দুজনের একই নাম ?

তাই আমি ভাসমান মেঘ আর ও প্রবাহিত পানি। এখন, বল দয়া করে,
তোমার প্রভুর নাম।

ভূতা সাগারি অঞ্চল থেকে আসছেন, নোবুতোশি—(হঠাৎ ভূতা বুঝতে পারল সে
গোপনতা রক্ষা করতে পারে নি,তাই হাত দিয়ে মুখ চেপে)—তার নাম নয়।

ভাই তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি যেই হোন, তাকে বল আমরা দুজন হোকা, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ভৃত্য বলছি। তোমরা এখানে অপেক্ষা কর।

[নোবুতোশির কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলে ফিরে আসে ওদের কাছে]
এদিকে এস।

[নোবুতোশি তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে, পাখায় বুঝ চেকে]

নোবুতোশি শুনুন তহমোহদয়গণ। আমি আপনাদের কাছ থেকে কোন কিছুর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

ভাই কি জানতে চান ?

নোবুতোশি সেটা হল এই। তাদেরই পুরোহিত বলা চলে,
যাদের আঁতুল দশভাঁজের শক্তির অপনালায়
আবর্তিত হয়, তাদের দেহ সহিস্তুতার পোশাকে আবৃত,
সে পোশাকের স্বচ্ছদেশের চারপাশে অনুতাপের আবরণ।
সবজায়গায়ই বৌদ্ধ যাজকের পোশাক এই রকম।
অন্য কোন রকম দেখতে আমি অভ্যস্ত নই।
কিন্তু আপনাদের দেখছি, দীর্ঘদণ্ডে গোলাকার পাখা লাগিয়ে বহন করে
করে চলেছেন।

কোন মতবাদ অনুযায়ী এটা পাখা নিয়ে চলেছেন আপনারা ?

ভাই 'গতিতে বাতাস

নিশ্চলতায় উজ্জ্বল চাঁদ,

এবং এই একটি বস্তুতে

বাতাস ও চাঁদ দুটোই—বর্তমান,

চিন্তাই একমাত্র সত্য, এবং মন থেকে

আসে সব উপাদান—

পাখার উপদেশ এই।

এবং হৃদয়ের অগীম শক্তির প্রতীক স্বরূপ আমরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

এই প্রতীককে নিন্দা যারা করে তারা নির্বোধ।

নোবুতোশি পাখাটি বাস্তবিকই গ্রহণযোগ্য শিক্ষা দান করে।

কিন্তু আপনাদের একজন তীর-ধনুক নিয়ে চলেছেন।

এগুলিও কি আপনাদের বৃত্তি উপযোগী বস্তু হিসেবে বিবেচিত ?

ম্যাকিনো এই ধনুক ? অবশ্যই ।

এস দুই প্রান্ত কি ধরগোশ ও কাকের মতো নয় ?

নয় কি চাঁদ ও সূর্যের প্রতীক, রাত ও দিনের ?

এখানেই সেই আদিম-রহস্য

যা ভালো ও মন্দকে একত্র করেছে ।*

প্রেমেরই দেবতা সেই অকলঙ্কিত রাজা

বহন করেন না কি ঐশ্বর্যজনিক ধনুক ?

তিনি কি নিক্ষেপ করেন না সেই মহান তীর

যাতে চতুর্দিকের বাহিনী** পর্যুদন্ত হয় ?

কোরাস তাই আমরা দুজন এভাবে সজ্জিত,

কারণ যদিও ধনুক আনত হবে না এবং তীব্র নিক্ষিপ্ত হবে না

তবু শিকার বরা পড়বে স্বরূপে ।

[ম্যাকিনো এমনভাবে ধনুক উঠাল, যেন তীর ছুঁড়বে, তার ভাই তাকে নিবৃত্ত করল দণ্ড দিয়ে]

গানে একথাই বলা হয় । এখন আর কথা নয় অজানাকে নিয়ে ।

নোবুতোশি অনুগ্রহ করে বলুন, কোন পৈতৃক উত্তরাধিকার থেকে হোকা পুরোহিতেরা
তাদের মতবাদ লাভ করেছেন ? কোন মতবাদে বিশ্বাসী আপনারা ?

ভাঃ আমরা কোন সম্প্রদায় নই । আমাদের নীতি ভিনুযুখী । তা বলা যায়
না । ব্যাখ্যা করা যায় না ।

বাক্যে তা প্রকাশ করলে আমাদের বিশ্বাসের অসম্মান হবে ।

লিখে প্রকাশ করলে নিয়মের প্রতি অনাস্থা দেখানো হবে ।

কিন্তু

একটি পাতার ঝুঁকে পড়া দেখেই

বাতাসের গতি বোঝা যায় ।

নোবুতোশি আপনারদের ধন্যবাদ ।

আপনারদের বক্তব্য আমাকে আনন্দিত করেছে ।

এখন আমাকে বলুন, 'জেন' শব্দের অর্থ কি ?

* সূর্য পুরুষ অর্থাৎ স্বাম্য, চাঁদ রমণী অর্থাৎ ধারণা ।

** হাতি, ইজির, বাতাস ও বৃষ্টির লানবর্ষণ ।

ম্যাকিনো তেতরের অর্থ রহস্যের ধারার তলসন্ধান করা, বাইরের অর্থ নিষিষ্টতার দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ানো।

নোবুতোশি এবং সেই মতবাদ যাতে আছে বুদ্ধদেব আমাদের প্রত্যেকের অস্থিতে বিরাজবান?

তাই তিনি অদৃশ্যভাবে প্রত্যক্ষ করেন : মেঘের অঙ্গরবর্তী সোনালী ঝিল্লি* মতো।

নোবুতোশি যদি আমরা বিশ্বাস করি জীবন ও মরণ সত্য...

তাই তাহলে আমরা দুঃখচাকে নিপতিত হই।

নোবুতোশি কিন্তু যদি আমরা তা অস্বীকার করি...

তাই তাহলে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী** হিসেবে তালিকাভুক্ত হই।

নোবুতোশি জ্ঞানের সরল পথ...

ম্যাকিনো [তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে]

‘তিনটি আমাতে আনত’

তাই ধাম! (ক’পা পিছিয়ে যাওয়া, তলোয়ার হাতে-নেয়া নোবুতোশির দিকে ফিরে)

‘তিনটি আঘাত দ্বারা জ্ঞানের পথ তৈরী করে নিতে হয়’

এই হচ্ছে জেন-এর বাণী। ভ্রলোক একটি বাণী আবৃত্তি করছিলেন মাত্র।

হঠাৎ এ-ভাবে উত্তেজিত হওয়া তোমার বুদ্ধির পরিচয় দেয় না।

কোরাস মানুষ এমনই করে

হঠাৎ প্রকাশ করে তার গোপন কথা,

অথবা পাথুরে গোলাপের*** মত রক্তিম কাপোলে

অনুচ্চাযকে করে সরবে ঘোষণা।

ত্রয়ী বিধাতার শাপে মানুষের হৃদয় কি নির্বুদ্ধিতায় ভরা।

ভূত্য (একপাশে দাঁড়িয়ে) যখন আমার প্রভুরা বোকারি করছেন, আমিও তাই করি।

* সূর্য।

** নিহিলিজ্‌ম্। কোন বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, এই মতবাদ

*** পাথর—Iwa-এক অর্থে ‘কথা বা বস্তু’ বোঝায়।

[পাশের দরজা দ্বিধা বোধে খোলা]

ভাই [মোহুতাবির সঙ্গেই প্রশমনের জন্য অন্য আলোচনা শুরু করল]

বিশ্বাস আর বাণী

বড় ছোট যাই হোক না কেন

তাতে কিছু যায় আসে না ।

দেখতে হবে নীতি বশিত হয় না ভ্রম হয় ।

কোয়ান 'ইয়া' অথবা 'না'

কোনটিতেই সত্য বুজে পাওয়া যায় না ।

এমন কেউ নেই যে অবশেষে সত্য পাবে না ।

ভাই মানুষ একা নয় ।

অরণ্য এবং বন্যমানও

ঝুঁপির সঙ্গে বাঁচবার চেষ্টা করছে ।

কোয়ান উইলো শামল আন পিওনী লোহিত বর্ণে সজ্জিত ।

[এখানে ভাই তার প্রথম নাচ শুরু করবে । যন্ত্রবাদ্য ব্যতীতবাক এই নাচকে বলে 'নিবাই' ।]

নবীন বসন্ত প্রভাতে

যখন উপত্যকার দীপ্ত হবে

হর্দয় গাছের গায়ক পক্ষীর জ্বাট অশ্রু গলে যায়

কিংবা যখন সঙ্গীতমুখর কেনরাশি

তুষার-লালিত পানির বুকে

প্রতিবেশী ভেকের শব্দের প্রতিধ্বনি তোলে

তখন বুকের হৃদয়ের বাণী ব্যক্ত হয় ।

যে হেবন্তকে চোখে দেখা যায় না

তাকে শোনা যায় ক্রুদ্ধ বাতাসের স্রবে,

ছল-বাগড়ার মাওয়াড

গৃহ-সজ্জানী বন্য রাজ হংসের সরব অবতরণ,

ধানের পাতাকৃতি বেষ—

এসবই সত্যক দৃষ্টিকে দেয় সাদা স্বভেদে আভাস ।

যে দেখেছে চন্দ্রালোকে নীরব পর্বতের ছায়ায়

তরুণ হরিণ দাঁড়িয়ে আছে সাধীর অপেক্ষায়,

সেই মানুষ পড়তে পাবে লেখা
লিখিত পাতায় না-রেখে আঙুল।

ভাই তেননি যে জেনে-ভিঙি
শিলা-বন্দরের দিকে চলে যায়,

কোরাস ফিরে আসে মাছ নিয়ে
কিন্তু ডাল ফেলে আসে পেছনে।
এসব হোমরা শুনেছো আর দেখেছো ;
পাহাড় শীর্ষের বাতাসে, উপত্যকার গানে,
রাতের ছায়া চিত্রে, সকালের কুরাশায়
ফিরে ফিরে ঘোষিত হয় :
চিন্তাই অতীত, চিন্তাই বর্তমান, চিন্তাই ভবিষ্যৎ।

ভাই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম কর এবং জেগে ওঠ।
মেঘ যেমন চাঁদকে ঢেকে রাখে
বস্তুও তেমনি ঢেকে রাখে

কোরাস চিন্তার মুখ।

ভাই [তার দ্বিতীয় নাচ শুরু করল। কোরাস তখন গাঁধা গাইবে, হোকা অভিনেতাদের ব্যবহৃত গীতি-গাঁধা]

ওহ্। কী বনোরম ফুলের শহর।

কোরাস কোন লেবনী তার বিস্ময় প্রকাশে সক্ষম নয়
পূর্ব দিকে, গিওন এবং স্বচ্ছ পানির মন্দির
সেখানে জলপ্রবাহ অসংখ্য ডানার শব্দে প্রবাহিত ;
ঝোড়ো বাতাসে উড়তে থাকে, নাচতে থাকে
পৃথিবীর দেবতার গাছের যন্তুরী।
পশ্চিমে, নীতিচক্রের মন্দিরে
সাগা তীর্থালয় (যুরে দেখ ; দেখবে পানির মিলের চাকা।)
যেখানে নদীর চেউ নাচে বাঁধের উপর
ভীরের উইলো চেউএ বাজার নড়ে ওঠে
শহরের বজদণ্ডি চাকার ঘর্ষণে বিভ্রত,
চা-দানী দণ্ডের আঘাতে উত্তপ্ত।
আশ্চর্য, আমি ভুলে গিয়েছিলাম !

হোকান হাতে উত্তর হয় কোকিরিকো।*

আমাদের প্রভু দীর্ঘ দিন করুন শাসন

বয়সের রেখায় চিহ্নিত হয়ে—

এই গ্রন্থিল দণ্ডের নতো।

ন্যাকিনো যথেষ্ট হয়েছে। কেন আর আমাদের পরিকল্পনা লুকিয়ে রাখবে?

ও তার

ভাই

[তলোয়ার বের করে নোবুতোশির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নোবুতোশি তার টুপী বকের উপর রেখে পালের দরজা দিয়ে চলে গেল। টুপীটি নোবুতোশির প্রতীক রূপে বইবে। অভিনয়ে হত্যাঘাত্য সামান্যামনি না দেখানোর জন্যে এই রীতির প্রচলন]

কোবাস তারপর দুইভাই তলোয়ার নিষ্কাশন করে

তার উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে

তাদের প্রতীক্ষিত শত্রুর উপর।

[ন্যাকিনো টুপীর পিছনে এমনভাবে দাঁড়াবে, যাতে মনে হবে সে নোবুতোশিকে ঘিরে কেলচে]

তারা তাদের স্বপ্নার তুঙ্গে পৌঁছেছে,

বহু বছরের জমানো বিষেষ

প্রকাশের পথ এখন খোলা।

[তারা আঘাত করবে]

তারা শত্রুকে নিধন করলো।

যখন সময় এল, তখন এই দুই ভাই স্ত্রীস্ব সঙ্কলনগুণে

তাদের পিতার শত্রুকে যথাবিহিত বিনাশ করেছিল।

বীরত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তাদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে পরবর্তী কালেও।

* বাঁশের বাতা, একত্রে ধরা করলে ইঁদুরের মতো শব্দ সৃষ্টি করে।

হ্যাগোরোমো প্রসঙ্গে

একদা এক মানব-সন্তান কোন এক দেবীর পোশাক চুরি করে তার স্বর্গে প্রত্যাবর্তনে বাধা দিয়েছিল। বর্তমান পালাটি এই কাহিনীর রূপান্তর। বহু প্রচারিত এই কাহিনী বিভিন্ন সময়ে তিনরূপে ভারতে, চীনে, জাপানে, লিউচিউ হীপে এবং সুইডেনে আত্মপ্রকাশ করে। আরব্য রজনীর হাসানের গল্পও একই বিষয়বস্তু থেকে গৃহীত।

এই 'নো' পালাটি সিআনির রচনা বলে বিদিত। কিন্তু এর মূলকাহিনী অনেকদিন আগেকার। পালার শেষার্ধ্বে নাচখানে পরিপূর্ণ—এর কিছু অংশ (সুরুগা নাচের ব্যাংগ) পালায় অপ্রাসঙ্গিক, নাচের বদলে জুড়ে দেওয়া অংশমাত্র। আংশুমরি বা কাগেকিয়োর মতো সামগ্রিকতা এতে নেই; ধরে নেয়া যেতে পারে, এদের পূর্ববর্তী আমলেই বর্তমান পালাটি বিকাশ লাভ করেছিল। মাইগুরুমায় নাচের কথা-অংশ হ্যাগোরোমোর সুরুগা নাচের মতোই অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু প্রথমোক্ত পুটের মতোই ব্যাংগের সংযোজনা এমনকি তার অপরিহার্যতার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ খুব দুর্বল হলেও সমস্ত নাটকটির অনুবাদ করাই আমি শ্রেয় বলে মনে করেছি।

হ্যাগোরোমো

রচয়িতা—সিআমি

চরিত্র

হাকুরিয়ো (একজন ধীবর)
পরী।

অপর ধীবর
কোরাস

ধীবর মাল্লাদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

ঝড়বিধুস্ত মিয়ো উপসাগরের বুক থেকে
ওরা আসছে সমুদ্রের দিকে।

হাকুরিয়ো আমি হাকুরিয়ো, একজন বৎসাজীবী।

মিয়োর দেবদারু বনের মধ্যে আমার ঘর।

উভয়ে স্মল্লর পাহাড়ের শত শত মাইল বেধে ঢাকা।

কিন্তু একটি পাহাড়ের শিখরে

নির্মল আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ হাসছে।

সত্যি, কি স্মল্লর সময়।

দেবদারু বনের তীরে বসন্তের আগমন হয়েছে।

সাগরের উচ্ছ্বসিত যোতে প্রভাতী কুয়াশা ধুয়ে নুছে গেছে।

আকাশের পটভূমিতে আবছা চাঁদ সঞ্চারমান।

মধুর দৃশ্য! দৃষ্টিকে মুগ্ধ করার মতো দৃশ্য।

আমাদের মতো, পৃথিবীর নগন্য প্রাণীদের যে-চোখ

তাকিয়ে থাকে পৃথিবীর দিকে,

যা মহৎ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় না,

তারাও আনন্দিত এদৃশ্যে।

এদৃশ্য অবিস্মরণীয়।

পার্বত্য পথ অতিক্রম করে

কিয়োমি সমুদ্রে এসেছি আমি,

আমার চোখ দূর বনাকুলের দিকে—

মিয়ো-দেবদারু যেখানে বাঁড়িয়েছে, সেখানে

চলো যাই, চলো, পথ করি আমাদের।

বীবরগণ, তোমাদের নৌকা তীরে রেখে দিয়েছ কেন

নাছ ধরায় ব্যাপ্ত না থেকে ?

যে তরঙ্গায়িত মেঘ বাতাসে উজ্জ্বল সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছে

তাদের কি উষ্মল চেউ বলে মনে হচ্ছে তোমাদের ?

অপেক্ষা কর! এখন বসন্তকাল।

নতুন বাতাস গাছের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে,

শাশ্বত সঙ্গীতের মতো মধুর মৃদু বাতাস।

ছোট তরীগুলি শান্তভাবে ঘুমিয়ে আছে উপসাগরে

হাজার হাজার জেলে নৌকা চলেছে সমুদ্রের দিকে।

[দ্বিতীয় বীবর কোরাস দলের প্রধানের কাছে এসে চূপ করে বাঁড়াল।

নাটকের বাকী অংশে তার ভূমিকা নীরব]

হাকুরিয়ো আমি মিয়োর দেবদারু বনে এসে গেছি।

দেখছি তটভূমির সৌন্দর্য।

অকস্মাৎ আকাশে সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে,

ফল ঝরে পড়ছে বৃষ্টি-বিলুপ্ত মতো,

অপাধিব সৌরভে চারিদিক ভরে গেছে।

এসব তো সাধারণ জিনিস নয়। দেবদারু গাছে ঝুলছে

যে সুন্দর পোশাকটি, সেটিও অনন্যসাধারণ।

এটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি স্তরভিত্ত।

নিশ্চয়ই এটি সাধারণ পোশাক নয়। আমি সঙ্গে

নিয়ে যাব এ-পোশাক, বাড়ির লোকদের দেখাব।

আমার গৃহের একটি সম্পদ হবে এটি।

[সে চার পা এগিয়ে যাবে গুয়াকির স্তম্ভের দিকে।

তার হাতে সেই পালকের পোশাক]

পরী [পর্দার ভেতর থেকে গ্যালারির শেষ প্রান্তে এসে]

থান! ওটি আমার পোশাক। এ পোশাক নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

হাকুরিয়ো এই পোশাক আমি এখানে পেয়েছি। আমি এটি বাড়িতে নিয়ে যাব।

পরী এটি পরীর পালকের পোশাক,
এ-পোশাক কোন মরসেহধারী পরিধান করতে পারে না। যেখানে
পেয়েছ সেখানেই রেখে দাও ওটি।

হাকুরিয়ো কেমন করে? এই পোশাকের অধিকারী কি স্বর্গের কোন পরী?
তা যদি হয়, তাহলে আমি এটা সবলে রাখব।
এটি পৃথিবীর একটি সম্পদ হয়ে রইবে।
আগামী যুগের মানুষের কাছে বিস্ময় হয়ে দেখা দেবে।
আমি তোমার পোশাক ফিরিয়ে দেব না।

পরী কি দুঃখজনক! পোশাক না পাবে কেমন করে
বাতাসের এই প্রবলতায় ঘুরে বেড়াব?
আমার স্বপ্নে,—আকাশে—কেমন করে যাব?
দমা করে আমাকে পোশাক ফিরিয়ে দাও। দাও!

হাকুরিয়ো আমার দয়া নেই। তোমার বিলাপ আমার মনকে আরও দুঃ দুল করছে।
দেখ! আমি তোমার পোশাক নিলাম।
লুকিয়ে রাখব এটা। আর দেব না ফিরিয়ে।
[নিজেব কাজ দেখান। আন্তে আন্তে হাঁটতে থাকবে]

পরী পক্ষহীন পাখীর মতো আমি উড়ে যাব—
কিন্তু পোশাক বিহীন অবস্থায়।

হাকুরিয়ো নীচু পৃথিবীর গভীরে তুমি তলিয়ে যাবে।
দেবী বাস করবে মলিন পৃথিবীতে।

পরী এপথ বা ঐপথ—সবদিকেই হতাশা!

হাকুরিয়ো কিন্তু যখন সে দেখল যে ঐ পোশাক রেখে দিতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প

পরী সে শক্তি হারাল...

হাকুরিয়ো কেউ সাহায্য করল না...

কোরাস তখন তার মুকুটের উপর অশ্রু-বিন্দুর মতো
সতেজ ফুল ঝরে ঝরে ডুকিয়ে গেল।*

* যখন কোন পরীর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তার মুকুটের হুল ঝরে যায়। পাল-
কের পোশাক হুলার মলিন হয়ে যায়। বগল থেকে ষাট ঝবতে থাকে, চোখের পাতা
কাঁপে। স্বর্গের নিজস্বান হারানোর বেদনায় অবসাদ হয়ে পড়ে।

কি কষ্ট হচ্ছে চোখের সামনে পরীর এই অসুস্থতা দেখে—
অসুস্থতার লক্ষণ পাঁচগুণ হয়ে
পরীর দেহকে বিযাক্ত করে দিচ্ছে।

পনী আমি স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছি।
মেঘের পথ ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশায়।
হায়! হারিয়ে গেল পথ।

কোরাস হে ঈর্ষা উদ্বেককাবী মেঘের দল।
তোমরা আপন ইচ্ছায় চিরকাল ধরে
শূন্য আকাশের বুকে ঘুরে বেড়াবে।
আমার আপন আবাসে।
কালভিংক*-এর স্বর আমার কানে ন্দু হতে হতে
অস্পষ্ট হয়ে আসছে,—যে গান আমি প্রতাহ শুনতাম।
আর, হে কলরবমুখর বন্য হংসীর দল।
তোমরা ফিরে যাচ্ছ আকাশ পথে।
তোমাদের উপর আমার হিংসা হচ্ছে।
ওগো সমুদ্রআকর্ষণকারী, তীরসঙ্করণকারী
উপসাধারী সীগল্ পাখীর দল,
তোমরাও আমার ঈর্ষার পাত্র।
এই বসন্ত বাতাসকেও আমি ঈর্ষা করছি,
কেননা এবাতাস স্বর্গে প্রবাহিত হয়।

হাকুরিয়ো শোন। আমি তোমাকে দুঃখে মথিত হতে দেখলাম।
আমি তোমার পোশাক ফিরিয়ে দেব।

পরী ও! আমি কি স্ত্রী। দাও তাহলে।

হাকুরিয়ো অপেক্ষা কর। আমি স্বর্গের নৃত্যের কথা শুনেছি।
আমাকে সেই নৃত্য দেখাও, পোশাক ফিরিয়ে দেব।

পরী আমি স্ত্রী। পরম আনন্দিত। আমি ফিরে পাব আমার জানা, উড়ে
যাব আকাশে।

ধন্যবাদ স্বরূপ আমি পৃথিবীর জন্যে স্মরণীয় নৃত্য দেখাব।
শ্রেষ্ঠ মানুষই কেবল এ নাচ দেখতে পায়।

* স্বর্গের পবিত্র পাত্রী।

এই নাচের স্তর চাঁদের চুড়াকেও ঘুরিয়ে দিতে পারে।

আমি এখানে নাচব—আর উদ্ভাষিকারের মতো

এই নাচের সৃষ্টি বেগে যাব

পৃথিবীর দুঃখপীড়িত মানুষের জন্যে।

আমার পোশাক লাও আমাকে,

ওটা ছাড়া নাচতে পারি না আমি।

তোমার যা-খুশি বল, কিন্তু প্রথমে আমাকে

আমার পোশাক জিরিয়ে লাও।

হাকুরিগো না, তা হবে না। পোশাক পেনেই

তুমি না নেচে সোজা আকাশে উড়ে যাবে।

পরী না, না। সঙ্গেই তো পৃথিবীর নশ্বর মানুষের জন্যে।

স্বর্গে কোন চলনা নেই।

হাকুরিগো আমি লজ্জিত। এই নাও। পোশাক দিচ্ছি।

[সে দিন, পরী দু'হাত বাড়িয়ে নিল]

পরী স্বর্গের অঙ্গুরা তার পোশাক পরিধান করল।

রামধনু নাচ নাচল সে—পালক-সজ্জার রঙীন নৃত্য!

হাকুরিগো আকাশ-উদ্ভবীয় উড়তে

বাতাসে লগ্না হয়ে দুলতে!

পরী বৃষ্টি ভেজা ফুলের মতো পোশাকের আঙিনা...

হাকুরিগো প্রথম নাচ শেষ হল।

পরী আমি আবার নাচব?

কোরাস প্রাচ্য সঙ্গীতের সঙ্গে সুরগা নৃত্য?

এভাবেই এনাচ প্রথমে হয়।

[পরীর নাচ, কোরাসের গানে নাচের কথা, প্রাচীন সিনেটোসঙ্গীত]

'কেন আমরা নাম দিই

বিস্ময়িত, চিরন্তন স্বর্গের, আকাশের?

প্রাচীনকালে দেবতা* এসে দশদিক বন্ধ করে নির্মাণ করলেন

* ইজানাগি ও ইজানামি (Izanagi & Izanami)

একটি সীমাবদ্ধ পৃথিবী মানুষের জন্যে।

কিন্তু উপরের সীমাহীন আকাশকে তাঁরা বাকিয়ে দিলেন মানুষের মত।
আর নাম দিলেন বিপুলা ও শাশ্বতী।

পরী চন্দ্রদেবের প্রাসাদ এমনই। এর প্রাচীর নীল পাথরের কুঠার দিয়ে তৈরী।

কোরাস সাদা পোশাকে, কালো পোশাকে
দশটি পরী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে তিনবার
ক্ষীণ চন্দ্রকলার রাতে তিনবার করে পাঁচজন,
বুদ্ধিমান চাঁদের রাতে পাঁচজন তিনবার করে—
এবং প্রতি পুণিমারাতে স্বর্গের একজন মহিলা
তাকে দেওয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাজ করে যান।

পরী আমিও তাদের একজন। স্বর্গের চন্দ্রপরী।

কোরাস চন্দ্রলোকের বৃক্ষের ফুল আমি
তবু, এসেছি পূর্বের দৃশ্যমান অবস্থায়,*
বাস করছি পূর্বদেশীয়দের সঙ্গে
তাদের দিলাম সঙ্গীতের দান, সুরঙ্গার নৃত্য ও গীত।
পৃথিবীতে এখন ছড়ানো দীর্ঘপ্রসারী বসন্তের কুয়াশা,
চাঁদের উপত্যাকাবাসীরা ছাড়া আর কেউ জানে না
চন্দ্রবৃক্ষের পৃথিবীত রূপ।
তার সৌন্দর্য পূর্বের মহিমা ফিরিয়ে আনতে পারে।
এটাই বসন্তের নিদর্শন।
এটা স্বর্গ নয়,
কিন্তু বাতাস ও আকাশের সৌন্দর্য এখানে বিরাজিত।
প্রবাহিত হও বাতাস, প্রবাহিত হও।
এবং নির্মাণ কর মেঘের দেয়াল, আড়াল কর আকাশ
যেন স্বর্গকুমারীর ছবি
চোখের সামনে থেকে হারিয়ে না-যায়।
অরণ্যের এই বসন্ত-শোভা,
দূর আকাশের বর্ণবিকাশ,

* অর্থাৎ 'আমার দেহ বিভক্ত হবে'—বৌদ্ধনীতি অনুযায়ী ব্যবহৃত : আপন দেহ দেহের
অংশবিশেষ আলাদা করে দেবতার দৃশ্যমান রূপ পরিগ্রহ করেন।

পর্বত শিখরের তুষার,* নির্বল উপত্যকার জ্যোৎস্না—

কোনটি স্মরণ ?

না, বসন্ত প্রভাতের প্রতিটি স্মরণ দৃশ্যই অতুলনীয়।

চেউ আছড়ে পড়ছে তীরের কোলে

দেবদাক্ষর বনে বাতাস অক্ষুণ্ণে কথা বলছে নিঃশব্দে সাগর বেলায়।

বল, কেন স্বর্গ আমাদের এই পৃথিবীর মানুষকে

বিচ্ছিন্ন করে রাখে ?

আমরা কি ঈশ্বরের সন্তান নই ?

আমাদের কি সেই রক্তবর্ষিত মন্দিরের ভেতরে বা বাইরে**

কোন স্থান নেই ?

সেই সূর্যোদয়ের দেশে

যেখানে কোন মেঘ প্রতীক্ষমান চাঁদকে

মলিন করতে সাহস করে না,

সেখানে কি আমাদের জন্য নয় ?

পরী আমাদের প্রভুর জীবন দীর্ঘ হোক।

বিশাল শিলার মতো অক্ষয় হোক,

তার ওপর অঙ্গুরীর পালকের পোশাক***

কদাচ ছুঁয়ে যাবে, কিন্তু আঁচড় কাটতে পারবে না।

ওহ্। কি স্মরণ স্মরণ মাধুরী!

প্রাচ্য সজীবনের সাথে মিশেছে নানা যন্ত্রধ্বনি।

বীণা, সুরবাহার, বাঁশী,

নিঃসঙ্গ বেঘের বুক পূর্ণ করে বেজে চলেছে।

সূর্যাস্তের আকাশে গোলাপী রঙের ছটা

স্বপ্নের পর্বতের**** পাশে।

সবুজের উপরে শ্যামল বীপগুলি ভাসমান

তুষারের জন্য ঘূর্ণায়মান বন্য বাতাসে এলোমেলো সাদা ফুল,

* কৃষ্ণ পর্বত।

** ইনের ভিতরের ও বাইরের মন্দির।

*** দিকান্ডো থেকে প্রাচীন জুব বা প্রার্থনার উদ্ভূতি।

**** বিশুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিশাল পর্বত। পশ্চিম দিক চুপী দিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে পান্সা পূর্ব দিক সাদা পাথর (পোকরাড?) দিয়ে নির্মিত।

যেন দৌল্যমান আত্মিনের সাদা মেঘ ।

[নাচ শেষ করে হাত জোড় করে প্রার্থনার রত হল]

নমো কিমিয়ো গৌতম-সি ।

হে চন্দ্রলোকের সম্রাট, তোমার উদ্দেশে

প্রশংসা ও মহিমার গান ।

তুমি অশেষ ও অনন্তের সন্তান ।

কোরাস এ নাচ প্রাচ্যের নাচ ।

[নৃত্যের পাঁচটি অংশের তিনটি অংশ দেখাল নেচে ; এ নৃত্যের নাম 'ইয়ো-নো-বাই'—প্রারম্ভিকী নৃত্য]

পরী আমি আকাশে উড়ছি পোশাক পরে
স্বর্গের নীলাত শূন্যলোকে ।

কোরাস এখন সে কুয়াশার পোশাকে আবৃত,
বসন্তের কুয়াশার পোশাকে ।

পরী কি সুন্দর রং আর সুগন্ধ এই পোশাকের ।
বাম-ডান-উত্তর-উত্তর-দক্ষিণ (এদিক থেকে ওদিকে লাফাতে লাফাতে)
পোশাক ঘুরছে বন্ বন্ করে ।
ফুলগুলি মাথা দোলাচ্ছে,—
পালকের আত্মিন ফুলে উঠছে—
নৃত্যের তালে তালে ।

[“হা-নো-বাই” —ভগ্ননৃত্য—নেচে দেখাবে]

কোরাস নানা রকমের নাচ দেখাল সে ।
কিন্তু এখনও প্রাচ্যের সেই নাচ বাকী ।
পঞ্চদশী রাতে মধ্যরাত্রির পূর্ণ চাঁদ—
যে চাঁদ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে দীপ্ত, উদ্ভাসিত,
সত্যের আলোকে প্রদীপ্ত সেই চাঁদের মতো
এই সুন্দরী পরী ।

বুদ্ধের শপথ পূর্ণ হয়েছে—

যে দেশে আমাদের বাস, সেস্থান সপ্ত সম্পদে ঐশ্বর্যবর ।

এই নাচ স্বর্গের দান হয়ে নেমে এসে আমাদের কাছে
বৃষ্টিধারার বস্ত্রো ।

কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে
আকাশের লগ্ন, পালক-পোশাক ছড়িয়ে পড়ছে
এদিক ওদিকে, মিয়োব দেবদাক বনের উপরে ।

ভাসমান ধীপগুলি পার হয়ে,
নেমের পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, সে উড়ে গেল ।

আশিতাকা পর্বতের উপর দিগে

কুজির শিবব পার হয়ে,

তার দেহ-চায়া অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল,

স্বর্গের কুয়াশার সঙ্গে মিশে

সে চোখের বাইরে, অদৃশ্য হয়ে গেল ।

তানিকো ইকেনাই সম্পর্ক

এই দু'টি পালা ধর্মের নিষ্ঠুর বিধি নিয়ে লিখিত। তানিকো এখনও অভিনীত হয়, অন্যটি তেমন প্রচলিত নয়। তানিকোর তীর্থযাত্রীরা ইমামাবশি অর্থাৎ 'পর্বত-নিবাসী'। তারা নিজেকেই শুগেনজা (Portent workers) বলত এবং বৌদ্ধধর্মের যোদ্ধা উপাসক বলে মনে করত। কিন্তু অস্ত্রধারী মঠবাসীদের (সোহেই) সঙ্গে তাদের তেমন পার্থক্য ছিল না। শেষোক্তরা দল বেঁধে ছিয়েই পর্বত থেকে চার-দিকের অঞ্চলের লোকদের সম্বৃত্ত করে তোলার জন্যে নীচে নেমে আসত। জেন্জি মনোগাতারি একবার্ত্তি সম্পর্কে বলা হয় 'অশুভ-দর্শন দুর্ধর্ম ইমামাবশির দল' ছিল তার।

ইকেনাই এর অর্থ 'অধু বলি' ; অবশ্য 'জীবন্ত বলি'-ও হতে পারে।

তানিকো

[The Valley-Hurling]

রচয়িতা—জেনটিক্

প্রথম পর্ব

চরিত্র

একজন শিক্ষক

তীর্থযাত্রীদের নেতা

একজন কিশোর

তীর্থযাত্রীদল

কিশোরের জননী

কোরাগ

শিক্ষক আমি একজন শিক্ষক। শহরের একটি মন্দিরে আমার বিদ্যালয়। আমার একটি পিতৃহীন ছাত্র আছে। তার দেখাশোনা করার জন্যে তার মা আছেন মাত্র। আমি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাব এখন। কেননা আমাকে পর্বত ভ্রমণে যেতে হচ্ছে।
(ঘরের দরজায় কড়াঘাত করে) ভেতরে আসতে পারি ?

কিশোর কে ? ওরু এসেছেন দেখা করতে ?

শিক্ষক এতদিন তুমি বিদ্যালয়ে যাও নি কেন ?

কিশোর আমার মা অসুস্থ, তাই যেতে পারি নি।

শিক্ষক তাই তো, একথা তো মনে হয় নি আমার।
তাঁকে বল, আমি এসেছি।

কিশোর (ঘরের দিকে তাকিয়ে) মা, গুরুদেব এসেছেন।

মা তাঁকে ভেতরে আসতে বল।

কিশোর অনুগ্রহ করে ভেতরে আসুন।

শিক্ষক অনেকদিন পর আমি এখানে এলাম।

ভোমার ছেলে বলল, তুমি অসুস্থ। এখন কি একটু ভালো বোধ করছ ?

মা আমার অসুস্থ নিয়ে ভাববেন না। ওটা কিছু নয়।

- শিক্ষক শুনে আনন্দ বোধ করছি। আমি বিদায় নিতে এসেছি। আমি ধর্মনিষ্ঠান পালনের জন্যে পর্বত-আরোহণে যাব শিগগিরই।
- মা পর্বত আরোহণে ? বাস্তবিকই, আমি শুনেছি এই আরোহণ খুবই দুর্কহ ব্যাপার। আমার সন্তানকে নিয়ে যাবেন আপনার সঙ্গে ?
- শিক্ষক এ প্রশ্ন কোন বালকের পক্ষে সম্ভব নয়।
- মা আচ্ছা—। আশা কবি নিরাপদে ফিবে আসবেন।
- শিক্ষক আমি এখন যাই।
- কিশোর আমার কিছুই বলার আছে।
- শিক্ষক কি ?
- কিশোর আমি আপনার সঙ্গে পর্বতে যাব।
- শিক্ষক না, না। আমি তো তোমার মাকে বললাম যে আমবা কষ্টকর ও ভীষণ দুর্কহ তীর্থভ্রমণে যাচ্ছি। তুমি তা পারবে না। তাছাড়া তোমার অসুস্থ মাকে ছেড়ে যাবে কেমন করে ? এখানে থাক। আমাদের সঙ্গে তোমার যাওয়া সবদিক দিয়েই অসম্ভব।
- কিশোর আমার মা অসুস্থ। সেজন্যেই আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে প্রার্থনা করল তাঁর জন্যে।
- শিক্ষক তোমার মাকে ভিজ্ঞাসা করি আগে।

[ভেতরের কামরায় গিয়ে]

আবার এসেছি আমি। তোমার ছেলে যেতে চায় আমাদের সঙ্গে। আমি বলেছি, ও অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া পথও বন্ধুর। বলেছি, তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু সে বলছে, তোমার সুস্থতার জন্যে প্রার্থনা করবে বলে যেতে চাইছে।

কি করা যায় ?

- মা আমি আপনাদের কথাবার্তা শুনেছি।
- আমার ছেলের উপর আমার আস্থা আছে।
- সে আনন্দের সঙ্গেই যেতে চাইছে তীর্থ ভ্রমণে।

(বালককে) তোমার বাবা আমাকে ছেড়ে চলে যাবার পর

তুমি ছাড়া আর কোন অবলম্বন নেই আমার।

শিশির বিলুপ্তকালে যেটুকু সময় লাগে

সেটুকু সময়ও আমি তোমাকে চোখের বা মনের

আড়ালে রাখি নি এপর্যন্ত কোনদিন।

আমার স্নেহের মূল্য বুঝতে চেষ্টা কর।

তোমার মাতৃ-প্রেম তোমাকে আমার কাছে ধরে রাখুক।

কিশোর তুমি যা বললে, তা মিথ্যে নয়—কিন্তু আমাকে আমার উদ্দেশ্য থেকে
কোন কিছুই ফেরাতে পারবে না। আমি ঐ দুর্কৃত পথ অতিক্রম করে
তোমার আরোগ্যলাভের জন্যে প্রার্থনা করে ফিরে আসব।

কোরাস তাঁরা দেখলেন, কোন অনুরোধ বিচলিত করতে
পারবে না তাকে।

শিক্ষক ও মাতা বললেন একসাথে

‘হায়, কি গভীর ধর্মবোধ,

আমাদের দীর্ঘশ্বাসের মত গভীর।’

জননী বললেন,

‘কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই আমার,

তবু, যখন যেতেই চাও

গুরুল সঙ্গে যাও।

কিন্তু তাড়াকড়ি, যত তাড়াতাড়ি পার

বিপদ থেকে ফিরে এস।’

কিশোর ক্রত প্রত্যাবর্তন-পিয়াসী কাতর হৃদয়কে শান্ত করে
প্রত্যুষেই সে পাহাড়ের দিকে পা বাড়াল।*

শিক্ষক এত ক্রত আমরা এসেছি যে প্রথম কুটিরের পৌঁছে গেছি। কিছুক্ষণ থাকব
আমরা এখানে।

দলপ্রধান তাই হোক।

কিশোর আমি কিছু বলতে চাই।

শিক্ষক কি, বল।

কিশোর আমার ভাল লাগছে না।

* এখানে দীর্ঘ লিখিত অনুচ্ছেদে তাদের ভ্রমণ ও আরোহণ বর্ণিত হয়। স্থানের নাম ও
নামকরণ নিয়ে শব্দের যে খেলা, তা অনুবাদ করা অসম্ভব।

শিক্ষক খাম। আমরা যে উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি,
সেই যাত্রায় এরকম কথা বলা ঠিক নয়।
তুনি পর্বত-আরোহণে অভ্যস্ত নও, তাই ক্লান্ত
হয়ে পড়েছ। শুয়ে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।

দলপ্রধান ওরা বলছেন ছেলেরা পর্বতে উঠতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।
শিক্ষককে এসম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি।

তীর্থযাত্রী করুন।
দল

দলপ্রধান শুনলাম, বালকটি পথ চলতে চলতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।
কি হয়েছে তার?
আপনি কি তার সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করছেন?

শিক্ষক তার শরীর ভাল লাগছে না। এর মধ্যে স্বাধীন কিছু নেই। পর্বত
আরোহণের শ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দলপ্রধান তাহলে, তার জন্যে আপনি চিন্তিত নন?

[কিছুক্ষণ নীরবতা]

তীর্থযাত্রী ওনুন সহযাত্রীবৃন্দ। এই মাত্র শুরু বললেন,
বালকটি পর্বত আরোহণের শ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।
কিন্তু তাকে কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে।
আমাদের মহান প্রথা অনুসরণ করে তাকে এই উপত্যকায় নিক্ষেপ
করা উচিত নয়?

দলপ্রধান তাই করা উচিত। আমি অবশ্যই বলব শিক্ষককে। মহাশয়! আমি
যখন একটু আগে জিজ্ঞাসা করলাম বালক সম্বন্ধে, আপনি বললেন
সে এই পথচলার শ্রমে ক্লান্ত। কিন্তু তাকে এমন অসুস্থ দেখাচ্ছে
কেন? যদিও বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, তবু একথাও তো সত্য
যে 'প্রাচীন কাল' থেকে প্রথা রয়েছে যে যারা পথে এগুতে ব্যর্থ
হয়, তাদের ফেলে বেতে হবে। সমস্ত যাত্রী বলছে একে উপত্যকায়
নিক্ষেপ করতে।

শিক্ষক কি! তোমরা এই বালককে উপত্যকায় নিক্ষেপ করতে চাও?

দলপ্রধান তাই করতে হবে আমাদের।

শিক্ষক এপ্রথা খুবই শক্তিশালী। আমি তা অস্বীকার করতে পারি না।
কিন্তু এই অসহায় প্রাণীর জন্যে আমার মন করুণায় ভরে গেছে।
আমি এই মহান প্রথা সম্বন্ধে নরমভাবে তাকে বলছি।

দলপ্রধান দয়া করে তাই করুন।

শিক্ষক মন দিয়ে আমার কথা শোন। প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত প্রধান-
যায়ী যদি কোন যাত্রী তীর্থের পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাকে উপত্য-
কায় ফেলে দেওয়া হয়। যার ফলে, তার মৃত্যু ঘটে। আমি যদি
তোমার বদলে অসুস্থ হতাম, তাহলে সানন্দে মৃত্যুবরণ করতাম। কিন্তু
এখন আমি তোমার জন্যে কি করব ?

কিশোর আমি বুঝতে পেরেছি। আমি ভালভাবেই জানতাম
এই তীর্থ ভ্রমণে আমার মৃত্যুও হতে পারে।
আমার শুধু মনে পড়ছে আমার মার কথা।
তার দুঃখের গাছ আমার জন্যে কান্নার ফুলে
কেমন করে ভরে উঠবে,
তাই ভেবেই আমার দুঃখ হচ্ছে কেবলমাত্র।

কোরাস তীর্থযাত্রীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
পৃথিবীর এই দুঃখজনক নিয়ম ও তার তিক্ত আইনের কথা ভেবে দীর্ঘ
নিঃশ্বাস ফেলে
প্রস্তুত হল তাকে নিক্ষেপের জন্যে।
তারা সবাই দাঁড়াল পাশাপাশি
এবং একে অন্যের চাইতে কম দোষী নয় ভেবে
অঙ্কের মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলল।
অন্তঃপর মাটির টুকরো, প্রস্তুত থও নিক্ষেপ করল তারা।*

* পেশের কোরাস সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল। এরপর যখন তীর্থযাত্রীদের পিছর দেশে
পৌঁছে তাদের বর্ষপ্রবর্তক এন নো গিয়োজার কাছে এবং দেবতা কুলোর কাছে বালকের
জীবন প্রার্থনা করল, তখন একটি অনারীরা সেই বালককে বাহতে বহন করে নিয়ে
এল, সে তাকে পুরোহিতের পারের কাছে রেখে অশ্রু হয়ে গেল সেই পথে, যে
পথ এন নো গিয়োজা কাংসুরাগি পর্বত থেকে 'মহানৃক্ষে' গমন করেছিলেন, কিন্তু
উপত্যকায় নাথেন নি।

ইকেনাই

[THE POOL-SACRIFICE]

রচয়িতা—সিআমি

চরিত্র

পথিক

তার স্ত্রী

তার কন্যা

কোবাস

সরাইওয়াল

পুরোহিত

সহকারী যাজক

- পথিক আমি রাজধানীর অধিবাসী। হয়তো পূর্ব জীবনে এমন কোন গহিত কাড় করেছিলেন, যার জন্যে আমার এত দুর্দশা। এবং এখানেও থাকতে পারছি না। পূর্বদেশে আমার এক বন্ধু আছে। সম্ভবতঃ সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে এখুনি পূর্বদেশে যাব। (পূর্ব দিকের চলাব পথের গান গাইতে গাইতে সে পরিক্রমণ করবে) আমরা সরাইখানায় এসেছি। (দরজায় আঘাত করবে) আমরা পথিক। আমাদের আশ্রয় দিন দয়া করে।
- সরাইওয়াল আশ্রয় চাইছেন? আসুন আমার সঙ্গে। এই পথে। বলুন, কোথা থেকে আসছেন?
- পথিক রাজধানী থেকে। যাচ্ছি পূর্বে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।
- সরাইওয়াল শুনুন। আমি দুঃখিত। তবু আপনাকে গোপন কথা বলছি। যারা সরাইখানায় রাত কাটায়, তাদের প্রত্যেককেই পরদিন বড় কিছু উৎসর্গ করতে হয়। আমি এজন্যে দুঃখিত। তাই, আপনারা যদি ভোরের আগেই সরাই ছেড়ে চলে যান, ভালো হয়। আমি যা বললাম, কাউকে বলবেন না। এবং আগে চলে যাবেন।

পথিক আশ্রয় যদি এখনই করে পড়ি, তাহলে ভোরের আগেই স্বচ্ছন্দে যাত্রা করতে পারব। (তার গুয়ে পড়ল এবং ঘুমান খোলা প্রাঙ্গণে। কিছুক্ষণ পর উঠে যাত্রা শুরু করল)

পুরোহিত (প্রবেশ করে) ওহে, কোথায় তুমি ?

সহকারী (প্রবেশ) এই যে আমি।

যাজক

পুরোহিত আমি শুনলাম যে গতরাতে সরাইবানায় তিনজন যাত্রী এসেছিল এবং তারা ভোর হবার আগেই চলে গেছে।

বাও, গিয়ে তাদের খামাও।

সহকারী আমি যাচ্ছি আদেশ পালন করতে।

এই যে পথিকেরা, শোন। আর এগিও না।

পথিক কে ? তুমি কি আমাদের ডাকছ ?

সহকারী হ্যাঁ, তোমাদেরই ডাকছি।

পথিক আশ্রয় খানব কেন ? কারণ কি ?

সহকারী সে ঠিকই বলছে। এতে অবাধ হবার কিছু নেই, যে সে কারণ জিজ্ঞাসা করবে। (পথিককে) শোন, এখানে প্রতি বছর দীর্ঘতে কিছু উৎসর্গ করতে হয়। সেই পবিত্র অনুষ্ঠানের তিথি আজ। তুমিও এসে যোগ দাও আমাদের সঙ্গে।

পথিক বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ অনুষ্ঠান তাদের জন্যে, যারা এখানে রাত্রি শাপন করে।

যারা এখানকার দেবতার সন্তান, তারা তাকে পূজা করবেন।

একজন পথচারীকে যেতে হবে কেন ?

সে এখানে রাতে ছিল বলে ?

[সে চলে যাওয়া জন্যে উদ্যত হল]

সহকারী না, না। তুমি যা বলছ, তা হবে না।

পুরোহিত ঠাঁড়াও। তুমি এপ্রথাকে আশ্চর্য ভাবলেও

আশ্রয় অবাধ হবে না। আমার কথা শোন।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন পথিকই

উৎসর্গ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে যেতে পারে নি—

বিশেষ করে যারা এই রাতে সরাইখানায় বাস করেছে।

তোমার সময় কম—তাড়াতাড়ি এসে

অনুষ্ঠান শেষে আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা শুরু কর।

পথিক আমি তোমার কথা বুঝেছি। কিন্তু আমি ভনেছি যে এসব অনুষ্ঠানে
এখানকার লোকেবাই যোগ দেয়।
না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।
একজন পথচারীকে কেন এই অনুষ্ঠানে
যোগ দিতে ডাকা হবে?

পুরোহিত এটি একটি মহান প্রথা।

পথিক তা হতে পারে। আমি তোমাদের প্রথা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করছি না।
কিন্তু আমি মিনতি করছি আমার কথা বিবেচনা কর এবং আমাকে ক্ষমা
কর।

পুরোহিত এই মহান প্রথা ভঙ্গ করতে চায়, তেমন লোক তুমিই প্রথম।
বহুদিন ধরে এ-প্রথা পালিত হয়ে আসছে।

পথিক আমি সে কথা বলছি না। কিন্তু তুমি যদি এ বিষয়ে আলোচনা করতে
চাও তাহলে আমি সোজাসজি যা বলতে চাই, তা হল এই যে আমি
রাজধানীর বাসিন্দা। সম্ভবতঃ পূর্বজন্মের কোন কৃত অপরাধের কলে
এতগত আমাকে বহুকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কোনমতেই জীবনে
প্রতিষ্ঠিত না হতে পেরে আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে পূর্বদেশে
আমার বন্ধুর কাছে যাচ্ছি।
দয়া করে আমাকে আনার পথে যেতে দাও।

পুরোহিত তোমার দুঃখভোগের অবশ্যই কোন কারণ আছে।

কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি
অসংখ্য মাতাপিতা উৎসর্গীত হয়েছেন,
গণনার অতীত সংখ্যায়

স্বামীত্বীকে হতে হয়েছে বিচ্ছিন্ন।

একে পূর্বজন্মের প্রায়শ্চিত্ত বলতে চাও, বল।

কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি এস, চলো পবিত্র নীষির কিনারায়।

[নিষের গতিবিধি বর্ণনা করবেন।]

এই কথা বলে পুরোহিত ও সহকারীরা এগিয়ে গেলেন।

১৬২ আপানের নো নাটক

- স্রী ও এবং স্রী ও শিশু কন্যা কেঁসে উঠল।
কন্যা 'ওহ আমরা কি করব ?'
 পিতার আস্থিন আঁকড়ে ধরল তার সম্মান।
- পথিক কিন্তু তার পিতার বলার কিছুই নেই।
 সে হতবুদ্ধি হয়ে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে... ..
- পুরোহিত তাদের এমন করে ঘুরলে চলবে না।
 বিচ্ছিন্ন কর ওদের। নিয়ে এস এদিকে।
- সহকারী তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল আর তারা এমনভাবে ইঁটছিল—
- পথিক সত্যি করে তুলনা দিতে গেলে এমনভাবে...
- কোরাস যেন মৃতের অপরাধী আত্মা
 বিচারের জন্য তাড়িত।
 বেদনায় পীড়িত হয়ে, কিছুই না ভেনে
 দিনের শিশির বিন্দুর মতো
 কিছুতেই আশ্রয় না পেয়ে
 বেধের মতো চলতে চলতে, কঁাদতে কঁাদতে তারা চলল।
 প্রতি পদক্ষেপে অশ্রু ফেলতে লাগল
 যতক্ষণ না দীঘির ধাব অবধি এল তারা।
- পুরোহিত আমরা দীঘির পাশে এসে গেছি। দীঘির পাশে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে
 পুরোহিত, সহকর্মীবল্ল, কুমারীরা আর নর্তকের দল।
- কোরাস ভাপা নির্ধারিত ছিল একের জন্যে।
 তবু তারা ভাবছিল—'আমিই কি ?'—
 সংখ্যায় শত শত ছিল তারা।
- পুরোহিত আবিষ্কৃতাবদ্ধ, হাতে হাত জড়ানো
- কোরাস বিবর্ণ মুখ
- পুরোহিত অবসন্ন হৃদয়
- কোরাস 'কার উপর পড়বে এনির্দেশ ?'
 কিছু না ভেনে, জ্বাট তুমারের মতো,
 শীতের গুহ তুমারের মতো, তাদের প্রার্থনা শুনিত হল
 গোপ্তি দেবতার উদ্দেশে—

‘রক্ষা কর আমাদের’

অস্ত্রনিবদ্ধ হল তাদের করতল।

পুরোহিত অবশেষে পুরোহিত বেদীর উপর আরোহণ করে বাস্তব ডালা তুললেন
এবং লটারীর কাগজ গণনা করলেন।

দেখলেন, সবার জন্যে একটুকরো করে কাগজ আছে।

কোরাস সবাই এগিয়ে এল ভাগ্যানিপি তোলার জন্যে।

যে মুহূর্ত একজনের পালা চলে গেল,

এবং সে দেখল তার নাম ওঠেনি

কি আনন্দই না হল তার!

কিন্তু সেই পথিকের কন্যা

নিজ অদৃষ্ট লিখন জানতে পেরে

কেঁদে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পুরোহিত তিনজন পথিক আছে না ওখানে? তারা দুটি কাগজ উঠিয়েছে।

প্রথমটি তোলা হবার এখনও। ওদের বল যে কেউ ওটি তুলুক ওদের
মধ্য থেকে।

সহকারী আপনার আদেশ পালন করছি। শোন পথিকেরা,

আমি কোমাদের বলছি। তোমরা তিনজন আছ,

কিন্তু তুলেছ দুটি কাগজ। পুরোহিত বলছেন

তোমাদের একজনকেই প্রথম—লিপিটি তুলতে হবে।

পথিক আমরা তুলেছি।

সহকারী না, আমি জানি, তোমার মেয়ে এখনও তোলেনি।

এই যে দেখ। হ্যাঁ, এটিই নিয়তির লিপি।

স্ত্রী প্রথম-লিপি! ওঃ! কি ভয়ানক!

তোমাকে বাঁচাব বলে, বড় করে তুলব বলে

আমরা অন্ধের মতো শহর ছেড়ে চলেছি

অজানা দেশের উদ্দেশ্যে।

তোমার জন্যেই এই দুঃখময় যাত্রাকে

বরণ করেছিলাম আমরা।

সেই তোমাকেই যদি নিয়ে যায়, আমাদের কি হবে?

কি বীভৎস!

- কন্যা অমন করে কেঁদো না । যদি তুমি বা বাবা
এই লিপি তুলতে, আমার কি হত ?
আমার ভাগ্যে এই ছিল ।
আমাকে যেতে দিতে কষ্ট তো হলেই তোমাদের ।
- পাখিক কি নির্ভয় । ‘যদি তুমি বা বাবা
এই লিপি তুলতে—’
কি বেদনা এই উজ্জির মধ্যে । (স্ত্রীকে)
এসো, এসব লোকের সামনে কেঁদো না ।
আমরা মা-বাবা, আমাদের বেদনা আমাদেরই ।
কিন্তু এই পবিত্র ভাণ্ডা নির্ণয়ের গুরুত্বই
কে যেন আমাকে বলে দিয়েছিল
আমাদের মধ্যে একজনকেই নেওয়া হবে ।
দেখ । আমি তো কাঁদছি না ।
- স্ত্রী তুমি যা ভেবেছ, আমিও তাই ভেবেছিলাম ।
তবু, এষে বড় মর্মান্তিক ! একি সত্যি হতে পারে ?
- পাখিক পিতা বলল “আমি দুর্বলতা প্রকাশ করব না ।”
যদিও সাহসের সঙ্গে বলল, তবু
প্রিয়তম কন্যার জন্যে তার হৃদয়ের গভীরে
অশ্রু ঝরতে লাগল ।
- স্ত্রী একি স্বপ্ন, না সত্য ? (কাঁদতে কাঁদতে কন্যাকে জড়িয়ে ধরল)
- পুরোহিত সময় হয়েছে । পুরোহিত ও তার লোকজন
তীব্র দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রত ।
- কোরাস তারা নোকাটিকে রেশমী ফিতায় শাঙ্কিয়ে
জলছ উত্তিদ দিয়ে শয্যা তৈরী করে
বেয়োটিকে গুইয়ে দিল ।
- পুরোহিত পুরোহিত ফিতায় ঠান ঢিলেন
এবং উচ্চারণ কবলেন
প্রার্থনা-বাণী ।

[এই পালার দ্বিতীয় পর্বে দীর্ঘতম ভাগের আবির্ভাব এবং বেয়োটের পুনর্জীবন লাভ]

হাংসুউয়িকি

[প্রভাতী-তুষার]

রচয়িতা—কোম্পার জেম্মো মোতোইয়ান্সু

চরিত্র

সঙ্ঘাকুয়াশা—দাসী

একজন মহিলা—মঠাধ্যক্ষের কন্যা

দুইজন অভিজাত মহিলা

হাংসুউয়িকি পাখীর আশ্রয় (প্রভাতী-তুষার)

কোবাস।

দৃশ্য : ইজুনো দেবীর মহামন্দির।

দাসী

আমি নিযোরোকু তীর্থের ইজুনো মন্দিরের সেবিকা।

আমার নাম সঙ্ঘার কুয়াশা। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে মঠাধ্যক্ষ প্রভুর একটি সুন্দরী ও শাস্ত্রী কন্যা আছেন। এক বছর আগে তাঁকে যে সুন্দর সাদা পাখীটি দেয়া হয়, সেটি তিনি পুষেছেন, তার নাম দিয়েছেন হাংসুউয়িকি,—প্রভাতী তুষার। পাখীটি তার বড় প্রিয় আজ আমি পাখীটি দেখিনি। তাবড়ি ঝাঁচার কাছে গিয়ে পাখীটি দেখে আসি একবার। (ঝাঁচার কাছে যাবে) কি আশ্চর্য। পাখীটি তো নেই। আমার প্রভু-কন্যাকে কি বলব আমি?

মহাশয়া, মহাশয়া, আপনার প্রিয় তুষার পাখীটি এখানে নেই।

মহিলা

কি বাজে কথা বলছ? প্রভাতী তুষার নেই?

একখনও সত্যি হতে পারে না। (ঝাঁচার কাছে যাবে)

সত্যিই তো। সে চলে গেছে। কেমন করে

সম্ভব হল! আমার সুন্দর পাখী এত পোষ বেনেছিল—কেমন করে সে কোন চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল?

হায়! তুষার কেমন করে গলে গলে

নিঃশেষ হয়ে যায়।

কাল মধ্যরাতে যে স্বপ্ন দেখে

আমার শাস্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল,

এখন সে স্বপ্নের অর্থ আমি বুঝতে পারছি।

হাৎসুউয়িকির ভাগ্যে যা ঘটবে

তারই পূর্বাভাস ছিল তাতে। (সে কান্নায় ভেঙে পড়ল)

কোরাস যদিও ক্রন্দন ও দীর্ঘশ্বাসে

কোন ফলই হবে না

তবু গভীর দুঃখে তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করল সহসা।

তার হৃদয়ের আঙন অলতে লাগল।

একমুহূর্তের জন্যে তার পোশাকের প্রান্ত ঝুঁকল না।

লোকে বলে, বালির উপরে পদচিহ্ন এঁকে

পাখীরাই প্রথম রচনা করেছিলো বর্ণমালা,

তবু হায়, হাৎসুউয়িকি রাখেনি কোন নিদর্শন।

[সকলের শোক প্রকাশ]

কোরাস ('কুসে' সংগীত, অসমমাত্রার, নৃত্য সংবলিত)

মনে পড়লেই দুঃখে বুক ভেঙে যায় :

সে যখন প্রথম এল এই ঝাঁচায়

কি সুন্দর আর বরফের মতো সাদা ছিল সে।

তার নাথ দিয়েছিলাম হাৎসুউয়িকি, 'বছরের প্রথম তুষার'।

সেখান দিয়ে আমাদের প্রভুকন্যা হাঁটতেন

সে ছায়ার মতো সঙ্গে থাকত তাঁর।

কিছু, এখন, হায়।

এটি বিচ্ছেদের পাখী—

যদিও প্রেমের অঙ্ককার গনিতে নয়।

মহিলা কোন উপায় নেই এখন। (অঝোরে কাঁদতে থাকে)

কোরাস না, এখনও উপায় আছে। কান্না থামান

মহাশয়!

যে শুনতে চায়, তার প্রতি চিন্তা নিবিষ্ট করুন।

তিনি প্রভু অমিতাভ।

যদি একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করা যায়
হয়তো তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন
স্বর্গের একটি পার্বীর আশ্রা।
এবং তাকে পদ্যে স্থাপিত করতে পারেন

মহিলা সন্ধ্যাব কুয়াশা, হাংসুউরিকি চলে যাওয়াতে কি
তোমার দুঃখ হয়নি?—আমরা আর কাঁদব না।
এখানকার সব অভিজাত মহিলাকে আহ্বান কর,
সাতদিন ধবে বন্ধ কামরায় প্রার্থনা করি, এস।
আমাব নির্দেশ সকলকে জানাও।

[সন্ধ্যাব কুয়াশা সেখানকার অভিজাত মহিলাদের নিয়ে এল]

দুই মহিলা (একত্রে) আমরা পবিত্র গান কবব,
মৃতের জন্যে শোক-গাঁথা।
চিত্ত নির্মল করার জন্যে এখন
আমরা বুদ্ধের উদ্দেশে ধ্যানধ্বনি করি।

[তারা প্রার্থনায় রত হবে]

নমো অমিতাভ বুদ্ধ
নমো নিয়োরাই—

সকল প্রশংসা অমিতাভ বুদ্ধের জন্যে
আমাদের রক্ষাকর্তার জন্যে সকল প্রশংসা।

[[প্রার্থনা ও ধ্যানধ্বনি কিছুক্ষণ ধরে শোনা যাবে এবং সঙ্গীত ও নৃত্য চলবে]]

কোরাস [পার্বীটির আশ্রা একটি গুহা চিহ্নের মতো আকাশে দেখা দিল]

দেখ, দেখ! নির্মল মধ্য গগনে একটুকরো মেঘ।
কিন্তু এতো মেঘ নয়।
সাদা পাখায়, বাতাসের বুকে শব্দ তুলে তুমার পার্বী আসছে।
আমাদের প্রভুকন্যার দিকে উড়ে আসছে সে।
ধীরে ধীরে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে
সে তার সাননে এসে নাচছে।

১৬৮ জাপানের নো নাটক

পাখীটির তোমাদের প্রার্থনা ও সঙ্গীতের শক্তিতে
আম্বা আকৃষ্ট হয়ে এসেছি।

কোরাস তার পুনর্জন্ম হল স্বর্গে,
অষ্ট ধর্মের সরোবরে সে ভ্রমণ করতে লাগল।
স্বর্গীয় পাখীদের সঙ্গে
খেলায় দিন কাটিতে লাগল তার।
স্বর্গের উল্যানের সাত মহলা শিখরে তার বাস।
কোন আঘাত তার ক্ষতি করতে পারবে না
কোনদিনই।
কপোতের নতো আমরা হারিয়ে যাই পুণ্যলোকে
সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে।
কিছুক্ষণ এদিক ওদিক উড়ে
কোণায় আবার হারিয়ে যাই জানি না।

হাকু রাকুতেন

রচয়িতা—সিআমি

চীনা কবি পো-চুই-ই, যাকে জাপানীরা হাকু রাকুতেন বলে অভিহিত করে, তিনি ৭৭২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে। চীন, কোরিয়া ও জাপানে তাঁর রচনা সমসাময়িক যুগে ব্যাপ্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে জাপানে রাজসভার চীনা কবিতার খুবই সমাদর ছিল, এবং দেশী কবিতা প্রায় মুছে যেতে বসেছিল।

সাহিত্যের এই বিপাকের কথা এই পান্নাটিতে বর্ণিত হয়েছে। এটি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত। তখন জাপানী শিল্প ও সাহিত্য চীনা প্রভাবে আচ্ছন্ন। চিত্রকলা ও গদ্য সাহিত্য লোপ পেয়েছিল বললেই চলে, কাব্য রক্ষা পায় কোনক্রমে।

ঐতিহাসিকের মতে হাকু রাকুতেন কখনো জাপানে আসেন নি। কিন্তু তাঁর প্রভাব ছিল প্রবল। তার ফলে নবম শতাব্দীর বিখ্যাত জাপানী কবি কুগাওয়ারা নো মিচিজানের কবিতা বাদ দিয়ে জাপানে হাকু রাকুতেনের কবিতা পঠিত হতো। মিচিজান কর্তৃক পো-চুই-ই এর অল্প অনূদিত থেকেও এ-প্রভাবের কথা অনুমান করা যায়। নাটকের কাহিনী নিম্নরূপ :

চীন সম্রাট জাপান ও জাপানী শিল্পের প্রসার দমন করার জন্যে রাকু-তেনকে পাঠান। বহিষ্কৃতের তীরে রাকুতেন দু'জন জাপানী ধীবর দেখা পান। তাদের মধ্যে একজন জাপানী কবিতার দেবতা-চুমিইয়োশি নো কামি। দ্বিতীয় অংকে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তিনি অন্য দেবতাদের আহ্বান করেন। বিরাট একটি নৃত্যদৃশ্যের আয়োজন করা হয়। অবশেষে তাদের নাচের ফলে পোশাকের বাতাসে চীনা কবির ছায়াই তাঁর নিজের দেশে ফিরে যায়।

সিআমি তাঁর অনেক নাটকে পো-চুই-ই এর কবিতা ব্যবহার করেছেন। ১৪৩২ সালে, যখন তাঁর পুত্র জেম্পারু মোতোমাসার মৃত্যু হয়, সে সময়কার বিলাপে পো-চুই-ই এর পুত্র আ-ও-জুই-এর মৃত্যুর উল্লেখ ছিল।

চরিত্র

চীনা কবি বাকুতেন

বৃদ্ধ ধীবররূপী স্ত্রিমহিয়ারাশি নো কানি

অপর ধীবর

ধীবর দল (কোরাস)

স্থান : বাইজেন উপকূল। জাপান।

হাকু আমি হাকু বাকুতেন। চীনদেশের রাজকুমারের সভাসদ। প্রাচ্যে একটি দেশ আছে, তার নাম নিপ্পন*। আমার প্রভু আদেশে আমি এদেশের লোকের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্যে এখানে এসেছি। আমি সমুদ্র পাথে যাব।

আমি আমার নৌকা বেয়ে যাব সমুদ্রের দিকে
অন্তর্গামী সূর্যের দিকে।

পূর্ব সমুদ্রের ঢেউয়ের উপরের দেশ অনেক দূরে—
সেখানে যাব নৌকা নিয়ে

অন্তর্গামী সূর্যের আলোকে ঢেউয়ে জাণিয়ে,

এবং সে যেহ পতাকার মতো

আকাশের শূন্যতাকে নাড়া দিচ্ছে

চলেছি তার উদ্দেশে।

চাঁদ উঠেছে।

সমুদ্র প্রান্তে একটি পাহাড়ে আমি এসে পৌঁছেছি—

আমি নিপ্পন দেশে এসেছি।

এখানে কিছুক্ষণের জন্যে নৌকা নোঙর করব।

এদেশের আচার ব্যবহার জানতে হবে আমার।

উত্তর ধীবর ৎসুকুশি সমুদ্রের উপরে

(একত্রে) তোর হবার সময়ে মনে হয়

অজানা আগুন জ্বলছে এখানে।

কিন্তু এতধু চাঁদের আলো, আর কিছু নয়।

* হাকু বিদেশী, তার উচ্চারণ আয়বকন। ধীবরদের বুঝে নিপ্পন' শব্দটি পরে 'নিহন' নামে উচ্চারিত।

বৃদ্ধ ধীর অকুল পানি উখাল পাখাল করছে।

ধূসর চেউ আকাশকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

উভয় যখন হ্যান রেই এংস্‌ অকল ত্যাগ করে,

ধীর ছোট তরী বেয়ে

পাঁচটি ইন্ডের কুয়াশাচ্ছন্ন চেউএর উপর দিয়ে চলেছিল,*

তখনও এমনি ছিল।

সমুদ্র দেখতে কি সুন্দর।

মাংসুরা তটভূমি থেকে পশ্চিম দিকে

পর্বতহীন বিস্তীর্ণ প্রভাত দেখা যাচ্ছে।

চাঁদ ডুবে যাচ্ছে আকাশে, আর

তার পাশেই একগুঁে মেঘ নৌকার মতো ভাসছে—

সমুদ্রে ভাগমান নৌকা,

ভোরবেলায় আমাদের কাছেই আসবে।

ঙুনেছি, দুব সমুদ্রের উপর দিয়ে

চীন দেশ থেকে কোন জাহাজ

রাত ভর পাল তুলে তবে আসতে পারে এখানে।

দেখ! চাঁদ অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাকু চেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে

হাজার মাইল পার হয়ে নিম্পনে এসে পৌঁছানির অবশেষে।

এখানেই ছোট একটি তরী বাঁধা আছে দেখছি।

তার মধ্যে বসে আছে একটি ধীর। এ লোকটি কি নিম্পনের
অধিবাসী?

বৃদ্ধ ধীর হ্যাঁ, তাই। আমি নিহনের বুড়ো জেলে। যে সম্মানিত ব্যক্তি, আপনি
নিশ্চয় চীনের রাকুতেন?

হাকু কি আশ্চর্য! এখানে এসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই এরা আমার
নাম জেনে গেছে। কেমন করে জানল?

* চীনারা তাকে ক্যান-লি বলে। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সে থাকত চীনদেশে। দেশের
অন্য বহু কাজ করে (এংস্‌ যত্নে) সে ছোট ভিজিতে চড়ে তার সঙ্গী নীসহ চলে যায়
এই ভেবে যে, লোকান্নে থাকলে তার জনপ্রিয়তা কমে যাবে। ধীরেরা তার উল্লেখ
করতে গিয়ে চীনা লোককে বোঝাচ্ছে এবং নৌকার কথা বলে। তারা তখনও পর্বত
রাকুতেনের আগমনের ধরন সঠিকভাবে জানে না।

দ্বিতীয় যদিও আপনি চীনদেশের লোক, তাহলেও আপনার আসবার আগেই
দীঘল আপনার নাম ও খ্যাতি এ দেশে এসে পৌঁছেছে।

হাকু আমার নাম জানলেও আমার চেহারা তো চেনা ছিল না।

বুদ্ধ চির সুখোদয়ের দেশে সর্বত্র এ কথা বিদিত যে
দীঘল রাকুতেন, এদেশের,—নিহনের-জ্ঞান পবন করতে আসছেন।
আর আমরা যখন পশ্চিম দিকে তাকিয়েছিলাম,
তখনই দেখেছি একটি নৌকা আসছে উন্মুক্ত সাগরের
বুকে ভেসে, আমাদের সকলের হৃদয়ই বুঝতে পেরেছিল
'ইনিই তিনি'।

কোবাস 'তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন।'

মাৎসুরার ভীমে যখন এল তরী

আমরা বললাম সমস্ববে।

আমাদের সামনে এল চীনা তরী

এবং একজন চীনদেশী।

আমরা আপনাকে কেন চিনতে পারব না হাকু রাকুতেন?

কিন্তু আপনার খেনে খেনে কথা বলা

আমাদের ক্লান্ত করে তুলছে। আমবা শুনিচি,

কিন্তু বিদেশী কথা আমরা বুঝতে পারছি না।

এসো সবাই, আমাদের মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে।

এসো আমবা জাল পেতে ফেলি

এসো আমরা জাল পেতে ফেলি।

হাকু ধাম! আমার একটা প্রশ্নের জবাব।*

তোমাদের নৌকা কাছে নিয়ে এস। তোমাদের অবসর সময় নিষ্পনে
কেনন করে কাটাও, ওহে ভেলেরা?

দীঘল সম্মানিত অতিথি, অনুগ্রহ করে বলুন, চীনদেশে আপনাদের সময় কাটে
কেনন ভাবে?

হাকু চীনে আমরা কবিতার খেলা করি অবসর সময়ে।

* সভা সমাজে প্রচলিত সম্মাননটুকু কথোপকথনভঙ্গি হাকু ব্যবহার করেননি। অথচ
দীঘলরা তা যথোচিত ব্যবহার করছে। লেখক হাকুকে নিম্নপর্বায়ে চীনা হিসাবে
জানতে চেয়েছেন।

ধীবর নিহনে আমরা 'উতা'* রচনা করে সময় কাটাই।

হাকু 'উতা' কি ?

ধীবর চীনদেশে আপনারা কবিতা এবং গাঁথা রচনা করেন ভারতীয় লিপি থেকে নিয়ে। আর আমরা চীনদেশের কবিতা ও গাঁথা থেকে আমাদের 'উতা' রচনা করি। আমাদের কবিতায় তিন দেশের মিশ্রণ—তার নাম দিয়েছি আমরা ইয়ামাতো। আমাদের সব সঙ্গীত ও কাব্যের নাম ইয়ামাতো উতা। আমার মনে হচ্ছে এই সব প্রবু আমাকে করা মানেই একটি বৃদ্ধ ব্যক্তির সারল্য নিয়ে উপহাস করা।

হাকু না, সে উদ্দেশ্য আমার নেই। কিন্তু এসো,

আমাদের সামনেব এই দৃশ্য সম্বন্ধে একটি

চীনা কবিতা গেয়ে শোনাচ্ছি।

‘সবুজ তৃণ শিলা গায়ে বিস্তৃত

পোশাকের মতো।

পর্বতমালাকে বেটন করে আছে সাদা মেঘের রাশি

কোমর বন্ধনীর মতো।’

কি, ভাল লাগল এ গান ?

ধীবর বাস্তবিকই মনোরম কবিতা। আমাদের ভাষায় আমরা এই কবিতা এমনি ভাবে উচ্চারণ করি—

‘কোকে গোরোমো

কিতারু ইওয়া ওয়া

সামোনাকুতে

কিন কিন ইয়ামা নো

ওবি ওয়ো সুরু কানা।

হাকু আশ্চর্য তো! একটি গরীব জেলে আমার কবিতাকে আঞ্চলিক ভাষায় কেনন নখুর ছন্দোবদ্ধ রূপ দিল। কে এই লোকটি ?

ধীবর একটি গরীব, অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। কিন্তু ‘উতা’ রচনার কৃতিত্ব শুধু মানুষেরই নয়। ‘সব সপ্রাণ বস্তুর মধ্যেই সঙ্গীতের দান বর্তমান’।**

* “উতা”—একত্রিশ বাত্রাবিশিষ্ট আপানী স্তবক।

** কোকিনক (প্রাচীন ও আধুনিক পানের সম্মেলন) থেকে উদ্ধৃত। এই উদ্ধৃতি উচ্চারণের সময় থেকেই যেন হাকু, বহুব্রু হরে যেতে থাকেন। এবং ক্রমশ: তার উপলব্ধি হয় যে তার সঙ্গে যে জেলে কথা বলছেন, তিনি সাধারণ বরদেহধারী নন। ক্রমশ: ধীবর দেবতার রূপান্তরিত হন।

হাকু (সম্মোহিতের মতো) 'সব সপ্রাণ বস্তুর মধ্যেই—
হ্যাঁ পাখী এবং পতঙ্গ—'

ধীবর তারাও ইয়ামাতো গান গায়।

হাকু ইয়ামাতো অঙ্কলে.....

ধীবরএমন অনেক গান গাওয়া হয়।

কোরাস 'বুলবুল গান করে ঝোপের মধ্যে
এমন কি পুকুরে যে ভেঁক বাস করে, সেও—'
আপনাদের মহান দেশে এমন হয় কিনা জানি না
কিন্তু নিহনে তারা গেয়ে শোনায় উত্তর স্তবক।
তাই আপনি শুনেছেন একটি বৃহলোক
এই গান গাইতে সক্ষম
যে গান মহাসঙ্গীত ইয়ামাতো।

কোরাস (ভিনু স্বরে)
বুলবুল ও তার রচিত কথায় তারা বলে
সম্রাট কোরেনের রাজত্বকালে ইয়ামাতোয়
উর্ধ্বকাশে স্বর্গ মন্দিরে
বাস করতেন এক পুরোহিত।*
প্রতি বছর বসন্তকালে
একটি বুলবুল আসত সেখানে
তার জানালার পাশের কুলগাছে।
তিনি শুনলেন বুলবুল একটি গান গাইছে :
'শো ইয়া মিইই—চো রাই
ফু-সো—জেম-বন সেই।'
তিনি সেটি লিখে ফেললেন,
দেখলেন সেটিও একটি 'উতা' সঙ্গীত।
একত্রিশ অক্ষরের রচনা।
এবং সেই গানের শব্দগুলি

ধীবর	হাংসু হারু নো	-	বসন্তের শুরুতে
	আশিতা গোতো নিওয়া	-	প্রতি প্রত্যবে
	কিতারেদোমো	-	আমি আসি যদিও

পুরোহিতের বালক সহচরের মৃত্যু হয়। বুলবুল সেই বালকের আত্মা।

- কোরাস আওয়াদে জো কায়েরু—দেখা হয় না, আমি কিরে বাই
 মোতো নো সুবাকি নি —আমার পুরানো নীড়ে।
 এমনি করে প্রথমে বুলবুল
 তারপরে নানা পশুপাখী
 'উতা' গায়, মানুষের গানের মতোই সে গান,
 অনেক উদাহরণ আছে তার
 অসংখ্য নুড়ি যেমন আরিসো সাগর তটে ছড়ানো।
 'পৃথিবীর প্রাণীর মধ্যে এমন কেউ নেই
 যার মধ্যে সঙ্গীতের দান নেই।'
 বাস্তবিকই, ধীবরের হৃদয়ে ইয়ামাতোর বাস।
 সত্যিই এই প্রথা অনবদ্য।
- ধীবর ইয়ামাতোর অবসর বিনোদন ও সঙ্গীতের কথা
 যদি বলতেই হয়, তবে গানের সঙ্গে যে নৃত্য
 আমরা করে থাকি, তাও দেখাতে হয়। অনেক রকম সেগুলি।
- কোরাস হ্যাঁ নাচও আছে। কিন্তু কে দেখাবে সেই নাচ।
- ধীবর যদিও কেউ নেই। তাহলেও আমি—
- কোরাস তবলার বদলে—তরঙ্গ ধুনি
 বাঁশীর বদলে—সমুদ্র দেবতার গান
 নর্তকের বদলে—এই প্রাচীন ব্যক্তি
 তার কুঞ্চিত ভুরু সম্বন্ধে
 বিভক্ত সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে
 সবুজ চেউয়ের মধ্যে ভাসতে ভাসতে
 নাচবে সেই সাগর-সবুজ নাচ।
- ধীবর এবং সঙ্গীত ও জেলালাহল মুখর এই 'দেশ'
- কোরাস দশ হাজার বছর ধরে এই গান গেয়ে যাবে।
 [নাটকের বাকী অংশ সঙ্গীত ও নৃত্য। কথা শুধুমাত্র নাচের ভাষা]

দ্বিতীয় অংক

- ধীবর [কাব্য দেবতা সুবিইয়োশি নো কামিতে রূপান্তরিত হয়ে]
 পাহাড়ের ছায়া বুকে নিয়ে যে-সমুদ্র শ্যাবল

- দেখানি সমুদ্র সবুজ নাচে বগু
চেউয়ের ভালে ভালে (সাগর সবুজ-নৃত্য প্রদর্শন)
তরঙ্গবিধৌত এই অকুলের বাইরে
পশ্চিম সাগরের সীমার বাইরে
- কোরাস তিনি উদ্ভিত হলেন আশাদের সামনে
কাব্যের সেই দেবতা স্মিইয়োশি
স্মিইয়োশি ।
- দেবতা আমি এসেছি তোমাদের সামনে
আমি দেবতা—
- কোরাস কাব্যদেব স্মিইয়োশি এমনই শক্তিয়ান
যে
তুমি আশাদের পরাস্ত করতে পারবে না রাকুতেন ।
তাই
আমরা আদেশ করছি তুমি কিরে যাও নিজগৃহে ।
এই তীরের চেউ অতিক্রম করে ক্রতবেগে ।
স্মিইয়োশি এলেন প্রথমে
তারপর অপর দেবতাবৃন্দ,*
ইসে ও ইওয়া শিরিজুর
কা-শিমা এবং সি-শিমা এবং
সুওয়া ও আৎসু তা' ।
এবং স্মুর হীপের দেবী,
সমুদ্র ড্রাগনদেব রাজা শাকাবার কন্যা ।
সমুদ্রের চেউয়ের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে
তারা নাচলেন—সেই সাগর-সবুজ নাচ ।
আট ড্রাগনের অধিপতি বাজালেন আটটি ঐকতান,
সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে ঘুরে
তারা নৃত্যে অংশ নিলেন ।
তাদের নাচের পোশাকের প্রান্ত থেকে
উৎখিত হল যে বায়ুপ্রবাহ

* তাদের বকে দেখা যাবে না ।

সেই হাওয়া গিরে নাগল চীনদেশীর তরীতে ।

পানে নাগল হাওয়া

ফিরে গেল তরী আপন দেশে ।

সভা, দেবতার লীলা কি বিচিত্র ।

হে আমাদের রাজকুমার

তুমি রাজত্ব কর—দীর্ঘ, দীর্ঘকাল ধরে—

অপরাধেয় আমাদের এই দেশে ।

এই অধ্যায়ের পালাগুলি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হয়েছে ।

প্রথম দুটি ইংরেজ মনোগাতারিতে* প্রাপ্ত পালা-নাট্যের মধ্যে বিখ্যাত ইজুংসু এবং কারিৎসুবাতা । দুটিই সিয়ামির লেখা ।

ইজুংসুর কাহিনী—বহুদিন আগে গ্রাম্য দুটি বালক-বালিকা একটি কূপের পাশে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করত ও সেখানে বেলা করত । বড় হলে তাদের মনের ভাব বদলে গেল । একে অন্যের প্রতি আসক্ত হল । তাদের বাবা-মা তাদের জন্য যে পাত্র ও পাত্রী মনোনীত করলেন, তা তাদের পছন্দ হল না । ছেলেটি মেয়েটিকে একটি কবিতার জ্ঞানাল :

‘ওহ, সেই কূপ, সেই কূপ,

আমি সেই কূপের পাড় ডিঙিয়ে দেখা করতে যেতাম—

সেই আমি আজ বড় হয়ে গেছি ।’

মেয়েটি লিখল : ‘আমার চুলের দুটি গুচ্ছ

যা আমি একদা তোমার চুলের সঙ্গে মাপতাম

তা আমার কাঁধ ছাড়িয়ে নেমেছে ।

তুমি ছাড়া কে সে গুচ্ছ বেঁধে দেবে ?’**

তারা এমনি করে পত্র বিনিময় করত । অবশেষে তাদের আশা পূর্ণ হল । তারপর একবছর কেটে গেল ; কিংবা তারও কিছু বেশী সময় ।

* নারিহিরার (৮২৫-৮৮০ খ্রী.) বৃহৎসাহসিক প্রেম কাহিনী, সম্ভবতঃ নারিহিরার রচিত ।

** স্বামী বরু চুল বেঁধে দিত ।

মেয়েটির বাবা-মা মারা গেছেন। তাদের ভরণ পোষণের কেউ রইল না। তারা একসঙ্গে থাকতে পারল না। ছেলেটি মেয়েটির বাড়ি ও তাকাইয়াসু শহরের (কাওয়াচিদেগে) মধ্যবর্তী জায়গায় ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াত। সেসময় মেয়েটি একা ঘরে থাকত।

ছেলেটি যখন দেখল মেয়েটি প্রসন্ন মনে তাকে যেতে দিল, তখন সে ভাবল মেয়েটির মনের পরিবর্তন হয়েছে। একদিন কাওয়াচিদেগে না গিয়ে সে ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে নজর রাখতে লাগল। সে শুনতে পেল মেয়েটি গাইছে ‘তাৎসুতার পর্বত,

বাতাস বইলে যা গমুদ্র ফাঁড়ির মত

খাড়া হয়ে ওঠে,

আমার প্রিয় প্রভু আজ বাতে তা একা পাব হবে।’

তার গান শুনে সে বিচলিত হল এবং কাওয়াচির তাকাইয়াসু শহরে যাওয়া বন্ধ করল।

নাটকে একজন ভ্রাম্যমাণ পুরোহিত একটি গ্রাম্য মেয়ের দেখা পান; মেয়েটি আসলে এই গল্পের নায়িকার প্রতীক। এই ঘটনা নিয়ে নাটকটি রচিত।

কাকিৎসুবাভা—নারিহিরা এবং তার সঙ্গীরা ইয়াৎসুহাশি নামক এক জায়গায় আসেন—সেখানে ‘আইরিস’ লতায় আবৃত জলাশয়ের ওপর দিয়ে তক্তার একটি ছোট নীচু আঁকাবঁকা ফুটপাথ দেখা যায়।

নারিহিরা সঙ্গীদের ‘কাকিৎসুবাভা’ (আইরিস) নিয়ে কিছু রচনা করতে নির্দেশ দিলে একজন গাইলেন :

‘কারা-গোবোমো

কি-ৎসুৎসু নারে-নি-শি

ৎসুমা শি আরেবা

বারু-বারু কি নুরু

তা বি উয়ো শি জো ওমোট।’

প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষর সাজালে—‘কাকিৎসুবাভা’ শব্দটি পাওয়া যায়। এটি একটি ধাঁধা বিশেষ—বহু অর্থবিশিষ্ট।

অনুবাদ করলে ঋনিকাটা এই রকম হয়।

“আমার প্রিয়ার প্রেম

শরীরের সঠিক মাপের জামার মতো

আমাদের সংলগ্ন ।

এবং অবশ্যই এখন

তার ভাবনা আমার সাথে সাথে চলবে

এই দীর্ঘ পথে ।’

‘যখন তিনি গানটি গাইছিলেন, অন্য সবাই কেঁদে ফেলল । সে অশ্রুতে তাদের সঙ্গে-নেয়া শুকনো চাল সিক্ত হয়ে উঠল ।’ এই নাটকে দেখা যায়—একজন পুরোহিত ঐ জায়গায় এসে একটি গ্রাম্য বালিকার কাছ থেকে এই কাহিনী শুনছেন, পরে জানা যায় মেয়েটি ‘আইরিস লভার আত্মা’ । নাটকের শেষে মেয়েটি পশ্চিম স্বর্গের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় । “এমন কি পুষ্পের আত্মাও বুদ্ধি লাভ করতে পারে ।’

হানাকাতামি

[ফুলের-সাজি]

রচয়িতা—কাওয়ানামি

সিআমি কর্তক পুনর্লিখিত

সিংহাসনে আরোহণের আগে থেকেই সম্রাট কেইতাই* লেডী ডেরুহিকে ডানবাসতেন। রাজা হবার পর তিনি তাকে ফুলের ঝুড়ি ও বিদায় পত্র পাঠালেন। নাটকে দেখা যাবে, বার্তাবহ তার সঙ্গে রাজ্যের মাঝখানে দেখা করে। মহিলাটি সেই পত্র* সুন্দর ও অঙ্করবহুল ভাষায় লিখিত সেই পত্র* পাঠ করেন যাতে লেখা ছিল রাজা সিংহাসনে আরোহণ করবেন ও রাজধানীতে যাচ্ছেন।

ডেরুহি আমাদের প্রেমের বসন্তদিন চলে গেল।
একাকী চাঁদের মতো পরিত্যক্ত আমি।
প্রভাতের আকাশে একাকী চাঁদ।
আমি পাহাড়ে ফিরে যাব
ফিরে যাব সেই গৃহে
বেশ্যানে একদা বাস করতাম।

[বীরে বীরে বক ভাগ। হাতে চিঠি ও ফুলের সাজি]

[দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজার আগমন, দুজন সহচর-বাহিত রথে চড়ে। অভিষেক অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা এটি। হঠাৎ দাসীসহ ডেরুহির আগমন। দাসীর হাতে ফুলের ঝুড়ি ও পত্র]

ডেরুহি (উন্মত্তের মতো) ওগো যাজীদল,
আমাকে রাজধানীর পথ দেখিয়ে দাও।
দেখছি না, আমি পাগল হয়ে গেছি।
হতে পারি আমি উন্মাদ,
কিন্তু আমার প্রেম বাধ্য করছে আমাকে প্রশ্ন করতে।

নির্ভুর পথিকেরা।

কেদ তারা জবাব দিচ্ছে না আমার প্রশ্নের ?

দাসী মহাশয়া! এই সব জীব কোন জবাব দেবে না।

তবু, আমরা রাজধানীর পথ খুঁজে নেব।

দেখুন বন্য হংসীরা এই পথে চলেছে।

ডেকরহি বনে পড়েছে। ভালভাবে বনে পড়েছে।

বন্য হংসীরা যার দক্ষিণ দিকে

শীতের আকাশে উড়ে।

দক্ষিণ দিকেই আমার প্রভুর শহর।

[তারপর রহণকীড—হাতে ডেকরহি, নিজের গ্রাম একিছেন থেকে রাজধানী ইরাসাতোয় যাবার বিবরণ। অবশেষে হাদিগাকারির পাশে ঝাঁড়িয়ে তারা বলল, রাজধানীতে এসে পেঁছেছে তারা। অভিযেক শোভাযাত্রার রাজা ও রথের সঙ্গে জনৈক সভাসদও থাকেন। তিনি ডেকে বলেন, 'রাত্তা শাক কর। রাত্তা শাক কর। রাজকীয় শোভাযাত্রা বাচ্ছে।' ডেকরহি দাসী এগিরে গিয়ে শোভা-যাত্রার পথ পার হয়ে যায়। সভাসদ তাকে সজোরে ঝাড়া দিলে সারিয়ে গেল। কুলের ঝুড়ি মাটিতে পড়ে যায়।]

দাসী দেখ, কি করেছে। মহাশয়া, আপনার সাজি লোকটি পথে ফেলে দিয়েছে। রাজকুমারের দেওয়া কুলের ঝুড়ি ?

ডেকরহি কি ? আমার প্রভুর ঝুড়ি। সে ওটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছে। কি ঘৃণ্য কাজ।

সভাসদ শোন উন্যাদিনী। কেন পাগলারি করছ একটা ঝুড়ি নিয়ে ? কোন্ প্রভুর কথা বলছ তুমি ?

ডেকরহি সূর্যোদয়ের দেশের অধীশুর ছাড়া আর কোন প্রভুর কথা বলব ? আর কি কেউ আছেন তেমন ?

[তারপর 'উনুত্ত নৃত্য'। সভাসদ তাকে রাজার কাছে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং নাচতে বললেন হাতে তার নির্বোধ আচরণে রাজার নদে বিক্ষিপ্তা দেখা দেয়। সে এগিয়ে এসে উত্তম এবং মি. কু. জেন* এর নাচ নাচে। তার নৃত্যতে রাজা শোকে অভিভূত হন। রাজপ্রাসাদের দেয়ালগাত্রে তার চিত্র অঙ্কনের আদেশ দেন, কিন্তু হবি হাসতে ও কাঁদতে পারে না দেখে তার

* হান বংশীয় চীনা সম্রাট ও তার উপ-পত্নী।

মনোবেশনা বেড়ে যায়। অনেক বান্ধুর সেই প্রতিশ্রুতির বশে জীবন সজারের চেষ্টা করেন এবং তার আশাকে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা করেন। একজন একটি পর্বীর উপরে তার মূৰ ও অবয়বের কীণরেখা আঁততে সার্থক হয়। রাজা ছোঁয়া মাত্র তা মিলিয়ে যায়। একাকী রাজা প্রাসাদে দাঁড়িয়ে থাকেন]

সভাসদ রাজা আদেশ করছেন, তোমার ফুলের ঝুড়ি দেখাও।

[সে ফুলের ঝুড়ি সম্রাটের সামনে নিয়ে এল]

সভাসদ সম্রাট ঝুড়ি দেখেছেন। তিনি বলছেন এটি নিঃসন্দেহে তার আগে কার দিনের* সম্পদ।

তিনি তোমাকে ওই মৃণ্ময় পত্রের কথা ভুলে যেতে বলছেন এবং আরও বলছেন উন্মত্ততা প্রকাশ না কবতে। তিনি তোমাকে তাঁর সঙ্গে প্রাসাদে নিয়ে যাবেন।

* সিংহাসনে আরোহণের আশংকার দিন।

অমিনামেশি

রচয়িতা—সিদ্ধামি

একটি গল্প ও কবিতা নিয়ে এ-নাটক রচিত।

একটি লোক রাজধানীতে এসে সেখানকার একটি মেয়ের প্রতি আসক্ত হল। হঠাৎ করে সে চলে যাওয়াতে মেয়েটি খুব ভেঙে পড়ল। যে অঞ্চল থেকে লোকটি এসেছিলো, সে সেখানে যাবার জন্য বেরুল। তারপর তার বাড়ি খুঁজে বের করে বাড়ির ভৃত্যদের কাছে তার খোঁজ নিল। তারা জানাল যে সে বিয়ে করেছে সম্প্রতি এবং স্ত্রীর সঙ্গে আছে।

একথা শুনে সে দৌড়ে গিয়ে হোজো নদীতে ঝাঁপ দিল।

প্রেমিকের
আত্মা
মেই তাকে এ সংবাদ দেওয়া হল, হতচকিত ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে সে তখনই সেখানে গেল। সে দেখল মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত দেহ মাটিতে পড়ে আছে। সে কাঁদতে লাগল।

মেয়েটির
আত্মা
মৃতদেহকে সে দুহাতে তুলে নিল
এবং পর্বতের সানুদেশে মাটির ভেতরে
গুইয়ে দিল তাকে বিশ্বাসের জন্যে।

প্রেমিকের
আত্মা
সেই মাটিতে জন্ম নিল একটি রমণীয় ফুলগাছ।

আত্মা
এবং ছেয়ে গেল ফুলে ফুলে তার সমাধি।

তারপর

‘এই ফুলই তার আত্মা’

এই কথা বলে সে ফুলের পাপড়িগুলোর প্রান্ত

নরম হাতে স্পর্শ করল।

এবং বসে থাকল ততক্ষণ

যতক্ষণ না শিশির বিন্দু

তার পোশাক ও ফুলগুলো ভিজিয়ে

স্বরে পড়ল।

কিন্তু তার মনে হত,

ফুলটি তার প্রতি নয় প্রসন্ন।

কেননা, বরনই সে ফুলটি ছুঁতে যেত,
সেটি নুরে পড়ত, সরে যেত একপাশে।

এই হচ্ছে কাহিনীর ধারা। কবিতা অংশ বিশপ হেনজোর লেখা। (৮১৬-৮২০
গ্রীসটাব্দ)

ওগো কুমারী ফুলগুলো
শরভের পাহাড়ের উপর তোমরা ঝরছ।
সকল গর্ব-গৌরব নিয়েও
ক্ষণমাত্র তোমাদের আয়।

‘হিভো ভো কি’—ক্ষণকাল—এই পালার কথা সুখ।

‘ক্ষণকাল’ তারা একসঙ্গে বাস করেছিল রাজধানীতে, ‘ক্ষণকাল’
স্থায়ী হয় মানুষের যৌবন, ‘ক্ষণকাল’ ফোটে ফুল, ‘ক্ষণকাল’ বাঁচে
তালবাসা।

নাটকের প্রথমে দেখা যায় একটি বৃদ্ধ লোক একগুচ্ছ ফুলের পাশে
ঘুরতে ঘুরতে পুরোহিতকে নিষেধ করছে ফুল না ছিঁড়তে।

দ্বিতীয় অঙ্কে সেই ব্যক্তি প্রেমিকের আত্মরূপে প্রকাশিত। মেয়েটির
আত্মাও সেখানে এসেছে এবং দুজনেই পুরোহিতের প্রার্থনার গুণে
জীবনমৃত্যুর অভিশাপ থেকে রক্ষা পায়। উদ্দেশ্য, হৃদয়ে-বন্ধনে যাদের
মৃত্যু হয়, তারা সবাই ‘লিঘো’ অর্থাৎ অর্ধজীবন অর্ধ-মৃত্যুর ছায়াছন্ন
বৃত্তে আবর্তিত হয়।

—

মাৎসুকাজে

রচয়িতা—কাওয়ানামি
সিআরি কর্তৃক পুনর্লিখিত

নারিহিরার ভাই লর্ড ইউকি-হিরা সুমার নির্জন তীরে নির্বাসিত হন।
সেখানে অবস্থানকালে দুটি বীবর কন্যাকে সমুদ্রের লবণ খাড়িতে
সমুদ্র থেকে লবণাক্ত পানি বইবার কাজে সাহায্য করে তিনি আনন্দ
পেতেন। মেয়ে দুটির নাম মাৎসুকাজে এবং মুরাসামে।
সেই সময়ে তিনি দুটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন। যখন তিনি
পর্বত অতিক্রম করেন, প্রথম কবিতাটি সেই সময় লিখিত।

‘হেমন্তের বাতাস হঠাৎ তীব্র হয়ে

প্রবাহিত হচ্ছে

পখিকের পোশাক ভেদ করে।

সুমাতিরের এই বাতাস বইছে,

গিরিবর্ষের ভেতর দিয়ে।’

সুমা় কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি রাজধানীতে একটি কবিতা
পাঠিয়ে দেন।

‘কেউ যদি সংবাদ জানতে চায়

তাকে বোল :

আনি সুমার তীরে

পানির পাত্র টেনে নিয়ে চলেছি।’

দীর্ঘদিন পর রাজকুমার জেঞ্জি এ-জায়গায় নির্বাসিত হয়ে আসেন।

‘জেঞ্জি বনোগাতাবির’ ‘সুমা’ অধ্যায়ে আছে—

‘সমুদ্র যদিও কিছু দূরে ছিল

তথাপি হেমন্তের বিষণ্ণ বাতাস এসে বয়ে যেত

গিরিপথের মধ্যে। বনে হত সমুদ্র বুঝি কাছেই,

কেননা শোনা যেত ঢেউএর প্রবল গর্জন।’

উপরের ঘটনা নিয়ে এ নাটক রচিত। এক ভ্রাম্যমাণ পুরোহিত
সুমা ভেঁটে এসে সেখানে একটি আশ্চর্য দেবদারু বৃক্ষ দেখতে পান।

একজন স্থানীয় লোক তাঁকে জানায় যে গাছটি, দুজন ধীর কন্যা—
মাংসুকাঙ্কে ও মুরাসানের স্মৃতি চিহ্ন রূপে রোপিত হয়েছিল এবং
সে তাঁকে তাদের জন্যে প্রার্থনা করতে বলে। প্রার্থনায় দীর্ঘ সময়
লেগে যায় এবং পুরোহিত জানান যে তিনি সেই লবণ ঝাড়িতে বিশ্বাস
নিতে ইচ্ছুক। ওয়াকির স্তব্ধের কাছে গিয়ে তিনি এমনভাবে অপেক্ষা
করতে থাকেন যে মনে হয়, তিনি সেই লবণ ঝাড়ির মালিকের
ফিরে আসার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। এই সময়ে পূর্বোক্ত মেয়ে দুটি
মধ্যে এসে ‘পানি-বহন’ নৃত্য প্রদর্শন করে। সে নাচ প্রসিদ্ধ ‘জল
পাত্রে চাঁদ’ নামে খ্যাত।

কোরাস (মুরাসানের কথা বলছে)
আরে, আমার পাত্রে মধ্য চাঁদ।

মাংসুকাঙ্কে আমার পাত্রে মধ্য ও একটি চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।
(আকাশের দিকে তাকিয়ে) একটি চাঁদ উপরে...

কোরাস দুটি কল্পিত চাঁদ নীচে,
রাত্রির নীরবতায়
পানি আনিবার পথে
গাগরীর কিনারায় নিমজ্জিত একটি একটি চাঁদ
বয়ে নিয়ে চলেছে দুজনেই।
লবণ-সমুদ্রপথে অস্ত্রহীন শ্রমে
আমাদের চিত্ত-ঘেরা পৃথিবীর গভীর বেদনা
বিস্মৃত এখন।

কাজ শেষ করে তারা কুটিরের দিকে (ওয়াকির স্তব্ধ) যেতে থাকে।
সেখানে পুরোহিতকে অপেক্ষমান দেখতে পায়। তাদের জীর্ণ দীন
কুটিরে তাঁর থাকতে অসুবিধা হবে, একথা জানিয়ে তারা প্রথমে তাঁকে
ভেতরে নিতে রাজী হয় না, অবশেষে তাঁকে আশ্রয় দেয় এবং সাধারণ
প্রশ্নের পর নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে।

শেষ নাচে মাংসুকাঙ্কে লর্ড ইউকিহিরা প্রদত্ত রাজসভার সন্তুকাবরণ
ও শিকারের পোশাকে সজ্জিত হয় এবং অন্যান্য নাচের সঙ্গে ‘ভগ্ন
নৃত্য’ও দেখায়। (হাগোরোমো পালায় বণিত)।

নাটকের এই অংশের ‘নোটক’ হল ইউকিহিবার অন্য একটি কবিতা

বা 'Hyakunimissu' বা 'Hundred poems by a hundred poets' গ্রন্থে রয়েছে।

‘যখন আমি চলে যাব
তখন যদি শুনতে পাই
ইনাবা পর্বতের দেবদারু গাছের মতো
নিঃসঙ্গ তুমি আমার প্রতীক্ষায় আছ
তাহলে আমি কিরে আসব তোমার কাছে।’

এখানে মাৎসু শব্দের অর্থ স্বার্থবোধক—‘অপেক্ষা’ এবং ‘দেবদারু’।
ইনাবা—‘একটি পর্বতের নাম’, অন্য অর্থে ‘যদি আমি চলে যাই।’
যে হৃদয়-বন্ধন তাদের পৃথিবীর সঙ্গে আবদ্ধ করে রেখেছিল, প্রার্থনায়
ফলে সে বন্ধন থেকে তাদের আত্মা মুক্তি পায়।

শুন্কওয়ান

রচিত্তা—সিআমি

পুরোহিত শুন্কওয়ান নারিৎসুনে এবং ইয়াসুইয়োরির সঙ্গে নিলে
তায়রা বংশের উচ্ছেদ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাদের বন্দী করে
শাতসুমার তীরে শয়তানের ধীপে নির্বাসিত করা হয়।

নারিৎসুনে এবং ইয়াসুইয়োরি কুমানোর দেবতাদের উপাসক ছিলেন।
তারা তাদের নির্বাসনের স্থলেও এই উপাসনা-রীতি আনয়ন করেন।
তারা সেই ধীপে, কিরোতো থেকে কুমানো পর্যন্ত নিরানব্বইটি দেবা-
লয় নির্মাণ করেন। কাগজের পতাকা দিয়ে তারা রাস্তাটি সাজান।
কুমানোর তিনটি মন্দিরের কিছু কিছু উপাসনার জিনিসপত্র তাঁরা এখানে
নিরে আসেন।

নাটকের প্রথমে দেখা যায় নির্বাসিত দুই ব্যক্তি উপাসনার সামগ্রী
বয়ে আনছেন। অনুষ্ঠান-উপযোগী পোশাক* তাঁদের ছিল না, পরিধেয়
জীর্ণ পোশাকেই তাঁরা ছিলেন; ভাতের অভাবে বালি দিয়ে প্রসাদ
নিবেদন করছেন। নির্বাসন-পূর্বকালে শুন্কওয়ান হুশোজি নামক
'জেন' মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন; নির্বাচনে তিনি এসব অনুষ্ঠান পরিহার
করে চলছেন। কিন্তু যখন উপাসকগণ ফিরে আসছেন, তখন তিনি
তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, হাতে একবাঁলতি পানি। তিনি
বলেন, তার হাতে তাদের শেষ সুরাঙলি রয়েছে। তাঁরা বাঁলতির দিকে
দৃষ্টিপাত করে হতাশ বিরক্তিতে বলতেন : 'ya! kore wa mizu
nari'—এ তো পানি'।

এরপর শুন্কওয়ান একটি দীর্ঘ-গীতি সংলাপে নানা ক্লাসিক প্রসঙ্গ
অবতারণা করে চন্দ্রমল্লিকার নির্দাস এবং মদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিপন্ন
করবেন।

কোরাস (শুন্কওয়ানের কথা বলছে)

ওহ্ ! নির্বাসনের সমাপ্তিহীন দিনগুলি।

কতদিন আমরা এমনভাবে কাটাচ্ছি এখানে।

* আনুষ্ঠানিক শ্রেণ পোশাক।

এখানে শিশির শুকিয়ে যাওয়ার সময়টুকুও
 হাজার বছরের চেয়ে দীর্ঘ মনে হয়।
 একটি বসন্ত চলে গেছে। গ্রীষ্মও শেষ হয়ে গেল।
 শরৎ শেষ হয়ে গেছে। আবার এসেছে শীত।
 গাছের পাতায় ও ফুলেই কেবল
 এই ঋতুবদলের স্বাক্ষর।
 পুরানো জীবনের জন্যে কাতর হয়ে আছি।
 মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে
 মধুর স্মৃতিময় অজস্র ঘটনা।
 শহরের রাস্তা এখন আমার কাছে
 স্বর্গের* মতো মনে হয়
 সেগুলি বসন্তের ফুলের মালায় সাজানো।

[সহসা এক আগন্তুককে নিয়ে একটি নৌকা উপস্থিত হলো। নৌকাটির উপস্থিতি বকায়িত করার জন্যে নো নাটকের রীতি অনুযায়ী হাসিগন্ধকারিণী কাছে একজন অনুগামী নৌকার প্রতীক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। রাজ-
 ধানীর নির্বাসিত দল থাকবে ওয়াকির স্তম্ভের পাশে]

আগন্তুক মঞ্চে এসে বলবে—বাতাসের বেগে তার নৌকা সমুদ্র থেকে
 এখানে এসেছে। সে একটি ঘোষণাপত্র হাতে নিয়ে নৌকা থেকে
 নেমে আসে।

দূত আমি এসেছি শহর থেকে রাজক্ষমাপত্র নিয়ে।
 সকলের শোনার জন্যে পড়ছি।

তুন্কওয়ান (খাবা দিয়ে পত্রটি নিয়ে) দেখ ইওসিইয়োরি।
 দেখ। অবশেষে এল।

ইয়ান্সুইয়োরি (পত্রটি পাঠ করবে) এটা কি, কি এটা?

‘সাম্রাজ্ঞী সন্তানসন্তবা, তাই সারা দেশে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। নির্বা-
 সিতদের দেশে ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হল। তাদের সেনাবাহিনীর
 লেফটেন্যান্ট নাবিৎসুন এবং তাররা বংশের ইয়ান্সুইয়োরি। যারা
 শয়তানের দ্বীপে নির্বাসিত, তাদেরও ক্ষমা করা হল।

* কিকিন্ডো—বৌদ্ধদের অন্যতম স্বর্গ।

১৯০ আপানের নো নাটক

শুনুগুয়ান তুমি আমার নাম পড়তে ভুলে গেলে নাকি ?

ইরাসুইরোরি দুর্ভাগ্য। আপনার নাম এখানে নেই।

পড়ে দেখুন।

শুনুগুয়ান (পত্রটি পরীক্ষা করতে করতে)

বোধ হয় লিখতে ভুল হয়েছে।

দূত

না। রাজধানীতে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে,

ওঁরা দুজন ফিরে যাবেন, কিন্তু শুনুগুয়ান এই বীপেই থাকবেন।

শুনুগুয়ান তা কেমন করে হবে ?

একটি অপরাধ, নির্বাসন দণ্ডও এক।

শক্তিশালী জ্ঞানের মতো ক্ষমা বিস্তৃত হল

নিমগ্ন অসংখ্য ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্যে।

তবু কোন্ প্রতিহিংসায় বাদ পড়ল এই হতভাগ্য। এই আমি।

এই বন্য পার্বত্য প্রদেশের নির্জনতা

তিনজনে মিলে থাকবার সময়েও

কি ভয়ঙ্কর মনে হত।

এখানে থেকে যাবে শুধু একজন

তীরের উপর ঝরে শুকিয়ে যাওয়া একটি ফুলের মতো।

সামুদ্রিক গুল্লোর একটি ভগ্ন শাখার মতো

তাকে কোনো চেউ এসে স্বস্থানে কিরিয়ে নিয়ে যাবে না।

এই কি সেই বীপ নয়

যাকে শয়তানের রাজ্য বলা হয়।

যেখানে আমি মরে যাইনি,

কিন্তু হতবুদ্ধি নিজীব পিণ্ডের মতো

হুতুর কালো রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি।

এখন নরকের দৃশ্যতম শয়তানও

কাঁদবে আমার দুঃখে।

আবার ভুলের জন্যে

স্বর্গকর্তা কেঁপে উঠবে।

তা করুণায় সিদ্ধ করবে দেবতার অন্তর,

মানুষের হৃদয়কে করবে দ্রবীভূত

এই শিলাকূলে নিকারসজ্জানী বন্য পশু ও পাখীদের
কুখার্ত চীৎকারও পরিণত হবে করুণ বিলাপে।

[হুই হাতে হুই চাকবে। কিছুক্ষণ পর আবার ঘোষণাপত্র পড়তে থাকবে]

কোরাস পঠিত পত্র আবার তিনি হাতে তুলে নিলেন।

খুললেন সেটি এবং দেখতে থাকলেন।

তার চোখ মাকুর মতো ঘুরতে লাগল
এদিক থেকে ওদিকে।

কিন্তু বাববার দেখেও অন্য কোন নাম

তিনি পেলেন না দেখতে,

নারিংসুনে আর ইয়াসুইয়োবি নাম ছাড়া।

‘হয়তো কোথাও একটা ফোড়পত্র আছে’

ভাবলেন তিনি, আর আবার খুললেন সেই পত্র;

কিন্তু কোথাও পুরোহিত বা শুনুওয়ান শব্দটি খুঁজে পেলেন না।

[হুত নারিংসুনে ওইয়াসু ইয়োবিকে নৌকায় ডেকে নিল। পুরোহিত ইয়াসুই-
য়োরির আবার প্রান্ত ধরে তাকে অনুসরণ করলেন। হুত তাকে ঠেলে দিয়ে নৌকায়
উঠতে নিষেধ করল]

শুনুওয়ান ‘দুর্ভাগ্য’। তুমি কি শোননি এ প্রবাদ বাক্য

‘আইন মানো, কিন্তু তার দাগ হয়ো না,

হয়ো না নির্মম।’

আমাকে অন্ততঃ লোকালয়ে নিয়ে চল।

এইটুকু করুণা কর।

হুত কিন্তু নাবিক* দয়া কাকে বলে জানে না।

সে তার দাঁড় টানতে শুরু করেছে।

শুনুওয়ান (এক পা পিছিয়ে গিয়ে) যাক্ আমার জীবন যায় বাক। তিনি দুই
হাতে নোঙরের দড়ি ধরে টানতে লাগলেন।

হুত কিন্তু নাবিক দড়ি কেটে দিল এবং

নৌকা ভাগিয়ে দিল সমুদ্রে।

শুনুওয়ান সে হাত জোড় করল। ব্যার ব্যার মিনতি করল তাদের।

হুত যদিও তারা তার ডাক শুনল, কিন্তু তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলনা।

* কোনো kyōgen বা ব্যঙ্গ-চরিত্র হিসেবেই এই চরিত্রটির সৃষ্টি।

তুন্কুওরান সব শেষ। আর সে চেষ্টা করে ক্ষতবিক্ষত হল না।

কোরাস একাকী, পরিত্যক্ত সে
পাগলের মতো দৌলাতে লাগল জ্বার আত্মন।
সেই রবণীর মতো*
যে মাংসুরা-তটের ওপর দাঁড়িয়ে
পাথরে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত
হাত নাড়ছিল।

দূত, দুর্ভাগা মানব।
নারিংসুনে আশাদের হৃদয় শীতল নয়।
ও ইরাসু- আবার নগরে পৌঁছে
ইরোরি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে
(একত্রে) বারবার অনুনয় করব।
কিছুদিনের মধ্যেই আপনি ফিরে যাবেন।
শান্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করুন।

[নৌকা দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বরও অল্পট হরে এল]

তুন্কুওরান 'অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর'
তারা বলে গেল। 'আশা আছে, অপেক্ষা কর।'
কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর দূরে চলে গেল,
অল্পট হরে গেল।
তাদের স্বরের সঙ্গে সঙ্গে সব আশা মুছে গেল।
সে তার কান্না ও বিলাপ ধামাল।
স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে সে তখনতে লাগল
তখনতে লাগল—

[তুন্কুওরান কানে হাত দিয়ে সাবনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। বনে হল, সে
দুঃখভী পলকে হাত দিয়ে ধরতে চাইছে]

তারা তুন্কুওরান, আপনি কি তখনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা ?
তিনজন

তুন্কু জেয়রা আবার জন্যে বলবে তো ?

* মোরোহাইদ—যখন তার স্বামী কোরিরা যাত্রা করে, তখন পর্বতনিধিরে দাঁড়িয়ে হাত
সাড়তে সাড়তে অবশেষে সে পায়থো পরিণত হয়।

তিনজন অবশ্যই। তারপর নিশ্চয়ই ডাকা হবে আপনাকে।

ডুন্কু শহরে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তাই বলছ তে ?

তিনজন হ্যাঁ, অবশ্যই।

ডুন্কু আরিও আশা করছি। তবু,
যতক্ষণ আশা থাকে—

কোবাস 'অপেক্ষা কর, কর, কর।'
স্বরগুলো মৃদু হতে হতে মিলিয়ে গেল।
তরী ভেসে ভেসে অদৃশ্য হল মূরে।
পেছনে পড়ে রইল অজ্ঞাত চেউয়ের সারি।
কণ্ঠস্বর গেল ধেমে।
তরী ও মানুষেরা অদৃশ্য হল।
সব চলে গেল।

এখানে প্রাচীন কোওয়ারা নৃত্য, ইওগা শিমা নামেও কথিত, প্রদর্শিত
হবে। এ নাচ 'গন্ধক হীপ' অর্থাৎ শয়তানের হীপের নাচ। এই নাচ
কর্তব্যাবোধে উবুদ্ধ নাবিৎসুনে ও ইয়াসু ইয়োনিকে এবং ধ্যানী
সংপ্রদায়ের মঠাধ্যক্ষ ডুন্কুওয়ানের নৈতিকতা-বিবজিত অতীন্দ্রিয়বাদের
প্রতীক। নাটকের বাকী অংশের মানিকচাঁ নিম্নরূপ :

নাবিৎসুনে কুমানোর মাহমান্য পবিত্র দেবতার
অঙ্গীকার কবেছেন এই মর্মে :
'কোনো নশুর মানুষ
যখন আমাকে ডাকবে হৃদয় দিয়ে
সে মরুভূমির শেষ প্রান্তে
বা পর্বতের যত দূর-দূরেই থাকুক না কেন,
আমি তার কাছে পথ দেখানোর আলো পাঠাব।
তার পথ নির্দেশ করব।'
আমরা দূরবর্তী পর্বতের দেশে
নিবাসনে থেকেও তিনটি স্বেচছলয়ের সাহায্যে
আমাদের কুমানের দেবতাকে
প্রতিদিন করেছি আরাধনা।

ভারই বদলে

আমাদের এ প্রত্যাশার্তন সম্ভব হল।

তুন্কুয়ান, আপনার কি মনে হয় ?

তুন্কুয়ান যদি হিরেই-এর-পর্বত অধীশ্বরের* কথা বলা হত,

আমার আপত্তি থাকত না।

কিন্তু কুমারের দেবতার প্রতি বিলুপ্ত আস্থা নেই আমার।

[নাথিংসনে এবং ইয়ান্স ইয়োরির প্রতিবিম্ব বর্ণনা করবে]

অতঃপর ওরা দুজন উপাসনার জন্যে জায়গা খুঁজতে গেল।

প্রসারিত সনুদ্রের উপর দিয়ে তাকাতে তাকাতে

তিনটি পবিত্র পর্বতের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে

তারা ঘুরে বেড়ালো বহুর তটে।

এবং উঁচু শিলার মধ্যে যেখানে একটি নদী বইছে,

সেই দীর্ঘ শ্রোতস্বিনীর তীরে তীরে

উপানাসনের খোঁজ করতে লাগল তারা।

পরিকল্পনা করলো—

যেখানে আকাশ ভেদ করে ঘন গাছ উপরে উঠেছে,

সেইখানে তারা স্থাপন করবে জননী-উপাসনালয়,

তাদের পরীক্ষিত সত্যের কেন্দ্র। আর এখানে

প্রতিষ্ঠিত করবে অপেক্ষাকৃত ছোট কন্যা-তীর্থ

কানের উপাসনালয়।

উত্তর দিকের একটি বরফাবৃত পর্বত-ঝাড়ির কাছে

তারা এসেছিল,

সেখানে বেশ থেকে ঝরঝর

ঝরে পড়ছে বারিধারা।

তারপর তাদের মনে পড়ল নাচি পর্বতের কথা,

যেখানে ভ্রূপনদেব তার পাখায় জনতার নিয়ে

ঝোড়ো বাজসের মতো নিঃশ্বাস ছেড়ে

বনভূমিকে ভরংকর করে তোলেন,

এখানেই তারা সম্ভ্রান্তভাবে আর এক নাচি স্থাপন করল।

* বৌদ্ধধর্মের চেতাই শ্রেণীর প্রধান কেন্দ্র।

পুরোহিত সুস্কণ্ডরান উপরে উঠে
 উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন,
 হাজার হাজার ভাবনায় ভরে উঠলো তাঁর হৃদয়।
 হঠাৎ করে একটুকরো কালো বেঘ
 দেখা দিল তাঁর সামনে,
 কালো ভারী বেঘের টুকরো।
 একখণ্ড বিশাল শিলা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে
 পড়ল সমুদ্রে।
 তখন তাঁর মনে পড়ল প্রাচীন একটি গান
 'বাতাস একটি ফুলকে নিয়ে রাখল বুদ্ধের পায়ে ;
 নিক্ষিপ্ত হল একটি প্রস্তর খণ্ড
 সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জলাশয়ের মাছগুলো
 বাতাসের কোন বিশেষ ক্ষমতার জন্যে এমনটি ঘটেনি
 কিংবা এর জন্যে দায়ী নয় ঐ প্রস্তরখণ্ড।
 তারা তো জানেই না তারা কি করেছে।'

তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন,
 'এই পঞ্চ-উপাদান—
 এই মাটি, পানি, বাতাস আগুন আর হৃদয়
 একটা ঋণ বৈ কিছুই নয়।
 তার দেনা শোধ করতেই হয়।
 আর হৃদয়—সে তো আকাশের মতো শূন্য,
 আকৃতিবিহীন, বস্তুবিহীন।
 ঋণ। আর না-ঋণ।
 এই হচ্ছে সব মিশ্রিত পদার্থের যৈতগুণ।
 পর মুহূর্তেই তো তা হারিয়ে যায়।
 কিন্তু একমাত্র চিত্তাই হচ্ছে চিরন্তন।
 এইভাবে সেই গবিত পুরোহিত,
 অনুতাপহীনতা আর শাস্ত্রীয় অনুশাসন যার পরম আশ্রয়,
 অবশেষে তিনিও পড়লেন ভেঙে।

আমা

[শীঘ্র বালিকা]

রচয়িতা—সিআমি

কুজিওয়ারা নো ফুসাজাকি এক শীঘ্র বালিকার সন্তান। ছোটবেলায় তাকে তার মায়ের কাছ থেকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়। বড় হয়ে সে মনো মনো মাকে দেখতে 'শিল্পে'-তে যেত। যাবার পথে সৈকতে তার সঙ্গে এক শীঘ্র কন্যার দেখা হয়। সে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর তাকে একটি চিঠি দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'আমি তোমার জননীর আশ্রয়'। চিঠিতে লেখা ছিল ত্রয়োদশ বছর আগে আমার আশ্রয় চলে গেছে পীতপিত্তলোকে। এই শিলা-মুতি দেখেই বোঝা যায় অনেক অনেক দিন আগে সাদা বালির নীচে চাপা পড়েছে আমার অস্থি। মৃত্যুর পথে অন্ধকার, শুধু অন্ধকার; আর পর্যন্ত কেউ আমার জন্যে প্রার্থনা করেনি।

আমি তোমার মা। আমার মেহের পুত্র, তের বছর ধরে আমাকে ঘিরে রেখেছে যে অনন্ত অন্ধকার, তুমি তাকে আলোকিত কর, আলোকিত কর।

ছেলেটি তার মায়ের আশ্রয় জন্য প্রার্থনা করল এবং তার মা তার সামনে স্বর্গের আশীর্বাদপুষ্ট ডাগনদেবী রূপে আবির্ভূত হল। তার হাতে ছিল 'হাঙ্কেকিয়ো' এবং সে 'হায়ানাই' নামক তের মুদ্রার তের 'ক্রতনুতা' নেচে দেখাল।

তের রকমের নাচ। কদো বকে তাকে পুরুষের পোশাকে দেখা যাবে। কেননা স্বর্গে মেয়েদের জন্যে কোনো স্থান নেই।

তাকে নো ইউকি

[বাঁশবনের ওপর তুষার]

রচয়িতা—সিজামি

চরিত্র

তোনো-ই ঝুঙ্কিওয়াকা (প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র)

প্রথম স্ত্রী তার বোন

দ্বিতীয় স্ত্রী একজন ভৃত্য

কোরাস

তোনো-ই আমার নাম তোনো-ই। এচিগো দেশে আমার বাস। আমার একজন স্ত্রী ছিল। সামান্য কারণে তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয় এবং আমি তাকে দীর্ঘ বেবদারু-অরণ্যে রেখে চলে আসি—সে জায়গা এখান থেকে বেশী দূরে নয়। আমাদের দুটি সন্তান ছিল। বেরোটিকে আমি সেই বনে তার মা'র কাছে রেখে আসি। আর ছেলোটিকে নিয়ে আমি নিজের আছে, কেননা সেই আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তারপরে আমি বিয়ে করে আমার নোতুন বোঁ ঘরে এনেছি। কোনো অলঙ্ঘ্য বিধান অনুসারে আমাকে কয়েকদিনের জন্যে এখান থেকে কিছুদূরে তীর্থ ভ্রমণে যেতে হবে। আর, কাউকে আমার ছেলোটির দেখাভনার ভার দিয়ে যেতে হবে। আমার স্ত্রী কি এখানে আছে?

দ্বিতীয় কি বলছো?

স্ত্রী

তোনো-ই আমি তোমাকে একটি কথা বলার জন্যে ডেকেছি। অলঙ্ঘ্য বিধান অনুযায়ী আমাকে দু-তিন দিনের জন্যে তীর্থভ্রমণে যেতে হবে। আমার অনুপস্থিতিতে, আমি চাই, তুমিই আমার ছেলে ঝুঙ্কিওয়াকাকে যত্ন সহকারে দেখাভনা করবে। আর শোনো, এতদঞ্চলে ঘন তুষারপাত হয়। যখন আঙিনার বাঁশবনের উপর তুষাকৃত তুষার জমে, তখন তার ভায়ে বাঁশগুলি নুয়ে পড়ে এবং ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

জানি না, এখন তেমন তুষারপাত হবে কিনা ; কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে,—বাতাসে তুষারের আভাস আছে। যখন তুষারপাত হবে, তখন ভৃত্যদের আদেশ দিও তারা যেন অবিলম্বে পাতা থেকে তুষার ঝেড়ে কেল।

দ্বিতীয়
শ্রী কি বলছে, তীর্থভ্রমণ? তা তুমি নিশ্চিত্তে যেতে পারো। আশা-
করি তোমার যাত্রা শুভ হোক। বাঁশবনে তুষারপাতের ব্যাপারটা
আমি ঠিকঠক মনে রাখবো। আর ঔসুকিওয়ারাকার জন্যে তোমার ভাবনার
কোন কারণ নেই। তুমি যত দূরেই থাকো, ওকে কি আমি অবহেলা
করতে পারি? তুমি কি ভাবছো, আমি তাকে অবহেলা করবো?

তোনো-ই না ঠিক তা নয়। তবে বলছিলাম কিনা, ও একেবারে ছেলেমানুষ
...। ...যাক্ এবার আমি যাত্রা শুরু করি। [নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয়
শ্রী ঔসুকিওয়ারকা, শোনা। তোমার পিতা তীর্থ ভ্রমণে গেছে। যাবার
আগে আমাকে বলে গেছে— 'ঔসুকিওয়ারকাকে যত্নের সঙ্গে বেখো।'।
একথা বলার কোন দরকার ছিল না। তুমি নিশ্চয় আমার সন্ধানে
তাকে কিছু বলেছো,—বলেছ যে আমি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার
করি না। তুমি বড় খারাপ ছেলে। আমি তোমার উপর খুব—খুবই
ক্রুদ্ধ হয়েছি। (সে ফিরে দাঁড়াল ও চলে গেল)

[তখন ঔসুকিওয়ারকা দীর্ঘ দেবদারু বনে তার মারের কাছে ছুটে গেল। এরপর
কিছু কাব্য-লংলাপ ও কোরাস পান, তার মধ্যে বাতাসুতের বৃত্তান্তের কাহিনী
বর্ণিত]

[দ্বিতীয় শ্রী ইতিমধ্যে জানতে পারলে যে ঔসুকিওরা নিকটস্থ হয়েছে]

দ্বিতীয়
শ্রী ঔসুকিওয়ারকা কোথায়? তার কি হলো?

(ভৃত্যকে ডেকে) ঔসুকিওয়ারকা কোথায় গেলো?

ভৃত্য আমি তো কিছুই জানি না।

দ্বিতীয়
শ্রী কেন? অবশ্যই জানতে হবে। অবশ্য ব্যাপারটা আমি অনুমান করতে
পারছি। আমি তাকে বা বলেছি, তা সে দোষের মনে করে দীর্ঘ
দেবদারু বনে তার মার কাছে গেছে বক্‌বক্ করতে। কি বিশ্রী
ব্যাপার? বাও, তাকে গিয়ে বলো, তার পিতা বাড়িতে এসেছে।
তাকে ডাকছে। বাও, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

ভূতা আমার কেমন যেন আশঙ্কা হচ্ছে। ইয়া বাচ্ছি, আমি এখনুনি
আপনার আদেশ পালন করতে বাচ্ছি।

[সে হানিগাকারির কাছে গেলো এবং ৎসুকিওয়াকার ও তার বা'র সঙ্গে কথা
বললো]

কর্তা ফিরে এসেছেন এবং তোমাকে ডাকছেন। ৎসুকিওয়াকা, চলো,
শিগগীর বাড়ি চলো।

প্রধান স্ত্রী কি? তার বাবা তাকে ফিরে যেতে বলেছেন। কী দুর্ভাগ্য আমার।
ও এখানে এত কম আসে। তবু তোমার বাবা যখন যেতে বলেছেন,
তোমার অবশ্যই যাওয়া উচিত। আবার এসো। তোমার দুঃখিনী
মাকে শান্তি দিতে শিগগীর করে এসো একবার।

ভূতা [ৎসুকিওয়াকে দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাবে]
আমি ৎসুকিওয়াকাকে নিয়ে এসেছি, মহাশয়।

দ্বিতীয় এসবের অর্থ কি ৎসুকিওয়াকা? তুমি আবার সেই দীর্ঘ দেবদারু বনে
বক্‌বক্ করতে গিয়েছিলে?

শোনো, তোমার বাবা যাবার সময় বলে গেছে
আঙিনার চার দেয়ালের পাশের বাঁশ গাছে যখন বরফ জমবে
তখন তা যেন কেউ পরিষ্কার করে ফেলে।
এখন খুব তুষারপাত হচ্ছে। যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে বাঁশ বনের তুষার
ঝেড়ে ফেলো। যাও তোমার কোট খুলে ফেলো এবং সার্ট পরে কাজে
লেগে যাও।

[হেলোট আদেশ যেনে নিলো। কোরাসে বাঁশবন পরিষ্কার করার বিবরণ।
কমণ: বেশী ঠাণ্ডা পড়তে লাগল]

কোরাস বাতাস ছুরির মতো গায়ে বিঁধতে লাগল তার।
স্নাত্তি যতই বাড়তে লাগলো, বরফ ততই জমে
কঠিন হতে লাগলো, আর
সে কিছুতেই ওগুলো পরিষ্কার করতে পারলো না।
'আমি ফিরে যাবো' সে ভাবল,
এবং ফিরে এসে বহু দরজায় হাত দিতে লাগলো।
'খোল! দরজা খোল!'
ঠাণ্ডার জমে যাওয়া হাত দিয়ে

দরজার সে আঁধার করে চললো
 কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না।
 তার মুঠোখাতে কোন শব্দ হলো না।
 'ওহ, কী ঠাণ্ডা। কী ঠাণ্ডা।
 আমি আর সহ্য করতে পারছি না।
 আমাকে সাহায্য করো, সাহায্য করো ংস্কিওয়ারাকে।'

বাইরে বাতাসের বেগ প্রবলতর
 এতো প্রবল বেগে আর কোনদিন বাতাস বয়নি।

[ংস্কিওয়ারার মৃতদেহ তুম্বারের উপর পড়ে গেল। ভৃত্য তার বেহা মেখে
 দেবদারু বনে তার হাতে ধর দিতে গেল। এরপর কোরাসে বিলাপের মূশো
 হাতা ও কন্যার করুণ শোক-পাখা। নিভা বাড়িতে এসে জ্ঞানমধুনি শুনে সব
 ঘটনা অবগত হলেন। প্রথমকে ঘরে নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয়া সম্বর্কে কিছু
 বলা হয় নি।]

তাদের দুজনের পুণ্যকর্মের ফলে ংস্কিওয়ারা পুনর্জীবন লাভ করলো।

তোরি-অই

রচয়িতা—কম্বো ইন্সানোগ্লো

[সময় অজ্ঞাত]

তাকে নো-ইউকিব সঙ্গে তাঁর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। তিনি কোন সময়ের লেখক তা জানা যায়নি।

এক লর্ড শহবে মোকদ্দমার কাজে গিয়েছিলেন। যাবার সময়ে তিনি তাঁর এক কর্মচারীকে জমিদারী দেখা শুনার দায়িত্ব দিয়ে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে সেই কর্মচারী প্রভুপত্নী ও তাঁদের পুত্র হানাওয়ারকার প্রতি দুর্ব্যবহার করে। তাঁর ব্যবহারে তাঁরা বাধ্য হয়ে ধান্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে উজান-তাঁটিতে দাঁড় টেনে টেনে ক্ষেতের পাণি তাড়ায়, যাতে ফসল নষ্ট না হয়।

তাক্সো-মনোগুরুই

রচয়িতা—ই-আমি

অনেক নাটকে দেখা যায় যে পুত্রের বিদ্যালিক্ষার প্রতি অনীহা দেখে পিতার ক্রোধ প্রদর্শিত হয়েছে। এই রকম একটি নাটক 'নাকামিৎসু' বা 'মাদু'। নাটকটি চেম্বার লেন কর্তৃক অনুদিত হয়েছে। তাক্সো মনোগুরুইও তেমনি একটি পালা। অনেকে বলেছেন নাটকটি গিআমির রচনা। কিন্তু গিআমি স্বয়ং তাঁর 'ওয়ার্কস' নামক রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, এটি ই-আমি কর্তৃক প্রণীত।

পিতা মকে এসে যথারীতি প্রস্তাবনার পর ঘোষণা করেন যে, তিনি তার পুত্রকে পার্থুবতী মন্দিরের বিদ্যালয় থেকে আনতে পাঠিয়েছেন। তার লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্বন্ধে তিনি জানতে ইচ্ছুক।

পিতা (ভৃত্যকে) মন্দির থেকে হানামাৎসুকে আনবার জন্যে যাকে পাঠিয়ে-
ছিলাম, সে কি এসেছে?

ভৃত্য হ্যাঁ, প্রভু। সে গতরাতে এসেছে।

পিতা কি! গতরাতে এসেছে আর আমি জানতে পারিনি।

ভৃত্য গতরাত্রে সে একটু বেশী মাত্রায় পানাসক্ত ছিলো।

তাই আমরা ভেবেছিলাম আপনাকে আগমনবার্তা না জানানোই ভালো।

পিতা ওহ! গতরাতে সে মাতাল ছিল, তাই না? তাকে আমার কাছে
পাঠিয়ে দাও।

[ভৃত্য হানামাৎসুকে নিয়ে এল]

গতবারের চাইতে অনেক বড় হয়ে গেছে দেখছি। আমি তোমার
পড়াশুনা সম্পর্কে জানতে চাই, তাই আনতে পাঠিয়েছিলাম। কেমন
হয়েছে পড়াশুনা?

হানামাৎসু কঠিন বিষয়গুলো আমি বেশী শিখতে পারিনি। নীতি শাস্ত্র বা সুত্রাবলীও
খুব একটা শেখা হয়নি। কাব্যের অষ্টম সঙ্কলন কিছু কিছু পড়েছি।
আইন শাস্ত্রও তত এগেয়নি।

পিতা না, না, আমি কিছুই ভাবতেই পারছি না। সে বলছে উল্লেখযোগ্য কিছুই ও শেখেনি। তাহলে বলতো কোন বিষয়ে তোমার ভাল দখল আছে ?

ভৃত্য (বালকের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করাতে চায়) উনি আটটা কাঠি দিয়ে* সুন্দর দানামা বাজাতে পারেন। সাগারা বাজনা।

পিতা ধামো। আমি কি তোমার সন্তান সম্বন্ধে জানতে চেয়েছি ?

ভৃত্য না প্রভু, আপনি মাষ্টার হানামাৎসুর কথাই বলছেন ?

পিতা তাহলে শোন হানামাৎসুর। এটা কি সত্যি! খুব ভালো কথা। আমার কথা শোন চুপ করে। এই সব বাজে খেলা, কবিতা লেখা আর পংক্তি বেলানো এসব কোন কাজের কাজ নয়। খেলার বন্দুক ছোঁড়া বা ফুটবল খেলার চাইতে ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর লাঠি দিয়ে ঢোল বাজানো—সে তো রাত্তার ফুঁচকে ছোড়াদের খেলা, যা গিয়ন উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। যখন আমি তোমাকে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তুমি বললে যে আইনের অধ্যায় পর্যন্ত তোমার পড়া হয়নি।

ওশা শাস্ত্রের সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত পড়া হয়নি তোমার।

এসব ডাঙা খেলার চাইতে পড়াশুনায় বেশী সময় দেওয়া তোমার উচিত ছিল নিজের দোষ লুকাবার চেষ্টা কোর না। যারা বেশী কথা বলে, তাবা কাজ কম করে। এখন থেকে তুমি আমার পুত্র নও। যাও, যেখানে খুশি চলে যাও।

(বালক হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত করতে লাগল) তুমি যদি নিজে না যেতে পার, আমিই তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। (তার বাহু ধরে তাকে মঞ্চের বাইরে ছুঁড়ে দিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্যে হানামাৎসুরকে দেখা যায় একটি আহাজের ধারিক ক্যান্টেনের সঙ্গে। তিনি বলেন যে ছেলোট পানিতে ডুবে মরতে বাড়িল তাকে তিনি রক্ষা করেছেন। এবং বাড়িতে নিয়ে গিয়ে জ্ঞানোর অনুলা শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন; সেসব বিদ্যায় সে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছে। এখন তিনি তাকে তাকোতে তার বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। তাকোয় পৌঁছে তাঁরা জানতে পারলেন যে ছেলোটের বাবা

* 'দানামা' হচ্ছে কাটা বাঁশ দিয়ে তৈরি ও 'ইয়নে স্ক্যাটি' হচ্ছে আটটা কাঠির সাহায্যে তৈরি একধরনের রাবুলি দানামা বিশেষ।

অনুভূত ও দুঃখিত হয়ে সারা দেশে ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।
বন্ধুশ্রীর একটি মঠে এসে ক্যাপ্টেন ছেলেটিকে ডোত্রাবলী পাঠের
নির্দেশ দিলেন এবং সকলের মাঝে ঘোষণা করলেন যে একজন বিখ্যাত
ও বিদগ্ধ ব্যক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। তক্তদের মধ্যে উনুদ-
লক্ষণাক্রান্ত এক ব্যক্তি ছিল। তাকে প্রথমে ভিতরে প্রবেশ করার
অনুমতি দিতে চাইছিলেন না ক্যাপ্টেন।

উনুদ পাগলরাও কিছুক্ষণের জন্যে সংযত হতে পারে। আমি শাস্ত্রপাঠের
সময় কোন পাগলারি করব না।

ক্যাপ্টেন তবে তাই হোক। তা হলে চুপ করে বস এবং শান্ত হয়ে শোন।
(হানাসাংসুকে) সব তক্ত এসেছে। তোমার কাজ শুরু কর।

হানাসাংসু (নিজের গতিবিধি বর্ণনা করবে)

প্রার্থনার সময় হয়ে এল।

চিকিৎসক বেলীর উপরে আরোহণ করে

নিঃশব্দে যন্ত্রা বাজালেন।

তারপর প্রার্থনা করলেন তক্তদের।

আমুন, আমরা সকলে মিলে শাক্যমুনির

নাম নেই।

একবার বোধিতে অভিষিক্ত হলে

যার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সব একাকার হয়ে যায়।

তোমার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনা

হে অবলোকিতেশ্বর, দশভুবনের অধীশ্বর।

স্বর্গ ও মর্ত্যের সব আরা জেগে উঠুক।

অমিতাভ বুকের নাম চির প্রশংসিত হোক।

উনুদ (উত্তেজিত চীৎকারে) অমিতাভ।

সব প্রশংসা তাঁর জন্যে।

ক্যাপ্টেন এইতো। তুমি বলেছিলে তুমি যথার্থ

ব্যবহার করবে, কিন্তু এখন গোলমাল করছ।

বর্ষগতাকে বিরক্ত করছ প্রলাপ বকে।

এখন জ্ঞানহীন চিৎকার আমি আগে

কখনো শুনিনি ?

[উন্মাদ একটি সঙ্গীতবুধর কাব্যিক সংলাপ আওড়ালো; বোঝা গেল, একটি বালকের আত্মাকে রক্ষা করার জন্যে অবিভাভের শরণ নিয়ে চিৎকার করছে]

ক্যাপ্টেন শোন উন্মাদ! ধর্মোপদেশটা শুনেছেন যে তুমি একটি বালকের আত্মার জন্যে প্রার্থনা করছ। তিনি তোমার কাহিনী শুনতে চান।

[পিতা পুত্র একে অপরকে চিনতে পারল। বেদী থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেবে পিতাকে জড়িয়ে ধরল পুত্র। জ্ঞানের দেবতা বহুশ্রীকে প্রণতি জানিয়ে তারা একসঙ্গে বাড়ি করল অভঃপর]

— — —

ইক্কাবু সেন্নিন

[এক শৃঙ্গ ঋষি]

বেনারসের কাছে এক পাহাড়ে এক ঋষি বাস করতেন। বিচিত্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক হরিণীর গর্ভে তার এক সন্তান হয়। তার আকার মানুষের মতো হলেও তার রূপে একটা শিং ছিল এবং তার পা ছিল হরিণের পায়ের মতো ক্ষুরওয়ালা। তার নাম দেওয়া হল একশৃঙ্গ।

একদিন পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। একশৃঙ্গ পিছলে পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। কেননা তার পা দেহের তার বহনের অনুপযোগী ছিল। সে বৃষ্টিকে অভিষেক দিল এবং তার প্রার্থনার কারুণ্য ও শক্তির ফলে বৃষ্টি থেমে গেল এবং কয়েক মাস ধরে সেখানে বৃষ্টি হল না।

বেনারসের রাজা দেখলেন এই রকম অনাবৃষ্টি থাকলে পর দুভিক্ষ দেখা দেবে। তিনি মন্ত্রণাপরিষদেরকে আহ্বান করলেন এবং তাদের মধ্যে একজন তাকে এই বিপর্যয়ের কারণ জানালেন। রাজা ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি ঋষির যাদুজাল ছিন্তা করতে পারবে, তিনি তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন। বারোজন শাস্ত্রা রাজার কাছে এসে বলল, 'আমি ঋষিকে এনে দেব আপনার কাছে, সে আপনাকে পিঠে করে নিয়ে আসবে।'

ফলমূল ও সুরা নিয়ে পর্বতের দিকে সে যাত্রা করল। ঋষিকে প্রলুব্ধ করে সে তাকে তার সঙ্গে বারানসীতে যেতে বাধ্য করল। শহরের প্রান্তে এসে সে শুয়ে পড়ল, বলল খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, এক পাও এগুবার ক্ষমতা তার নেই। ঋষি বললেন, "তোমাকে আমি পিঠে করে নিয়ে যাব।"

শাস্ত্রার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল।

কোম্পান্স জেদো মোতোইরাসু (১৪০৩-১৫৩২) রচিত নো নাটকে ঋষি অগ্নিযুক্ত পক্ষবিশিষ্ট বৃষ্টির দেবতাদের বশীভূত করে একটা গুহার বশী করে রাখেন। বারানসীর মহিষাসী মহিলা শাস্ত্রাকে পাঠান হয় তাকে প্রলুব্ধ করতে। ঋষি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাদুশক্তি হারান। গুহার ভেতর থেকে প্রচণ্ড গর্জন নির্গত হয়।

কোরাস পাহাড়ের নীচ থেকে বাতাস উন্মুক্ত ঝাপটায় বয়ে যাচ্ছে।
 আকাশ অন্ধকার—শিলাগুহা কাঁপছে।
 পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।
 ডাগনেরা উপস্থিত হয়েছে।

ইক্বাকু তখন ঋষি শক্তিত হয়ে, সচকিত হয়ে—

কোরাস সচকিত হয়ে ঋষি আক্রমণ করলেন
 তীক্ষ্ণধার তলোয়ার নিয়ে।
 ডাগনরাজ প্রচণ্ড ক্রোধে
 দুটিকে ধাক্কাওলা অস্ত্র দু'লিখে
 যুদ্ধ করল কিছুক্ষণ ধরে।
 ঋষি তার ঐন্দ্রজালিক শক্তি হারিয়েছিলেন
 তাই ক্রমশঃ শক্তি হারিয়ে, দুর্বল হয়ে
 লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।
 ডাগনরাজ উৎফুল্ল হয়ে
 কালো মেঘ ছিনুতিগু করল বর্শা দিয়ে।
 স্বর্গের চারদিক ভরে গেল
 বজ্র নির্দোষে ও বিজলী চমকে।
 প্রবল বর্ষণ হল শুরু।
 শ্রুত তবঙ্গরাশি উৎক্লিষ্ট হল বন্যাধারার মতো।
 এবং সেই শ্রুত শ্রোত প্রবাহে ভেসে
 সে ক্ষতগতিতে ফিরে এল ঘরে
 সমুদ্রের ডাগন শহরে।

ইয়ামাউবা

[পার্বত্য রমণী]

রচয়িতা—সিদ্ধার্থ

(কোম্পানি জেনটিক উদ্ভিদবো কর্তৃক পরিশোধিত আকারে লিখিত)

ইয়ামাউবা হলো পর্বতের পরী। পৃথিবীর আরম্ভ থেকে পর্বতগুলি তার তত্ত্বাবধানে। শীতকালে সে পর্বতগুলি বরফ দিয়ে সাজায়, বসন্তে সাজায় ফুল-লতা দিয়ে। নিজের কাছে সে সর্বদা নিমগ্ন। পাহাড় থেকে উপত্যকায়, উপত্যকা থেকে পাহাড়ে যাতায়াতই তার কাজ। সে বৃদ্ধ হল। তার কাঁধ বেয়ে ঝুলে পড়ল সাদা চুলের রাশি, মুখ শুকিয়ে লম্বা হয়ে গেল। নগরের এক বারনারী তার নাচে ইয়ামাউবাব এই যাতায়াতকে দেখাল। তার নাচ এত অনবদ্য ও স্বাভাবিক হয়েছিল যে তার হাইয়াকুমা নামের বদলে তাকে সবাই ইয়ামাউবা বলে ডাকতে শুরু করল। একদিন হাইয়াকুমা শিনানো পাহাড়ের পথ দিয়ে জেনেকো মন্দিরে যাবার সময় পথ হারিয়ে ইয়ামাউবা নাম্নী সেই পর্বত রমণীর কুটিরে আশ্রয় নিল। নাটকের দ্বিতীয় পর্বে বৃদ্ধা পরী তার স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে তার চিরকালীন যাতায়াতের কাহিনী শোনাল।

“ঘুবে ঘুবে, উঠতে উঠতে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে
উপত্যকা থেকে উপত্যকায়’ বসন্তে সে বৃক্ষশাখা
সাজায় ফুলে পল্লবে, শরতে পাহাড়কে সাজায়
চাঁদের আলো দিয়ে, শীতকালে সাজায় মেঘ থেকে ঝরে পড়া
অবিরল তুষার ধারা দিয়ে।
‘উঠতে উঠতে, আবর্তন করতে করতে,
ভাগ্যের চাকায় আটকে যায় সে—দীর্ঘপদক্ষেপে
শৈল শিখরে আরোহণ করে, বিচরণ করে উপত্যকায়—”

কোরাস উঠছে, উঠছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে
যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, আমরা দেখলাম।

কিন্তু এখন সে অদৃশ্য হয়ে গেছে—

পাহাড়ের মধ্যে ।

জানি না, কোথায় সে গেল ।

একজন ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন, পাহাড় মানে জীবন-পাহাড় । সেখানে মানুষ একরূপ থেকে অন্য রূপে বিচরণ করে, জীবন মৃত্যুর ঘূর্ণ্যমান চাকা থেকে তার নিস্তার নেই ।

হোতোকে নো হারা

[রচয়িতা—সিখামি]

ভায়রা বংশের মহত্তম পুরুষ কিয়োমারির (১১১৮-১১৮১) রক্ষিতা ছিল গিয়ো (Gio)। একদিন সেখানে হোতোকে নাম্নী একটি বিধাত নর্তকী বালিকা এল। কিয়োমারি তাকে দূরে পাঠিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু গিয়ো তার সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনে তাকে দেখাব জন্যে উদগ্রীব হল এবং তার অনুরোধে কিয়োমারি হোতোকের নাচ দেখতে সম্মত হল। তারপর কিয়োমারি নর্তকীর প্রেমে পড়ল। গিয়োকে দূরে চলে যেতে হল। সে সন্ধ্যাসিনী হয়ে মা ও বোনের সঙ্গে সাগানোব নির্জন বনে বাস করতে লাগল।

হোতোকে প্রতিবন্ধিনীর এই ভাগ্য বিপর্যয়ে এত দুঃখিত হল যে নবলঙ্ক সম্মান তাকে কোন আনন্দ দিল না। সে বলল ‘আমাব জন্যেই ওর এরকম হল।’ সেও সন্ধ্যাসিনীর বেশে সাগানোতে কুটিরে এল এবং চার রমণী একসঙ্গে বাস করতে লাগল। সর্বক্ষণ তারা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইত।

নাটিকে হোতোকের আত্মা এক ব্রাহ্মাণ পুরোহিতের সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে সব কথা বলে। তার সে কাহিনী যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক।

মারি [THE FOOTBALL]

রাজধানী শহরে এক ফুটবল খেলোয়াড়ের মৃত্যু হয়। তার স্ত্রী এই সংবাদ শুনে শোকে উন্মত্ত হয় এবং তার আত্মার কল্যাণের জন্যে ফুটবলমাঠেব আয়োজন করে। সেই নারী ঘোষণা করলো, “Hokke Scripfire” এর ৮টি অধ্যায়ের প্রতিভূ হচ্ছে ফুটবলের আটজন খেলোয়াড়। যদি চারজন গোলরক্ষক থাকে, তাহলে মোট সংখ্যা হয় বার। এই ষাটশ সংখ্যাই জীবনের কারণ ও ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ফুটবল ধর্ম নিরপেক্ষ কোনো খেলা নয়। নাটক শেষ হয় ফুটবল-মৃত্যু দিয়ে। ষাটশ শতকের বিখ্যাত ফুটবল বিশেষজ্ঞের একটি পত্রিকায় এই কথিকা পাওয়া যায় :

‘আমি আমার সঙ্গে সেই সময়কার বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নিয়ে এসেছি। তারা আমার হাজার খেলাকে পূর্ণতা দেবে। আমি দুটি বেদী স্থাপন করেছি—একটির উপর বেগেছি ফুটবলগুলি, অন্যটিতে সবরকম ভোগের উপাদান। দুটি প্রার্থনা-ফিতা দিয়ে তাদের যুক্ত কবে আমবা ফুটবলের উপাসনা করছি। সেই রাতে আমি ঘরে দীপাধারের পাশে বসেছিলাম আমার কলম নিয়ে ; পত্রিকার জন্যে গুছিয়ে অনুষ্ঠানসূচী লেখার জন্যে। সেই সময় হঠাৎ করে চার বছর বয়স্ক তিনটি শিশু একটি উৎসর্গীকৃত ফুটবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। তাদের মুখ মানুষের মতো কিন্তু শরীরের বাকী অংশ বানরের মতো। মনে হলো, ‘কি অদ্ভুত জীবন? আর কক্ষস্থরে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তোমরা কারা?’ তারা বলল, ‘আমরা ফুটবলের আত্মা।’ ‘যদি আমাদের নাম জানতে চাও’—বলে তারা তাদের কপাল থেকে চুলে গোছা সরিয়ে নিলে দেখলাম তাদের প্রত্যেকের কপালে নাম লেখা আছে। নামগুলি হল ‘বাসন্তী উইলো ফুল’, ‘গ্রীষ্মের শাস্ত্র বনাঞ্চল’ এবং ‘শরৎ-উদ্যান’। তারা বলল, ‘দয়া করে আমাদের নামগুলি মনে রেখ এবং প্রস্তুতিতে আমাদের Mi-mari বা সম্মানিত অভিভাবক হও।’ Mi-mari বা সম্মানিত ফুটবল হিসেবে তোমার খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।’

এই কথা বলে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তোরু

রচয়িতা—কাওয়ানামি অথবা সিজামি

রাজকুমার তোরু কিয়োটোর নিকটে রোকুজো-কাওয়ারায় এক বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। নানিওয়া উপসাগরের অনুকরণে তিনি সেখানে একটি উপসাগরও নির্মাণ করেন, যা দিনে দু'বার পানি দিয়ে পূর্ণ করা হত। যাতে জোয়ার-ভাটা খেলতে পারে। শ্রমিকেরা বহু দূরবর্তী সমুদ্র থেকে লবণাক্ত পানি এনে সেই জলাশয় পূর্ণ করত।

নাটকে আছে—এক পুরোহিত সেধান দিয়ে যাবার সময় এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান। সে নোনা পানি বয়ে নিচ্ছিল। লোকটি তোরুর আত্মা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে তার পূর্বজীবনের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের মহড়া দেখায়। রোকুজো কাওয়ারা নো-ইনের বিশাল প্রাসাদের জীবন যাপনের চিত্রও দেখানো হয়।

মাই-ওকমা বা Bijin-Zoroi

(THE DANCE WAGGONS)

রচয়িতা—মিইরামাসু

(তারিখ : অজ্ঞাত)

কামাকুরার এক ব্যক্তি এক বছরের জন্যে রাজধানীতে এসে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। ফিরে যাবার সময় সে তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়, কিন্তু তার বাবা-মা মেয়েটিকে পছন্দ করতে পারেন না, তাড়িয়ে দেন বাড়ি থেকে।

সে রাজধানীতে গেছে ভেবে লোকটি সে দিকে যাত্রা করে। সন্ধ্যায় এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছায়। তাকে বলা হয় সে যদি রাতে ওখানে থাকে তাহলে পরদিন তাকে Waggon dancing-এ অংশ নিতে হবে, যে নৃত্য প্রতি বছর ষষ্ঠ মাসে দেবতা গিয়োনের জন্যে অনুষ্ঠিত হয়। সে বলে তার হৃদয় ও পা ক্ষতবিক্ষত, সে নাচতে পারবে না। পরদিন গ্রামবাসীরা দুই দলে বিভক্ত হয়। প্রথমদল ওয়াগনের উপরে উঠে নাচে। এই নৃত্যটি নারিহিরার প্রিয় পাত্রী বারো মহিলার সম্মিলিত গীতিনাট্য। নাচের নাম 'বিজিন জোরোই'। দ্বিতীয় দল নাচে ওসুঝাজো নাচ, যার কাহিনী নিম্নরূপ :

ত্রিহস্যে আলোকিত যোগ-পুত পানিতে ধোয়া কামরায়, দশযানের পাশে কোচে বসে, নয় অবলোকনের জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলেন হিয়েইজান মঠাধ্যক্ষ হোস্হো। গ্রীষ্মের গভীর রাত। হঠাৎ ঝিমুখী দরজায় হাতুড়ির শব্দ হল। দরজা খুলে দেখলেন চ্যান্সেলর কওয়ান দাঁড়িয়ে, বিনি দ্বিতীয় মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসে মারা গিয়েছিলেন।

'কেন আপনি এই গভীর রাতে এসেছেন চ্যান্সেলর কওয়ান?'

'পৃথিবীতে বধন ছিলাম, নিশ্চকের জিহ্বা আমাকে অপদস্থ করেছিল।

বহু দিয়ে ধ্বংস করতে এসেছি আমার শত্রুদের।

ওষু ধ্যানী পুরোহিতদের উপাসনাস্থল বাদ দেব।

তুমি একটি প্রতিজ্ঞা কর, তবে তুমি রেহাই পাবে।

প্রতিজ্ঞা কর, তুমি আর বাবে না রাজসভায়।'

‘তারা যদি দু’বার আমাকে ডেকে পাঠায় তো যাব না, কিন্তু যদি তৃতীয়বার পাঠায়... ...’

আগন্তুক বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। জামার মধ্য থেকে একটি ডালিম বের করে মুখে দিয়ে চিবিয়ে ছিবড়া ছিটিয়ে দিল ঘিমুখী দরজায়। লাল ডালিম আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। শিখা লক্ লক্ করে দরজা গ্রাস করল, মঠাধাক তা দেখে প্রার্থনার উচ্ছ্বাসে আঙুল ঝোঁড়ালেন। জনমন্ত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভে গেল।

ফিয়েই পর্বতের সেই যুগ্মস্থার অটল হয়ে রইল। দুটি নাচ শেষ হল। উৎসবের আত্মায়ক দর্শকবৃন্দকে আবার নাচতে বললেন অন্য নাচ। একটি বালিকা এগিয়ে এসে বলল, সে নাচবে। ‘তোমার সঙ্গে স্নেনকারির বিচ্ছেদ-নৃত্য।’ তখন সকলে দ্বিতীয় ওয়ালগনের সেই লোকটিকে ডেকে নাচতে বলল। ‘আমাকে ক্ষমা কর, আমি নাচতে পারি না।’

‘না, তোমাকে নাচতে হবে।’

‘তবে আমি তোরা ও স্নেনকারির বিচ্ছেদের নাচ দেখাব।’

‘কিন্তু ও নাচ ওদিকের একটি মেয়ে নাচবে।’

তুমি অন্য নাচের কথা ভাব।’

ব্যক্তি আমি অন্য কোন নাচ জানি না।

উৎসবের পরিচালক ভারী বিপদ হল তো। আচ্ছা, ঠিক আছে। দুটো গাড়ী পাশাপাশি রাখা হোক—তারা দুজন একসঙ্গে নাচুক।

দুজন যখন কাছাকাছি এল, তখন লোকটি দেখল, মেয়েটি তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী। তারা দুজন নাচতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর তারা মিলনের আনন্দ উপভোগ করার জন্যে নাচ বন্ধ করল। নাটক শেষ হল আনন্দ-সঙ্গীত গেয়ে। মিসেস স্টোপ্‌স্‌ সুমিলাগাতা নাটক অনুবাদ করেন। তাতে ‘জননী’ হারানো সম্মানকে বুঁজছেন, সেই কাহিনী আছে।

কিয়োজেন (প্রহসন প্রস্তাবনা)

নরকে পাখী-শিকারী

রচয়িতা—এশাসী জুয়ো

চরিত্র

ইয়ামা = নরকের রাজা

কিইয়োইয়োরি = পাখী শিকারী

দৈত্যগণ ও কোরাস

ইয়ামা নরকের রাজা ইয়ামা বুদ্ধের ছয় রাত্তার মিলনস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে।
(চিৎকার করে)

এই—এই—আমার মোসাহেবরা কই ?

দৈত্যগণ এই যে, এই যে, আমরা।

ইয়ামা যদি কোন পাখী আসে, তাহলে তাদের পাঠিয়ে দিও নরকে।

দৈত্যগণ অবশ্যই প্রভু, তাই হবে।

[পাখী শিকারী কিইয়োইয়োরির প্রবেশ]

কিইয়োই- ‘সব মানুষই পাখী।’ আমার আর ভয় কিদের ? আমি পাখী
যোরি ধরি। নাম—কিইয়োইয়োরি।

সমভূমির সবাই আমাকে চেনে। কিন্তু আমার নির্ধারিত দিন শেষ
হয়ে এসেছে। অস্থায়ী জীবনের বাতাস এসে লাগছে আমার গায়ে।
এই তো আমি এগিয়ে চলেছি সূর্যহীন দেশের দিকে। কোন বেদনা
বোধ না করেই পৃথিবী ত্যাগ করব আমি, কেননা এখানে থাকার
ইচ্ছা আমার নেই।

পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী।

আমার পা আমাকে নিয়ে এসেছে ক্ষয়শীল পৃথিবীর বাইরে।

ছয় পথের মিলন স্থলে এসেছি আমি।

অস্তিত্বের ছয় রাত্তার মিলন স্থলে।

মনে হচ্ছে, আমি স্বর্গে যাব।

দৈত্য হা—হা। মনে হচ্ছে একটি মানুষ এসেছে। নিশ্চয় সে একজন পাপী। তার সম্বন্ধে জানাব আমরা। (ইয়ামাকে) প্রভু, প্রথম পাপী এসে গেছে।

ইয়ামা তাত্তাত্তি করে তাকে নরকে পাঠাও।

দৈত্য পিরোধার্য আপনার আদেশ। শোন ওহে পাপাচারী, নরক তোমার কাছেই। স্বর্গের চাইতেও নরক বড়।

[কিইয়োইযোরিকে ধরে]

এসো, এসো, এবার এসো।

[কিইয়োইযোরি বাধা দিতে থাকে]

এই যে, শোনো,
আমাকে বলতেই হচ্ছে যে,
অন্যান্য পাপীর চাইতে বেশী জোর দেখাচ্ছ তুমি।
সমভূমিতে থাকার সময় কি কাজ করতে?

কিইয়োইযোরি আমি কিইয়োইযোরি। প্রসিদ্ধ পাখী শিকারী।

দৈত্য পাখী ধরতে? বড় খারাপ। সারাদিন ধরে প্রাণহানির কাজ করতে। এটা বড় সাংঘাতিক, তুমি জান। আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমাকে নরকে যেতে হবে।

কিইয়ো সত্যি! আমার তো মনে হয়, আমি তত খারাপ লোক নই।
তুমি যদি আমাকে এখন স্বর্গে যেতে দাও, তবে বাধিত হব।

দৈত্য আগে রাজাকে জিজ্ঞেস করে দেখি। (ইয়ামাকে)
প্রভু, যদি অনুমতি দেন তো বলি—

ইয়ামা কি বলছ?

দৈত্য পাপী লোকটি বলছে, সমভূমিতে সে পাখী ধরে বেড়াতে। তার মানে, সে সর্বদা প্রাণ হানন করত। এটা বড় সাংঘাতিক জিনিস এবং তাকে নরকে যেতে হবে। কিন্তু তাকে একথা বললে সে বলছে আমরা তার প্রতি অন্যায় করছি। বলুন, কি করা যায় এখন?

ইয়ামা তাকে বরং আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

- দৈত্য বহুত আছে। (কিইরোইযোরিকে) এদিকে এসো। রাজা ইয়ানা স্বয়ং তোমাকে দেখতে চান।
- কিইয়ো আসছি।
- দৈত্য এই যে প্রভু, সেই পাপী।
- ইয়ানা শোন যে পাপী। ওনলাম পৃথিবীতে থাকার সময়ে তুমি শুধু পাপী ধরতে। তুমি ভারী বললোক এবং তোমার অবশ্যই নরকে যাওয়া উচিত।
- কিইয়ো বাঃ! ভারী মজা তো! কিন্তু, আমি যে পাপী ধরতাম, ধনীলোকেরা সেগুলি কিনে বাজদের খাওয়াত। সুতরাং তাতে কোন দোষ নেই।
- ইয়ানা বাজও তো একজাতীয় পাপী, তাই না?
- কিইয়ো হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন।
- ইয়ানা তাহলে একাছ করা তো তেমন দোষের নয়।
- কিইয়ো আপনি তো দেখছি আমার মতেই বিশ্বাস করেন।
দোষ দিতে গেলে বাজদেরই দিতে হয়, আমাকে নয়। এখন আমার সোজা স্বর্গে যেতে দিলে আমি বাসিত হব।
- ইয়ানা (নো স্টাইলে আবৃত্তি করবে)
যেহেতু মৃত্যু পাছাড়ে সে দেখেছে অনেক পাপী,
কিন্তু স্বাদ লাভ করেনি একটিরও
তাই নরকের রাজা বলল—
তোমার ফাঁদ নাও, এবং তোমার কাজের কৌশল
আমাদের দেখাও।
তারপর শাস্তিতে চলে যেও।
- কিইয়ো এর চেয়ে সোজা কাজ নেই আর।
আমি ক'টি পাপী ধরে তোমাকে দেব উপহার।
তারপর সে ফাঁদ নিয়ে চীৎকার করে বলল, 'শিকারের জন্যে এইতো শিকার! শিকার!'
- কোঁরাস সে চীৎকার করে বলল
'পাপী শিকারের জন্যে'—
হঠাৎ করে মৃত্যু পাছাড়ের দক্ষিণ দিক থেকে

অনেক পাখী উড়ে এল।

হ্রত কাঁদে ধরা পড়ল কতগুলি—

'ভাজন এখন'—এই কথা বলল সে।

কারপর রান্না হলে, রাজাকে দিয়ে বলল,

'একটি চেখে দেখুন।'

ইয়ামা (লোভীর বহো) আমাকে বেতে দাও!

(খেয়ে চোঁটি চাটতে চাটতে) অবশ্যই বলা যায়, এগুলি বড় সুস্বাদু।

কিইয়ো (দৈত্যদের প্রতি) তোমরা চাখবে নাকি একটু?

দৈত্যগণ ধন্যবাদ। (লোভী প্রায়ে খেয়ে নিয়ে)

আর একটু দাও। না, না, আমাকে।

কি চনৎকার গন্ধ।

ইয়ামা আমি জীবনে এত ভালো জিনিস খাইনি।

তোমার এই আচরণের জন্যে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি পৃথিবীতে।

নাতে আরও তিন বছর তুমি পাখী ধরতে পার।

কিটয়ো তাহলে আমি খুবই বাঞ্ছিত হব।

কোরাস তুমি অনেক পাখী ধরবে।

তিতির, পায়রা, বক, সারস

কেউ তোমার হাত থেকে পাবে না নিস্তার।

চাঁপট এসে তোমার কাঁদে পড়বে।

সুতরাং সে মর্ত্যে ফিরল আবার।

ইয়ামা তাকে দিলেন উপহার

একটি রক্তখচিত নুকুট।

সোটি সসম্মখে নিয়ে সে ফিরে এল সমভূমিতে

তার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করার জন্যে।

আধুনিক নো ও তৎসংক্রান্ত

জাপান থেকে জানা পত্রাবলী

১৮৬৮ সালে শোগুনের পতনের পর 'নো' যে অবলুপ্ত হয়নি, তা মূলত উমেওয়াকা মিনোরু (১৮২৮-১৯০৯) চেষ্টার ফল। তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষেরা কওয়ানজে থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে মিকাডোর রাজ্য দখলের পর কওয়ানজ প্রধান ক্রিয়োতাকা ভাবলেন, যে নো শোগুন বংশের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি শিছুওকায় চলে যান, যেখানে শোগুনবা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

মিনোরু একা থেকে গেলেন এবং ১৮৬৯-৭০ সালে একক প্রচেষ্টায় একটি থিয়েটার নির্মাণ করলেন। এই দেখে অন্যদলগুলিও ক্রমশঃ ফিরে এল এবং পাঁচটি থিয়েটার স্থাপিত হল। চারটি আগেকার এবং নতুনটি উমেওয়াকার। মিনোরুর পর তাঁর স্বযোগ্য পুত্র মানসাবুরো এবং বোফুরো ১৯১৯ সালে নতুন উমেওয়াকা থিয়েটারের প্রবর্তন করেন। উমেওয়াকা পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এবং তাঁর একক বৃহৎ কাজের স্বীকৃতি দানের জন্যে তিনটি থিয়েটারের লোকজন প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। কিন্তু কওয়ানজেরা তাতে অংশ নিতে রাজী হননি। এই দলাদলি এত বেড়ে যায় যে দক্ষতাসূচক প্রশংসাপত্র (minjo) দেবার সময় কওয়ানান দাবী করেন যে সোটি শুধুমাত্র তাদের দল-প্রধান মোতোশিগেরই প্রাপ্য। এই সব প্রশংসাপত্র মিনোরুরা ক্রমান্বয়ে পেয়ে আসছিল এবং উমেওয়াকা পত্রাবলী কওয়ানজে তৎসু-নোজোও পেতেন। মিনোরুর এই অধিকার তার জীবদ্দশায় কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি।

১৯১৬ সালে মিঃ অসওয়াল্ড সিকার্ট মিঃ চার্লস রিকোটাসকে যে-সব চিঠিপত্র লেখেন, আধুনিক 'নো' আলোচনা প্রসঙ্গে সে-সব চিঠিপত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। পত্র লেখকও প্রাপক দুজনের কাছ থেকেই সে-সব পত্রাবলী মুদ্রিত করার অনুমতি লাভ করে আনি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি আশা করি যে, মিঃ সিকার্ট, যিনি 'নো' এবং

কাব্যিক সম্পর্কে এত বেশী উৎসাহী, তিনি এই দুই নাট্য শিল্প সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি ঋণসা হয়ে বাবার আগেই এ বিষয়ে একখানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করবেন।

‘লোকে যদি ‘নো’-অভিনয়কে সহজ, অসংস্কৃত কিংবা সংক্ষিপ্ত বলে, তা হলে তা ঠিক হবে না। ‘নো’-র কবিতাংশ ষোটেই সহজ নয়। এর মধ্যে গীতিনয় সূক্ষ্মতা আছে। কোরাসের এগারোজন, অন্যান্য অভিনেতার, দুটি তিনটি ডান, একটি বাঁশী সহযোগে আবৃত্তি, যাদুঘরে রক্ষিত হবার উপযোগী মুখোশ, পোশাক, নকের জিনিসপত্র, প্রচণ্ড গরমে অভিনেতাদের অনড় হাত ও মুখের ঘাম মুছে দেবার জন্য অনুগামীদল—এইসবই ‘নো’ নাটকের অঙ্গ। আবৃত্তির সময়ে মুখের ভাব অবিকৃত রেখে শুধু স্বরের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করা হয়। যে-কোন ভাল কবিতা আবৃত্তির জন্যে তা দরকার। কোরাস (জজিয়ান সঙ্গীতের অনুরূপ) অভিনেতার সংলাপ—সবই এজাতীয় প্রকাশ। সবই গান, শুধু সুরই এর বৈশিষ্ট্য নয়। সুরের সীমার মধ্যে কোথাও কোথাও পরিবর্তন এনে অভিনেতা—যে নারী ভূমিকায় অভিনয় করে তার স্বরে এমন কারুণ্য আনে, যা শুধু শব্দবহুল সঙ্গীত নাত্র নয়, যার নিঃস্বস গভ্রা বর্তমান; সে আবৃত্তি অর্ধব্যক্তক। ‘নো’ অভিনেতার মুখভাব থাকে অপরিবর্তিত—অর্ধ নির্ভর করে আবৃত্তির উপর।

আমার ধারণা কোনো পুরোহিত, পরী, দেবদূত, সুল্লরী মেয়ে বা প্রেতাঙ্গার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে মুখোশের প্রবর্তন করেন; রূপসজ্জার কাজে তার উপযোগিতা শুধু ‘নো’-নাটকে অভিনয়ের জন্যেই ব্যবহৃত। একই সপ্তাহে থিয়েটারে ‘ফুনাবেনেকি’ দেখেছিলাম আমি, ইম্পিরিয়াল ও নো মঞ্চে। থিয়েটার লর্ড ইয়োসিহিম্বনের রক্ষিতা যাকে তিনি দূরে পাঠাতে চান, তার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল বাইকে। সে রাতের অভিনয়ে বাইকেই প্রায় সমগ্র অংশ অবিকার করে রেখেছিল, তিনটি রমণী ও প্রেতাঙ্গার ভূমিকায় তার অভিনয় এমনই হয়েছিল যে কোন সুল্লরী পরীকেও সে ভূমিকায় তত মানাত না। কোন মুখোশ পরেনি সে, তার সংলাপ আদৌ বোধগম্য হচ্ছিল না আমার। বক্তব্যে কাব্যংশের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেবার স্পৃহা তার ছিল বলে মনে হয় না, সে শুধু পরিবেশানুযায়ী অভিনয় করে চলেছিল। ‘নো’-অভিনয় কবির কল্পনাকে গভীরতর করে, এমনটাও দেখা

যার। আরি বখন অন্যত্র 'নো'র মুখোশ খুলতে দেখেছি, তখন মনে হয়েছে কি অপূর্বভাবে এই মুখোশ শূন্যতা ও বাস্তবকে একত্রে মিলিয়ে দেয়। মুখোশগুলি অপ্রয়োজনীয় বা অযৌক্তিক নয়, (এমনকি দৈত্যদের মুখোশও বাস্তবভিত্তিক) সেগুলি আলাদা জিনিস, যা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় মুখে; এবং চরিত্র উপযোগী আকৃতির জন্যে তা তেমন উপযোগী নয়। তবে স্ক্রলর চেহারার অভিনেতার পক্ষে স্ক্রলরী রমণীর মুখোশ অবশ্য তেমন নয়, কেননা সেক্ষেত্রে আকৃতি ও মুখোশের সম্মিলন সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং বিশেষ মুহূর্তে তার মূল্য অপরিণীম। পোশাক-পরিচ্ছদ প্রচুর ও অমূল্য সংরক্ষিত সম্পদ। কিন্তু তাও অপ্রয়োজনীয় বা বাস্তব নয়, বিশেষ ভূমিকার জন্যে বিশেষভাবে নিৰ্মিত ব্যবহৃত এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন ধারা ও ইতিহাস অনুযায়ী যাজকদের দ্বারা মনোনীত। ধর্মীয় বা যাজকীয় সাহায্য নানাবিধ নিষেধের ফলে সৃষ্ট ও সংরক্ষিত। এমনকি জাপানেও এগুলির যথাযথ সংরক্ষণ রীতিমত কষ্টসাধ্য।

স্ক্রলরী রমণীর ভূমিকায় যারা অভিনয় করে তারা কৌশলে উচ্চতা বৃদ্ধি করে, যদিও বেশীর ভাগ সময় তারা পায়ে নোজা পরে এবং হাঁটু গেড়ে থাকে। মুখোশাবৃত বিখ্যাত অভিনেতার গাঁড়ালি উঠু না করে কখনো আঙুলে আঙুলে কখনো ক্রান্তবেগে মঞ্চে আসে; এবং এভাবে সেই মঞ্চে আগমনের দৃশ্য খুবই আনন্দসঞ্চারী। এই গতি-ভঙ্গি কাব্যময় এবং তা দর্শকদেরকে বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও বেশী দূর নিয়ে যায় না। কোন কোন নাটকে এই ধরনের গতিভঙ্গি নাচের সময়ে দেখা যায়। নতুন দর্শকের কাছে এই মুহূর্তের অভিনয় সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক এবং তালে তালে ড্রামের বাজনা তাকে এই অভিনয়ের সঙ্গে সম্যক পরিচিত করে তোলে। আমার মতে, দুটি দামারার সাহায্যে এই তাল বা ছন্দ রক্ষার মধ্যেই নো প্রদর্শনাভিনয়ের মৌলিক বিশেষত্ব। কেননা বিরতির দীর্ঘ সময়ে আর কিছু থাকে না। নো অভিনেতা থাকে মঞ্চে, কোন শব্দ উচ্চারিত হয় না, শুধু ক্রান্ত তাল স্পন্দনে অঙ্গুলিহ্রাণ পরা আঙুল ও খালিহাতের ভারী আঙুরাজ পড়তে থাকে বাক্সের উপর, অথবা দ্বিতীয় দামারা থেকে উত্তীর্ণ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এর মিশ্রণ ঘটে। দামারাবাদকদের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও চীৎকার করে ওঠে। একটা জিনিস আরি

ঠিক ধরতে পারিনি, সেটা হল, আবৃত্তির সময়কার মাত্রানুযায়ী তাল এবং অভিনেতার আসা যাওয়ার তালের সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারটা। আপনারা জানেন, লোকে শিল্পের প্রশংসনীয় বিষয়ের দ্বারা কিভাবে বা ধারণা প্রকাশিত হল, সেটি যুক্তির সাহায্যে অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। তাই আমার বন্ধুরা আমাকে জানান যে ড্রামের তাল দ্বারা তীর্দযাত্রীর ভ্রমণ বোঝায়, যা প্রায় প্রতি কাহিনীর মূলবিষয়। যেমনা জাপানীরা জানতে চায়, সনেটের বিশেষ লাইন রয়েছে কিনা এবং সনেটের নিয়ম কি। তারা শেক্সপীয়রের কল্পনা সম্পর্কে গবেষণা করে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়েও আলোচনা করে। তেমনিও এই অভিনয় শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত। যা হোক, এটা স্পষ্ট যে বাদকদের কাজ কঠিন ও কৌশলপূর্ণ। তিনটি পর্বে বিভক্ত কোনো অনুষ্ঠানের সব ক'টি পর্বে একই বাদক থাকে না। যেহেতু তাদের কোন বই থাকে না (তারা একে অন্যের দিকে তাকায় না পর্যন্ত, সমগ্র অভিনয়ংশ নিশ্চয়ই তাদের মুখস্থ থাকে), এবং বাদকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা জানার জন্যে নবাগত দর্শককে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতে হয় আমাকে একজন ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, বাদকদের সঙ্গে অভিনেতাদের সম্পর্ক—তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা আছে। নো অভিনয়ের মধ্যে অবশ্যই কোনো সাধারণ ঐক্য আছে এবং তা রীতিমতো অনুশীলনের দ্বারা পরিশীলিত। নাচের সময়ে ড্রামের বাজনা নির্দিষ্ট তালে বাজে, এবং বিশেষ মুহূর্তে যখন প্রতিশোধকারী প্রেতাত্মা বর্শা নিয়ে এগোয়, তখন একটি তৃতীয় ড্রাম থেকে একটি ক্রত নিয়মিত ধ্বনি উদ্ভিত হয়। ড্রামটি তখন ছড়ির সাহায্যে বাজানো হয়। কখনো এই তাল অসমছন্দে, কখনো কখনো ধারাবাহিক ক্রত লয়ে পড়তে থাকে। আমার মনে হয়েছে বাদক ও অভিনেতারা কি বাদ দিচ্ছে বা এ ধীর তালকে ক্রত তালের দ্বারা ঋণিত করতে চাইছে—কিন্তু সাধারণ তাল ছন্দময় কিনা, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি।

যে বিশেষ একক বৃহুর্ত আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, তা হলো ধীবরের, স্বর্গের দেবী-সদৃশ হাগোরোমোর কাছে ফিরে আসার মুহূর্তে দেবী তখন নাচছে। এই নাচ ধন্যবাদ জ্ঞাপক নাচ। যে পোশাক সে পরিধান করেছিল, তা পরিধান না করলে কোনো অঙ্গরীই বুঝি উড়তে অসমর্থ। শিল্পের এই রীতিটি আমার কাছে অপূর্ব মনে হয়েছে;

কখনো কখনো কোনো ভালো জিনিষ ও একনাগাড়ে পাঁচমিনিট স্থায়ী হলে বিরক্তিজনক মনে হয়, এমনকি সেই দৃশ্যটিকে আধাআধি ভাগ করলেও বিরক্তি দূর করা যায় না; আমার মতে পাঁচ মিনিটের ভায়াগায় দশ মিনিট সময় দিলেই সে দৃশ্যটি পরিপূর্ণ হবে। যদি তখনও দৃশ্যটি একধেয়ে মনে হয়, তবে আরো বেশী সময়, বিশ মিনিট বা একঘণ্টাও এদৃশ্যের জন্য দেওয়া চলে। এতে আমাদের গ্রহণ ক্ষমতার সীমা-বদ্ধতা দূর্নীভূত হয়। প্রথমদিকে দর্শকদের কাছে এটি বিরক্তিজনক মনে হলেও যতই অভিনয়কাল বিলম্বিত হতে থাকে, ততই সীমিত সময়ের ধারণা যাব দূর হয়ে, এবং এটিকে অভিনয়ের অঙ্গ বলেই মনে হতে থাকে। সেই স্বর্গের অপসর্গী যখন ধীর পদে চম্বার পরিভ্রমণ করছিল, আমার মনে হচ্ছিল, সহ্যের সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল কুড়িমিনিট কিংবা আরও বেশী কিংবা সাবারাত ধরেই নৃত্য চলছে। সত্যি কথা বলতে গেলে আমি সময়ের হিসাব রাখতে পারিনি।—কিন্তু সে যখন অবশেষে তেঁসে যাওয়ার ভঙ্গিতে পেছনের দিকেব উদ্ভোজিত পর্দার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও তাকে দেখার তৃষ্ণা আমার যেটেনি।

সেই অপরূপ গতিভঙ্গি বা নৃত্য বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা যত্নব নয়। কিন্তু কারো কারো মতে 'নো-অভিনেতা, তাঁর তীক্ষ্ণ, কেন্দ্রীভূত শক্তি ও ভাবনার সমন্বয় ঘটান এবং তার অভিব্যক্তিবিহীন বা মুখোশান্ত মুখ, ধীর গতি ও পোশাকাদির মধ্য দিয়েই তা প্রকাশ পায়। আসলে যতই আমি হাগোরোনোকে দেখছিলাম ততই তার গতির সঙ্গে বেশী করে পরিচিত হচ্ছিলাম অথচ সেই গতি বা নড়াচড়া ছিলো খুবই সানান্য। মনে হচ্ছিল, তার হৃদয়-স্পন্দনই আমার কাছে ধরা পড়ছে। সেই নাচে কেবলমাত্র একটি স্মরণীয় ক্রত তাল-ভঙ্গি ছিল, তাহল শক্ত কাপড়ের আস্তিনা,—পশুকুল ও শুল্কিওয়ালা টাসেলে শোভিত—মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া। আমার সঙ্গিনী নিজেকে বা অন্যকে প্রভাষণ করে না। যা সে বোঝেনি তাই বলে সহজে সেও অকপটে স্বীকার করেছিল যে, জীবনের সর্বোত্তম সুন্দর দৃশ্য সে দেখল।

দুজন ভ্রাম্যবাদকে আপনারা অনেক জায়গায় দেখবেন। তাদের সঙ্গে অভিনেতাদের বসে থাকতে দেখা যায়। যে-কোন অভিনেতা যে-কোন মুহূর্তে একটি আড়বীশী বাজাতে পারে। অবশ্য ছর যে বাজানার

সঙ্গে মিলবে, এমন কোন কথা নেই। কেননা কোন বিশেষ সুর সে বাজাবে, তা কারোর জানা থাকে না। বাঁশীর সুর প্রায় শেষ দিকে—পর্দা পড়ার সময়ে বাজে; এটি খুবই ইঙ্গিতবাহী। নাটক শেষ হয়ে এল। মঞ্চের লোকগুলো এই বুঝি চলে গেল।

আমি 'নো' দেখেছি অনেকবার। প্রতিবারই বধিত আগ্রহ নিয়ে। দেখতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি 'বীট' বা তাল সম্পর্কে। আমার এক বন্ধুর অনুরোধে একজন নো-অভিজ্ঞ আমাকে এবিষয়ে জ্ঞানদান করতে চেষ্টা করেছিলেন।

শুরু থেকে শেষ অবধি প্রতি 'নো'-পালার সব শব্দ আঁট তালের মাত্রায় চলে; তাদের আড়ালে বসে মাত্রানুযায়ী শব্দগুলোকে এমন দক্ষতায় সঙ্গে বাজায় যে, তাকে দেখা যায় না, কিন্তু সে বাজনা দর্শকচিত্ত বিপুল আনন্দে ভরে তোলে। বই-এ ঠিক সেভাবে নো-কে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয় না; মূল কাহিনীর সঙ্গে যে ব্যাখ্যা থাকে, সেখানে আঙ্গুলের সাহায্যে মাত্রা নির্দেশ সম্ভব হয় না। কিন্তু বই না পড়েও অত্যন্ত 'নো'-দর্শক সেই তাল বুঝতে পারেন। আমি কাবুকিজায় একটি নাটক (খুব উর্চুদরের নয়) দেখেছিলাম। যাতে একজন 'নো'-শিক্ষক তাঁর শিল্পের সাংকেতিক বিদ্যা ছাত্রকে শেখাতে চান নি; ছাত্রটি বিশেষ কারণে 'নো'-র কঠিন বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল। শিক্ষকের মেয়ে বিষ পান করল এবং তার মৃত্যুকালীন অনুরোধে শিক্ষক তার ছাত্রকে এবিদ্যা দানে সম্মত হলেন। সমগ্র ঘটনাকে এই ধারায় নিয়ে আসতে তন্ত্রির কোন সূক্ষ্মতা, স্বরের বা মুখোশের কোন বিশেষ ব্যবহার করা হয়নি। শিক্ষক তাঁর ডেস্কের সামনে নতজানু হলেন, তালে তালে পাখার আঘাত করতে করতে একটি আবৃত্তির সাহায্যে দেখালেন শব্দ কেমন করে তালকে অনুসরণ করে।

ড্রামের তাল সবসময় যে অষ্টম তালের পর পড়ে, তা নয়। আমার মনে হয় যে একমাত্র এসব নাটক ছাড়া—তাইকো (আসল ড্রাম, যা ছড়ির দ্বারা বাজানো হয়) অন্য নাটকে এ তাল বাজে না। অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্ভেজনাপূর্ণ নাচে এছন্দ ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত: আঁটটি তাল-আঘাতের বিশেষ নির্দিষ্ট অংশ দুজন অভিনেতা কর্তৃক ৭সুজুরি ওপরে (একজন জানুর উপর ড্রাম বা চোল রাখে, অন্যজন রাখে কাঁধের উপর) বাজানো হয়। জাপানীরা তালের সূক্ষ্মতা

বা সাধারণ একটি তালের মাধ্যমে লুকোচুরি খেলা আমাদের চাইতে ভাল বোঝে। একটি সুর থেকে অন্য সুরে যাবার বিরতি-মুহূর্ত তারা উপভোগ করতে পারে। আমার মনে হয় না—কোন ইউরোপীয় দুটি বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তবলা বা ড্রামের তালকে পরিবেশন করার কথা ভাবতে পারেন। এটি যথার্থই কুশলী প্রয়োগ। এই বিভক্তিকরণ বৈচিত্র্য আনগন করে, কেননা বড় ৫স্বভূমি ঋতুই শব্দ করে, ছোটটি সৃষ্টি কণে ধপ্ধপ্ শব্দ।

‘নো’-দেখায় আগ্রহী ও আসক্ত বহু লোকের মত আমিও মুখোশ সম্পর্কে ভেবেছি—বিশেষ করে মুখোশগুলোর চিত্রাকর্ষী গুরুত্ব সম্পর্কে। ‘নো’-মুখোশের বাস্তব দিক ও স্বাভাবিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এগুলো আদৌ খেলালের বশে তৈরী হয়নি। আমার মনে হয়, কতগুলো অনুষ্ঠান দেখার পরই আমি বুঝতে পেরেছিলাম কোন সময়ে একটি মুখোশ বেশী ভাল লাগে। দুশো বছরের প্রাচীন ও মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদও আমাকে তীক্ষ্ণ আকর্ষণ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় আমি এখনও বুঝতে পারিনি রোকুরো কেন মৃত্যুর পর স্বগোষ্ঠীয় আরেক জনের জন্যে মুখোশ বদলালো এবং ঐ ভূমিকারই আবার কেনইবা সে অভিনয় করল। বলতে পারব না কেন প্রথম মুখোশটিকে দ্বিতীয়টির চাইতে আমার বেশী ভাল লেখে ছিল। নিশ্চয় বহিরঙ্গের সৌন্দর্যের জন্যে নয়। কেননা সেটি ছিলো উজ্জ্বল বানিগ করা ও ঝকঝকে। গঠনটিও আমার বেশী ভাল লেগেছিল। পর্দার পেছনে যায়না-কামরায় যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন আমি এবং সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম রোকুরো তার মুখোশ লাগাচ্ছে এবং তার ভাই মানসাবুরো তাতে তুলির সমাপনী আঁচড় দেবার পর মঞ্চে প্রবেশ করল। এই দুই ভাই কওয়ানজে গোঞ্জির উমেওয়াকা—এবং তাঁদের নিজস্ব মঞ্চ আছে। আমাদের বলা হয়েছিল যে তাদের প্রতি আমার পক্ষ পাতিব খাকা স্বাভাবিক, যদিও পরে হোশো-র পুরুষস্বলভ অভিনয় বেশী ভাল লাগবে। বর্তমানে নাগাশি (মাৎসুমো-তো), তিনি এই গোঞ্জির প্রধান অভিনেতা, (তাদের স্বপ্নের নিজস্ব মঞ্চ আছে, অভিজাত মহলের বিশিষ্ট প্রদর্শন কেন্দ্র সেটি) তাকে আমার খুবই সৎ ও ভয় বলে মনে হয়েছে। তিনি তাঁর অভিনয়শংশ খুবই গুরুত্ব সহকারে আয়ত্ত করেন। রোকুরো ও মানসাবুরো ব্রাত্যুয়গ ও স্বপ্নের অভিনয় করেন। এই ব্রাত্যুয়গলের কণ্ঠস্বর স্বপ্নের। হোশো-র (Hosho)

লোকেরা ভারী গলায় কথা বলে। কিন্তু আমার কাছে তা সমালোচনার বিষয় বলে মনে হয় না। তাছাড়া রোকুরো ও নাগাশি একই ভূমিকায় অভিনয় করেন না।

মিইদেরা (Miidera)—বালক সম্মানের উচ্ছ্বল আচরণে অস্থির জননীকে এক প্রতিবেশী উপদেশ দিল ওৎসুতে যেতে—সেখানে মিই মন্দির আছে, যা সেই নারী স্বপ্নে দেখেছিল।

মিইদেরার পুরোহিতরা সেই ছোট ছেলেকে নিয়ে মন্দির প্রান্তরে দাঁড়িয়ে শরতের পূর্ণচাঁদ দেখল। অনুগামীরা বিধাতি ঘণ্টাটি দোলানো, যার মধুর ধ্বনি নীচের দ্রুত পর্যন্ত ভেসে গেল। উন্যাদিনী মাতা মঞ্চে এসে ঘণ্টা দোলাতে শুরু করল। প্রধান পুরোহিত নিষেধ করল। ঘণ্টাধ্বনি ও যন্ত্রগীত হৃদয়ে তার ফলাফল কি এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলল। পরে মা ঘণ্টা বাজাল এবং ছেলে ও মা পরস্পরকে চিনতে পারল। আমি মা ও ছেলের ঘণ্টা দোলানোর ছবি দেখেছিলাম। মা প্রথমে লাল ফুলওয়ালা পোশাক পরে উপস্থিত হল এবং প্রতিবেশীর উপদেশ শুনে চলে গেল। পুরোহিতরা প্রবেশ করল। ঘণ্টা ধ্বনিই সব কিছুই যোগসূত্র বা চাবিকাঠি। আমরা মতে কোনো অনবদ্য হৃদয়-আলোড়নকারী বস্তু উপস্থাপিত করার চেষ্টা না করাই শোভন ও বুদ্ধিমানের কাজ। অপরপক্ষে এ্যাকশন আসলে ঘণ্টা বাদকের। সে বন্ধ ও গল্পবাত্ত একটি লোক—মাঝেমাঝে অল্পবিস্তর হাত চাপড়ায়, এবং বলে ‘Heave ho’—যেন সে কল্পনায় দিগন্ত-সমান্তরাল রশ্মিকে দোলা দিচ্ছে। সে ক্রমাগত গুঞ্জন ধ্বনির মতো ‘Heave ho’ বলতে থাকে। তারপর তার নাচ। এসময় উন্যাদ মাতা অন্য পোশাক পরে হাতে একাটা শাখা নিয়ে মঞ্চে আসে। তার পোশাকও বিচিত্র—সাদা উপর মড়রঙা পাতলা কাপড়, চিলাচিলা। সেই প্রাচীন গল্পবাত্ত লোগটি তো আগেই কাল্পনিক ঘণ্টা দোলানোর তত্ত্বিতে ঘণ্টা বাজিয়েছে। মা সত্যিকার রঙিন কিতা খেলনা ঘণ্টার সঙ্গে বেঁধে দোলাল। মানসা-বুরোকে আমি এই অভিনয়ে দেখেছিলাম, তার ভাই রোকুরোর মতো সেও সুকণ্ঠের অধিকারী। তাদের গান আমাদের গানের মতো নয় এবং প্রথমদিকে সে গান একেবারে সাধারণ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তিন চারবার এ অনুষ্ঠান দেখার পর আমি দুই ভাইয়ের কণ্ঠ-মাধুর্য সম্পর্কে অবহিত হই—তখনও আমি জানতাম না তারা পরস্পর ভাই, কিন্তু তাদের

কণ্ঠস্বর লক্ষণীয় ছিল। আসলে আমি তখনও বুঝতে পারিনি পোশাক ও মুখোশের আড়ালে সত্যিকার যে প্রতিভা লুকানো থাকে, তার শক্তি কতখানি। কোন গুণগ্রাহী দর্শক এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করা পর্যন্ত এসত্যটি আমি বুঝতে পারিনি। অভিনেতার গুণগ্রাহীরা কেমন সাধারণ থিয়েটারের অভিনেতার কৃতিত্ব সহজেই বুঝতে পারেন, 'নো'-মঞ্চাভিনেতাদের গুণ বা শক্তি তত সহজে বোঝা যায় না।

আমি জানি না, মঞ্চের যবনিকা বা পর্দা সহজে আপনারা কতটুকু জানেন। 'নো'-র প্রতিটি খুঁটিনাটি অংশই গুরুত্বপূর্ণ। কেমন করে এধরনের বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটান তা বিধাতাই জানেন। কিন্তু এগুলো আদৌ পরিকল্পিত বা ধারণার সমষ্টি নয়। সরু গ্যালারি—যার পাশে তিনটি ছোট পাইন গাছ মাইলহুস্তের মতো স্থাপিত—সেই সরু গ্যালারি বা প্রবেশপথ দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করতে হয়। এই প্রবেশপথের শেষে একটি ভাবী পর্দা আছে। আমাদের 'মঞ্চের' পর্দার মতো তা উন্মোচিত হয় না কিংবা ভাপানী থিয়েটারের মতো পাশে টেনে নিয়ে যাওয়া বা ফেলে দেওয়া হয় না।

একটা ফুলের মতো ভাসতে ভাসতে পর্দাটি পিছনদিকে সরে যায়। আমি পেছনে গিয়ে দেখেছিলাম, পর্দাটি নীচু করে কোণের দিকের ক'টি খুঁটির সঙ্গে লাগানো। খুঁটিগুলি তুলে নেয় দুজন লোক, তারা তাঁটি গোড়ে পিছন দিকে বসে থাকে। মনে হয় পর্দা হঠাৎ করে বাতাসের ধাক্কায় পেছনে সরে যাচ্ছে এবং প্রত্যাশিত চেহারাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। 'সাসপেন্স' বা সংশয়াশ্রিত উৎকণ্ঠা আগের থেকেই তৈরী হয়ে থাকে—পর্দা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান হয়। বিরতি থাকে এক মুহূর্তের জন্যে। আমি প্রথমবার প্রবেশ করার কথা বলছি না। দ্বিতীয়বার অভিনেতা কিভাবে মঞ্চে প্রবেশ করেছে সে কথাই আমি বলছি। হয়তো তীর্থযাত্রীর কৌতুহল উদ্বেক করতে ঝাড়ুদান বা ভিস্তিওয়ালার বেশে সে আসছে, এসেই অদৃশ্য হচ্ছে আবার উপস্থিত হচ্ছে বড় সেনাপতি বা রাজকীয় মহিমা-মণ্ডিত প্রধান মন্ত্রী রূপে, যা তার আসল রূপ।

পোশাক বা মুখোশ বদলানোর সময়কার বিরতির মুহূর্তে কোন বক্তা সংক্ষিপ্ত ক'টি ছত্রে তার বক্তব্য বলে যান, একটি লাইনের সঙ্গে অন্য লাইনের ধারাবাহিক বিল থাকে না—মনে হয়, বক্তা এক

চিত্রা থেকে অন্য চিত্রায় সঞ্চার করছেন। তিনি বকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন, এক নাটকে তাঁর ভূমিকা হয়তো যেমপালকের, অন্যটি বীর বা অন্য কিছু। তাঁর কাজ শুধু কথা দিয়ে শূন্যতা পূরণ করা। বাদকগণ পাশে ঢোলভরা নিয়ে বসে থাকে। সকলেই প্রতীক্ষা করে যখন পর্দাটি ভেসে উপরে উঠবে, এবং আগের চরিত্রটি আবার প্রবেশ করবে। কেননা তারপরই অত গতিতে কাহিনী শুরু হবে— প্রথম অংশটি তো শুধু প্রস্তুতি-পর্ব।

পরিশিষ্ট

সিআমির রচনা সম্পর্কে আরও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়—

১. অনেকদিন ধরে সংশয় ছিল যে প্রচলিত Kwadensho সিআমির রচনা নয়। আসল Kwadensho আবিষ্কারের ফলে সে ধারণা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।
২. কাওয়ানামি ও সিআমির কাল বা সময় সম্পর্কে প্রচলিত তারিখ সমূহ সংশোধন করা হয়েছে।
৩. মনে করা হত যে, শুধু নাটকের সংগীতাংশই নাট্যকারদের লেখা, সংলাপ 'জেনপুনোহিত' কর্তৃক লিখিত। এখন আমরা জানতে পেরেছি যে, বেশীর ভাগ ভায়গায়ই কাওয়ানামি ও সিআমি লেখক* গীতিকার ও অভিনেতার তিনটি কাজই একাধী করেছেন।
৪. চতুর্দশ শতকে সারুগাকু গুরুত্বপূর্ণ নাট্যাভিনয় হিসেবে বিবেচিত হত কিনা সন্দেহ। এখন জানা গেছে, এখনকার বা আধুনিক 'নো'-র সঙ্গে তার পার্থক্য অল্প। আর গিরিয়াসেনস বা গান্ডীয়ের দিক দিয়ে তো পার্থক্য নেই বললেই চলে।
৫. মনে করা হত 'নো'তে আগে থেকেই কোরাসের প্রচলন ছিল। সিআমির রচিত প্রবন্ধ থেকে জানা গেছে এটি ১৪৩০ সাল থেকে আমদানী হয়েছে। আধুনিক 'নো'-র সঙ্গে চতুর্দশ শতকের সারুগাকুর পার্থক্য এই কোরাসের অনুপস্থিতির দ্বারা বোঝা যায়।
৬. অনেকগুলো অধ্যায় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 'নো' গোড়া থেকে শুধু অভিজাতদের প্রমোদানুষ্ঠান ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদের জন্য এ অভিনয় অনুষ্ঠিত হত।
৭. সিআমি চতুর্দশ শতকের 'নো'-র সঙ্গীতবাদ্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়গুলো সম্পর্কে 'নো'-বিশেষজ্ঞ সুজুকি চোকো (Suzuki Choko) মত প্রকাশ করেছেন যে, 'নো'-সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এপ্রবন্ধ লেখা সম্ভব হতনা।

* ব্যবস্থাপক ও বলা চলে। কেননা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি বা তাঁরা প্রচলিত ভেংগাকু অথবা কোওয়াকা (Kowaka) ও গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন।